শ্রীপদামৃতমাধুরী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র



সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ



লালগোলাধিপতি

শ্রীমন্মহারাজ রাজ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, সি. আই. ই

উৎসর্গ

বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু ও বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবিগণের [illegible]
আন্তরিক হিতৈষী বলিয়া যাঁহার সুবিমল যশঃসৌরভ
দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিয়াছে, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-
পরিষৎ রমেশ ভবন প্রভৃতি সাহিত্যও শিল্প-
মন্দির এবং নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া
দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, কীর্ত্তন-
গানে যাঁহার নয়নে অবিরল ধারে
প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হয়, সেই
বিদ্বজ্জনবরেণ্য, দানবীর, ভক্তচূড়ামণি

মহারাজ শ্রীলরাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়

সি-আই-ই বাহাদুরের করকমলে
শ্রীপদামৃতমাধুরী সাদরে অর্পণ করিয়া
ধন্য হইলাম।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মুখবন্ধ

বৈষ্ণব কবিতা মাধুর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কত কবি, কত লেখককে যে এই বৈষ্ণব কবিতা প্রেরণা যোগাইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে কি পরিমাণে বৈষ্ণব কবিতা হইতে রস-নির্ঝরিণী ছুটাইয়া তাঁহার অমর সাহিত্যকে স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'মৃণালিনী' 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিষবৃক্ষ' পড়িলে বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ভানুসিংহের পদাবলীতে তাঁহার বৈষ্ণব কবিতা-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার সমগ্র কাব্য-সাহিত্য বৈষ্ণব কবিতার স্নিগ্ধ সরস রসনিষেকে মধুর হইয়াছে। আম্রমুকুল চর্ব্বণ করিয়া কোকিল যেমন তাহার স্বভাবতঃ মধুর কণ্ঠস্বরকে আরও মধুর করিয়া লয়, তেমনি বাঙ্গালার কবিগণ পদাবলীর মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া আপন আপন কাব্য-মাধুর্য্যকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই এই বৈষ্ণব কবিতা আমাকে মুগ্ধ, প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কতক বুঝিতাম, কতক বা বুঝিতাম

না। যাহা বুঝিতাম না তাহাও মনের স্নেহ বেদনা অনুরাগে অভিষেক করিয়া কমনীয় করিয়া তুলিতাম। সুরের দ্বারা সবগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু সুর কোথায় পাইব? একান্ত সাধনা না হইলে কীর্ত্তনের খাঁটি সুর শিক্ষা করা যায় না। সে সাধনার পক্ষে অন্তরায় ছিল প্রচুর অবসর ও সুযোগের অভাব।

একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে সে সুযোগ ঘটিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় বৃন্দাবনধাম হইতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। ইনি একাধারে বিখ্যাত বাদক এবং সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ গায়ক। এরূপ মণি-কাঞ্চন যোগ আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সুতরাং আজ প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে যে দিন প্রথম তাঁহার কৃপা লাভ করিলাম, সে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। ব্রজবাসী মহাশয় আমার এবং আমার ন্যায় আরও কতিপয় ছাত্রের* প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া

* ব্রজবাসী মহাশয়ের সমস্ত ছাত্রের নাম দেওয়া এস্থলে সম্ভবপর নহে। তথাপি কতিপয় নাম সংযোজিত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এ (বঙ্গবাসী কলেজ), শ্রীযুক্ত অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), শ্রীযুক্ত ডাক্তার

এখানেই রহিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে ইঁহার পৈতৃক প্রস্তর-নির্ম্মিত ত্রিতল বাসভবন রহিয়াছে, ইঁহার স্বজাতি বান্ধব সকলেই ব্রজমণ্ডলে রহিয়াছেন; কিন্তু সেই সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি আমাদের প্রতি মমতায় আবদ্ধ হইয়া এখানেই এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের অধিক কাল বাস করিতেছেন।

এই সময়ে আমার মনে হইল যে যদি একদিন আমারই অভাব ঘটে, ব্রজবাসীর চলিবে কিরূপে? সেই হইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম। যে সচ্চিদানন্দঘন অখিলরসকদম্ব-মূর্ত্তি ভগবানের লীলা আমরা নিত্য নিয়ত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হই, তাঁহারই হইতে এই পদাবলী-সংগ্রহের কল্পনা জন্মলাভ করে

ইন্দুভূষণ বসু এম-ডি, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী (কলিকাতা কর্পোরেশনের বিখ্যাত প্রধান স্থপতি (City architect), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার লোধ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত দীননাথ প্রামাণিক (ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী), শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত (কলিকাতা কর্পোরেশনের ওভারশিয়ার) শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বসু মল্লিক (পটলডাঙ্গা), ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (একাউন্ট্যাণ্ট জেনারল অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট), ৺দুর্গাপদ বসু (কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী), শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র অধিকারী, শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে (ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক), শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল চক্রবর্ত্তী (মুনসেফ), শ্রীযুক্ত বলদেব মিত্র (শিল্পী) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কানাই লাল গুহ ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়।

মনে করিলাম, টীকা ও আস্বাদন দিয়া যদি একখানি পদ-সংগ্রহ প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অভাবেও ব্রজবাসীর কোনও কষ্ট হইবে না।

আমি জানিতাম ব্রজবাসী মহাশয়ের পিতা ৺কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহার নিকটে ও সম্প্রতি স্বধামগত পূজ্যপাদ অদ্বিতীয় কীর্ত্তনগায়ক ৺পণ্ডিত অদ্বৈতদাস বাবাজির নিকটে বহুদিন ধরিয়া ইনি গান শিক্ষা করেন। উভয়ের নিকট হইতে ইনি বহু হস্ত লিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হয়েন। আমি সে সকল দেখিয়া অনেক সময়ে সেগুলি প্রকাশ করিবার মানস করিতাম। এক্ষণে ব্রজবাসী মহাশয়কে বলিলাম পদ সংগ্রহ করিতে। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পর্য্যায়ানুরূপ পদ সংগ্রহ করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। আমি সেই পদগুলির টীকা টিপ্পনী ও আস্বাদন নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে সংযোজিত করিয়াছি। তাহাই এই শ্রীপদামৃতমাধুরী। টীকা, মুদ্রণ প্রভৃতিতে যে সকল ত্রুটী ও ভ্রম লক্ষিত হইবে, তাহার জন্য একমাত্র আমি দায়ী। ব্রজবাসী মহাশয় তাহার জন্য দায়ী নহেন।

এক্ষণে সাধারণে এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বৈষ্ণব

পদাবলীর রসাস্বাদন ও শ্রীভগবানের লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিলে আমি আমার শ্রমের অতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করিব। আমার যোগ্যতা, ক্ষমতা ও জ্ঞান কত অল্প, তাহা আমি জানি। তথাপি শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাম্বু অবলম্বন করিয়া আমি যে এই প্রথম খণ্ড পদামৃতমাধুরী সমাপ্ত করিতে পারিলাম, ইহা তাঁহাদেরই পরম করুণার ইঙ্গিত বলিয়া মনে না করিয়া পারিতেছি না। তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থের সমস্ত উপস্বত্ত উক্ত ব্রজবাসী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারাসবিহারী জিউর সেবায় ব য়িত হইবে ইতি

শ্রীকৃষ্ণসমর্পণমস্তু।

ভক্তচরণ-রেণু-প্রার্থী

১০ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩১৭

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভূমিকা

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, শ্রীহরির কৃপায় আজ তাহার প্রথমাংশ সমাপ্ত হইল। বৈষ্ণব কবিতার মধুর গুঞ্জনে বঙ্গের সাহিত্য-কুঞ্জ কানন মুখরিত। যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত নহেন, তাঁহারাও পদাবলীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ। কিন্তু অনেক স্থলে ব্রজবুলি মিশ্রিত থাকায় সাধারণ পাঠক ইহার আস্বাদনে সমর্থ নহেন। সেই জন্য আমরা বর্ত্তমান সংকলনে পদগুলির যে শুধু অর্থ দিয়াছি তাহা নহে, আস্বাদনও কথঞ্চিৎ দিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছি। পাদটীকায় এরূপ ভাবে পদের অর্থ দিয়াছি যাহাতে সাধারণ পাঠকও ইহার মাধুরী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন। সেই জন্য এই টীকার নাম দিয়াছি 'মাধুরী'। মাধুরীর সাহায্যে সকলেই শ্রীরাধাকান্তের চরণামৃতস্বরূপ এই পদামৃত পান করিয়া যাহাতে তৃপ্ত হইতে পারেন,

পদের মাধুরী

তাহার জন্য পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই। কতদূর সফলকাম হইয়াছি, তাহা সুধী সজ্জন পাঠকগণ বলিতে পারেন।

পদাবলী শুধু কাব্য নহে।

পদাবলী শুধু কাব্য নহে, ইহা গানও বটে। প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি গান হওয়াতে পদাবলী ঠিক সাধারণ কবিতার মত নহে। একটি ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে পদকর্ত্তাকে একটি সমগ্রভাব প্রকাশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইহার ছন্দ, ইহার ভাষা, ইহার শব্দচয়ন প্রত্যেক বিষয়টি লক্ষ্য করিবার মত। অন্যত্র কবি যেমন দীর্ঘ কবিতার মধ্য দিয়া নিজের মনের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, এখানে সেরূপ করিবার উপায় নাই। স্বেচ্ছা-নির্দ্দিষ্ট স্বল্প পরিসরের মধ্যে কবিগণ আপনাদিগকে নিবদ্ধ করিয়া ভাব-বিকাশে একদিকে যেমন অপূর্ব্ব সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি কতকটা অসুবিধাকেও বরণ করিয়া লইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবকে সাজাইয়া কীর্ত্তনীয়াগণ অপূর্ব্ব কাব্য-সৃষ্টি করেন। লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে কীর্ত্তনের এক একটি পালা যেন একখানি খণ্ড কাব্য। কীর্ত্তনীয়া যে পালাই

গান করিবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লউন না কেন, তাহার মধ্যে সহজেই একটি কাব্যের সূত্র আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। ক্যালিডোস্কোপের মধ্যে নানা রঙের কাচ যেমন আপনাআপনি সাজাইয়া বিচিত্র ফুলের সৃষ্টি করে, এ যেন কতকটা সেই রূপ। চণ্ডীদাসের একটি পদ, গোবিন্দ দাসের দুইটি, জ্ঞানদাসের একটি এইরূপ ভাবে সাজাইয়া যে 'পালা' গঠিত হয়, তাহাতেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কীর্ত্তনের পালা সাজানো

এই কৃতিত্ব সকলের পক্ষে অনায়াসলভ্য নহে। অখণ্ড রসের আস্বাদন লাভ করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়াগণের সাজানো পালার অনুসন্ধান করিতে হয়। অনেক মহাজনকল্প গায়ক বিশেষ বিশেষ ভাব ও তাহার ক্রম অনুসারে পদ সাজাইয়া যথেষ্ট কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থে তাঁহাদের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে তাঁহাদেরই সাজানো পালা সংগ্রহ করিয়া লীলারসের অভিব্যক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সকলেই ভাল পালা সাজাইতে পারেন না, রসের ক্রমবিকাশও সকলে দেখাইতে পারেন না। সেই

পালা-সংগ্রহে রসের ক্রমবিকাশ

জন্য আমরা রসপুষ্টির অভিব্যক্তি দেখাইবার নিমিত্ত যতদূর সম্ভব মহাজনগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়াছি আশা করা যায় যে ইহাতে একদিকে গায়কগণেরও যেমন সুবিধা হইবে, অপর দিকে সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণেরও রস-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে।

এই খণ্ডে যে সকল সযত্নে নির্ব্বাচিত কবিতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মহাজনগণ আপন আপন রুচি ও প্রতিভা অনুসারে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহাজনেরা লীলা-রসে ডুবিয়া থাকিতেন।

'মহাজন'

তাঁহারা এরূপ তন্ময় হইয়া পদ রচনা করিতেন বা গান করিতেন যে মনে হয় যেন লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা যেমন মন্ত্রের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা, বৈষ্ণব সাধকও তেমনি শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শক। এই জন্য তাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলে। প্রত্যক্ষদর্শন হেতু বৈষ্ণব কবিতা শুধু মিষ্ট কথার সমষ্টি মাত্র নহে। ইহার এক একটী কবিতা যেন এক একখানি চিত্র। চিত্র বা আলেখ্য যেমন বর্ণনীয় বস্তুকে চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করায়, বৈষ্ণব কবিতায়ও সেইরূপ। ইহাতে শব্দ-চিত্র প্রচুর। বস্তুত

এইরূপ শব্দ-চিত্র-বহুল কবিতা দুর্ল্লভ। আমরা পদ-নির্ব্বাচনে শব্দ-চিত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি।

পদামৃতমাধুরীর প্রথম খণ্ডে কেবল পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ ও অভিসার দেওয়া হইয়াছে। গায়কগণের সুবিধার জন্য কয়েকটি নিবেদনের পদও সন্নিবেশিত করিয়াছি। পূর্ব্ব-রাগ, রূপানুরাগ বা অভিসারানুরাগ গান করিবার সঙ্গে নিবেদনের পদ গায়িবার রীতি আছে। সেই জন্য কয়েকটি মাত্র নিবেদনের পদ এই খণ্ডে দেওয়া হইল। পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের পরে যেমন নিবেদন হয়, তেমনি মান, দান ও বিরহের পরেও ভিন্ন ভিন্ন নিবেদনের পদ গীত হয়। সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

নিবেদনের পদ

াগ ও রূপানুরাগ গান করিয়া, সেই সঙ্গে অভিসার ও মিলন গান করিবার পদ্ধতি আছে। সুতরাং অভিসার ও মিলন দিয়া প্রত্যেক পালাটিকে সম্পূর্ণ করা যাইত। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা এই যে, প্রত্যেক পালার সহিত অভিসারের পদ দিতে হইলে অনেক অভিসারের পদ চাই। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ও মিলনের পদ অপেক্ষা পূর্ব্বরাগ ও রূপানুরাগের পদ সংখ্যায় অনেক অধিক।

অভিসার ও মিলনের পদ

বস্তুতঃ পদাবলী সাহিত্যে পূর্ব্বরাগ ও রূপানুরাগ সম্বন্ধে যত পদ আছে, তত পদ সম্ভবতঃ আর কোনও বিষয়ে নাই। দ্বিতীয়তঃ একটি পূর্ব্বরাগের পালার পরে কি ভাবের অভিসার এবং মিলন হইবে, তাহা গায়কের ও শ্রোতাদিগের রুচির উপরে নির্ভর করে। যে কোনও রূপের পর্য্যায়ভুক্ত পদের পরে যে কোনও প্রকার অভিসার ও মিলন গান করা যাইতে পারে। সেই জন্য পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের পদগুলি সাজাইয়া, পরে এক সঙ্গে কতকগুলি অভিসারের পদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে উপযুক্ত পদ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া পাঠক ও গায়কের পক্ষে অসুবিধা হইবে না, আশা করা যায়।

ঝুমর

অনেক স্থলে পূর্ব্বরাগ বা রূপানুরাগ বহুদিন ধরিয়া গান করা হয়। প্রত্যেক দিনই যে অভিসার ও মিলন করাইতে হইবে, এরূপ কথা নাই। একটি গৌরচন্দ্রিকা দিয়া পালা আরম্ভ করিয়া কয়েকটি পদ গান করিলেও চলে। সে স্থলে ঝুমর গায়িয়া গান রক্ষা করিতে হয়। ঝুমর গায়িলেই বুঝা গেল যে, আর মিলন গান করা হইবে না। মহাজনকল্প গায়কগণ যে সকল ঝুমর গায়িয়া গান রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে ও বিখ্যাত গায়কগণের প্রথা

অনুসারে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। ঝুমরগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে ইহারও মধ্যে একটি স্বভাবজ কবিত্ব আছে।

(পূর্ব্ববর্ত্তী কীর্ত্তনগায়কগণের পুঁথি হইতে কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া যে ইহাতে কেবল গায়কগণের কথাই সব সময়ে চিন্তা করিয়াছি, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। কেন না প্রসিদ্ধ গানকর্ত্তৃগণের পালা সাজানোর মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সুরতালেরদিকে যেমন মনোযোগ করিতেন, রস-পরিপুষ্টির দিকেও তেমনি মনোযোগ করিতেন। রসপিপাসু পাঠকপাঠিকাগণের ও কীর্ত্তনামোদী সুধীজনের পক্ষে ইহা তুল্যরূপে উপভোগ্য হইবে বলিয়া আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি।)

রস-পরিপুষ্টি

পদাবলী সাহিত্য যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কবিতাগুলির অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। তাহার প্রথম কারণ এই যে, কোনও কোনও কবিতায় প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ আছে (যেমন চণ্ডীদাসের কবিতায়), কোনও কোনও পদে মৈথিল শব্দের

পদাবলী সহজবোধ্য নহে।

প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন বিদ্যাপতির পদে) এবং কোনও কোনও কবিতায় ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে। গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতির কবিতায় এই ব্রজবুলির অল্প-বিস্তর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিতা ব্যতীত অন্য কোথাও এই ব্রজবুলির সন্ধান আমরা পাই না। কিরূপে বঙ্গভাষায় এই ব্রজবুলির আমদানী হইল, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক রহিয়াছে। 'ব্রজবুলি' বলিতে কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা বোধ হয় ব্রজ বা বৃন্দাবনের ভাষা হইবে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। ব্রজবাসীদের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকটা হিন্দীর মত। পদাবলীর ভাষার সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্প। যে সময়ে পদাবলী সাহিত্যের প্রসার বাড়িতেছিল, সে সময়ে হয়ত মৈথিল ও হিন্দীর প্রভাব বঙ্গভাষার উপরে অধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ সে আমলে লোকের কথিত ভাষাও ঐ সকল ভাষার প্রভাবে অল্পাধিক রূপান্তরিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব কবিতা ভাবগর্ভ।

পদাবলী যে শুধু এই কারণেই সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য নহে, তাহা নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্র ভাবকে প্রকাশ করিতে হওয়ায় অনেক

সময়ে অর্থ জটিল হইয়া গিয়াছে। এই ভাব-প্রাচুর্য্যে অনেক কবিতা সমৃদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য্য শুধু কথায় বা ছন্দে নহে। হীরার টুকরার মত সুন্দর ভাব এক একটি ক্ষুদ্র গীতের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়াতে রূপসী কিশোরীর কানের হীরার দুলের মত কবিতাগুলি যেন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে ঝলমল করিতেছে। এই সকল ভাব-সমৃদ্ধ কবিতা বিশ্লেষণ না করিলে সকলের পক্ষে সৌন্দর্য্যানুভূতি হয় না। যাহাতে সকলেই অনায়াসে বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারেন, তাহার জন্য বহু শ্রম সহকারে অর্থ ও টীকা যোজনা করিয়াছি। সকল স্থলে যে আমরা ঠিক মত অর্থ ধরিতে পারিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। রসজ্ঞ পাঠকগণ ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। প্রমাদবশতঃ যে স্থলে অর্থের গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহা সুধীগণ প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

যাঁহারা কীর্ত্তন গান করেন, তাঁহারা শুধু পদগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই হয় না।

'আখর' বা অলঙ্কার

কীর্ত্তন সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে গানের মুখে ব্যাখ্যা করিয়া পদ বুঝাইয়া দিতে হয়।

অনেক সময় এই ব্যাখ্যাগুলি এত সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ হয় যে, শ্রোতৃগণ তাহাতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। ফলতঃ যে কীর্ত্তনীয়া যত সুন্দর সুন্দর আখর বা 'অলঙ্কার' দিয়া গীতগুলিকে সাজাইতে পারেন, তাঁহার কীর্ত্তন তত আদরণীয় হয়। পদের অর্থ না জানিলে আখর' দেওয়া যায় না। সুতরাং অনেক ভাল ভাল পদ এইরূপে গায়কগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে আমরা যেরূপভাবে পদের অর্থ দিয়াছি, তাহাতে কীর্ত্তনগায়কগণ এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

গীতি-কবিতার যুগ

বঙ্গ সাহিত্যে এখনও গীতি-কবিতার যুগ চলিতেছে বলা যায়। এই যুগের আদি গুরু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি। এই যুগের যুগ ধর্ম্ম প্রেম। ইহার শ্রেষ্ঠ পূজারী প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং। তাঁহারই প্রেরণায় বহু সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রেমের মন্দিরে ইহাঁরা যে সকল সুবর্ণ-প্রদীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন, আজিও তাহার শান্ত স্নিগ্ধ কিরণে বঙ্গবাসীর হৃদয় উজ্জ্বল। এই উজ্জ্বল মধুর রসের মন্দাকিনী ধারায় বঙ্গ কাব্যসাহিত্য পবিত্র ও স্নিগ্ধ। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও সেই গীতিকবিতার

মুরলীরব ধ্বনিত হইতেছে। ✓মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ-বধে' আমাদিগকে ভেরী-নিনাদ শুনাইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও গীতিকবিতার মধুর বেণুবীণানিক্কণের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহার ব্রজাঙ্গনায় বৈষ্ণব গীতিকবিতার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের প্রায় সমস্ত কাব্যই গীতিকবিতার ঝঙ্কারে মুখর। সময়ে সময়ে মহাকাব্যের প্রয়াস দেখা গেলেও তাহা মালতী-যূথী কুঞ্জে অশ্বত্থ কুরুবকের ন্যায় বিরল। এই কাব্যের সম্যক্ আস্বাদন লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক। সুতরাং সাহিত্যের দিক্ দিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনা যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণব কবিতার বাহ্য ও আন্তর ভাব

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী শুধু সাহিত্য নহে। সাহিত্য হিসাবে ইহা বৃহৎ হইলেও ইহার আর একটি বৃহত্তর দিক আছে। যাঁহারা কেবল সাহিত্য হিসাবে বৈষ্ণব কবিতার গ্রাহক, তাঁহারা ইহা হইতে প্রচুর রস আহরণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত রস-মাধুরী কেবল তাঁহারাই উপভোগ করিতে পারেন, যাঁহারা এই কবিতার মধ্যে একটি পরম আত্মীয়,

যুগের পর হইতে কীর্ত্তনের একটি বিশেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আমরা এক্ষণে কীর্ত্তন বলিতে পাঠ, কথকতা বা বক্তৃতা বুঝি না। আমরা বুঝি একপ্রকার সঙ্গীতবিশেষ। অন্য সকল সঙ্গীত হইতে ইহার একটি বিশেষত্ব আছে, যাহার জন্য ইহার স্বতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কীর্ত্তন একদিকে যেমন একশ্রেণীর কবিতাকে বুঝায়—যাহার নাম পদাবলী,—তেমনি অপরদিকে ইহা একটি বিচিত্র সুর বুঝায়। ব্রহ্মসঙ্গীতে বা খৃষ্টানদের ভজনে যখন কীর্ত্তন শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তখন তাহার প্রতিপাদ্য বিষ্ণু বা কৃষ্ণ অবশ্যই নহেন। কীর্ত্তনের বিশেষ সুরকে অবলম্বন করায় ঐ গানের নাম দেওয়া হয়—কীর্ত্তন।

সঙ্গীত হিসাবে কীর্ত্তন কবে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দকে সংকীর্ত্তনের একমাত্র জনক বলা হইয়াছে।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।

বৃন্দাবন দাস এই শ্লোকে ইহাঁদিগকে সংকীর্ত্তনের জন্ম-

কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক

দাতা বলিতেছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ইহার পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন ছিল না। বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে কীর্ত্তন-প্রচার চৈতন্যাবতারের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্বসার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্লোকে কীর্ত্তন সর্ব্বতত্ত্বসার বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

একাদশ, ৫ম

পণ্ডিতগণ সেই কৃষ্ণবর্ণ অথচ জ্যোতিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ সেই ভগবানকে সংকীর্ত্তন-মহোৎসবরূপ যজ্ঞের দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিতেছেন ঃ—

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন সার॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈতন্যাবতারের উদ্দেশ্য

এই সংকীর্ত্তন-প্রচার চৈতন্যাবতারের মূল সূত্র। ৮ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভুকে কীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে—

ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম-সংকীর্ত্তন ॥—মধ্যলীলা।

অন্যত্র আবার নিজের রসাস্বাদন এই অবতারের প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

চির অনর্পিত যে মধুর রসাশ্রিত ভক্তিসম্পদ্, তাহাই সম্যক্‌প্রকারে দান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ—

(শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥)

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধিকা আমার যে মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই অদ্ভুত মাধুর্য্যই বা কিরূপ,

আর আমার অনুভবজনিত সুখ-ধারা শ্রীরাধার অন্তরে কি ভাবে আস্বাদিত হয়, তাহা জানিবার লোভবশতঃ রাধাভাব-সম্পন্ন হইয়া শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

নিজ রসাস্বাদন

সুতরাং ইঁহাদিগের মতে চৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন—নিজ রসাস্বাদন। অখিল রসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের রসমাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আস্বাদন-সৌষ্ঠবের নিমিত্ত তিনি যেমন আপনার অঙ্গ হইতে শ্রীরাধাকে পৃথক্ করিয়া আপনার একান্ত নীরস নিঃসঙ্গতা দূর করিয়াছিলেন, * তেমনি আবার একই দেহে শ্রীরাধাকে আত্মসাৎ করিয়া মাধুর্য্যাস্বাদনের চমৎকারিত্ব বর্দ্ধিত করিয়া

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যথা,—

পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলকে রাসমণ্ডলে।
শত শৃঙ্গৈকদেশে চ মল্লিকামাধবী বনে॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভুব রমণোৎসুকঃ॥

... ...

(এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গা চ রাধিকা॥)

লইলেন। তিনি এবারে আসিলেন দ্বৈতাদ্বৈত অবস্থায়। একই দেহে তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। তাঁহার নবনীরদ-শ্যামতনুর বাহিরে যেন একখানি সোণার প্রতিমা—এক-খানি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ঝলমল করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যবতারের মূল প্রয়োজন যাহাই হউক, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভুর সময় হইতেই কীর্ত্তনের আরম্ভ গণনা করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কীর্ত্তনের ইতিহাসে মহাপ্রভুর অবদান কতখানি। আমরা চৈতন্য-ভাগবত হইতে জানিতে পারি যে মহাপ্রভুর জন্মের মুহূর্ত্তে নবদ্বীপে হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর দান

হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥

চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে মহাপ্রভুর পূর্ব্বে কীর্ত্তন অপরিজ্ঞাত ছিল না।

শ্রীবাসের গৃহে উচ্চ কীর্ত্তন হইত। অনেকে অনেক রকম সন্দেহ করিতেন। যাহারা পাষণ্ডী, কীর্ত্তনের বিরোধী, তাহারা নানা উপদ্রব করিতে লাগিল। পরে নবদ্বীপের কাজি একদিন খোল

নগর কীর্ত্তন

ভাঙ্গিয়া, অত্যাচার করিয়া জানাইয়া দিলেন যে কীর্ত্তন করা চলিবে না। কিন্তু মহাপ্রভু ভক্তগণকে অভয় দিলেন এবং আইন-অমান্য রীতির প্রবর্ত্তন করিলেন—নগর কীর্ত্তনে। তিনি খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নবদ্বীপ দীপমালা ও পুষ্প-পল্লবে পরিশোভিত হইল। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি যেন একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন, পূর্ব্বে যাহা লোকের নিকট অবিজ্ঞাত ছিল।

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে

কিন্তু কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর যে সকল চিত্তচমৎকারী সাত্ত্বিক ভাব হইত, তাহারও নিদর্শন আমরা পূর্ব্বে পাই। মাধবেন্দ্র পুরী মেঘ দেখিয়া বিকল হইতেন। ঈশ্বর পুরী কীর্ত্তন শুনিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেন। মুকুন্দের গীতে বৈষ্ণবগণ তাঁহার পদ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন। স্বরূপ পদাবলী গান করিতেন এবং তাহাতে মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হইত। ইহা নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর শিক্ষার ফল নহে। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখভাগে মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতেন; তাহাতে বহুলোক যোগদান করিত। গুণ্ডিচাবাড়ীতে প্রাঙ্গন-মার্জ্জনার সময়ে কীর্ত্তন হইত। কিন্তু ইহার কোনও স্থলে আমরা এমন কথা পাই না যে

মহাপ্রভু অত্যাশ্চর্য্য বা নূতন কিছু করিতেছেন। অথচ মহাপ্রভু যে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! মুকুন্দ, বাসুঘোষ, ছোট হরিদাস, স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁরা পদাবলী গান করিতেন, সে গানে লোক মোহিত হইত, ধূলায় গড়াগড়ি দিত, ভক্তেরা হুঙ্কার করিতেন। গৌরচন্দ্রিকার বহু পদ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাসুদেব ঘোষ, জগদানন্দ প্রভৃতির দ্বারা রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সে সময়ে লীলা-কীর্ত্তন বা রস-কীর্ত্তনের প্রচলন ছিল।

নাম সংকীর্ত্তন

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে 'হরিনাম' হইত বটে, কিন্তু হরিনামের মাহাত্ম্য এরূপ দৃঢ়ভাবে আর কেহ বলেন নাই। ব্যতীত কলিজীবের যে আর গতি নাই, ইহা তিনি বার বার করিয়া বলিয়াছেন। 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' গয়াধাম হইতে মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে নামের মাহাত্ম্যই প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ নামেই তাঁহার অঙ্গে অশ্রুপুলকাদি নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার পড়ুয়াদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ?

প্রভু বলে কোনরূপ দেখহ আমার।
পড়ুয়া সকলে বলে যত চমৎকার ॥
যে কম্প যে অশ্রু যেবা পুলক তোমার।
আমরা কোথায়ও কভু নাহি দেখি আর ॥

—চৈতন্যভাগবত

নাম করিলেই তিনি অবশাঙ্গ হইয়া পড়েন। অধ্যাপনা করা আর চলিল না। ছাত্রদিগকে তিনি বলিয়া

সংকীর্ত্তন-শিক্ষা

দিলেন, 'যেখানে তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা সেইখানে গিয়া অধ্যয়ন কর। আমি আর তোমাদিগকে পড়াইতে পারিব না। পড়াইতে গেলে সকলশাস্ত্রের মূল স্বরূপ কৃষ্ণনাম আমার মনে পড়ে, আমি আর স্থির থাকিতে পারি না। আমি চক্ষুর সম্মুখে দেখি কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।" এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু গ্রন্থে ডোর দিলেন। ছাত্রেরা বলিলেন, আমরা আর পড়িব না। তোমার যে সংকল্প প্রভু, আমাদেরও সেই সংকল্প। আমরাও হরি নাম করিব।

তোমার মুখেতে শুনিলাম যে ব্যাখ্যান।
জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥

চৈতন্যভাগবত

শিষ্যগণ বলিলেন আমাদিগকে দয়া করিয়া শিখাইয়া দেও কেমন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে হয়।

শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দন॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া॥

৬ ইহাই কীর্ত্তনের আরম্ভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মহাপ্রভু এই নাম করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিলেন। পড়ুয়ারা উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিল। নবদ্বীপবাসীরা সেই কলরোল শুনিয়া ধাইয়া আসিল। তাহারা ভাবিল এই নিমাই পণ্ডিত একদিন ঔদ্ধত্যের সীমা ছিলেন। তাঁহার আজ এই যে প্রেম দেখিতেছি ইহা নারদাদিরও দুষ্কর। জগতে এমন প্রেম কি হয়?

পরম সন্তোষ সবে হইল অন্তরে।
এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে॥
এমন দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় যে ভক্তি দেখিতে॥—চৈতন্যভাগবত

এইবার নবদ্বীপে প্রথম সংকীর্ত্তন হইল। নামের

মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, আজ

সংকীর্ত্তনারম্ভ

তাহার উদ্বোধন হইল। এমন নামসংকীর্ত্তন পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই। নারদাদিপ্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষেও যে প্রেম দুর্ল্লভ, জগৎ সেই প্রেম মহাপ্রভুর প্রচারিত সংকীর্ত্তনে প্রথম দেখিল। কীর্ত্তন ছিল, পদাবলী ছিল, সঙ্গীতও ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে এমন করিয়া কেহ প্রাণ গলাইতে পারে নাই, এমন করিয়া দেশ মাতাইতে পারে নাই। মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন অচিরে ভজন সাধনের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইল। বিধিপূর্ব্বক পূজা ও উৎসবাদিতে লোকের চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিতেছিল না। এমনই সময়ে এই প্রাণমাতানো সংকীর্ত্তনের ঢেউ দেশের মধ্যে বহিয়া গেল। মহাপ্রভু যেখানে যেখানে গমন করিলেন, সেখানেই এই নূতন ধর্ম্মভাবের বন্যা ছুটিল। সংকীর্ত্তনে যেমন উন্মাদনা আনিতে পারে, এমন আর কিছুতে নহে। সুতরাং ধর্ম্মপ্রচারে এই সংকীর্ত্তন-রীতি প্রবর্ত্তন ক মহাপ্রভু এক অপূর্ব্ব প্রেরণা আনয়ন করিলেন। দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময়, বৃন্দাবনগমনের সময়, নীলাচলে অবস্থানের সময় এই সংকীর্ত্তনকেই তিনি ধর্ম্মপ্রচারের

প্রধান সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, লোক দলে দলে আসিয়া এই নাম সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিল। শত সহস্রে, সহস্র লক্ষে এবং লক্ষ কোটীতে অচিরে পরিণত হইল। তাহারা গায়িল,—

করুণা-সিন্ধু-অবতার।

নিজ গুণে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি

জগতে পরাওল হার॥

ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই কারণেই একজন উড়িয়া কবি তাঁহাকে 'হরিনাম-মূর্ত্তি' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রকৃতই তিনি হরিনামের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার সংকীর্ত্তনে পাষণ্ড, বিধর্ম্মী, নাস্তিক, ভণ্ড সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিনাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গেল। দেব মন্দিরে, গৃহপ্রাঙ্গনে, রাজপথে সর্ব্বত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন। গ্রামে, নগরে, পল্লীবাটে হরি-সংকীর্ত্তন। দেশ আনন্দে মাতিল। নিরাশাচ্ছন্ন প্রাণে আশার আলোক দেখা দিল। বিশ্ব-মানব বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—কলিতিমিরাকুল সংসারে স্বর্গের তরুণারুণ জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!

মহাপ্রভুর পরে কীর্ত্তনের প্রসার আরও বাড়িয়া

মহাপ্রভুর পরে

গেল। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকুশল সাধক ভক্তের হস্তে ইহা নূতন নূতন শিল্প-চাতুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার তিরোভাবের ৫০ বৎসরের মধ্যে নরোত্তমদাস ঠাকুর গরাণহাটী কীর্ত্তনের সৃষ্টি করিলেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি মনোহর সাহী কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিলেন।

নামের গুণ

মধ্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধন-ভক্তির সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি নাম-সংকীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।' এক নামসংকীর্ত্তন হইতে সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাম করিতে আরম্ভ করিলে 'শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।' নামের গুণে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি সকলই আসে

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি-সাধন উদ্গম॥

কৃষ্ণ-প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ —চৈঃ চঃ

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে উপরি উদ্ধৃত পয়ারে নামসংকীর্ত্তন ও লীলা-রসাস্বাদনের মধ্যে যে একটি সুন্দর সেতু বিদ্যমান আছে, তাহাই বলা হইয়াছে। নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সংসারের যত কলুষ-কালিমা ধৌত হইয়া চিত্ত-শুদ্ধি হইলে হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হয়। কৃষ্ণ-কথায় রুচি, কৃষ্ণ-প্রেমে উল্লাস এবং পরিশেষে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ও সাধকগণের একান্ত কামনার বিষয় যে কৃষ্ণ-সেবারূপ আনন্দে আত্মহারা হওয়া—এ সকলই নামের কৃপায় হয়।

অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে মুকুন্দের মুখে চণ্ডীদাসের পদ 'শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে'। পদটি এই—

হা হা প্রাণ প্রিয়-সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে॥
রাত্রি দিন পড়ে মনে সোয়াথ না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাঙ॥

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ

আমরা নীলাচল-লীলায় মহাপ্রভুকে এইরূপ

লীলারসাস্বাদন

কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। রথের পুরোভাগে বা গুণ্ডিচা বাড়ীতে যে সংকীর্ত্তন হইত, তাহা ব্যতীত তিনি সর্ব্বদাই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে লীলারসাস্বাদনে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তখন তিনি হা প্রাণনাথ তুমি কোথায়? বলিয়া দিবানিশি ক্রন্দন করিতেন।

অয়ি দীন দয়াদ্র্ নাথ
হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমেতে পড়িলা॥

তখন তিনি কখনও অনুরাগ, কখনও মান, কখনও বিরহে আকুল হইতেছেন। আর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকশিহরণ ধারণ করিতেছে, চোখের জল ফোয়ারা দিয়া ছুটিতেছে। কৃষ্ণের অদর্শন-জনিত বেদনা তাঁহাকে দিবানিশি কাতর করিয়া দিতেছে। তখন তিনি বলিতেছেন—

সখি হে শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকলই বিফল॥

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে যে সকল পদাবলী ছিল, সেগুলি মহা-

কীর্ত্তনের স্থর

প্রভু আস্বাদন করিতেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদ মহাপ্রভুর ও তৎপার্ষদ-গণের আস্বাদনীয় ছিল। স্বরূপ জয়দেবের পদ গায়িয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতেন।

স্বরূপ গোসাঞিতে কহে গাহ এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সংবিৎ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীত-গোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনায়া॥

চৈতন্যচরিতামৃত

কিন্তু ঐ সকল পদাবলী কি স্থরে বা কোন প্রণালীতে গান করা হইত, তাহার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে কীর্ত্তনের যে রীতি দেখা যায় বা মহা-প্রভুর পরবর্ত্তী কালে যে প্রকারে কীর্ত্তন গীত হইত, তাহা উত্তর কালেরই সৃষ্টি। গরাণহাটী, মনোহরসাহী বা আরও পরবর্ত্তীকালে রেণেটি মন্দারিণী প্রভৃতি যে পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে, মহাপ্রভুর সময়ে তাহা ছিল না, কিন্তু সে সময়ের কীর্ত্তনের ধারা যে তাহা হইতে বড় বেশী পৃথক্ ছিল, তাহা বোধ হয় না। কেন না মহাপ্রভুর সমসাময়িক গায়ক ও পদকর্ত্তা

নরহরি ঠাকুর, বাসু ঘোষ, রামানন্দ বসু, নয়নানন্দ প্রভৃতি যে ভাবে গান রচনা করিয়াছেন, তাহার ছন্দ দেখিলে মনে হয় না যে উত্তরকালে সুর বা তালের কোনও গুরুতর বৈষম্য ঘটিয়াছে। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের প্রায় ৫০ বৎসর পরে নরোত্তম দাস ঠাকুরের জন্মস্থান খেতুরীতে (গড়ের হাট পরগণা, রাজসাহী) যে বিখ্যাত মহোৎসব হয়, তাহাতে কীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভক্তি-রত্নাকরে এই কীর্ত্তনের যে বর্ণনা পাই, তাহাতে মনে হয় যে সেই অল্প সময়ের মধ্যে কীর্ত্তন-সঙ্গীত কলা-বিদ্যার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং বহু শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল।

খেতুরীর মহোৎসব

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাধুর্য্যের নাহি সীমা।
সংকীর্ত্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে।
গণ সহ চিন্তায় মানসে মহানন্দে॥
বারবার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥

সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নাহি তার সম॥

—ভক্তিরত্নাকর

এই উৎসবে অনেক বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তা উপস্থিত ছিলেন। নরোত্তম দাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞান দাস, নয়নানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি এই কীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন। খেতুরীর এই মহামহোৎসব হইতে কীর্ত্তনের ধারা আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। নানারূপ মিশ্রণ ও বিকৃতি সত্ত্বেও বঙ্গদেশ যে তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া হোমানল-শিখার ন্যায় কীর্ত্তনের বর্ত্তিটি প্রজ্বলিত রাখিতে পারিয়াছে, ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। বঙ্গদেশের উপর দিয়া এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহু বিপ্লব, বহু বিপর্য্যয় চলিয়া গিয়াছে। কত নূতন নূতন সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের কত নূতন প্রণালীর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, শিক্ষা ও আদর্শ কত রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, ভাবের নূতন নূতন ঢেউও কত বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু মহাজনগণের সেই কান্ত করুণ কোমল মধুর পদাবলী তেমনই যুগ-যুগান্ত বাহিয়া চলিয়া আসিতেছে। কীর্ত্তন তেমনই ভাবে লোকের মনোরঞ্জন করিতেছে!

কীর্ত্তনের প্রণালী

পদাবলী অবশ্য যে কোনও প্রণালীতে গান করা যায়। অনেক বৈষ্ণব পদ বৈঠকী সঙ্গীতের সুরে গান করিতে শুনা যায়। আধুনিক কীর্ত্তনগায়ক-গায়িকাদের মধ্যে কেহ কেহ যে কোনও সুরে যে কোনও পদ গান করিয়া থাকেন। কিন্তু কীর্ত্তনগান যাহা মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। সুরের প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুর অনুসারে কীর্ত্তনের প্রণালী গরাণহাটা (গড়েরহাট পরগণার নাম হইতে), মনোহর-সাহী (মনোহরসাহী পরগণার নাম হইতে), রেণেটি প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত কীর্ত্তন গানের একটি সাধারণ প্রণালী আছে। সে প্রণালীটি এই, প্রথমতঃ কীর্ত্তন-গান কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রসে বিভক্ত হয়, যথা অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মান, দান, রাস, গোষ্ঠ ইত্যাদি। মহাপ্রভুর সময়ে ও উত্তরকালে এই রস-বিভাগ পরিপুষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া উঠে। এক্ষণে কীর্ত্তনীয়াগণ জানেন যে এক রসের পদের মধ্যে অন্য রসের পদ গান করা যায় না; সকল সময়ে সকল রসের গান করিতে নাই।

রাত্রিতে গোষ্ঠ নিষিদ্ধ, কুঞ্জভঙ্গ নিষিদ্ধ, প্রভাতে রাস হইতে পারে না, ইত্যাদি। যে কোনও পদের পর যে কোনও পদ গান করা যায় না। যে পদের পর যে পদ গান করিতে হইবে, তাহার মধ্যে একটী রসের সহজ ক্রম থাকা চাই। তাহা না হইলে, কীর্ত্তনের অঙ্গহানি হইবে এবং শ্রোতাদিগের রস-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে না। তার পর যে কোনও রস গান করিবার পূর্ব্বে তদুচিত অর্থাৎ সেই রসের উপযুক্ত একটি গৌর-চন্দ্রিকা গান করিতে হয়। এই গৌরচন্দ্রিকা অবশ্য

গৌরচন্দ্রিকা।

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে ছিল না। ঠিক কোন সময়ে এই গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্ত্তন হয়, তাহা বলা কঠিন। তবে চৈতন্য-ভাগবত, শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটক, রামানন্দ রায়ের নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থারম্ভে বা কোনও প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই চৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিতে হয়। চরিতামৃতের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের অবতরণিকা রূপে এক একটি গৌরগুণাত্মক শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণলীলা গান করিবার সময়ে যে আস্বাদনোৎকর্ষের জন্য শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করিতে হয়,

ইহাতে শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। প্রথমতঃ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব যেরূপ ভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। বস্তুতঃ সেই নিখিল রসমাধুরী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ রসমাধুর্য্য নিজেই আস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই অনুগত হইয়া রসাস্বাদন করিবার যে প্রতিজ্ঞা গায়ক ও ভক্তগণ করেন, তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া এবং রসের দিক দিয়া সর্ব্বথা যোগ্য বলিয়া মনে হয়। তারপর শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্মরণ করিলে হৃদয় নির্ম্মল হয়।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাঙ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভজন-অধিকারী॥

যেমন কানু ছাড়া গীত নাই, তেমনই গৌর ছাড়া কীর্ত্তন নাই। নাম সঙ্কীর্ত্তনই হউক বা রস-কী

হউক, যোগ্য গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা তাহার উদ্বোধন করিতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই কীর্ত্তনের অধিদেবতা। সেইজন্যও মহাপ্রভুর নাম ব্যতীত যে কীর্ত্তন হয়, তাহা বিবেকী শ্রোতৃ-সমাজে গ্রহণীয় নহে। প্রতিমা বহুমূল্য মণিমরকতে নির্ম্মিত হইতে পারে, কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়া যেমন তাহার পূজা হয় না, তেমনি গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা প্রস্তাবনা না করিয়া কীর্ত্তন গান করিতে নাই। গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা কীর্ত্তনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং পরম মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধিকার দেবদুর্ল্লভ প্রেম যে কেবল কবিকল্পনা নহে, ইহা যে শুধু সঙ্গীত-কলার নিদর্শন নহে, তাহা প্রমাণিত হয় গৌরচন্দ্রিকায়। মহাপ্রভু এই লীলা রাত্রিদিন আস্বাদন করিতেন। তিনি এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারসে বিভোর হইয়া থাকিতেন, কখনও আবেশে নৃত্য করিতেন, কখনও একদৃষ্টে শূন্যপানে চাহিয়া থাকিতেন, কখনও বিকল হইয়া পড়িতেন। জলযন্ত্র-ধারার ন্যায় কখনও তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইত, কখনও পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্রণ-কণ্টকিত হইয়া উঠিত, কখনও রোমকূপ হইতে শোণিত-ধারা বহিত। এমন আবেশ যাহাতে হয়, তাহা কি শুধু কল্পনার

মহাপ্রভু ও কৃষ্ণপ্রেম

সামগ্রী হইতে পারে? বিশুদ্ধ অনুরাগময়ী শ্রীরাধার প্রেম, বিরহ, উৎকণ্ঠা মহাপ্রভুর জীবনে বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। জগতে তিনি প্রেমের যে জীবন্ত আদর্শ স্থাপিত করিলেন, সেই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আজিও কীর্ত্তন গীত হয়। কীর্ত্তন শুধু কাব্য নহে, শুধু সঙ্গীত নহে—ইহা এক অপূর্ব্ব রস-নির্ঝরের ধারা-নিষেকে চির নবীন প্রেমভক্তি-বিরহ-করুণার মন্দাকিনী। কীর্ত্তনে স্বর্গের প্রেম মর্ত্ত্যে নামিয়া মানবের মস্তকে পারিজাতের মালা পরাইয়া দেয়; আবার মানবের প্রেমকে অমরাবতীর সুষমা মাখাইয়া দেবতারও বাঞ্ছিত করিয়া তুলে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৈষ্ণব কবিতায় বলিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথ

এ গীতি-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি, শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান,— * *
তাহে কার ক্ষতি!

* * *

(আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।)

যে প্রেম দেবতাও মানবের, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের প্রভেদ দূর করিয়া দেয়, সে প্রেম কি বস্তু ? সাধারণ প্রাকৃত প্রেমের মধ্য দিয়া কখনও কি নিত্য বস্তু লাভ করা যায় ? যে ফুলের দ্বারা দেবতার পূজা হয়, তাহার মালা গাঁথিয়া প্রিয়জনের কণ্ঠে যখন পরাইয়া দিতে চাই, তখন সে প্রেমের মধ্যে কামনা লালসার জ্বালা থাকে না। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রেম চিন্তামণিকে কেন্দ্র করিয়া যখন মানবতার কোঠা হইতে উর্দ্ধে উঠিল, তখনই তাহা দেবতার পদে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হইতে পারিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতায় যে প্রেমের সন্ধান আমরা

পাই, মহাপ্রভু যে প্রেম জগতে বিলাইলেন, সে প্রেম এক অপূর্ব্ব সামগ্রী! তিনি যে উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গার রস-সমন্বিত স্বভক্তি-সম্পৎ সমর্পণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন, তাহা উন্নত, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, তাহা বিশুদ্ধ স্বর্ণ 'নির্ম্মল ভাস্কর।'

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।

সে প্রেম অতি উদার, অতি মধুর, অতি গভীর, অতি সুন্দর! মানবতার মধ্যে যে মহামূল্য নিত্য, অবিনশ্বর, আনন্দস্বরূপ রসানুভূতির মূর্চ্ছনা কদাচিৎ কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তির নাম প্রেম।

এই প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। শুদ্ধ অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধ বিষয়কে কথায় প্রকাশ করা কঠিন হইলেও বৈষ্ণব মহাজনেরা এই ভাব-প্রকাশে যে অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারি মুখ্য ভাবে প্রেম আস্বাদন করা যায়। ইহার মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। এই মধুর ভাবই উন্নতোজ্জ্বল রস। বৈষ্ণব কবিতায় ইহার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। মলিন দর্পণে কোনও

গোপী-প্রেম

সুন্দর ছবি পড়িলেও তাহা যেমন বিকৃত দেখায়, তেমনি আমাদের মলিন চিত্তে এই পরম মধুর প্রেমের ছবিও সময়ে সময়ে বিকৃত হইয়া যায়। তখন আমরা কবির দোষ, নয়ত কাব্যের দোষ ধরিতে প্রবৃত্ত হই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ

"প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই, কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ্ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমন কি দর্শনশাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি-

সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই গোপী-প্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান।......যখন সমস্ত জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোনও কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে। যখন এই প্রেম পাইবে, তখন সব পাইবে।"

গোপীপ্রেম না বুঝিলে পদাবলী বুঝা যায় না

গোপী-প্রেম কি তাহা না বুঝিলে বৈষ্ণব পদাবলী বুঝিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। মহাজনেরা অনেকেই বিরক্ত, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং ভজন সাধনের অঙ্গস্বরূপ কীর্ত্তন করিতেন। ভজন সাধনের অন্তরালেই এই সকল পদাবলীর জন্ম, ইহা ভুলিলে চলিবে না। যে প্রেম প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া তাঁহারা অতুলনীয় ভাষায়, মধুর ছন্দে গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব। শক্তি অল্প, সাধনার অত্যন্ত অভাব, কিন্তু আশা অসীম। যে টুকু নিজে বুঝিতে পারিয়া ধন্য

হইয়াছি বলিয়া মনে আর আনন্দ ধরে না, তাহারই একটু আস্বাদন দিবার সাধ। অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আমাদের অসংখ্য ক্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া লইবেন।

আমরা এস্থলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণ লইব। কেননা তিনিই প্রেম-রস-সীমা স্বরূপ শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা জগতে প্রথম প্রচার করিলেন। ব্রজ-যুবতীগণের স্বার্থ-সম্পর্কশূন্য, সর্ব্বস্বপণ প্রেম প্রচার করিতে আর কে পারিত ?

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী-
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ যুবতী- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও এই কথাই বলিয়াছেন,

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

ভক্তি ও প্রেম

শ্রীচৈতন্যের মতে ব্রজেন্দ্রনন্দন আরাধ্য দেবতা; তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন। ব্রজগোপীগণ যে ভাবের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই মনোহারিণী উপাসনাই উপাসনা। শ্রীমদ্-ভাগবত তাহার শাস্ত্র এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ।

পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।

চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।

কবিরাজ গোস্বামিপাদ কৃষ্ণ-প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিকে যেমন মহাপ্রভুর অভিনব সৃষ্টি নাম-সংকীর্ত্তন, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান গোপী-প্রেম-শিক্ষা। মহাপ্রভু কলিতে এই গূঢ়াতিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতের ধর্ম্মমতে একটি বিচিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরে ভক্তি সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য। বৈষ্ণবেরা বিশেষ করিয়া বলিলেন

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' শাণ্ডিল্য সূত্র

'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।'—নারদ

এই পরানুরক্তি, পরমপ্রেমরূপা ভক্তি কিরূপ? গোপীগণ ভগবানকে বলিতেছেন —

প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।

তুমি সকল লোকের পরম প্রিয়, বন্ধু, আত্মাস্বরূপ। মানুষ আত্মাকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। পুত্র কলত্র সকলই 'আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ং ভবতি'। কিন্তু আত্মা কাহারও জন্য প্রিয় নহে, সেই জন্য আত্মাকে বলে নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। ভগবান্ ও সেইরূপ গোপীজনের বন্ধু, নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। তাই তাঁহারা বলিতেছেন 'আমরা কোনও কামনা বাসনা লইয়া তোমার নিকট আসি নাই। তোমাকে একান্ত ভালবাসি, তোমা অপেক্ষা আর আমাদের কিছু প্রিয় নাই, তাই জাতি কুল মানে তিলাঞ্জলি দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি।' ইহাই গোপী প্রেমের মূল সূত্র। এই যে পরম প্রেমরূপা ভক্তি, ইহা জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে লাভ করা যায়। কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যোদয়ে মানবের হৃদয়ে এই প্রেম জন্মে। চৈতন্যচরিতামৃতকার তাই বলিয়াছেন—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।

যদি কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশে কোন জীবের শুদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে আপনিই কৃষ্ণকথা

শ্রবণ কীর্ত্তনে মন যায়। এই প্রকারে সাধন ভক্তি হইলে, সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়; অনর্থের নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধচিত্তে স্বতঃই ভক্তিনিষ্ঠা হয়। সেই নিষ্ঠা হইতে রুচি এবং রুচি হইতে প্রচুর আসক্তি জন্মে।

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর।
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥ চৈঃ চৈঃ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামী যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা তাহারই অনুবাদ।

ভগবদ্‌গীতার আদর্শ —প্রপত্তি

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কৃষ্ণপ্রেম, মুখের কথা নহে। বস্তুতঃ কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ব্রজবিনা অন্যত্র ইহার স্থিতি নাই। ব্রজজনই এইভাবে ভগবানের ভজনা করিয়াছিলেন গীতায় আমরা যে প্রপত্তি বা আত্মসমর্পণের আদর্শ পাই:

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

একমাত্র আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভজনা কর, আমার জন্যই যাগ যজ্ঞ কর, আমাকেই নমস্কার কর।

আবার বলিতেছেন:

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।

হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু তুমি করিবে, যাহা খাইবে, যে হোম করিবে বা যাহা কিছু দান করিবে বা যে তপস্যাচরণ করিবে, তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর। আরও বলিতেছেন ঃ

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর।

—এই যে আদর্শ, ইহা তত্ত্ব হিসাবে সুন্দর বটে, কিন্তু দুর্ল্লভ। এই আদর্শ যদি কোথাও বাস্তবভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐ ব্রজগোপীর মধ্যে।

ব্রজগোপীর প্রেমে গীতার আদর্শ

তাহারা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম, লাভালাভ, জয়পরাজয় শুভাশুভ, তাহারা হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা পরকালও দূরে বর্জ্জন করিয়াছে। ভগবানের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি তাহাদের নাই। তাহারা কেহ মাতা, কেহ পিতা, কেহ সখা, কেহ কান্তা। কৃষ্ণ যে তাহাদের একান্ত প্রিয়! যাহাকে ভালবাসিতে হয়, তাহার সহিত মনে প্রাণে মিশিয়া না যাইতে পারিলে ভালবাসা হয় না। ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি থাকিলে, সেখানে

প্রেমের আত্যন্তিক স্ফূর্ত্তি হয় না। মহাপ্রভু বলিতেছেন ঃ—

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্র জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে কান্ধে ॥”

চৈঃ চঃ

ইহাই মাধুর্য্যভাবের তাৎপর্য্য। এই ভাবের ভজন গোপীদিগের আবিলতা-শূন্য চিত্তে বিকশিত হইয়াছিল।

নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥ চৈঃ চঃ

মহাভাব

গোপীগণ নিজ সুখ চাহে না। তাহাদের কিছুমাত্র কামনা নাই। কৃষ্ণ কিসে সুখ পাইবেন ইহাই অনুক্ষণ তাহাদের একমাত্র অনুসন্ধান। গোপীদিগের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকার প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীরাধা প্রেম-শিরোমণি। রতি গাঢ় হইলে যেমন তাহার নাম হয় প্রেম, তেমনই প্রেম বৃদ্ধি-

প্রাপ্ত হইলে স্নেহ প্রণয় মান রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব ক্রমশঃ আবির্ভূত হয়।)

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

এই মহাভাবই প্রেম-জগতের শেষ কথা। (প্রেমের যে অবস্থায় ইহা এক অতীন্দ্রিয় কেবলানন্দময়ী পরিণত হয়, সেই অবস্থায় ইহাকে মহাভাব বলা যায়।) তখন শুদ্ধচিত্তে এক দিশাহীন আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠে, তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে প্রাণ দোলায়িত হইতে থাকে, তখন সেই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তে প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকার পৃথক্ সত্তা থাকে না, প্রেমের মধুর পেষণে দুইয়ের আত্মা এক হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর, শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিনী। শ্রীকৃষ্ণ 'শৃঙ্গার-রস রাজ মূর্ত্তিধর', শ্রীরাধিকা 'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।'

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥

এই মহাভাব-চিন্তামণি শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করিয়া ললিতা বিশাখাদি সখীবৃন্দ যমুনাপুলিনে এক প্রেমের হাট বসাইয়াছিলেন।

রাগানুগা ভক্তি

বৈষ্ণব কবিতা ইঁহাদের এই অহৈতুকী প্রীতির জয়গাথা গায়িয়া অমরতা লাভ করিয়াছে। কত শত শত ভক্ত এই কবিতা হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের অশ্রু সজল সাধনার সম্বল সঞ্চয় করিয়াছেন, এই গোপী-প্রেমে লোভ পরায়ণ হইয়াছেন—

সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সব ত্যজি কৃষ্ণেরে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

পূর্ব্বে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহারই নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগ অর্থে অনুরাগ, রতি, ভাব, প্রেম। (যে ভক্তি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অপেক্ষা করে না, যাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া তাহার স্থলে এক অতীব প্রেমাস্পদ অভিবিক্ত হয়, যাহাতে ভগবানকে প্রভু সখা পুত্র প্রাণপতিরূপে সেবা করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহারই নাম রাগানুগা ভক্তি।) এইরূপ ভাবে ভজনা করার নাম রাগ মার্গে উপাসনা।

দাস সখা পিত্রাদিক প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥

চৈঃ চঃ

ব্রজ গোপীর অনুগত হইয়া তাঁহাদেরই মত একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করাকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়।

রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে ॥

অনুভূতির বিষয়

এই রাগানুগা সাধন-পদ্ধতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। উপদিষ্ট হইয়াছে বলিলে ঠিক বলা হইল না। ইহা অনুভবের সামগ্রী, ভাবায় ইহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা বিফল। মহাপ্রভু নিজের জীবনে শ্রীরাধা-প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। এখনও বৈষ্ণব ভক্ত-চূড়ামণিগণের মধ্যে এই প্রেমের অল্প বিস্তর আভাস পাওয়া যায়। অশ্রুকম্প পুলক বৈবর্ণ্য মূর্চ্ছা প্রভৃতি সাত্বিক বিকার এখনও বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে অপ্রচুর নহে। যে প্রেমে পাগল করে, যে প্রেম আপনাকে ভুলাইয়া দেয়, সংসার ভুলাইয়া দেয়, ইহকাল পরকাল

ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্তুতি নিন্দাকে সমভাবে অকূল সাগরে ভাসাইয়া দেয়, সে প্রেম কি তাহা কি কথায় বলা চলে ?

সই কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুভব বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবহুঁ হিয়া জুড়ন না গেল ॥

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

এই পুস্তক-সংকলনে যাঁহাদের নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের ঋণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য মনে করি। এই সকল মহাত্মাদিগের সহায়তা না পাইলে আমরা কোন ও ক্রমেই এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম না। বৈষ্ণব মহাজনদিগের অমূল্য কবিতাগুলি অনেক সময়ে অর্দ্ধশিক্ষিত লিপিকরের হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই সকল পদাবলীর পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। পরলোকগত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় সম্পাদিত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীপদকল্পতরু, উক্ত লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দ ও অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি, ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস', ৺ রাম নারায়ণ

বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পদামৃত-সমুদ্র, ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত গৌরপদ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সংকলিত বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি, ধান্যকুড়িয়ার সংস্করণ পদকল্পতরু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত ডাক্তার দীনেশ চন্দ্র সেন ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের অনেক উপকারে আসিয়াছে। এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং যাঁহারা পরলোকগত, তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

ইঁহাদের পরেই লালগোলাধিপ শ্রীমন্মহারাজ রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয়ের নাম করিতে হয়। বিদ্বজ্জন সুহৃদ সন্ন্যাসীকল্প নিরভিমান মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ না পাইলে হয়ত এ গ্রন্থ প্রকাশ করা কঠিন হইত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার লোধ, শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র অধিকারী, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু, শ্রীযুক্ত দুর্ল্লভ চন্দ্র শেঠ, ।যুক্ত

বলদেব মিত্র, শ্রীযুক্ত দীননাথ প্রামাণিক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘটক এম্ এ, ডাঃ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ পিএচ্ ডি, এবং স্বদেশসেবা-নিষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত প্রভৃতি বন্ধুগণ ও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু এই পুস্তকের একটী পদসূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং অশেষ প্রকারে আমাদিগের সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য শ্রীভগবানের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

শুদ্ধি-পত্র

তাণ্ডবিনীং	স্থলে	তাণ্ডবিনী	হইবে	৬
কেছন	”	কৈছন	”	৭
চঢ়াণ্ডল	”	চঢ়াওল	”	১৩
কহএ	”	কিএ	”	১১২
নজ	”	নিজ	”	১১২
তালে	”	ভালে	”	১৬৬
জড়ায়র	”	জুড়ায়ব	”	২৫০
লোভ	”	লাভ	”	৩৩৬
কএ	”	কিএ	”	৩৪৩
গেপন	”	গোপন	”	৩৭৬
নীবিবঙ্গ	”	নীবিবন্ধ	”	৩৯৯
কোমান	”	কামান	”	৪২৪
নকুঞ্জে	”	নিকুঞ্জে	”	৪২৫
রালাই	”	বালাই	”	৪৩০
মকুর	”	মুকুর	”	৪৩২
অগে	”	আগে	”	৪৮৬

বিষয়-সূচী

পদের সূচী

অ

আ

ঐ

ও

ক

গ

চ

জ

থ

দ

ধ

ন



ভ

ম

য

র

শ

স



চিত্র-সূচী

উপহার

করকমলে

শ্রীপদামৃতমাধুরী

মঙ্গলাচরণ

হরেনামৈব নামৈব হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

—নারদীয় পুরাণ।

মহাপ্রভু এই শ্লোকের অর্থ করিলেন, কলিতে কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, ইহা বিনা জীবের অন্য কোনও গতি নাই, অন্য কোনও গতি নাই, অন্য কোনও গতি নাই। দৃঢ়তার সহিত 'হরিনাম' তিনবার বলা হইয়াছে। 'আর গতি নাই' তিনবার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানযোগ তপস্যাদি কর্ম্মের দ্বারা নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই।

—চৈতন্যচরিতামৃত : আদিলীলা।

নাম এবং নামীতে ভেদ নাই। কলিতে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নাম সেই কৃষ্ণ [illegible] নিষ্ঠা করি
নামের সহিত আছেন [illegible] হরি॥

সত্যকালে লোকে বিষ্ণুর ধ্যান করিত; ত্রেতায় যজ্ঞ করিত, দ্বাপরে সেবা-পরিচর্য্যা করিত, কলিতে হরিকীর্ত্তন করিলে এই সমস্ত ফল লাভ হয়।

(কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তৎ হরিকীর্ত্তনাৎ ॥)

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

হরিনাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন :—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং ॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনং ॥

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মানবের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয় (চিত্ত মার্জ্জিত না হইলে, তাহাতে শ্রীভগবানের রূপ ত প্রতিবিম্বিত হয় না!); শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংসার-দাবানল নির্ব্বাপিত হয়; কুমুদের পক্ষে যেরূপ চন্দ্রকিরণ, জীবের শ্রেয়ঃ বা কল্যাণের পক্ষে তেমনই এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন; কৃষ্ণ নাম ব্রহ্মবিদ্যারূপ-বধূর জীবনস্বরূপ; ইহাতে আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে; ইহা প্রতি পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ প্রদান করে, এবং সমস্ত প্রাণ মন আত্মাকে পরমানন্দ-নির্ঝরে অবগাহন করিয়া জুড়াইয়া দেয়।

'কৃষ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবকে প্রতিনিয়ত তাঁহার দিকে টানিতেছেন; কিন্তু জীবের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে কিছুতেই তাঁহার দিকে আসিতে চাহে না। শ্রীরূপগোস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণনামের শক্তি 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :-

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

অর্থাৎ—

কৃষ্ণ এই দুইটি অক্ষরে যে কত সুধা আছে, তাহা আমি জানি না। এই সুধাময় নাম যখন আমার রসনায় নৃত্য করে, তখন মনে হয় আরও বহু রসনা পাইতাম! আর কানের ভিতরে ইহা অঙ্কুরিত হইলে কোটী কোটী কর্ণলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়; চিত্তের প্রাঙ্গণে যখন এই নাম প্রবেশ করে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

(ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দো সর্ব্বকারণকারণম্ ॥)

—ব্রহ্মসংহিতা।

সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি অনাদি, আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের মঙ্গলকারী, জগতের কল্যাণস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই গোবিন্দকে বার বার প্রণাম করি।

কৃষ্ণনাম করিলে কি হয়?

কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়
নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়॥

চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা

পাপক্ষয় হউক, ভাল কথা। মোক্ষ?—কে চায়? সে যেমনই হউক বা না হউক, তাঁহার পদে মতি হউক, এই ত একমাত্র কামনা। কর্ম্মের বিপাকে যেমনই গতি হউক, কীট পতঙ্গ, পশু যে হই সে হই তাহার জন্য ভাবি না। এক মাত্র মিনতি এই—

মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।

বিদ্যাপতি।

তোমার প্রসঙ্গে, তোমার কথায়, তোমার নামে যেন মতি থাকে।

শ্রীগৌর-চন্দ্রিক

পূর্ব্বাভাস।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥

ধানশী—বড় দশকুশী

নিধুবনে দুহু জনে, চৌদিকে সখিগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি,
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গোউর বরণ।
কিবা তার রূপ ঠাম, জিনি কত কোটী কাম,
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি, ভাব ভূষা নিরবধি,
নাচে গায় মহামত্ত হৈঞা।

অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি,
মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥
নব জলধর রূপ, রসময় রস কূপ,
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে ॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন,
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥

গৌরী—তেওট

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত, বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাবপ্রকাশিতে, ধনী অনুমতি ভেল জান

স্থন্দরী যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনা,
মোহে করবি হেন রূপ ॥ ধ্রু ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন স্থখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিতধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহব না পাইয়া ওর ॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে,
এ স্থখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব-কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয় ॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা,
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়,
না ভজিনু মুঞি নরাধম ॥

স্থহই—ছোট দশকুশী

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজ-জীবন, তুয়া বিনু কৈছন, ব্রজপুর বাঁধব থেহা ॥
জল বিনু মীন, ফণী মণি বিনু, তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন, ব্রজপুর গতি তুহুঁ জান ॥

সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি, পাওবি কোনহি সুখ।
কিয়ে আনজন তুয়া, মরমহি জানব,
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসয়ি,
তুহুঁ বর নাগর কান।
অহনিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব,
তেজব সবহুঁ পরাণ ॥
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনাতটে,
সখা সঞে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি,
না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥

যথা রাগ

১ শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি।
নদীয়া নগর পরে করবহুঁ কেলি ॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব তব নাম ॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।
ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ ॥

ব্রজপুর ভাবে পূরব মন কাম ।
অনুভবি জানল দাস বলরাম ॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী

এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী,
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি ।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য,
সেইরূপ দেখিব হে আমি ॥
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে,
অসম্ভব হইবে কেমনে ?
চূড়া ধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে,
কাল গৌর হইবে কেমনে ?
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে,
দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা,
ভাব-প্রেমময় সব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এই কয়ে, দুহুঁ তনু এক হয়ে,
নদীয়াতে হইলা উদয় ।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে,
প্রেম বন্যায় জগত ভাসায় ॥

বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন,
ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ,
না ভাসিলাম সে সুখ তরঙ্গে ॥

জয় নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচী-নন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুর-মুনিগণ-মনোমোহন ধাম ॥
জয় নিজ কান্তা- কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী- লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ ॥
জয় জয় শ্রীদাম- সুদাম-সুবলার্জ্জুন-
প্রেম-প্রবর্দ্ধন নবঘনরূপ।
জয় রামাদিসুন্দর প্রিয় সহচর
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতিবল বল- রামপ্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়-
গোবিন্দ দাস আশ-অনুবন্ধ ॥

বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ-কমলংশ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং১ সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ॥
সাদ্বৈতং সাবধূতং২ পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীগুরু-বন্দনা

কৌ-বিভাস—জপতাল।

বন্দে শ্রীগুরুদেব কি চরণং
জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে অন্ধ কি নয়নং ॥
অন্ধ পট খোলি ধন্দ সব হরণং।
দুর্ল্লভ নাম শুনাওত শ্রবণং ॥
অন্ধকে নয়ন দিয়ে হৃদে প্রেম-করণং।
গুরু সে পরম বন্ধু ভবসিন্ধুতারণং ॥
মহিমা অশেষ না যাওত বরণং।৩
কহত নয়নানন্দ পতিতোদ্ধারণং ॥

১। সনাতন সহ
২। নিত্যানন্দ সহ
৩। বর্ণনা করা অসাধ্য

শ্রীগৌর-বন্দনা

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুশী

কলি-তিমিরাকুল, অখিল লোক দেখি,
বদন চাঁদ পরকাশ[১]।
লোচনে প্রেম সুধারস বরিখয়ে,
জগজন তাপ বিনাশ ॥
গৌর করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজ গুণে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি
জগতে পরাওল হার ॥ ধ্রু ॥
ভকত-কলপতরু, অন্তরে অন্তরু,
রোপয়ে ঠামহি ঠাম[২]।
তছু পদতলে অবলম্বন পথিক,
পূরয়ে নিজ নিজ কাম ॥

১। কলিরূপ অন্ধকারে জীব সকলকে আচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীগৌ বদনরূপ চন্দ্র উদিত হইল।

২। তিনি স্থানে স্থানে ভক্তরূপ কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, সংসার-মরুদগ্ধ পথিক সেই বৃক্ষের ছায়ায় শীতল হয়।

ভাব গজেন্দ্রে চড়াওল অকিঞ্চনে৩
ঐছন পঁহুক-বিলাস।
সংসার কালকূট বিষে দগধল
একলি গোবিন্দ দাস॥

ত্রিরোতা

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যাঁর চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর॥
কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা।
গোলকের বিভব লীলা প্রকাশ করিলা।
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥

৩। যত অকিঞ্চন প্রভুর কৃপায় উচ্চ ভাবের অধিকারী হইল।

গৌরী—তেওট

চম্পক-সোন- কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণি রে[১]।
উন্নত গীম[২] সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙনী রে[৩]॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন মণ্ডন[৪] কলিযুগ কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে[৫]॥
বিপুল পুলককুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥

১। গোরাতনু চাঁপা ফুল, শণের ফুল ও কনক গিরিকে পরাস্ত করিয়াছে।
২। গ্রীবা
৩। ভঙ্গী
৪। ভূষণ
৫। শ্রীগৌরাঙ্গ কলিযুগ-রূপ কাল সর্পের ভয় দূর করেন।

নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।
যে রসে ভাস অবশ মাহ-মণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

শ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনা

বেলোয়ার

জয় জগ-তারণ-কারণ ধাম[১]।

আনন্দ কন্দ[২] নিত্যানন্দ রাম ॥

ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত

সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়া

ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই

গৌর-প্রেমভরে চলই না পার ॥

গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত

লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড।

পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজ-মণ্ডন

কনয়াখচিত অবলম্বন দণ্ড ॥

কলিযুগ কাল- ভুজঙ্গম-সঙ্গমে

দগধল[৩] স্থাবর জঙ্গম দেখি।

প্রেম-সুধারস জগ ভরি বরিখল

গোবিন্দ দাসকে কাঁহে উপেখি[৪] ॥

১। জগতের উদ্ধারের কারণ স্বরূপ যে প্রেমভক্তি, তাহার আশ্রয়স্থল।

২। নিখিল আনন্দের মূল

৩। কলিরূপ কালসর্পের আগমনে বিশ্ব চরাচর দগ্ধ হইল।

৪। উপেক্ষা করিলেন কেন?

শ্রীঅদ্বৈত-বন্দনা

ধানশী

জয় অদভুত, সো পঁহু অদ্বৈত,
সুরধুনী সন্নিধানে ।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমনদী বহে,
বসন তিতল ঘামে ॥
নিজ পঁহু মনে, ঘন গরজনে,
উঠি জোরে জোরে লম্ফ ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প[১] ॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে[২], সুরধুনী তীরে,
আইলা নাগর-রাজ ।
তাহার পিরীতে, হইয়া তুরিতে,
উদয় নদীয়া-মাঝ ॥

১। স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা) এই আটটিকে সাত্ত্বিক ভাব বলে ।

২। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ধর্ম্মের গ্লানি ও জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতিদিন গঙ্গাজল তুলসী দিয়া, ভগবানকে অবতীর্ণ হইবার জন্য ডাকিতেন ও মাঝে মাঝে হুঙ্কার শব্দ করিতেন। বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁহারই প্রার্থনায় নদীয়ায় আবির্ভূত হইলেন ।

জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত-চরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি॥

শ্রীরাগ

প্রভু গৌরচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ প্রভু সীতানাথ আর
পণ্ডিত গোসাই শ্রীবাস রামাই ঠাকুর শ্রী সরকার[১]॥
মুরারি মুকুন্দ শ্রীজগদানন্দ দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ বসু রামানন্দ সদাশিব পুরন্দর॥
আচার্য্য নন্দন বুদ্ধিমন্ত খান্ ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত রাঘব পণ্ডিত জগদীশ তার পাশ॥
আচার্য্য রতন গুপ্ত নারায়ণ বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয় শ্রীমান সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর॥
পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুদেব সুধানিধি আদি সাথ॥
পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ ধনঞ্জয় দাস বৃন্দাবন অনুপাম॥

১। নরহরি সরকার ঠাকুর।

ঠাকুর মুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ সুত রামানন্দ গোপীনাথ বাণীনাথ॥
নীলাচলবাসী সার্ব্বভৌম কাশী মিশ্র জনার্দ্দন আর।
মাহাতী রুদ্র গজপতি ক্ষেত্র-সেবা-অধিকার।
গোঁসাই স্বরূপ সনাতন রূপ ভট্টযুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ গোঁসাই রাঘব লোকনাথ আদিসাথ॥
যতেক মহান্ত কে করিবে অন্ত গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন সবে কৃপাবান্ প্রেমভক্তি করে দান॥
ইহা সবাকার যত পরিবার সন্তান আছয়ে আর।
গৌর ভকত আর যত যত সবে কর অঙ্গীকার॥
অধম দেখিয়া করুণা সভে পূর মোর আশ
কাতর হইয়া গুণ সোঙরিয়া কাঁদয়ে বৈষ্ণব দাস॥

আনন্দ-মহোৎসবের

অধিবাস।

কামোদ—বড় দশকুশী

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কলপতরু, অদভুত যাঁক প্রকাশ।
হিয় অগেয়ান তিমিরবর জ্ঞান- সুচন্দ্রকিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এহেন, পতিত হেরি যো পঁহু,
যাচি দেওল হরিনাম॥ ধ্রু॥
দুরগতি অগতি, অসত-মতি যো জন,
নাহি সুকৃতি-লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল-ভজন ধন, তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর প্রেম-রস-সিঞ্চনে, পূরল সব মন-আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

কামোদ মঙ্গল—বড় দশকুশী

জয় জয় শ্রীনব- দ্বীপ সুধাকর
প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতী- নন্দন পঁহু মঝু
শ্রীবসু জাহ্নবী সেব॥

জয় জয় শ্রী অদ্বৈত সীতাপতি,
সুখদ শান্তিপুর-চন্দ্র।
জয় জয় শ্রীল- গদাধরপণ্ডিত
রসময় আনন্দ কন্দ ॥
জয় মালিনী-পতি[১], সদয় হৃদয় অতি
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌর-ভকত জয়, পরম দয়াময়,
শিরে ধরি চরণ সবার ॥
ইহ সব ভুবনে, প্রেমরস-সিঞ্চনে,
পূরল জগজন-আশ।
আপন করম- দোষে ভেল বঞ্চিত,
দুরমতি বৈষ্ণব দাস ॥

ধানশ্রী—বড় দশকুশী

একদিন পঁহু হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি,
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার ॥

১। শ্রীবাস পণ্ডিত।

শুনিয়া আনন্দে ভাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে
বলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়ে এথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায়, আজ্ঞা দিল সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া,
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ করি কলা, তাহে বান্ধি ফুল মালা,
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল-মঙ্গল করে,
বৃন্দাবন দাস[১] রস ভাষে॥

১। পরমেশ্বর দাস—পাঠান্তর

ধানশী বা বরাড়ী—জপতাল বা একতালা।

নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥
করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের বলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে কীর্ত্তন-বিলাস॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সভার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

ধানশ্রী—মধ্যম দশকুশী

জয় জয় নবদ্বীপ-মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া, ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া,
করে খোল-মঙ্গলের সাজ॥ ধ্রু॥

আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই-ধন, দেই মালা চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া, বাজায় তা থা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন-মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরি বলে ঘনে ঘন,
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজু খোল-মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি,
বংশী কহে দেহ জয় রব॥

অষ্টপ্রহরব্যাপী নামসঙ্কীর্ত্তনের অধিবাস।

কামোদ—বড় দশকুশী

জয় শচী-নন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন,
ভুবন-মঙ্গল অবতার।
বেদ-গোপতধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
অবনি করিতে পরচার॥

জয় জয় নিত্যানন্দ, অক্রোধ পরমানন্দ,
প্রেমদাতা ভুবন-পাবন।
কলি-মদ-মাতঙ্গ-, মদ বিনিবারিতে,
নামাঙ্কুশ করিয়া ধারণ ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ,
জীব প্রতি শুভদৃষ্টি করি।
কলি-ভুজঙ্গম-বিঘ্ন, দমন করিতে যত্ন,
নদীয়াতে আসি গৌর হরি ॥
জয় চৈতন্যের গণ, অবনি বসয়ে সব,
ভূমি লুঠি করয়ে বন্দন।
হয়েছেন হবেন যত, হরিদাস কত শত,
নিবেদয়ে এ দাস লোচন ॥

তুড়ি—মধ্যম একতালা

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বসি দুই ভাই।
হাসি কহে মহাপ্রভু শুন ভাই নিতাই ॥
জীবের নিস্তার ভাই করিতে আসিয়া।
ভুলিয়া রহিলি কেনে আউলিয়া[১] হইয়া ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ করি জীবের নিস্তার।
সেই লাগি হৈল এবে তোমার অবতার ॥

১। বাতুল

অতএব সূতারম্ভ করহ নিতাই।
অধিবাস আরম্ভ করহ তরাই॥
প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ।
ভকত-মণ্ডলী সহ হৈল আনন্দ॥
দেশে দেশে নিত্যানন্দ পত্র পাঠাইল।
মুকুন্দ অদ্বৈতেরে আনিতে চলিল॥
রামাই নন্দাইকে ডাকি হাসি প্রভু কন।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য কর আয়োজন॥
পূর্ণ কুম্ভ আম্রসা'র মাল্য চন্দন।
চন্দ্রাতপ দিয়া করহ আচ্ছাদন॥
দধি মধু হরিদ্রাদি ঘৃত দীপ গন্ধ।
অধিবেশন করি করহ আনন্দ॥
শুনি ভক্তগণের আনন্দ বড় হইল।
বৃন্দাবনদাস হেরি নাচিতে লাগিল॥

ধানশী—রূপতাল।

শ্রীধর মকুন্দ, ডাকিয়া তখন, কহিছে গৌরাঙ্গ হরি
মনোহর বেদি, কর নিরমাণ, স্থান সংস্কার করি॥
দিয়া আম্রসার, রচনা করহ, তুলসীর আরাধন।
আপনে নিতাই, করহ যতনে, বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ॥
গীতা ভাগবত, রত্নবেদিপর, আচ্ছাদন দিয়া রাখ।
মৃদঙ্গ-মঙ্গলী, হ'য়ে কুতুহলি, প্রস্তুত হইয়া থাক॥

পাইয়া আজ্ঞাধন, নিতাই তখন, নিমন্ত্রণ পাঠাইল।
দিগ্ বিদিগ্ হ'তে, সকল বৈষ্ণব, প্রভুর নিকট আইল॥
চৌষট্টি মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, শাখা উপশাখাগণ।
চৈতন্যের গণ, সকলি আইল, পাই'প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
গৌর মুখ হেরি, বলে হরি হরি, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
শান্তিপুর-নাথ, আনন্দে নাচিছে, কহে বৃন্দাবন দাসে॥

কামোদ মঙ্গল—তাল দশকুশী

জয়রে জয়রে গোরা, শ্রীশচী-নন্দন,
মঙ্গল নটন-সুঠান।
কীর্ত্তন-আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে,
মুকুন্দ বাসু গুণগান॥ ধ্রু॥
দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি, মাদল বাজত,
মধুর মঞ্জির রসাল রে।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভেল,
মিলল পদতলে তাল রে॥
কো দেই গোরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন,
কো দেই মালতী মাল রে।
পিরিতি ফুলশরে, মরম ভেদল,
ভাবে সহচর ভোর রে॥

কোই কহত গোরা, জানকী-বল্লভ,
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে ॥
নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে,
হামারি গদাধরের প্রাণ রে ॥

বরাড়ী— ধড়াতাল

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন,
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি করে, নারীগণ জ-জকারে[১],
আর সবে বলে হরি হরি ॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, সবে ভেল উতরোল,
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন,
কীর্ত্তন-মঙ্গল অধিবাস ॥
গোলকের এই রস, সকলে হইয়া বশ,
কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
সবে আসি করিবে শ্রবণ ॥

১। জ-জকার—হুলুধ্বনি।

সংকীর্ত্তনের অধিকারী, হইলেন নরহরি,
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।
আহ্বানিয়া সবাকারে, বিনয় বচন করে,
আস্বাদিয়া গৌরাঙ্গের গুণ ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান, করিবা সে আস্বাদন,
এইত পরম ধন জান।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, বলরাম নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস গুণ গান।

আবির্ভাব উপলক্ষে অধিবাস।

জয়রে জয়রে গোরা, শ্রী শচী নন্দন,
মঙ্গল নটন সুঠান
কীর্ত্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে,
মুকুন্দ বাসু গুণ গান ॥ধ্রু॥ ইত্যাদি ঃ-

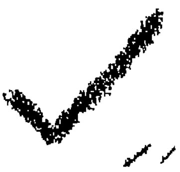
নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর আস্বাদন। ইত্যাদি ঃ

বরাড়ী—ধড়া

[অধিবাসে] আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘটস্থাপন,
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি করে, নারীগণ জ-জকারে,
আর সবে বলে হরি হরি ॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল,
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন,
কীর্ত্তন-মঙ্গল অধিবাস ॥
সভার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন,
কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রী নিত্যানন্দ রাম,
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥

তিরোভাব উৎসবের অধিবাস

সুহই—মধ্যম দশকুশী



-পদ-কমল-সুধারস পানে
শ্রীবিগ্রহ-গুণ গণ করু গানে[1] ॥

১। মহাপ্রভুর পদকমল-সুধা পান করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহের গুণ গান কর।

শ্রীমুখ-বচন-শ্রবণ-অনুষঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেমতরঙ্গী[২] ॥
আরে মন কাঁহে করসি অনুতাপ।
পঁহু কো প্রতাপ মন্ত্র করি জাপ ॥ধ্রু॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চঢ়বি।
পঁহুক চরণ-যুগ সারথি করবি[৩] ॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশা-পাশ যোরি নহ ভঙ্গ[৪] ॥
লীলা-জলধিতীরে চলু ধাই।
প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥
রঙ্গ-তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস।
রতি-মণি দেই পূরব অভিলাষ[৫] ॥

২। তাঁহার শ্রীমুখ-বচন শ্রবণ করিয়া কত লোক প্রেম-তরঙ্গে ডুবিয়াছে।

৩। মহাপ্রভুর চরণ-যুগল সারথি করিয়া মনোরূপ রথে আরোহণ করিও।

৪। মনের রথে প্রাণরূপ অশ্বকে জুড়িয়া দাও। আশা-পাশ ভাল করিয়া বাঁধিও, যেন না ছিঁড়িয়া যায়।

৫। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ সমুদ্রে ডুব দিলে বিশুদ্ধ রতি অর্থাৎ প্রেমরূপ রত্ন পাওয়া যায়।

সো রস-জলধি মাঝে মণিগেহ।
তঁহি রহি গোরী সুশ্যামর দেহ[১] ॥
সারথি লেই মিলায়ব তায়।
গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গায় ॥

'জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচী নন্দন' ইত্যাদি

—যোত সোমতাল

এক দিবস আনি, অদ্বৈত শিরোমণি,
মন্দির শচীর কুমার।
নিতাই চৈতন্য সঙ্গে, অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে,
মহোৎসবের করিতে বিচার ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসি, সীতাঠাকুরাণী আসি,
সঙ্গে লইয়া সহচরীগণ।
আনন্দ বাড়িল মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কত বিধি শচীর নন্দন ॥

১। সেই লীলা-জলধির মাঝে এক মণি-মন্দির আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। মহাপ্রভুর চরণ সারথি কর, অবশ্য সেই মণি-মন্দিরে পৌছিতে পারিবে

আরোপণ করি কলা, বান্ধহ বন্ধন মালা
খোল-মঙ্গল কুতূহলে।
মাল্য চন্দন লইয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
কীর্ত্তন-মঙ্গল সন্ধ্যা কালে॥

যথারাগ

জয় জয় নবদ্বীপ-মাঝ।
আপনে নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন,
কীর্ত্তনে করয়ে অধিবাস। ধ্রু॥
গায়েন শ্রীরামানন্দ, মাধব মুকুন্দ,
বাসুদেব ঘোষ শঙ্কর।
অদ্বৈত বাজায় খোল, প্রভু বলে হরি বোল,
সঙ্গে লইয়া প্রিয় গদাধর॥
নিবেদি দাস বৃন্দাবন, আনিয়া বৈষ্ণবগণ,
সবে মেলি করয়ে নর্ত্তন।
মাল্য চন্দন লইয়া, সভাকার অঙ্গে দিয়া
কাল হবে চৈতন্য কীর্ত্তন॥
তোমরা বৈষ্ণবগণ, শুন মোর নিবেদন,
আসি আসি করিবে শ্রবণ।
সবার আনন্দমন, বৈষ্ণবের আগমন,
হরি হরি বলে ঘনে ঘন॥

শ্রীরাধিকার বাল্য পূর্ব্বরাগ * ।

শ্রীগৌরচন্দ্রিকা ঃ

ধানশী—মধ্যম দশকুশী

দেখ দেখ সই মূরতিময় দেহ !
কাঞ্চন-কান্তি সুধা জিনি মধুরিম,
নয়ন চসকে ভরি লেহ ॥
শ্যামরু বরণ, মধুরস ঔষধি,
পূরব যো গোকুল মাহ ।
উপজল জগত, যুবতী উমতাওল,
যো সৌরভ-পরবাহ ॥
যো রস বরজ- গোরী-কুচ-মণ্ডল-
বরে কমল কর রাখি ।
তে ভেল গৌর, গৌড় অব আওল,
প্রকট প্রেম-সুখ সাখি ॥
সকল ভুবন সুখ, কীর্ত্তন-সম্পাদ,
নিত্য হরল দিন রাতি ।
ভব-দরলোকন, কলিকলুষ মাহা,
হরিবল্লভ নাহি ভাতি[১] ॥

---

* মিলনের পূর্ব্বে যে রতি বা প্রীতি দর্শন শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া নায়ক নায়িকার মনে বিভাবাদি-সংবলনের দ্বারা আস্বাদময়ী হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে—উজ্জ্বল নী[illegible] ।

১। ভব ভয় অবলোকন করিয়া পদকর্ত্তা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না যে কলির পাপরাশির মধ্যে কি উপায় হইবে !

(১) মায়ুর—দশকুশী

সখী সঙ্গে করি, ভানুর ঝিয়ারী,
যেখানে বসিয়া খেলে।
তবে পূর্ণমাসী, আচম্বিতে আসি,
রাইয়েরে করিল কোলে॥
হেদে গো নাতিনী, পরাণ নন্দিনী,
কহিগো তোমার কাছে।
কৃষ্ণ বলি এক, রসিক নাগর,
গোকুল নগরে আছে॥
তার কি কব, রূপের লাবণি!
আমার বচন, শুনগো সুন্দরি,
করহ পিরীতিখানি॥
তোমার যেমন, নবীন যৌবন,
তেমতি রসিকরাজ।
বিধির সংযোগে, হয়েছে মিলন,
বুঝিয়ে করহ কাজ॥
কহে নরহরি, শুনগো সুন্দরি,
কহিলাম তোমার হিৎ।
এ নব যৌবন সুখে গোঁয়াওবি
যদি শ্যামে কর প্রীৎ॥

সুহহ—একতাল

শুনগো রাধিকা, পরাণ অধিকা, পিরীতি মরম কৈ,
পিরীতি হইতে, এতিন ভুবনে বাড়াধন আর নাই ॥
(যুবতী হইয়া, রসিক লইয়া, রস পান করে যে।
কত সুখে সে, কাটায়ে কাল, তাহা বা জানিবে কে ॥)
ধরম করম, বড়ই বিষম, অনেক যতনে হয়।
তা সঞ্জে পীরিতি করগো যুবতী, পাইবে রসিক রায় ॥
কহে নরহরি, শুনগো সুন্দরী, পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে কি ছার জীবন তার ॥)

গৌরী—তেওট

(তখন) কৃষ্ণ দুই অক্ষর, প্রেমের ,
রোপিয়ে রাইয়ের কাণে।
বসোগো সুন্দরী, আশীর্ব্বাদ করি,
অবধান কর মনে ॥
(তখন) চরণে ধরিয়া, কহেন সুন্দরী,
কখন আসিবে তুমি।
তোমার লাগিয়া, পথ নিরখিয়া,
বসিয়া রইলাম আমি ॥

বিনোদিনী বাণী, শুনি ঠাকুরাণী
মুচকি মুচকি হাসে।
রাইয়ের অঙ্গের সৌরভ লইয়ে,
চলিল শ্যামের পাশে॥
সখাগণ লইয়া, যেখানে বসিয়া,
আছয়ে রসিক-মণি।
হাসিতে হাসিতে গেল তথাকারে,
পূর্ণমাসি ঠাকুরাণী॥
দেখি সখাগণ, পদধূলি লন,
কোথায় কর গমন।
কহে ঠাকুরাণী, পাঠাইলা রাণী,
বিষাদ ভাবিয়া মন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, ফেরে বনচর,
বনে গেল নীলমণি।
আপনি যাইয়া, বিরলে লইয়া,
শিখাহ মন্ত্রখানি॥
(তখন) করেতে ধরিয়া, লইয়া চলিল
যেখানে বিরল স্থান।
তবে পূর্ণ মাসি, কহে হাসি হাসি,
মন্ত্র শুন মঝু প্রাণ॥

নাগর হইয়ে, গোধন লইয়ে,
বনে বনে ফিরো তুমি।
কহে নরহরি, পাইবে কিশোরী,
কহিতে আইলাম আমি ॥

(৪) জয় জয়ন্তী—ঠুংরী

শুনিয়া নাগর, হিয়া জর জর,
মরমে পাইয়া ব্যথা।
সখাগণ ভয়ে, নিশবদে রহে,
কহেন মরম কথা ॥
শুন ঠাকুরাণী, সে রাজনন্দিনী,
আমি থাকি সদা বনে।
তাহাতে আমাতে, প্রেমের পিরীতে
মিলন হবে কেমনে ॥
কহে ভগবতী, শুন গুণনিধি,
তেমন রমণী নয়।
সখী সঙ্গে করি, বন ফুল তুলি
এই পথ দিয়ে যায় ॥
যখন পিরীতি হবে,
যেখানে যাইয়া পূরিবে মুরলী
সেখানে তাহারে পাবে ॥

যখন যেমন, তখন তেমন,
উপায় করিতে হবে।
রাধিকার দূতি, এখানে আসিবে
তবে তুয়া দুতি যাবে॥
নরহরি বলে, শুন ঠাকুরাণী,
জগতে এমতি নাই।
রাধাকুণ্ড লীলা, যা হতে হইলা
তাহারি চরণ পাই॥

সুহিনী—ছোট দুঠুকী

জপিতে জপিতে রাইয়ের নাম
চলিলা নাগররাজ।
তবে ঠাকুরাণী মন্দিরে চলিল
হইল কাজ॥
ভকতি করিয়া চরণে ধরিয়া
(বলে) আশীর্ব্বাদ কর তুমি।
গোপীর সহিত হউক পিরীত
এই বর দিলাম আমি॥

যথা সখাগণ লইয়া গোধন
করয়ে বোবঁধ সুখ।
গেল তথাকারে নন্দের নন্দন
মলিন করিয়া মুখ॥
কহে সখাগণ এস মঝু প্রাণ
কি লাগি বিলম্ব হইল।
কি মন্ত্র পাইয়া ভাবিতে ভাবিতে
শ্রীমুখ মলিন ভেল॥
মুখে নাহি বাণী হেঁট মুখখানি
বসিয়া কদম্ব তলে।
রাই রাই বলি জপে গুণমণি
দাস নরহরি বলে॥

শ্রীরাগ—জপতাল

খেলা ধুলি ভাঙ্গি, ভানুর ঝিয়ারী,
চলিল সখীর সাথে।
যাইতে যাইতে, পড়িল ভূমিতে
কৃষ্ণনাম উঠে চিতে॥

দেখি সহচরী বলে আহা
কেন গো পড়িলি রাই।
ললিতা বিশাখা ধরিয়া তুলিল
ঘন ঘন মুখ চাই॥
কহে বিনোদিনী শুন গো সঙ্গিনী
আর না চলিতে পারি।
চলিতে চলিতে কি কাঁটা ফুটিল
আর খসাইতে নারি॥
একথা শুনিয়া বিষাদ ভাবিয়া
বিশাখা সুন্দরী যায়।
পায়ে জল দিয়া হাত বুলাইয়া
কাঁটা দেখিতে না পায়॥
কহেন লালতা, কোনখানে ব্যথা,
কহত কমলমুখি।
বসিয়া বৈঠহ, ঐ রাঙ্গা চরণ
নিরখি নিরখি দেখি॥
কহে বিনোদিনী শুন গো সজনী
মরমে পাইয়া ব্যথা।
শুনিয়া ললিতা বিশাখা পানেতে
ঠারে ঠোরে কন কথা॥

ইহার ঔষধি কদম্বতলায়
কালিয়া বসয়ে যথা।
নরহরি বলে ঐ কথা বটে
(বুঝি) পুর্ণমাসি গেছে তথা॥

বরাড়ী—একতালা

তবে হাতে ধরি, ললিতা সুন্দরী
চলিলা রাইয়েরে লয়ে।
আনন্দ সাগরে ভাসে সখীগণ
রাধা মুখপানে চেয়ে॥
কহয়ে বিশাখা পাবে শ্যাম দেখা
ধৈরজ ধর গো চিতে।
এমন দেখিলে সেখানে জটিলে
আর না দিবে আসিতে॥
এখনি এমন হলিগো সুন্দরী
আর দিন তো ব'য়ে আছে।
শ্যামের সঙ্গে হইলে পিরীতি
পরাণ হারাবি পাছে॥
তার হাত ধরি যত ব্রজ নারী
তাহারে লইয়া গেল।
কৃষ্ণনাম লয়ে রহিল শুতিয়ে
অনাহারে দিন গেল॥

নরহরি ভণে তবে।
নাম শুনিয়া এদশা হইল
না জানি কি আর হবে ॥

শ্রী রাগ—জপতাল

প্রভাতে উঠিয়া জটিলার ভয়ে
করয়ে গৃহের কাম।
হাতেতে করিছে মনেতে ভাবিছে
মুখেতে বলিছে শ্যাম ॥
তবে ত্বরা করি গৃহ কাজ সারি
খঞ্জন-নয়ানি রাই।
ললিতা বিশাখা আসি দিল দেখা
ফুল তুলিবারে যাই ॥
কহে বিনোদিনী শুন গো সজনী
যাইতে বল গো কি ?
কৃষ্ণনাম মোর পশেছে হৃদয়ে
কদাচ পরাণে জি ॥
ললিতা, মরম কহি গো তোরে।
আসি পুর্ণমাসি নিকটেতে বসি
কি নাম শুনালে মোরে ॥

সেই হ'তে মোর হিয়া জর জর
কি মোর বেয়াধি হইল !
গোকুল নগরে কৃষ্ণনাম ধরে
একথা কহিয়া গেল ॥
কহে সহচরী শুন গো সুন্দরী
র বচন নয় ।
শ্রীনন্দের নন্দন যশোদার প্রাণধন
কেমনে মিলন হয় ॥
কহে নরহরি শুন গো কিশোরী
স্থির কর তুমি মন ।
বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি কহে সবে মেলি
অবশ্য হবে মিলন ॥

কামোদ—দশকুশী

তৈখনে আসি, দেবী পূর্ণমাসী
বিন্দেরে ডাকিয়া কয় ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রস করহ প্রক
যাহাতে উদয় হয় ।

করহ ঘটনা, যাহাতে দুজনা,
দুহুঁ মন ভুলে যাতে।
আমার প্রভাবে, কেহ না লখিবে,
সুখে কর যাতায়াতে ॥
নাগর বসিয়া যথা।
বৃন্দা দেবি চিত আনন্দে পূর্ণিত
উপনীত হইল তথা ॥
বৃন্দারে দেখিয়ে, আনন্দিত হয়ে'
আগু বাড়াইয়া যাই।
ধরিয়া করেতে, হাসিতে হাসিতে
বসিলা এক ঠাঁই ॥
কৌতুক অন্তরে কহেন বৃন্দারে,
অনুকূল হও তুমি।
দেবীর বচনে, শুনিয়া শ্রবণে
প্রেমেতে আকুল আমি ॥
ভানুর নন্দিনী, রাই বিনোদিনী,
মিলন করিয়া দেহ।
কহে নরহরি রাজার ঝিয়ার
তারে হেন নাহি কহ ॥

সারঙ্গ—ডাসপাহিড়া

বিনোদ নাগর জোড়ি দুই কর,
কহে বৃন্দা দেবী আগে।
মরম বেদন করহ ছেদন
এ ভার তোমার লাগে॥
এ সখি! যাহ বিনোদিনী যথা।
তুমি সুচতুরী সে বড় নাগরী,
বুঝিয়া কহিবে কথা॥
বিনয় বচন শুনিয়া তখন,
মুচকিয়া বৃন্দা হাসে।
কহিল যে সব মরম দুলর্ভ
হবে মনে নাহি বাসে॥
নবীনা কিশোরী নব নব সখি,
কেমনে হইবে সঙ্গ।
এ কথা কহিতে বড় ভয় চিতে
থর থর কাপে অঙ্গ॥
বচনে তোমার যাব একবার,
যা থাকে করমে মোর।
নাগর তুষিয়া চলিল হাসিয়া,
আনন্দে পুলক ভোর॥

সখি সঙ্গে করি ভানুর ঝিয়ারী,
বিরলে বসিয়া যথা।
কহে নরহরি বৃন্দে সহচরী
উপনীত হই তথা॥

শ্রীরাগ—রূপতাল

বৃন্দারে দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া,
সবে সমাদর কৈল।
কিশোরী তখন উলসিত মন
উঠি আলিঙ্গন দিল॥
বসায়ে করেতে ধরি।
আজি শুভ দিন, তোমার মিলন,
আইলেন দয়া করি॥
বৃন্দা কহে রাণি, শুন সুবদনী,
আমি যে তোমার হই।
দেখিতে তোমারে পাঠাইলে মোরে
দেবী যে বলিল কই॥
পূরব বচন করহ স্মরণ
যে নাম শুনাই কাণে।
যমুনা যাইতে, দেখা তার সাথে
কালিন্দী-পুলিন বনে॥

তোমাকে দেখিয়া জর জর হিয়া
জড়িভূত হল দেহা।
নিশ্চয় কহিয়ে, তবে সে জিবয়ে
যদি তুমি কর লেহা ॥
তোমার যেমন নবীন যৌবন,
নব রসবতি গোরি
তেমতি নাগর রসের সাগর,
কহে দাস নরহরি ॥

জয়জয়ন্তী—ঠুংরী

শুনি হেন বাণী ভানুর নন্দিনী, হইল মদন জ্বালা।
কাঁপে থরথরে হৃদয় ভাণ্ডারে উদয় হইল কালা ॥
তখন ললিতা মুখ চাই।
মুচকি মুচকি হাস মৃদু মৃদু ভাষ বৈঠল পাশহি যাই ॥
ললিতা রঙ্গে, কহিছে ভঙ্গে, স্থির হও বিনোদিনী।
মনের হরিষে, কালা-প্রেম-রসে ডুবিলে এখন জানি ॥
কহিনু যে বোল, না হও উতরোল, শুভ দিন ভেল আসি।
জীবন যৌবন সফল করিল, ভগবতি পূর্ণমাসি ॥
নতুন পিরিতি যতনে রাখিবে, নীরস যেন না হয়।
সো বহু-বল্লভ, সহজ দুর্লভ, দাস নরহরি কয় ॥

শ্রীললিত—ছোট দশকুশী

বৃন্দে কহে বাণী, শুন বিনোদিনী,
আমার বচন ধর।
গুরু পূর্ণ তিথি, সিদ্ধি যোগ ইতি,
আজ অভিসার কর॥
বৃন্দার বচনে হরষিত মনে,
সখিগণ কহে বাণী।
মনে যাহা ছিল, সে সাধ পূরিল,
যেতে হবে তাহা জানি॥
ললিতা সুন্দরী, সাজায় নাগরী,
আপন মনের সাধে।
থাকুক নাগর, হেরি মনোহর
আপনি মুগধ রাধে॥
সবে কুতূহলি, বিনোদ নতুনি,
রাই কোরে দিল আনি।
নাসা পরশ করি, বলিয়া শ্রীহরি,
বাড়ায় বাম পদখানি॥
কর্পূর তাম্বুল লয়ে নানা ফুল,
ক্ষীর সর ছানা ননী।
আনন্দে মগন, চলে সখিগণ,
দিয়ে জয় জয় ধ্বনি॥

কেহ যন্ত্র বায়, নানা রস গায়,
পুলকে পূরিত গোরি।
প্রেম রস ভরে. গমন মন্থরে,
সঙ্গে চলু নরহরি॥

তুড়ি—লোফ

বৃন্দা দেবী সনে, শ্রীবৃন্দা-বিপিনে,
প্রবেশ করল বালা।
সবে চাঁদময়, শ্রীঅঙ্গ ছটায়,
দশ দিক কৈল আলা॥
সেই শোভা দেখিয়া নাগর কানু।
মদন মোহিত, হারায়ে সম্বিত,
খসিয়া পড়িছে বেণু॥
শ্রীঅঙ্গ সৌরভ, নাসা পরশল,
নাগর চেতন পাইল।
প্রেম সুধারস, পূরিল অন্তর,
উঠিয়া আদর কৈল॥
এসো এসো ধনি প্রেম বিনোদিনী
রসবতি রসধাম।
সফল জীবন, তুয়া দরশন,
তুয়া অনুগত শ্যাম॥

আজু হতে মোর, সুখের নাহি ওর,
দেখিয়া বদন খানি।
কত সুধা দিয়ে গঢ়ল বিধাতা,
আপনারে ধন্য মানি॥
এ তিন ভুবনে নাহি তোমা বিনে
ইহা কহি সভাকারে।
না ছাড়িও দয়া দিও পদ-ছায়া,
কহে দাস নর হরি॥

—০

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ

মৌনদশায় শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—যোতসমতাল।

আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥

ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

ধানশী—ধড়া

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই কেন বা এমন হৈল।
গুরু দুরুজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেবা পাইল॥ধ্রু
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাঢ়য়ে লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥

তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইলা চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়,
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

শ্রীসিন্ধুড়া—দশকুশী।

আগো রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা॥ধ্রু
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমতি যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী, ফুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসায়া চুলি।[১]
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দু হাত তুলি॥

১। 'খুলয়ে গাঁথনি, দেখয়ে আপন চুলি' পাঠান্তর।

এক দিঠি করি, ময়ুরা ময়ুরি,
কণ্ঠ করে নিরিখনে।[২]
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥

বরাড়ী—ছোট দশকুশী।

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব[১]।
করতলে সঘন বয়ন অবলম্ব॥
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক-মুকুলে[২] ভরু অঙ্গ॥

২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বর্ণ-সাদৃশ্য থাকায় রাধিকা আপনার কেশ খুলিয়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করেন, কখনও মেঘের দিকে চাহিয়া দু'খানি হাত তুলেন, কখনও বা ময়ূরময়ূরীর কণ্ঠের দিকে অনিমিষে চাহিয়া থাকেন।

১। কোনও সখী বলিতেছেন, শ্রীরাধে তুমি অমন করিয়া ফুটন্ত কদম্বের দিকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চাহিতেছ কেন?

২। হর্ষজনিত রোমাঞ্চ।

এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ।
জানলুঁ ভেটলি শ্যামর চন্দ[১] ॥ধ্রু
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই[২]।
মরমক বেদন বদন সব কহই[৩] ॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বো
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ
সঘনে গতাগতি করসি একন্ত ॥
দূরে রহু গৌরব গুরু জন লাজ।
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ[৪] ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

কি তুহুঁ ভাবসি রহসি একান্ত[৫]।
ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ ॥

১। বুঝিলাম তুমি কদম্ব ... শ্যামচাঁদকে দেখিয়া আসিয়াছ।

২। তোমার ভাব আমার নিকট গোপন করিয়া ফল কি? গোপন থাকে না।

৩। মরমের ব্যথা সব মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে।

৪। কাজের বিপরীত অর্থাৎ মুস্কিল উপস্থিত হইয়াছে।

৫। নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া কি ধ্যান কর?—ইহাতে উদ্বেগও সূচিত হইতেছে।

কহ কহ চম্পক-গোরী।
কাঁপসি[১] কাহে সঘন তনু মোড়ি ॥ধ্রু
ঘাম কিরণ[২] বিন্দু ঘাময়ি অঙ্গ।
না জানিয়ে কাহুক প্রেম-তরঙ্গ[৩] ॥
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে।
বিশোয়াস করু[৪] রাধামোহন দাসে ॥

বালা ধানশী

১৮ এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥

১। বারম্বার অঙ্গ মোটন করিয়া কেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছ?

২। রৌদ্র।

৩। বুঝি কার প্রেমে পড়িয়াছ!

৪। আপনার জনকে বা নিজ পরিজনকে বিশ্বাস করি কথা বল।

মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে।
একদিঠি করি রহ কিসের কারণে॥
বড়ু[১] চণ্ডীদাস কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতএ সে হয়॥

মুখরা-উক্তি

শ্রীরাগ-জপতাল

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি,
হইলা বাউরি[২] পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে, কদম্ব তলাতে,
দেখিলা সে কোন জনে।
যুবতী জনার, ধরম-নাশক,
বসি থাকে সেই খানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলে, কলঙ্ক রাখিলে,
চাহিয়া তাহার পানে॥

১। ব্রাহ্মণ
২। পাগল

একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী,
তাহে বড়ুয়ার[১] বধূ
কহে চণ্ডীদাসে, কুল-শীল নাশে,
কালিয়া প্রেমের মধু॥

মুখরা উক্তি—ধানশী

কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন[২],
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া, কান্দয়ে ধরিয়া,
সব সখি জনে জনে॥
কেহ কহে মাই, ওঝারে ঝাড়াই,
রাইরে পাইঞাছে ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানুসুতা॥

১। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির
২। স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পরিধেয়।

রক্ষামন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহবা কহয়ে ছলে ১।
আনি দিব তোহে, নচয় কহিয়ে,
কালার গলার ফুলে ॥
কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরী কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা

মায়ুর—তেওট

এইত গোকুলবাসী কেহ কিছু জানসি,
তাহার চরণে করোঁ সেবা।
তোমরা আসিয়া দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ
রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেবা ॥
সব দের হাঁকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কোঙরের নামে কাঁপি ঝাপি উঠে ॥

১। কোনও সখী রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতেছেন, কোনও সখী নিজের চুলের দ্বারা শ্রীরাধাকে ঝাড়িয়া দিতেছেন। কোনও সখী বা ছল করিয়া কহিতেছেন যে, কালার গলার ফুলের মালা নিশ্চয় আনিয়া দিব।

কালিয়া কোঙর ১ থাকে কদম্বের ডালে।
কুমারী দেখিয়া পাইঞাছে শিশুকালে॥
তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর।
পূজা পাইলে ছাড়ি যাবে আপনার ঘর॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দঢ়।
নিজপূজা না পাইলে পরমাদ বড়॥

ললিত—দশকুশী

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত১
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদ গদ উত্তর না নিকসই২
কহইতে সজল নয়ান॥
সখিহে কি ভেল এ বরনারী।
করহুঁ কপোল থকিত ৩ রহু ঝামরি
র জুয়ারি ৪॥

১। কালিয়া নামে কোনও অজ্ঞাত দেবতা ; অন্য অর্থে কুমার কৃষ্ণ।

১। কাণে এক কথা শুনিতে অন্য কথা শুনে।

২। বাহির হয়।

৩। করতলে গণ্ডস্থল স্থাপিত অর্থাৎ ন্যস্ত।

৪। জুয়াখেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইলে লোকের যেমন চেহারা হয়।

বিছুরল হাস রভস-রস-চাতুরী
বাউরি জনু ভেল গোরী।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি॥
কাতর কাতর নয়ানে নেহারই
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝর ঝর এ দুই নয়ানি॥
ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগমাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥

ঝুমর৫—শ্রীভাটিয়ারী ধামালী।

রাধে কহ কহ মরমক খেদ।
কোন কওল তুয়া অন্তর ভেদ॥

৫। পূর্ব্বরাগের সম্পূর্ণ পালা একদিনে গান করা অসম্ভব বলিয়া মাঝে মাঝে গান রাখিবার পদ্ধতি আছে। ঝুমর গাহিয়া সেদিনকার মত গান শেষ করিতে হয়। গায়ক ইচ্ছা করিলে অভিসার ও মিলন করাইয়া দিতে পারেন। অভিসার ও মিলনের পদ পরে দ্রষ্টব্য!

পুনশ্চ মৌন দশা—শ্রীগৌরচন্দ্র

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

নীরদ নয়নে১ নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব২।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব৩॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু৪
সুরধুনি তীরে উজোর॥

১। মহাপ্রভুর চক্ষু মেঘের মত কারণ অবিরল জলধারা বর্ষণ করিতেছে।

২। সেই বারি-সিঞ্চনে অঙ্গে পুলক-মুকুল (রোমাঞ্চ) উদ্গত হইয়াছে।

৩। ঘামরূপ মধু-ক্ষরণে ভাবরূপ কদম্ব সমূহ ফুটিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।

৪। গঙ্গার তীরে সোণার গাছ চলিয়া বেড়াইতেছে, দেখিলাম। কি প্রকার? অভিনব অর্থাৎ অপূর্ব্ব; এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে সুতরাং কল্পতরু।

চঞ্চল্ল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল-লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর॥

কামোদ—ছোট দশকুশী

রাধে নিগদ নিজং গদমূলং
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপ-কুল-
মনুকৃত বিকট-কুকূলং॥ধ্রু॥
প্রচুর পুরন্দর গোপ-বিনিন্দিত
কান্তি-পটলমনুকূলং
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি
সংভৃতমুরসি দুকূলং॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্র-রজোভর-
বাসিতমপি তাম্বুলং।

ইদমপি বিকিরসি বর চম্পক-কৃত-
মনুপমদাম সচূলং ॥
ভজদনবস্থিতি- মখিল পদে সখি
সপদি বিড়ম্বিত-তূলং ।
কলিত সনাতন কৌতুকমপি তব
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং ॥ *

ধানশী বা ললিত—দশকুশী ।

নয়নক-নীর থির নাহি বান্ধই ঘন ঘন মেটসি তাই
[illegible] জলদ নেহারসি মাগসি হাত ঝাটাই

---

* রাধে তোমার ব্যাধির কারণ বল। দারুণ তুষানলের (কুকূল) মত সন্তাপ তোমার দেহে কেন উদিত হইতেছে? পুঞ্জীভূত ইন্দ্র-গোপ-কীটের (এক প্রকার রক্তবর্ণ কীট) কান্তি হইতেও রক্তবর্ণ তোমার যে বক্ষস্থল, তাহা হইতে মৃদুল অর্থাৎ সুখস্পর্শ বসন কেন বারে বারে দূরে নিক্ষেপ করিতেছ? তাম্বুল কর্পূর-চূর্ণ (চন্দ্র-রজঃ) কর্তৃক সুবাসিত হইলেও কেন তাহা তোমার ভাল লাগিতেছে না? চূড়া অর্থাৎ সীমন্তভূষণ সহ (সচূলং) সুন্দর চম্পকের মালা কি জন্য ছুড়িয়া ফেলিতেছ? হে সখি, তুমি সমস্ত বিষয়ে অভি-নিবেশ হীন হইয়া কেন তূলার ন্যায় লঘু হইয়াছ? এবং কেনই বা সনাতন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার কৌতুক (আগ্রহ) হইলেও হৃদয় শূলযুক্ত অর্থাৎ ব্যথিত হইতেছে?

ক্ষণে ঘর বাহির করসি নিরন্তর খেনে খেনে দশ দিশ হেরি
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভাষসি কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥
কেলি কদম্ব পুনহি পুন হেরসি ঘন ঘন তেজসি শ্বাস ।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি ভন ঘনশ্যামর দাস ॥

সুহই—দশকুশী

(রাই) কেনে বা এমন হইলা ।
কি রূপ দেখিয়া আইলা ॥
মরম কহ না মোয় ।
ব্যাধি ঘুচায়ব তোয় ॥
না পারি বুঝিতে রীত ॥
সব দেখি বিপরীত ॥
সোণার বরণ তনু ।
কাজর ভৈগেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা ।
কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞান দাস মনে জাপ ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥

ধানশী—একতালা।

তোহারি বেদন ছেদন কারণ[১]
পুন পুন পুছিয়ে তোয়।
তুহু উর ধরি মরি মরি বোলসি
সোধ-বোধ সব খোয়[২] ॥
আলিরি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে ?[৩]
যো তুয়া দুখে দুখায়ত শত গুণ
তাহারে কি বেদন না কহিয়ে ॥ধ্রু॥
এ তুয়া সঙ্গিনী রঙ্গিণী রসিকিনী
কহিলে কি আওব লাজে।
ফণি-মণি ধরব শমন-ভবনে যাব
যৈছে সিধারব[৪] কাজে ॥
হাম আগু আনি আগুনি পৈঠব
বৈঠব যোগিনী-সাজে।
তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢুড়ব
বুড়ব সাগর মাঝে ॥

১। তোমারই ব্যথা দূর করিবার জন্য।

২। তুমি নিজের বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিয়া বেদনায় কেবল 'মরিলাম মরিলাম' বলিতেছ; ইহাতে আমাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।

৩। সখিরে আমরা কি তোর নই ?

৪। যাহাতে কাজ সিদ্ধ হয়, তাহাই করিব।

ভাব লাভ তুয়া অন্তরে অন্তরু[১]
কহিলে কি রহে তাপ-লেশ।
বিন্দু ইন্দু-মুখে সিন্ধু উতারব
বোলহ বচন বিশেষ[২] ॥

আড়ানা সুহই—চলতি আড়াতাল

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কিবা তোর হইল বিয়াধে ॥
কেন তোরে আন মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লেখি ॥
হেমকান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল ॥
আঁখি যুগ অরুণ হইল।
মুখপদ্ম শুকাইয়া গেল ॥

১। মরমীজনকে অন্তরের কথা কহিলে কি তাপলেশ থাকে? এই লাভ মনে কর।

২। হে ইন্দুমুখী, তুমি বিন্দুমাত্র বলিলে আমরা এই দুঃখ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব।

এমন হইল কি লাগিয়া।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥
এত শুনি কহে ধনি রাই।
এ যদুনন্দন মুখ চাই॥

ঝুমর

কহ কহ মরমক খেদ।
কোন কয়ল তুয়া অন্তর ভেদ॥

রাধিকার পূর্ব্বরাগ

মৌনভঙ্গ দশা—শ্রীগৌরচন্দ্র

কামোদ—দশকুশী।

গৌর-বরণ তনু শোহন[১] মোহন
সুন্দর মধুর সুঠান।
অনুপম অরুণ- কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান॥
পেখলু গৌরাঙ্গ চন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ-কলুষ তিমিরবর-নাশক
নবদিপ চাঁদ উজোর॥

১। শোভন।

ভাবহি ভোর ঘোর দুহু লোচন
মোচন-ভব-নদ-বন্ধ।
নব নব প্রেমভর বর-তনু সুন্দর
উয়ল ভকত-জন সঙ্গ ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত[১] গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ বীজ[২] দেই সব তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥

জয়জয়ন্তী—ঢুঠুকী।

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥

১। শোভিত; সুন্দর।
২। নামরূপ মহামন্ত্র।

নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়[১] ॥

সুহই—মধ্যম একতালা

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পিয়ে, ধরিবারে নারে হিয়ে
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহব নামের মাধুরী!
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গঢ়ল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি ॥

১। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, সেই মদনমোহন রূপ দেখিলে কুলবতীর কুল রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে; সে সাধিয়া আপনার অমূল্য ধন যে যৌবন, তাহাই উৎসর্গ করিয়া বসে।

আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তার নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
কৃষ্ণ ভ্রূ আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ কর‌য়ে তবে
রিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নাম করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম,
সম ভাব করায় উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান, সব রস কৃষ্ণ নাম,
এ যদুনন্দন দাসে কয়১ ॥

১। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে' ইত্যাদি শ্লোক ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

কদম্বের বন হইতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া[১] ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
তাহা কুলাঙ্গনা মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা কৈল মোরে[২]
শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ[৩]॥

১। নছিয়া ; মুরলীর গান এত মিষ্ট যে অমৃতকেও তুচ্ছ করিতে হয়।

২। কুলাঙ্গনার মন ধৈর্য্য সমস্তকে ধারণ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু তথাপি সেই মুরলীগীত আমার এই অবস্থা করিয়াছে।

৩। স্থৈর্য্য।

রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে, কাতারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়য়ে আমার মতি,
বিচারিতে নাহি পাই ওর॥

শ্রী—সিন্ধুড়া

কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমন শবদ আসি।
একি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি॥
সান্ধায়া মরমে ঘুচায়া ধরমে
করিলে পাগলি পারা।
চিত স্থির নহে সোয়াস্থ্য না রহে
নয়ানে বহয়ে ধারা॥

কি জানি কেমন সেই কোন জন
এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে ধক ধক করে
রহে দরশন আশে।
যবহুঁ দেখিবে পরাণ পাইবে
কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

ধানশী—একতালা।

পহিলে শুনিলুঁ অপরূপ ধ্বনি
কদম্ব কানন হৈতে।
তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥
আর এক দিন মোর প্রাণ সখি
কহিলে যাহার নাম।
গুণীগণ-গানে শুনিলুঁ শ্রবণে
তাহার এ গুণ গ্রাম॥

সহজে অবলা তাহে কুলবালা
গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সো হেন নাগরে আরতি বাঢ়য়ে
কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইলুঁ[১]
পরাণ রহিবার নয়।
করহ উপায় কৈছে মিলয়
দাস উদ্ধবে কয়॥

ঝুমর

স্বান্তে[২] ক্রীড়তি নবঘন-শ্যাম।
মদন মোহন রূপ গুণ যার নাম॥

স্বপ্নদর্শন — শ্রীগৌরচন্দ্র

ধানশ্রী—মধ্যম দশকুশী

রজনী-স্বপন, শুন গো সজনি, বলি যে নিলজী হইয়া
ধীরে ধীরে গোরা, মন্দিরে প্রবেশে, চকিত চৌদিকে চাঞা

১। দৃঢ় অর্থাৎ স্থির করিলাম।
২। আমার চিত্তে নবঘনশ্যাম ক্রীড়া করিতেছেন।

হাসিয়া হাসিয়া, রসিয়া রসিয়া, আসিয়া সিথান পাশে।
নিজ করে মোর, অধর পরশি, সুখের সায়রে ভাসে ॥
সুমধুর বাণী, ভণে নানাভাতি, মাতিয়া কৌতুক ছলে।
ভুজে ভুজ দিয়া, হিয়া মাঝে রাখি, ভিজয়ে আঁখির জলে ॥
আপনার মনে মানে, পাইনু রতন ধনে,
তিলেক ছাড়াইতে ভার।
নরহরি প্রাণ- পিয়া পীরিতের মূরতি কি কব আর ॥

গৌরী- তেওট

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই
স্বপন দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে১,
তাহা বিনু আর কারু নই ॥

রজনী শাঙন২ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥

১। শ্যামবর্ণ দেহ।
২। গভীর শ্রাবণরজনী

শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরি বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে ॥
ঝিঝা ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে গরজে,
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত.
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু, মুখ-ছটা জিনি ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে,
আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে৩ ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণের ভূষণ অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥

৩। সে বলিতে লাগিল আমি তোমার কাছে বিক্রীত হইলাম, আমায় কিনিয়া লও।

বালা ধানশী—জপতাল ।

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী ।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ধ্রু॥
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন ।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া গো
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলি সুমধুর বোল পুনঃ পুনঃ দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই ।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই ॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে নতি ।[১]
আকুল পরাণ মোর দুনয়ানে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কিবা সে মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায় ।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিনু নিন্দে
কেনে বিধি চিয়াইল[২] তায় ॥

১। স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, (আমার ভাগ্য-গুণে) তাহা সত্য হইল না
২। চেতন করিল ।

মল্লার ধানশী—তুড়ি।

কিশোর বয়েস কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥ধ্রু॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ান কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিলে বিদরে বুক দুটী ভুরু ভঙ্গি।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলিয়া যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাস বলে অবশ পরশে॥

ধানশী—একতালা

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখলু,
বসিয়ে শিয়র পাশে।
নাসার বেসর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥

পিঙল বরণ বসন খানিতে
মু'খানি আমার মুছে।
শিথান[১] হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে ॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পশারি
পরাণ পাইনু বলে ॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তূরি পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইনু হারা[২] ॥
কপোত পাখিরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডিদাসে কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥

১। বালিস।

২। জাগিয়া বঁধুকে হারাইলাম, অর্থাৎ আর দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীরাগ—হুঠুকী

আমিত অবলা তাহে এত জ্বালা
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিলু দঢ়[১] ॥
সহজে আপন বয়স যেমন
আর নহে হাম জানি।
স্বপনে ভালিয়া সেরূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী ॥
সই মরণ ভাল।
সে বর নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ[২] ॥

ঝুমর

স্বান্তে ক্রীড়তি নবঘনশ্যাম ইত্যাদি

১। নিশ্চয়
২। একপ্রকার কীট আছে, তাহারা অন্য কোনও

চিত্রপটে দর্শন—শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহিনী—দশকুশী।

হেরলুঁ গৌর কিশোর। সুরধুনী-তীরে উজোর॥
সুঘড়[১] ভকতগণ সঙ্গ। করত হি কত কত রঙ্গ॥
মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
জানু লম্বিত ভুজ দণ্ড। জিতল করিবর-শুণ্ড॥
অহর্নিশি ভাবে বিভোর। কুলকামিনী-চিত-চোর॥
মদন-মন্থর গতি ভাতি। মুরছিত মদমত হাতী॥
সো পদ-পঙ্কজ-বায়। কহ কবিশেখর রায়॥

গৌরী—তেওট।

কালিয়ার রূপ মরমে লাগ্যাছে
সোয়াস্থা না হয় মনে।
বিরলে বসিয়ে সখিরে কহয়ে
দেখাইলে রহে প্রাণে॥

(যেমন কুমীরিকা) কর্তৃক ধৃত হইলে তাহারই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই আক্রমণকারী কীটের রূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধিকা শ্যাম রূপ ভাবিতে ভাবিতে কাল হইতেছেন, এই কথা কবি বলিতেছেন।

সুবিজ্ঞ, সুন্দর।

এ বোল শুনিয়া বিশাখা ধাইয়া
শ্যাম-কলেবর দেখি ॥
রাইয়ের গোচরে দেখাবার তরে
পটের উপরে লেখি ॥
আনি চিত্রপট রাইয়ের নিকট
সমুখে রাখিলা সখী।
সে রূপ দেখিয়া মুরছিত হৈয়া
পড়িলা কমলমুখী ॥
মন্দাকিনী পারা শত শত ধারা
ও দুটি নয়নে বহে।
করহ চেতন পাবে দরশন
দাস উদ্ধবে কহে ॥

বিশাখার উক্তি

ধানশী—মধ্যম দশকুশী

রাধে দেখ এক মূরতি মোহন।
অনেক যতন করি লিখিয়া এনেছি গো
একমনে কর দরশন ॥

কানড়া কুসুম জিনি দলিত অঞ্জন গো
নব জলধর জিনি ছটা।
কটীতে কিঙ্কিনী পীতা- ম্বর পরিধান গো
ভালে শোভে চন্দনের ফোঁটা ॥
চাঁচর চিকুর চূড়ে শিখিপুচ্ছ উড়ে গো
গলে দোলে বিনোদ বনমালা।
বিম্বাধরে বংশী লয়ে কত তান গায় গো
চরণে নূপুর করে আলা ॥
আর কত ভঙ্গী তার লখিতে নারিলুঁ গো
লিখিব কতেক পরকার।
গোবিন্দ দাস কহে ঐ সে উচিত গো
করিতে গলার মণি-হার ॥

সুহিনী—ছোট দুঠুকী।

এমন মূরতি কেমন করি
লিখিলে বিশাখা ধৈরয ধরি ॥
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি।
আনহ হিয়ার মাঝারে ধরি ॥
দরশে লইল পরাণ হরি।
পরশে কি হয় বলিতে নারি ॥

দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
এমন পুরুষ কি জগতে আছে॥
দেখিতে দেখিতে পটের লেখা।
পরাণ হরিল বিষম ডাকা[১]॥
মোহন কহয়ে লিখিল যে।
পরাণ নিছনি[২] তাহারে দে॥

ধানশী—জপতাল।

চিত্র-পট করে লইয়া রসবতী রাই।
মিলাই দেখয়ে ধনি অনিমিখে চাই॥
চরণে চাহিয়া দেখে সোনার নূপুর।
নখচন্দ্র শোভা করে অতি সুমধুর॥
কটি তটে পীত-বাস মেঘেতে বিজুরী
নিতম্বে কিঙ্কিনী তাহে আছে সারি ॥
দর্পণে মণ্ডিত কিবা হৃদয়-বলনি
বনমালা মাঝে দোলে কৌস্তুভ-মণি॥
কোটি চাঁদ যেন শোভা অধর বান্ধুলী॥
মুখমাঝে বিরাজিত মোহন মুরলী॥
কপালে তিলক-পাতি অলকা প্রচণ্ড।
চাঁচর চিকুরে শোভে মউর-শিখণ্ড॥

১। ডাকাত ২। উপহার।

দেখিয়া রাধার আঁখি ডুবিয়া রহিল।
চিত্রপট পানে ধনি চাহিয়া রহিল ॥
আপনা পাসরে রাই দেখিয়া মাধুরী।
যদুনাথ দাসে কহে আকুল কিশোরী ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

রহ রহ সখি, ভাল কোরে দেখি,
আঁখি না পিছলে মোর।
এই যে নাগর, গুণের সাগর,
বয়সে নব কিশোর ॥
আলো সই কিবা সে দেখাইলে মোরে।
এই যে আকৃতি, পিরীতি মূরতি,
আন নাহি চাহি তোরে ॥ধ্রু॥
দেখায়া সুন্দরী, করিলে বাউরী,
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হিয়াপর ধর, জুড়াক্ অন্তর,
কহিছে ধরণী ধরি ॥
লোচন যুগল, লোরেতে ভরল,
মুরছিত তহি ভোর।
হা হা প্রাণধন, বলি অচেতন,
ললিতা করল কোর ॥

কহয়ে বচন, চিত্রের রচন,
পুরুষ এমন আছে।
ধরি তুয়া পায়, যদি সত্য হয়,
লৈয়া চল তার কাছে ॥
এ দাস শেখর, সঙ্গে চলু মোর,
বুঝিতে রসিক রায়।
প্রতিবিম্ব দেখি, লোরে পুরে আঁখি,
কেমনে পরশি তায় ॥

সুহিনী—লোফা

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে ॥
যার নাম কহিলে বিশাখা।
সেই এই পটে আছে লেখা ॥
যাহার মুরলী ধ্বনি শুনি।
সেই বটে রসিক চূড়ামণি ॥
ভাট মুখে যার গুণ-গাথা।
দূতী মুখে শুনি যার কথা ॥
এহ মোর হরিয়াছে প্রাণ।
এহ বিনু নহে কেহ আন ॥

এত কহি মূরছি পড়য়ে।
সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুন কহে পাইয়া চেতনে।
কি দেখিনু দেখাও সে জনে॥
সখীগণে করয়ে আশ্বাস।
ভন ঘনশ্যামর দাস॥

শ্রীরাগ—রূপতাল।

সেহি যে কালিয়া বলিয়া বলিয়া
সদায়ে ঝরিছে আঁখি।
কি করি কি হয় নাহিক নিশ্চয়
শুন গো বিশাখা সখি॥
সই মরম কহিলুঁ তোরে।
গরল ভকিয়া ছাড়িব পরাণ
মন যে এমন করে॥
যখন আমার সঙ্গে দেখা না আছিল
আমি ত তারে না জানি।
চিত্র পট-লেখা করিয়া বিশাখা
তুমি যে দেখাল্যা আনি॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ

যাহার লাগিয়া তনু জর জর
দেখিতে করিয়ে আশ।
অতি অবিলম্বে তাহারে পাইবা
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

তিরোথা কিম্বা শ্রী—হুঠুকী

হামসে অবলা হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লেখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হইল।
বিষম বাড়ব আনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥

নিজ পরিজন সে হেন আপন
বচনে বিশ্বাস করি[১]।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

কৃষ্ণ দু আখর, অতি মনোহর,
পহিলে শুনিলুঁ কার।
তাতে গরাসল, মতি যে সকল,
ধরম করম আর ॥
আন পুরুষের, বংশী মনোহর,
শুনিলুঁ মধুর গান।
তাহে পরমাদ, চিত উনমাদ,
আন না শুনয়ে কান ॥

১। এমন অন্তরঙ্গ মরমীর কথায় বিশ্বাস করিয়া এখন বুক ফাটিয়া মরিতেছি।

এ চিত্রপটে ত. নবীন মুরত,
নবঘন জিনি তনু ॥
ইহার দরশে, পরম হরিষে,
মগ্ন ভেল মন জনু।
সই গো, কহিলুঁ এ তোরে সার।
এ তিন পুরুষে, চিত্তের আরতি
কি কাজ জীবনে আর ॥
এতেক শুনিয়া, সখীগণ-হিয়া,
হরষ পাওল অতি।
যদু নন্দন, দাস তঁহি ভন,
ভালে সে চিন্তিত মতি ॥

গন্ধার—মধ্যম দশকুশী।

সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।[১]
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥ধ্রু॥

১। মৃত্যুই এখন আমি বহুভাগ্য বলিয়া গণনা করি অর্থাৎ আমার মরণ হইলেই এখন মঙ্গল।

পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরী
অতয়ে করহ বিশোআশ।
যা কর নাম মুরলীরব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ২॥

২। এই পদের ভাব শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব হইতে গৃহীত হইয়াছে—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ॥
এষ স্নিগ্ধ-ঘন-দ্যুতি র্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ।
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

বালা ধানশী—মধ্যম একতালা।

কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরলী।
কিরূপ দেখিয়া পটে সব গেলা ভুলি ॥
কেমন দেখিলা তারে কিবা অভিলাষ।
শুনিয়া সকল তোর পূরাইব আশ ॥
তিন জন নহে সে বুঝিলুঁ মন দিয়া।
উপায় করিয়া তোরে দিব মিলাইয়া ॥
থির হইয়া সুবদনী কহ সব বাত।
কহয়ে মাধবী মোর শিরে ধর হাত ॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

সখি মুখে শুনি শ্যাম নাম মুরলী এক মুরতিক
হিয়া মাহ হোয়ল আশ।
কাতর অন্তরে প্রিয়সখী মুখ হেরি
গদ গদ কহতহি ভাষ ॥
সজনি কি কহব কহন না যায়।
অপরূপ শ্যাম নাম তুই আখর
তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায় ॥ধ্রু॥

মুনি-মন-মোহন মুরলী খুরলী[1] শুনি
ধৈরয ধরণ না যাতি । ৫৫
মনোরম গুণগণ গুণিজন গানে শুনি
চিত রহল তঁহি মাতি ॥
বিদগধ সুন্দর কহত দূতীবর
ভট্ট কীরিতি যশ[2] গায় ।
শুনি শুনি উনমত চিতে ভেল মনমথ
চপল জীবন দোলায় ॥
শিখণ্ড-শেখর[3] শ্যাম রূপে গুণে অনুপাম
স্বপনে দেখিলুঁ যুবরায় ॥
ফলকে[4] তাঁহারি রূপ মদন মোহন ভূপ
বলে উঠি ধরিবারে ধায় ॥
ধেনুক বধের দিনে সকল সখার সনে
দিঠিতে পড়িলাম আমি তার ।
আপনা ভুলিয়া গেলুঁ লাজ ভয় হারাইলু
জ্ঞানদাস কম্প অনিবার ॥

ঝুমর

স্বান্তে ক্রীড়তি নবঘন শ্যাম ।
মদন-মোহন রূপ গুণ যার নাম ॥

১। বংশীর অভ্যাস। ২। যশঃকীর্ত্তি। ৩। ময়ূরপুচ্ছচূড়া
৪। চিত্রপট

সাক্ষাৎদর্শন—শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

গৌরী—তেওট।

শচীর কোঙর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
দেখিলুঁ আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল,
অরুণ নয়ান-বাণে ॥
সই মরম কহিলো তোরে।
এতেক নদীয়া নগরে,
নাগরী না রবে ঘরে ॥
রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দঢ়াইলুঁ,
পরাণ রহিবার নয় ॥
কোন পুণ্যবতী, যুবতী ইহার,
বুঝয়ে রসবিলাস।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
কহয়ে গোবিন্দ দাস ॥

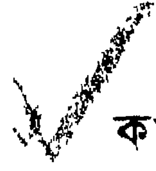
তুড়ি গৌরী—তেওট।

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে
কালিয়া-বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইলুঁ তাঁর আঁখি-ঠারে॥
নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি খেনে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল নাশাইল কুলবতী-
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে॥
কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটী আঁখি।
কালিয়া-নয়ান বাণ মরমে হানিল গো
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকণ কালিয়া রূপে আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙাড়িয়া মুখানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥

শ্রী—মধ্যম একতালা ।

কালিয়া বরণ আঁখিতে গরল
চাহিল যাহার পানে ।
সেহি সে জানিল নিকটে মরণ
প্রাণ হানে পাঁচ বাণে ॥
সই আর কিছু নাহি ভায় ॥
শয়ান ভোজন সকল
কদম-তলে মন ধায় ॥
বসন ভূষণ অঙ্গের অভরণ
তাতে কিছু নাহি কাজ ।
উনমত্ত হৈয়া রতন[১] মাঙ্গিব
তেজি কুল-ভয়-লাজ ॥
অপযশ-কথা লোকে যে কহিবে
তাহা কিছু নাহি মানে ।
চণ্ডীদাসে কহে তাহার পরাণে
হানিল কালিয়া-বাণে ॥

১ । প্রেমরত্ন



কামোদ—ছোট দশকুশী।

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর
ছটায়ে চাহিল নহে[১]।
ঈষত হাসিয়া মনের আকুতি
অরুণ নয়ানে কহে॥
আজু কি পেখলুঁ বিনোদ নাগর
কেলি কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসিল আনন্দ-জলে॥
বৌল[২]-মাল দিয়া কুন্তল টানিয়া
মউর-পুচ্ছের ছান্দে।
রঙ্গিনী-লোচন- খঞ্জন বান্ধিতে
পাতিল বিষম ফান্দে॥
মকর-কুণ্ডল অনঙ্গ দোলয়ে
গণ্ড-দরপণ ভানে[৩]।
ভালে সে মদন তাহে বিম্বিত
গোবিন্দ দাস অনুমানে॥

১। অঙ্গের এত ছটা যে তাহার দিকে চাহিয়া থাকা যায় না।

২। বকুল।

৩। তাঁহার গণ্ড দর্পণ স্বরূপ; তাহাতে মকর-কুণ্ডল ঝলমল

কড়খা ধানশ্রী—ছুটা

মত্ত-মউর- শিখণ্ডক-মণ্ডিত
চূড়ায়ে মালতী মাল।
পরিমলে মাতি পাঁতি মত[১] মধুকর
গুঞ্জরে তাহিঁ রসাল ॥
সজনী পেখলুঁ বরজ-কিশোর।
পিবইতে বদন- সুধাকর মাধুরী
মাতল নয়ন-চকোর ॥
নীল-জলদ তনু ভাঙু[২] মদন-ধনু
নয়ন-কমল পাঁচ-বাণে।
জরজর অন্তর কুলবতী গৌরব
সংশয় রহল পরাণে[৩] ॥

করিতেছে। পদকর্ত্তার মনে হইতেছে যেন সেই দর্পণে মকরকেতন (মদন) প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অর্থাৎ সেই কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডস্থল দেখিলে তাঁহাকে স্বতঃই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

১। মত্ত; মত্ত মধুকরের পংক্তি বা সমূহ।

২। ভুরূ।

৩। জীবন থাকে কি না সন্দেহ।

মদন-মকর জনু মণিময় কুণ্ডল
টলমল দোলত কাণে।
হেরইতে জগ-মন- মীন গরাসয়ে
গোবিন্দ দাস পরমাণে॥

মল্লার—তেওট।

নীল রতন কিয়ে নবঘন-ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা[১]॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন-মহেন্দ্র-ধনু[২] কিবা দিল দেখা॥
কদম্বের কুঞ্জে কিবা শ্যাম চিকনিয়া।
রূপ দেখি আইলুঁ জাতি-কুল মজাইয়া॥ধ্রু॥
বদন কমল কিয়ে পুনমিক চাঁদ[৩]।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ[৪]॥

১। সে অঙ্গের ছটা ভাল করিয়া দেখা সত্ত্বেও দেখা হইল না। বুঝিতে পারিলাম না যে কি দেখিলাম! একি নীলকান্তমণি অথবা নব-জলধরের সমারোহ?

২। তাঁর চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ এরূপ অপূর্ব্ব শোভা করিয়াছে যে, উহা মদনের ধনু অথবা ইন্দ্রধনু তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

৩। পূর্ণিমার চাঁদ।

৪। অধর বান্ধুলি ফুল অথবা নব কিশলয়ের ন্যায়।

তাহে অতি সুমধুর মুরলীক শাণে।
ভুলল আঁখির লাজ সামাইল[১] কাণে॥
নয়ন যুগল কিয়ে ভ্রমর বিরাজ।
অলখিতে দংশল যুবতি-হিয়া-মাঝ॥
গোবিন্দ দাস কহে সে না দিঠি-বিষে।
না পিলে অধর সুধা কেবা জিয়া আইসে[২]॥

সিন্ধুড়া—তেওট।

সজনী ও কে নাগর তরুমূলে।
এতদিনে নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি
হেন জন আছয়ে গোকুলে॥ধ্রু॥
মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনায় বহই উজান।
না চলে রবির রথ বাজি নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারু পাষাণ[৩]॥

১। প্রবেশ করিল।

২। সেই দৃষ্টি-বিষের একমাত্র ঔষধ অধরসুধা-পান, তাহা না করিয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারে না।

৩ শুষ্ক কাষ্ঠ এবং পাষাণ দ্রব হয়।

শুনিয়া মুরলী ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপতপ কিছুই না ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত ঊর্দ্ধমুখে রহত
বাছুরী দুগ্ধ নাহি খায়॥
ময়ূর পাখের চূড়া মালতীর মালে বেড়া
ভুবনমোহন তার বেশ।
অগোর চন্দন তনু ঘন লেপন
সৌরভে ভরল সব দেশ॥
রমণী-রমণ-বর গতি মদ মন্থর
মনোহরের মনোহর বেশ।
মৃগমদ চন্দন তনু ঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ॥
দাস অনন্তের ধন সেই নন্দনন্দন
নাম উহার সুন্দর কানাই।
এদেশে উহার ডরে মরয়ে আঁখির ঠারে
ঘরের বাহির হইতে নাই॥

ঝুমর

শ্রীরাধে নন্দ-নন্দন শ্যাম অঙ্গ।
যার রূপ হেরি জগভরি ভরই অনঙ্গ

সাক্ষাৎ দর্শন

তুড়ি বা সুহই—জুঠুকী।

মো মেনে মলুঁ মো মেনে মলুঁ[১]।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইলুঁ ॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখিলাম বাটে ॥
হাসিয়া হাসিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রসরঙ্গে ॥
থির বিজুরি করিয়া একে।
সেহ নহে গোরার অঙ্গের রেখে[২] ॥
আঁখির নাচনি ভাঙুর দোলা[৩]।
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা।
চাঁদ মলিন বদন চাঁদে[৪]।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কান্দে ॥

১। আমি মরিলাম মেনে! মেন, মেনে = প্রায়।

২। স্থির বিদ্যুৎকে পুঞ্জীভূত করিলেও, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গের একটি রেখারও সমান হয় না।

৩। ভুরুর দোলনি।

৪। 'চাঁদ ঝলমলি বদন ছান্দে'—পাঠান্তর।

চাঁচর কেশ ফুলের ঝুঁটা।
যুবতী উমতি কুলের খোঁটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দ দাস তেঞি সে ঝুরে॥

মায়ূর কল্যাণ—তেওট।

তরু মূলে কিরূপ দেখিলুঁ কালা কানু।
যে রূপ দেখিলুঁ সই, স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিলুঁ॥
একে সে কালিন্দি কূল, ত্রিভঙ্গিম তরু মূল,
সজল জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু॥
জল ফেলিয়া যাই, লোক লাজ ভয় পাই,
কি করিব কিবা লয় মন।
জ্ঞান দাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ও রাঙ্গা চরণ॥

গৌরী—বড় ডাঁশপহিড়া।

আলো সই কি হইল মোরে প্রেমজ্বালা।
মো মেনে আপনা খাইলু, কেনে বা যমুনা গেলু
শয়নে স্বপনে দেখি কালা॥ধ্রু॥

সাত পাঁচ সখি সঙ্গে, নানা আভরণ অঙ্গে,
সাধে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে,
কালা মেঘে ঝাঁপ্যাছিল মোরে[১] ॥
যমুনা যাইতে পথে তুসারি কদম্ব আছে
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা ॥
সে কালা কালিয়া শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম,
কালিন্দী কদম্বতলে থানা।
বংশীবদনে কয়, যুবতী জীবার নয়,
দেখিলে মরমে দেয় হানা ॥

শ্রীরাগ— জপতাল।

যমুনার জলে, যাইতে সজনি
কালা রূপ দেখিয়াছি।
সবে তুটি আঁখি, দিয়াছে বিধাতা,
রূপ নিরখিব কি ॥

১। মনে হইল যেন, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আমাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই জন্য তেমাথা পথের ঘাটে আমি ঘরে ফিরিবার পথ ভুলিয়া গেলাম।

পহিলে মোর মনে, নব জলধর,
নাম্যাছে তরুর মূলে।
দেখিতে দেখিতে, হেদে আচম্বিতে,
দু আঁখি ভরল জলে॥
ইন্দ্রধনু জিনি, চূড়ার টালনি,
উড়িছে ভ্রমরা জাল।
আঁখি পালটিয়া না পেলুঁ দেখিতে,
ঘোমটা হইল কাল॥
বিজুরি বলিয়া, রহিলুঁ ভাবিয়া,
অনুখণ রূপ হেরি।
কদম্ব হেলনে, বংশী আলাপনে,
চাহিতে চেতন চুরি॥
নাহি পরিচয়, বংশী সবে কয়
একি হল পরমাদ।
ও রাঙ্গা চরণে, নূপুর হইতে
লোচন দাসের সাধ॥

ধানশী সুহই—ধড়াতাল।

তখনি বলিলুঁ তোরে, যাইস না যমুনা-তীরে
চাইস না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখন কেনে বা বোল শুন না গো বড়ি মাই
গা মোর কেমন কেমন করে॥

রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা মেঘের বরণ গা
রাঙ্গা রাঙ্গা দিঘল ভুটি আঁখি।
কাহার শকতি উহার দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আইসে আপনাকে রাখি।
কানে মকর-কুণ্ডলে আস্ত মানুষ গিলে
কাঁচা পাকা কিছুই না বাছে।
আমরা উহার ডরে সদাই ডরাই গো
বাড়ীর বাহির নাহি নাছে[১]।
আন সনে কথা কয়, আন জনে মূরছায়[২]
ইহা কি শুনেছ সখি কানে ?
এ কুল ও কুল মোরা ভুকুল খাএগাছি গো
হয় নয় বংশীদাস জানে॥

সুহই—মধ্যম সমতাল।

শ্যাম পানে চাহিয়া অকাজ করিলাম।
দিবস রজনী আন নাহি জানি
ভাবিতে গুণিতে মৈলাম॥

১। বাড়ীর বাহিরে যে পথ, সেখানেও আমরা কখনও যাই না।

২। এক জনের সঙ্গে কথা কয়, আর একজন সেই কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়।

দাঁড়াইয়া তরু মূলে আকুল করিল মোরে
ঈষত বঙ্কিম দিঠে চাঞা।
ঘরে যাইতে না লয় মন যাউক জাতি কুল ধন
চিক্কণ শ্যামের বালাই লইয়া॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি প্রেমে পূরিত আঁখি
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি বিরলে বসিয়া থাকি
না মানিয়া শ্যাম পানে ধায়॥
খাইতে শুইতে না লয় চিতে শুনিয়া বংশীর গীতে
না জানি কি হৈল হিয়া মাঝে।
মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিলুঁ হরি
তিলাঞ্জলি দিলুঁ কুল লাজে॥
কেন বা যমুনা গেলাম কিরূপ দেখিয়া আইলাম
ঘরেতে আসিয়া হইলু জ্বরী।
গোপতে অনন্ত কয় জ্বর জ্বালা কিছু নয়
কানু করিয়াছে মন চুরি॥

ভাটিয়ারী—মধ্যম গঞ্জল তাল।

আলো মুঞি জানো না জানো না সই
জানো না গো জানো না।
জানিলে আমি যাইতাম না কদম্বের তলে
চিত মোর হরিয়া নিল গো ছলিয়া[১] নাগর ছলে ॥ধ্রু॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল[২] ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্দা[৩]।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বাঁধা ॥
কটি পীত বসন রসনা[৪] তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া[৫] ॥

১। ছলনাময় ;

২। তাহার অফুরন্ত শ্যামল যৌবন-শোভার মধ্যে আমার চিত্ত যেন পথ হারাইয়া গেল।

৩। কপালে চন্দনের ফোঁটা, তাহার মধ্যে একটি মৃগমদ-বিন্দু থাকাতে আমার মনে চাঁদের কলঙ্ক বলিয়া সন্দেহ হইল।

৪। মেখলা ;

৫। কঁড়ি, কলিকা ; কুল-কলঙ্কের সূচনা স্বরূপ।

জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হইঞা দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥

ঝুমর—ধামালি।

রাধে শ্যাম নব ঘন মন চোরা।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া।

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া১
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কতনা করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী তীরে॥
বিধি তো বিনে কহিতে নাহি ঠাঁই।
ঘরে গুরু গরবিত গঞ্জয়ে বচন শত
ফুকরি কান্দিতে নাহি পাই॥ধ্রু॥
অরুণ নয়ান-কোণে চেয়ে ছিল আমা পানে
পরাণে বড়শী দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারে খারে গেল গো
না জানি কি হবে পরিণামে॥

১। কামের কুঁড়ি বা কলিকা অর্থাৎ তরুণ মদন।

আপনা আপনি খাইলুঁ ঘরের বাহির হইলু
শুনি খোল কর-তালের নাদ ॥
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয় মরমে যার লাগয়
কি করিবে কুল পরিবাদ[2] ॥

ধানশী—জপতাল।

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যাম রূপ খানি ॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহা যোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥
হেন কালে তথা আইলা ললিতা
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া
তুলিয়া লইলা কোরে ॥

২। "যখনি দেখিলাম নাট তখনি ভুলিলাম বাট
লোচন কহয়ে পরমাদ ॥"—পাঠান্তর

নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি হয়ে এমনি
কহ না কি লাগি শুনি ॥
আজনম সুখে হাসি বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাসে কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামেরি পিরীতি-বাণ ॥

সুহই—গঞ্জল।

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিলু বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে[১] ॥

১। যমুনায় যাইতে সেই কালোরূপ দেখিলাম। মনে যেন অন্ধকার-রাশি আমাকে আচ্ছন্ন করিল; সেই আঁধারে আমি পথ ভুলিয়া গেলাম। অর্থাৎ সেই কালো রূপের প্রভায় আমি জাতিকুল সব বিস্মৃত হইলাম।

রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে মউর চন্দ্রিকা ঠামে
ললিত-লাবণ্য-রূপ-শেষ[২] ॥
ললাটে চন্দন পাঁতি নব গোরোচনা কাঁতি
তার মাঝে পুনমিক চাঁদ।
অলকা-বলিত[৩] মুখ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপ
কামিনী জনের মন ফাঁদ ॥
লোকে তারে কাল কয় সহজে সে কাল নয়
নীলমণি-মুকুতার পাঁতি[৪]।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা
ভুবন-মোহন রূপ ভাঁতি ॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল সে সকলি দেখি গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।

২। সে রূপ সমস্ত ললিত-লাবণ্য রূপের সীমা; অর্থাৎ তাহা হইতে উৎকৃষ্ট রূপ আর কল্পনায়ও আনা যায় না।

৩। শোভিত

৪। সে কালো সাধারণ 'কালো' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নহে। মুক্তার সারিতে নীলকান্ত মণির ছটা পড়িলে যেমন দেখায় সেইরূপ।

জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয়
সে কি সতি বোলাইতে পারে৫ ?

পূরবী—ঠুংরী।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনি বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাক্ষে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥

৫। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, সে কি সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে? অথবা সে যে সতী অর্থাৎ সে যে সেই রূপ দেখিয়া তোমারই মত ভুলে নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব?

নী ফুলের মালাটী গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥১
কপালে চন্দন ফোটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয় ॥

ভাটিয়ারী—দশকুশী

অঙ্গে অঙ্গে মণি, মুকুতা খেচান,২
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা,
মদন মুরছা পায় ॥

১। বেড়ায়
২। খচিত

মরি মরি সই ওরূপ নিছনি[১] লইয়া।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল
কিরূপ মাধুরী দিয়া ॥ধ্রু॥
ঢুলু ঢুলু ঢুটি, নয়ান নাচনি,
চাহনি মদন-বাণে।
তেরছ বন্ধানে, বিষম সন্ধানে,
মরমে মরমে হানে ॥
চন্দন-তিলক, আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে, লোটায়া লোটায়া,
কাতরে পরাণ কান্দে ॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া, ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস ॥

১। বালাই।

কড়ুগা ধানশ্রী—মধ্যম ছুটাতাল।

আধক আধ আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান১।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম২॥
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি৩।

১। দৃষ্টির অঞ্চলে অর্থাৎ কোণে যে অবধি কানাইকে দেখি-লাম। একেত চোখের কোণে দেখা, তাহাও ভাল করিয়া হয় নাই। অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক তাহারও অর্দ্ধেক অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার মাত্র দেখিয়াছি, তাহাতেই কুসুমশরে আমার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।

২। যিনি দুনয়ন ভরিয়া হরিকে দেখিয়াছেন, তাঁহার পায়ে আমার প্রণাম। নয়ন ভরিয়া সে রূপ দেখিয়া তিনি যে কিরূপে প্রাণ রাখিয়াছেন, তাহা আমি ভাবিতেও পারি না।

৩। যাঁহারা সুলোচনা তাঁহারা তাঁহাকে জলধরের ন্যায় শ্যামতনু বলেন, কিন্তু আমার ত সেই মুহূর্ত্তের দর্শনে তাঁহাকে

রসবতি তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি[৪] ॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জিবনে মঝু সাধ[৫] ।
গোবিন্দ দাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি-রস-মরিযাদ ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী ।

মনমথ তোহে কি কহব অনেক[৬] ।
দিঠি অপরাধ পরাণ পরিপীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক ॥
দাহিন নয়ন পিশুন-গণবারণ[৭]
পরিজন বাম হি আধ ।

বিদ্যুৎচমকের ন্যায় বোধ হইয়াছে। অথবা জলধরের স্নিগ্ধতার পরিবর্ত্তে আমার ভাগ্যে শুধু বজ্রের দাহন হইল।

৪। রসবতীগণ তাঁহার স্পর্শসুখকে পরম রমণীয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমি ত দেখিতেছি উহা অগ্নির মত দহনশীল।

৫। কত প্রেমবতী হয়ত তাঁহার দুর্ল্লভ প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার এই নশ্বর জীবনে সাধ হইতেছে। মনে হয় যতটুকু বাঁচিয়া থাকি, তাঁহাকে দেখিতে পাইব ত!

৬। অধিক কি বলিব?

৭। পিশুন অর্থাৎ দুষ্ট লোকের জন্য দক্ষিণ নয়নে তাঁহাকে

আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখলুঁ
তাহি ভেল এত পরমাদ ॥
পুর বাহির পথ করত গতাগত
কো না হেরত কান[১] ।
তোহার কুসুম-শর কতিহুঁ না সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচ বাণ[২] ॥

বালাধানশী—একতালা ।
আধ নয়ন কহএ তস্কর[৩] আধ ।
কতবা সহব মনসিজ অপরাধ[৪] ॥

দেখিতে পারি না ; পরিজনের ভয়ে বাম নয়নের অর্দ্ধেক দৃষ্টিও সে দিকে দিতে পারি না । অবশিষ্ট আধনয়নে মাত্র তাহাকে দেখিতে পারিলাম, তাহাতেই এত প্রমাদ হইল !

১ । পুর মধ্যে অথবা বাহিরের পথে যাতায়াত করিতে কে না কালাকে দেখে ?

২ । হে মনমথ, তোমার কুসুমশর কোথায় না যায় ? অর্থাৎ তুমি ত এই সকল রমণীকেই বাণবিদ্ধ করিতে পার, তাহা না করিয়া তোমার পাঁচটী বাণই আমার হৃদয়ে নিক্ষেপ করিয়াছ কেন ?

৩ । তাহার

৪ । অত্যাচার

কা লাগি সুন্দরি দরশন ভেল।
যেও ছিল জীবন সেও দূরে গেল[১] ॥
হরি হরি কঞোন[২] কয়ল হাম পাপ।
যে সবে সুখদ তাহি তহ তাপ[৩] ॥
সব দিশ কামিনী দরশন যায়ে।
তই অও বেয়াধি বিরহ অধিকায়ে[৪] ॥
কঞোনক কহব মেদিনী সে থোল[৫]।
শিব শিব এহি জনম ভেল ওল[৬] ॥

ভূপালী—একতালা।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে ভেল এত পরমাদ ॥

১। যে টুকু জীবন ছিল, তাহাও দূর হইল।

২। কোন

৩। যে সকল জিনিষ যত সুখের আকর, তাহাতেই কি আমার পক্ষে তত তাপ?

৪। সকলদিকে রমণীগণ তাহাকে দর্শন করে, কিন্তু তথাপি দারুণ বিরহ আমাকেই পীড়া দেয়।

৫। এই তুচ্ছ পৃথিবীতে এমন কোনও লোক পাই না, যাহাকে মরনের কথা বলি!

৬। এ জন্মের এই পর্য্যন্ত সীমা বা শেষ!

তব ধরি অবোধি মুগধি হাম নারি।
কি কহি কি শুনি কিছু বুঝই না পারি॥
শাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস্ ধস্ করয়ে পরাণ॥
কা লাগি সজনি দরশন ভেল।
রভসে আপন জীউ পর হাথে দেল॥
না জানিয় কিয় করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেল মোর॥
এত সব আদর গেল দরশাই।
যত বিসরিয়ে তত বিসর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলিবে মুরারি॥

কল্যাণ মায়ুর—তেওট।

সজনি সো বর নাগর-রাজ[1]।
তরণি[2] তনয়াতট নিকট নীপতরু
হিলন নটবর-রাজ॥ধ্রু॥
মরকত রতন মুকুর-বর-লাবণি
প্রতি তনু পিরিতি পসার।

১। 'কে বর নাগররাজ'—পদামৃত সমুদ্র।
২। সূর্য্য।

শারদ চান্দ ফান্দ মুখ মণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণে বিহার ॥
নাচত ভাঙ, মদন-ধনু ভঙ্গিম
নট-খঞ্জন দিঠি-জোড়৩ ।
বান্ধুলী-অধরে মুরলীরব মাধুরী
উমতায়ল৪ মন মোর ॥
উড়ত চূড় চারু শিখিচন্দ্রক
মন্দ মলয় সঞে মেলি ।
ভণ যদুনন্দন নয়ন রসায়ন
মম মন রসায়ন-কেলি ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী ।

মরকত মঞ্জু, মুকুর মুখমণ্ডল,৫
মুখরিত মুরলী সুতান ।
শুনি পশু পাখী শাখীকুল পুলকি৬
কালিন্দী বহই উজান ॥

৩। চক্ষু দুইটা যেন নৃত্যশীল খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় ।

৪। উন্মত্ত করিল ।

৫। তাঁহার মুখমণ্ডল মরকত অর্থাৎ নীলকান্তমণি নির্ম্মিত সুন্দর দর্পণের ন্যায় শোভা পাইতেছে ।

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনী মনহি মূরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন-আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
তনু অনুলেপন, ঘন সার চন্দন,
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনী-বিলম্বিত
বনি বন-মাল বিটঙ্ক[১] ॥
অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জিতল পদ-অরবিন্দ।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্দিত[২]
নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

ইন্দীবর বর- উদর-সহোদর-
মেদুর-মদহর-দেহ[২]।

১। তাঁহার ভূমি-বিলম্বিত সুন্দর বনমালা মনরূপ পক্ষী ধরিবার ফাঁদ স্বরূপ।

২। সেই চরণকমলে মধুকর সদৃশ সন্তোষ রায়কে দেখিয়া গোবিন্দ দাস আনন্দে মগ্ন।

৩। শ্রেষ্ঠ নীলপদ্ম যাহাতে প্রস্ফুটিত হয়, অর্থাৎ সমুদ্র (কবি

জাম্বুনদ-মদ- বৃন্দ-বিমোহিত
অম্বরবর পরিধেহ[১] ॥
সজনি কো সোই নব যুবরাজ ॥
মোহন মুরলী- মিলিত রুচিরানন
দাহন কুলবতী লাজ ॥ধ্রু॥
মোতিম-সার হার-উর অম্বর
নখতর-দামক ভান[২] ।
করি-কর-গরব- কবল-কর সুন্দর[৩]
সুবলন বাহু সুঠান ॥
মদ গজ-রাজ- লাজ গতি মন্থর
জগ ভরি ভরই অনঙ্গ ।
যদুনন্দন ভণ সো নন্দনন্দন
চন্দন শীতল অঙ্গ ॥

ঝুমর ।

রাধে নন্দনন্দন শ্যাম অঙ্গ ।
যার নাম শুনি জগভরি ভরই অনঙ্গ ॥

প্রসিদ্ধি) ; সমুদ্রের সহোদর অর্থাৎ তুল্য = মেঘ , মেদুর অর্থাৎ স্নিগ্ধ যে মেঘ তাহার গর্ব্ব হরণ করে, এমন দেহ যাঁহার ।

১ । জাম্বুনদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণের গর্ব্ব সমূহ বিমোহিত করে, এমন শ্রেষ্ঠ বসন পরিধানে যাঁহার ।

২ । আকাশে নক্ষত্র সমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে ।

৩ । হস্তীশুণ্ডের গর্ব্ব কবলিত অর্থাৎ গ্রাস করে, এমন সুন্দর হস্ত বিশিষ্ট ।

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

গোরা—তেওট ।

গৌর বরণ মণি আভর
নাটুয়া [১] মোহন বেশ ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল
টলিল সকল দেশ ॥
মনু মনু [২] সই দেখিয়া গৌরঠাম ।
বধিতে যুবতী গড়ল কো বিধি
কামের উপরি কাম [৩] ॥
চাঁপা নাগেশ্বর মল্লী থরে থর
বিনোদ কেশের সাজ ।
ওরূপ দেখিতে যুবতী উমতি [৪]
ছাড়ল ধৈরজ লাজ ॥

১। নৃত্যশীল ।
২। মরিলাম ।
৩। মদন হইতেও সুন্দর।
৪। উন্মত্তা।

সে ভঙ্গি দেখিয়া পতি উপেখিয়া
নদীয়া নাগরী কাঁদে।
ভালে বলরাম আপনা নিছিল[১]
গোরা পদ-নখ ছান্দে ॥

সুরট জয়জয়ন্তি—ঝপতাল।

নবহ রুচি মেহ[২] সখি নীপমূলে পেখলু,
নয়ন মন ভুলল মঝু ভরমং[৩]।
তরুণ তমাল কিএ, কিএ দামিনী অম্বরে,
লখিতে নারিলু সখি শ্যাম কিয়ে গৌরং ॥
উচ্চ চূড়া টেড়া, নব পুচ্ছ তহি উপর,
বিরাজিত সতত তছু বামং।
ইন্দ্রধনু আকৃতি, চূড়াপরি শোভই,
শোভিত মণি মুকুতার দামং ॥
অঙ্গাকৃতি ভঙ্গী বাঁকা, বঙ্কিম সুচাহনি,
করেতে বাঁশী অধরে হাসি শোভং ॥
শশিশেখর সঙ্গে হাম, যোই রূপ পেখলু,
সোই রূপ জাগয়ে নিশি দিবসং ॥

১। সমর্পণ করিল।

২। মেঘ।

৩। ভ্রমে আমার নয়ন ও মন দুইই ভুলিয়া রহিল

করুণ ধানশ্রী—একতালা।

সজনি মনে মোর লাগল ১ নন্দকিশোর।
অনিমিখ লাখ, নয়নে যব যুগ শত
হেরই না পাউ ওর ২ ॥
ইন্দ্র-নীলমণি- মুকুর-কান্তি জিনি,
জগমন-মোহন-বয়না।
শরদ ইন্দু, অমল মুখ পঙ্কজ,
পূজল জনু দুহু নয়না ৩ ॥
বাঁধুলি বন্ধু,৪ অধরে অতি মোহন,
বিলসই রসময় বংশে।
বঙ্কিম গীম- ভরে মনমোহন,
অবতংস বিরাজিত অংসে ৫ ॥

১। লাগিয়া রহিল।

২। যদি লক্ষ লক্ষ নিমেষ শূন্য চক্ষু পাইতাম এবং শত শত যুগ ভরিয়া সেই রূপ দেখিতাম, তাহা হইলেও সে রূপের সীমা পাইতাম না।

৩। নয়ন দুইটি যেন অমল মুখ-পদ্মের দ্বারা শরতের চাঁদকে (চন্দন-তিলক) পূজা করিয়াছে।

৪। বাঁধুলি পুষ্প সদৃশ।

৫। নানা সুশোভন অলঙ্কার সেই বঙ্কিমগ্রীবার মোহন ভঙ্গীর দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হইয়া স্কন্ধে বিরাজ করিতেছে।

চন্দন তিলক, উপরে অলকাবলি,
তছুপরি মুকুতার ঝারা ।
অনন্ত কহয়ে ঘন, চান্দের উপরে যেন,
সঘনে বরিখে জলধারা[১] ॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী ।

রাজিত চিকুর, উপরে নব মালতী,
অলিকুল অলকার পাশে[২] ।
মলয়জ[৩] মাঝে, সাজে মৃদু মৃগমদ,
তরুণী-নয়ন বিলাসে ॥
সজনি কি পেখলু শ্যামর চান্দে ।
তপন-তনয়াতীরে, তরু অবলম্বনে,
তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ॥

১। অলকাবলীর উপর মুক্তার ঝারা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কেশরূপ মেঘ চন্দন-চাঁদের উপর অবিরল জলধারা বর্ষণ করিতেছে।

২। অলকা-পাশ অর্থাৎ চূর্ণ-কুন্তলগুলি যেন অলিকুলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

৩। চন্দনের ফোঁটা।

ও মুখ মণ্ডল, ও মণি কুণ্ডল,
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্র-নীলমণি- মুকুর উপরে জনি,
করু অবলম্বন অরুণে ১ ॥
তরুণী তারা বলি, অনিবার ঝলমলি
উরে গজ-মোতিম হারে।
জ্ঞান দাস কহ, পীত ধটি অঞ্চল,
বিজুরী ঘন আন্ধিয়ারে ২ ॥



কড়খা ধানশী—ছুটা।

চূড়ক চূড়ে ৩ শিখণ্ডি-শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতী মাল৪।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কার ॥

১। সুনীল গণ্ডস্থলে মণিময় কুণ্ডল শোভা পাইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত দর্পণে অরুণকিরণ ঝলমল করিতেছে।

২। ঘোর অন্ধকারে।

৩। চূড়ার অগ্রভাগে।

৪। ময়ূরের পুচ্ছ মালতীমালায় জড়িত।

সজনি কো কহ কাম অনঙ্গ[১] ।
কেলি কদম্বতলে সো রতিনায়ক
পেখলুঁ নটবর ভঙ্গ [২] ॥ধ্রু
কতহুঁ বিষম শর নয়ন তূণ-ভর
সঞ্চরু ভাঙ কামানে[৩] ।
নাগরী নারী মরম মাহা হানই
লখই না পারই আনে ॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর-আকার[৪] ।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
মদন মোহন অবতার[৫] ॥

১। কে বলে যে কামের অঙ্গ নাই ?

২। আমি এই মাত্র কেলিকদম্ব-তলে অঙ্গবিশিষ্ট সাক্ষাৎ মদন দেখিয়া আসিলাম।

৩। মদনের যেমন পুষ্পশর আছে, ইহারও তেমনি নয়নে কত শত ফুলশর ভ্রূযুগল রূপ ধনু হইতে বর্ষিত হইতেছে।

৪। মদনের যেমন মকরাঙ্কিত বিজয়-পতাকা আছে, ইহারও কাণে মকর কুণ্ডল দুলিতেছে।

৫। সখিভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা বলিতেছেন, তুমি ঠিক দেখিয়াছ; তবে সে মদন নয়, মদনমোহন বটে এইরূপ অনুমান করি।

আশোয়ারি—জপতাল।

কুটিলং মামব- লোক্য নবাম্বুজ
মুপরি চুচুম্ব স রঙ্গী
তেন হটাদহ- মভবং বেপথু-
মণ্ডল সঙ্কুলদঙ্গী ॥
ভাবিনি পৃচ্ছ ন বারং বারং।
হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনো মম
বল্লব১-রাজকুমারং ॥ ধ্রু॥
দাড়িম-লতিকা- মনু নিস্তল-ফল-
নমিতাং স দধে হস্তম্।
তদনুভবান্মম ধর্ম্মোজ্জ্বলমপি
ধৈর্য্যধনং গতমস্তম্ ॥

১। গোপ।

অর্থ ঃ—সেই রঙ্গী (বিলাসী) আমার দিকে কুটিল নয়নে চাহিয়া একটা পদ্মকোরককে চুম্বন করিলেন। তাহাতে হঠাৎ আমার অঙ্গ কম্পাকুল হইয়া উঠিল। সখি, আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিও না। হায়, সেই গোপরাজকুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ফলভার-নমিত দাড়িম্বশাখায় হস্ত রাখিলেন, তাহা দেখিয়া কুলবতী আমি, আমার ধৈর্য্যরত্ন হারাইলাম। তার পর তিনি একটি পল্লবময় অশোকলতা দংশন করিলেন, তাহাতে আমি বহুক্ষণ আমার দেহধর্ম্ম (নেত্রস্পন্দন পর্য্যন্ত) ভুলিয়া গেলাম।

অদশদশোক- লতা পল্লবময়-
মতনু-সনাতন-নর্ম্মা ২।
তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরং বত
বিস্মৃত-কায়িক-কর্ম্মা ॥

করুণ ধানশী—ছোট একতালা।

শ্যামরূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেকিলু ঁহাতে।
ভুবন ভরিয়া, অযশ ঘোষণা,
নিছিয়া লইনু মাথে ॥
সজনি কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আন মনে নাহি লয় ॥
অপযশ-ঘোষণা, যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঁপিনু,
তিল তুলসিদল দিয়া ॥
কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার,
তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞান দাস কহে, এ তনু নিছিনু
শ্যামের ও রাঙ্গা পায় ॥

২। সনাতন গোস্বামীর প্রভূত (অতনু) আনন্দের হেতুভূ শ্রীকৃষ্ণ; পক্ষান্তরে মদনের (অতনু) নিত্য (সনাতন) আনন্দ যাঃ হইতে হয়।

সুহই—ছোট দশকুশী।

সখি কি হেরিলাম কদম্ব-তলাতে।

বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে

জীতে কি পারিয়ে পাশরিতে ১॥

কপালে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফান্দ

আন্ধারে করিয়া আছে আলা।

মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদয় করে

নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥

কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ

আর তাহে ভাতিয়া ২ চাহনি।

হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলী দোলে

দিতে চাই যৌবন নিছনি॥

যে দেখয়ে একবার সে কি পাশরয়ে আর

শুধুই সুধার তনুখানি।

অনন্ত দাস বলে রূপ হেরি কে না ভুলে

জগতে নাহিক হেন প্রাণী॥

ঝুমর—ধানশী।

শ্রীরাধে শ্যাম নবঘন মন চোরা।

বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোড়া॥

১। প্রাণ থাকিতে কি ভুলা যায়? ২

কামোদ—যোত সমতাল।

নিরমল গোরা তনু কষিত কাঞ্চন জনু
হেরইতে ভৈ গেলুঁ ভোর ১।
ভাঙ-ভুজঙ্গমে ২ দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি যব ধরি৩ পেখলুঁ গোরা
আকুল দীগ বিদিগ নাহি পায়লুঁ
মদন-লালসে মনভোরা॥ ধ্রু॥
অরুণিত নয়নে তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুম শর সাধে ৪।
জিবইতে জীবনে থেহ নাহি পাইয়ে
ডুবলুঁ গঙ্গা অগাধে॥
মণিমন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ জানসি যদি
মঝু লাগি করহ উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন শুন এ সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

১। বিভোর হইয়া পড়িলাম।

২। ভুরুর ভঙ্গীরূপ সর্প আমার মনকে দংশন করিয়াছে।

৩। যে অবধি।

৪। হেলায় পুষ্পশর বর্ষণ করে।

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

হেদেলো পরাণ সই মরম তোমারে কই
সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন কানু করে লৈয়া মোহন বেণু
দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে তরু-মূলে॥
না চাহিলাম তার পানে ভরমে নামিলাম জলে
ভরি জল কলসী হিলায়্যা।
শ্রবণে দংশিল বাঁশী অন্তরে রহিল পশি
মর্য়াছিলাম যেন মুরছিয়া॥
একই নগরে থাকি তারে কভু নাহি দেখি
সে কভু না দেখয়ে আমারে।
হাম কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন ধনি কৈয়া দিল তারে॥
একই নগরে ঘর দেখা শুনা আট-ফর[১]
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী শুন ওহে বিনোদিনি
গুপতে গুমরি মরি মরি॥

১। একই নগরে বাস, সুতরাং এক্ষণে অষ্টপ্রহর দেখা-শুনা হইবে। কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিব, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

৮-১৩

কামোদ—দশকুশী।

যাইতে দেখিলু শ্যামে, কি করিবে কোটি কামে,
ভাঙ ভঙ্গিম সুঠাম।
চাঁদ বদনে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে কুল অভিমান।
সই এমন সুন্দর কান।
হেরি কুলবতী, ছাড়ে নিজপতি,
তেজি লাজ ভয় মান॥
অতি সে শোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখি যে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল, শোভিয়াছে ভাল,
উপজয়ে মদন বিকার॥
নাভির উপরে জম্বু, তমাল জিনিয়া তনু,
দলিত অঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিকর, কুন্দিয়াছে ভাল,
রাম কদলীর শোভা॥
চরণ-নখর কোণে, রঞ্জিত শোভিত মেনে,
মণিময় নূপুর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, ও রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

শ্রীপূরবী—ছুঠুকী।

কিরূপ দেখিলাম মধুর মূরতি
পিরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন চান্দ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবন-মোহন ফান্দ॥
নব জলধর রসে ঢর ঢর
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
মণি মুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কেবা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম বাণ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীমে কয় ওরূপ নাগর
দেখিলে কি প্রাণ রয়॥

মায়ুর—তেওট।

হেরি মুখচন্দ্র, সুধা-রস-লহরী,
কিরণহি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি, চকোরিণী কামিনী-
লোচন নিশি দিশি ভোর॥
সজনি, অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে, বিঘিন[১] ঘটাওল,
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥ধ্রু॥
দারুণ দৈব, কয়ল দুহুঁ লোচন,
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে, দুহুঁ দিঠি পূরল,
কৈছে হেরব মুখ চাই॥
তাহে গুরু দুরুজন,- লোচন কণ্টক,
সঙ্কট কতহুঁ বিথার[২]।
কুলবতী-বাদ, বিবাদ করত কত,
ধৈরজ লাজ বিচার[৩]॥

১। বিঘ্ন।

২। দুর্জ্জন অর্থাৎ প্রতিকূল গুরুজনের লোচন আমার কৃষ্ণ প্রেমের পথে শত শত কণ্টকের ন্যায় সঙ্কট বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে

৩। ধৈর্য্য, লজ্জা, বিবেক এবং কুলবতীর খ্যাতি নানা প্রতিকূলতা করিতেছে।

সবহুঁ উপেখি, যাই বন পৈঠব,
কানু গীমে[১] করি হার।
নিরজনে রাতি, দিবস সুখে হেরব,
এহি দঢ়াইলুঁ সার॥
ও চাঁদ মুখের হাসি, মরমে রহল পশি
আর আমি পাসরিতে নারি।
বসু রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি
অন্তরে গুমরি মরি মরি[২]॥

ললিত—দশকুশী।

রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে,
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া,
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥

৪। গ্রীবা।
৫। "কি করব আন ধরম করম মত
জীবহীন জনু দেহ।
গোবিন্দ দাস ভন মনমথ-মোহন
মিলনে কিয়ে করু কেহ॥"—পাঠান্তর

রসিয়া নাগর, হেরিয়া মরিলুঁ,
কি শেল বাজিল মোরে।
গুরু পরিজন, লাগে উচাটন,
তা হেরি পরাণ ঝুরে॥
আঁখির ঠারে, বুক বিদারে,
ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী, পাপিনী যুবতী,
রাখুক কুলের মান॥
হিয়া জর জর, পরাণ ফাঁপর,
দারুণ মুরলী স্বরে।
ফুটিল হরিণী, লোটায়ে ধরণী,
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে॥
মধুর বোলে, পরাণ দোলে,
তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে, এবে সে নিচয়ে,
ছাড়িলুঁ ঘরের আশ॥

গো·

সুহই—মধ্যম একতালা।

জনম অবধি হৈতে, দেখি নাই এমন রীতে,
কিবা দিয়া নিরমিল বিধি।
মুরলী লইয়া করে, কি মধুর গান করে,
কালা নহে রসময় নিধি॥
মনোহর বংশীবদন বনমালী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠামে, চূড়ার টালনি বামে,
আর তাহে অলকা আবলী॥
বরণ চিকণ কালা, তাহে শোভে বনমালা,
পীতাম্বর পরিধান করি।
কি বা সে মূরতিখানি, অপরূপ লাবণি,
কালা নহে জগমনোহারী॥
ভুবন-বিজয় রূপ, অমিয়া রসের কূপ,
মোর মনে জাগে নিশিদিশি।
গোবিন্দ দাসেতে বলে, রূপ দেখি কেনা ভুলে,
শ্যামরূপ হৃদে রহু পশি ১॥

১। শেষের দুই কলি শ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে নাই।

গো-৯৭

শ্রীগান্ধার—মধ্যম একতালা।

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন[১]
মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি-চমক জিতি[২]
দগধল কুলবতী লাজ॥
সজনি যব ধরি পেখলুঁ কান।
তব ধরি[৩] জগভরি ভরল কুসুম শর
নয়নে না হেরিয়ে আন॥ধ্রু।
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ[৪]।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয় দলে করু দংশ॥

১। তাঁহার তনু ঢল ঢল স্নিগ্ধশ্যাম নব মেঘের ন্যায় শোভন অর্থাৎ সুন্দর।

২। তাঁহার অরুণ অর্থাৎ অনুরাগে লালিম দৃষ্টি বিদ্যুৎ-চমককেও হারাইয়া দিল; অর্থাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত একবার আমার দিকে চাহিলেন; সেই বিদ্যুতের তাপে আমার ন্যায় কুলবতীর লজ্জা দগ্ধ হইল।

৩। যে অবধি, সেই অবধি।

৪। আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া লালসা সহকারে অঙ্গ মোড়িলেন, এবং সেই ক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বাঁশীটি খসিয়া পড়িল।

অতয়ে সে মঝু মন জ্বলতহি অনুখণ
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল[১]
অবহুঁ না মিলল কান॥

গৌরী ভূপালী—মধ্যম একতালা। গো

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর[২]॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানল হৃদয়ে কুসুম-শর বাণে॥
এ সখি কাহে ভেটলুঁ নন্দনন্দনা[৩]।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা[৪]॥ধ্রু॥

১। বৃথাই আশ্বাস দিলেন; কেননা এখনও তিনি আসিলেন না।

২। আগুলিয়াছে বা অধিকার করিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে নয়ন পতিত হইলে অনঙ্গ উথলিয়া উঠে। 'প্রতি তনু পিরিতি পসার'।

৩। কেন সেই নন্দনন্দনের সঙ্গে আমার দেখা হইল?

৪। সেই রূপে নয়ন দেওয়া অবধি আমার গৃহ গহন কানন এবং চন্দন অগ্নির ন্যায় দাহশীল বলিয়া বোধ হইতেছে।

তৈখনে দখিণ পবন ভেল বাম১
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম ২ ॥
সাজহ শেজ কমল দল-পাঁতি৩ ।
কুলবতী যুবতী লেও নিজ শাতি৪ ॥
তাঁহি রহল মন লোচন লাগি ।
ধৈরজ লাজ গেল তুহুঁ ভাগি ॥
কি ফল একল বিকল পরাণ৫ ।
গোবিন্দ দাস কহ মীলব কান ॥

১। প্রতিকূল ; অর্থাৎ মলয় পবন আমাকে শীতলতা না দিয়া তাপ দিতেছে।

২। চন্দ্রের স্পর্শ দূরে থাক্, নামও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

৩। আমি আর সহিতে পারি না, আমার জন্য পদ্মপত্র বিছাইয়া শয্যা রচনা কর।

৪। শাস্তি ; কুলবতী যুবতীর পক্ষে শাস্তি হওয়াই উচিত।

৫। সেই রূপে আমার মন ও নয়ন লাগিয়া রহিয়াছে। কুলবতীর সর্ব্বস্বধন যে ধৈর্য্য ও লজ্জা, তাহারাও পলাইয়াছে। একাকী প্রাণ মাত্র রহিয়াছে, তাহাও আমার বশে নহে। এমন প্রাণ থাকিয়া ফল কি ?

বরাড়ী—একতালা।

বরণ দেখিলুঁ শ্যাম জিনিয়া ত কোটী কাম
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গি ঠাম নয়ান কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি সতী ছাড়ে নিজপতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥ধ্রু॥
এ বড় কারিগরে কুন্দিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিলুঁ দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে লোমআবলী
সাপিনী আকার শোভা।
উরুর বলনী রাম কদলী
তমাল জিনিয়া আভা॥

চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত
মণি-মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া সেরূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

ঝুমর

শ্রীরাধে নন্দনন্দন শ্যাম অঙ্গ।
যার নাম শুনি জগভরি ভরই অনঙ্গ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র॥

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

সখি হে ঐ দেখ গোরা কলেবরে।
কত চান্দ জিনি মুখ সুন্দর অধরে॥
করিবর-কর জিনি বাহু সুবলনী।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ন নাচনি[১]॥
চন্দন-তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত চারু নব নব মালে॥
কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥

১। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীর চাহনি অপেক্ষা 'নাচনি' অধিকতর সঙ্গত।

রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ চরণ।
নখমণি জিনি ইন্দু পূর্ণ দরপণ[১] ॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল ॥

মায়ূর—তেওট।

ও মুখ-মণ্ডল জিতি শরদ সুধাকর
তনু-রুচি তরুণ তমাল[২]।
চূড়া চারু শিখণ্ডক- মণ্ডিত মালতী
বেড়ল মধুকর-মাল ॥
ধনি ধনি বনি[৩] নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন-মন-মোহন
মধুর মুরলী করু গান ॥ধ্রু॥
টলমল অলকা- তিলক মুখ ঝলকই[৪]
ভাঙুক ধনুয়া ধুনান[৫]।
কুলবতী বরত- বিমোচন লোচন[৬]
বিষম কুসুম শরবাণ ॥

১। পূর্ণিমার চাঁদ প্রতিবিম্বিত হয় যে দর্পণে, তাহা হইতেও নখমণিগুলি সুন্দর।

২। নব তমাল বৃক্ষের ন্যায় শোভা বিশিষ্ট তনু।

৩। উত্তম, সুন্দর।

৪। দোদুল্যমান অলকা ও চন্দন-তিলকের জ্যোতিতে মুখখানি ঝলমল করিতেছে।

৫। ভ্রুভঙ্গী ধনুর কম্পন সদৃশ।

৬। তাহার সুন্দর চক্ষু কুলবতীর ব্রত নাশ করে।

বাঁধুলি- বন্ধু[১] অধরে মধু মাখই
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদে মদন-মদ মন্থর[২]
ভণত হি গোবিন্দ দাস॥

বেলোয়ার—বড় দশকুশী।

বিকচ সরোজ ভাণ[৩] মুখমণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোড়[৪]।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই
পি পি[৫] আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর॥
বরণি না হয়[৬] রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া[৭] ॥ধ্রু॥

১। বাঁধুলি ফুলের ন্যায় অধর, তাহাতে মৃদুমন্দ হাসি যেন মধু মাখিয়া দিয়াছে।

২। সেই হাসির সৌরভে মদনের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে।

৩। ন্যায়; তাঁহার মুখখানি ফুটন্ত নীলকমলের ন্যায়।

৪। আঁখি দুটির ভঙ্গী যেন যুগল খঞ্জন পাখী নৃত্য করিতেছে।

৫। পান করিয়া করিয়া

৬। সেই চিকণ কালো বর্ণ বর্ণনা করা অসাধ্য।

৭। সেই চিকণ কালো কি মেঘপুঞ্জের ন্যায়, কিম্বা নীল পদ্মের ন্যায়, কাজলের ন্যায় কিম্বা নীলকান্ত মণির ন্যায়, তাহা বলিতে পারি না।

অঙ্গদ বলয়া হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী কলনা[১]।
অভরণ বরণ কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর[২]
কালিন্দী-জলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ খচিত কুসুমাবলী
মত্ত ময়ূর শিখি পুচ্ছকি ছাদে[৩]।
অনন্তদাস কহে যুবতীক লোচন
চূড়া নিরখিতে পড়ি গেও ফান্দে॥



জয়জয়ন্তী মল্লার—দুঠুকী।

নব নীরদ-তনু, তড়িত-লতা জনু,
পীত পতনি[৪] বনি ভাল

১। মধুর ধ্বনি

২। নানাবিধ অলঙ্কারের জ্যোতিতে সেই কালো অঙ্গ ঢল ঢল করিতেছে, মনে হইতেছে যেন যমুনার জলতরঙ্গে চাঁদ ভাসিয়া চলিযাছে।

৩। কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশের উপর শিখি-পুচ্ছ এরূপভাবে বিরাজ করিতেছে যে মত্ত অর্থাৎ নৃত্যশীল ময়ূরের মত মনে হইতেছে।

৪। পট্টবস্ত্র ?

মালতী বকুল- বলিত অতি আকুল,
মৌলি-মিলিত বনমাল ॥
পেখলুঁ কালিন্দিকূলবিলাসী ।
হেলি কলপতরু, তরুণী-মন-মোহন
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী ॥
মণিময় অভরণ, নূপুর রণঝন,
মদন মন্থর গতি ভাঁতি ।
গীম বিভঙ্গিম, নয়ন-তরঙ্গিম,
কত কুলবতী মতি মাতি ॥
কমলা-লালিত- চরণ-কমলমধু,
পাওয়ে সোই সুজান ।
রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ
গোবিন্দ দাস অনুমান ॥

গান্ধারমিশ্রিত সুহই—মধ্যম একতালা ।

রূপ কি দিয়া নিরমিল সে কেমন বিধি ।
রূপের নাহিক সীমা গুণের সে নিধি ॥
লখিলে নহে রূপ লখিলে নয় ।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সেই অঙ্গে রয় ॥
দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয় ।
সকলি অঙ্গে যদি নয়ান হয় ॥

যখন শ্যাম বন্ধু বাঁশীটি পূরে।
পশুপাখী কান্দে অবলার প্রাণ ঝুরে ॥
শ্যাম যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে ॥
নয়ানের কোণে তার আছয়ে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিনু পণ ॥
গোবিন্দ দাস বলে (শ্যাম) রূপের নিছনি।
যাচিয়া যৌবন দিতে (যায়) আপনা আপনি ॥

সুহিনী—ছোট একতালা।

কি হেরিলাম কদম্বের তলে।
বাম পাশে দাঁড়াইয়াছে হেলে ॥
উহার গলে দোলে বনফুলের মালা।
পুঞ্জে পুঞ্জে তঁহি অলি করে খেলা ॥
কিবা সে কুঞ্চিত কেশের বেণী।
মন্দ মন্দ দুলিছে আপনি ॥
উহার করেতে মোহন বাঁশী।
মুখে মৃদু মন্দ-মধুর হাসি ॥
ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যাম রূপ।
অলকা-আবৃত চাঁদ মুখ ॥

গোবিন্দ দাস গুণ গায় ।
শ্যাম বিনে আন নাহি ভায় ॥

ঝুমর ।

স্বান্তে ক্রীড়তি ইত্যাদি

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

কামোদ—দশকুশী ।

মধুকর রঞ্জিত, মালতী-মণ্ডিত,
জিতঘন[১] কুঞ্চিত কেশং ।
তিলক বিনিন্দিত- শশধর-রূপক,
তী- মনোহর-বেশং ॥
সখি কলয়[২] গৌরমুদারং ।
নিন্দিত হাটক[৩]- কান্তি কলেবর,
গর্ব্বিত মারক-মারং[৪] ॥ ॥
মধু-মধুর স্মিত[৫]- লোভিত তনু-ভৃত-
মনুপম ভাব-বিলা
নিজ-নবরাগ- বিমোহিত-মানস,
বিকথিত গদগাদ-ভাষং ॥

১। মেঘকে জয় করিয়াছে এমন কুঞ্চিত কেশ ।
২। দেখ। ৩। স্বর্ণ।
৩। গর্ব্বিত যে মন্মথ, তাহারও মন্মথ, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ ।
৪। হাস্য ; মধু হইতেও মধুর হাসি ।

পরমাকিঞ্চন- কিঞ্চন নরগণ,[১]
করুণা-বিতরণ-শীলং।
ক্ষোভিত দুর্ম্মতি, রাধামোহন-
নামক নিরুপম-লীলং[২] ॥

বরাড়ী—মধ্যম একতালা। ৮

জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় ॥
সখি দেখিলুঁ শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে গোকুলনারী, হইয়াছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনি,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া তঁহি রসাল ॥

১। পরম দীনহীন বা ধনী কাহাকেও কৃপা করিতে বাকী রাখেন নাই।

২। এমন নিরূপম লীলা-রস-বঞ্চিত হইয়া দুর্ম্মতি রাধামোহন নামক জনৈক ব্যক্তি কেবল ক্ষুব্ধ।

দুইটি নয়ান, মদনের বাণ,
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচাঞা ধরমে,
পরাণ সহিতে টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সেই সে ভুলিল,
কি তার কুল বিচার॥

ভাটিয়ারী—ধানশী।

নাহিতে যাইতে রঙ্গে জলদ-শ্যামের সঙ্গে
দিঠি পাড়য়া গেল মোর।
শ্যামরূপ নিরখিতে সব দুঃখ গেল দূরে
সুখের সায়রে নাহি ওর॥
আকুল হইয়া চিতে দীগ নেহারিতে
শ্যামর-ময় সব দেখি।
হিয়ার মাঝারে ও নব-নাগর
দেখিয়া মুদিলুঁ আঁখি॥

অঙ্গের ভূষণ কটার বসন
গলিয়া গলিয়া পড়ে।
মুকুত কবরী পিঠে লোটায়ল
পরাণ না রহে ধড়ে॥
ইষত হাসিয়া বাহু পশারিয়া
যতনে করিল কোলে।
কর-পরশন নয় কিছুই নাহিক কয়
ভাসিলুঁ আনন্দ-লোরে॥
ত কাঁপিতে পথে দোসর নাহিক সাথে
আবেশে পশিলুঁ ঘরে।
মাই ধাই আসি পুছে কাছে বসি
করিতে নারিলুঁ উত্তরে॥
"গা তোর শীতল তবে কেমন জ্বর
কিছুই লখিতে নারি।"
ঠারে অনন্ত কয় জ্বর-জ্বালা কিছু নয়
কানু কর্যাছে মন-চুরি॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

যো মুখ দেখিতে, হিয়া বিদরয়ে,
কে তায় পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী. দিবস রজনী,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥

সই সে কালা কদম্ব-তলে।
ও রূপ দেখিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি,
দিলুঁ যমুনার জলে॥
বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চাহনি,
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি নিচয়ে জানিলুঁ
মজিল কুলের নারী॥
চাঁচর চুলে সে, ফুলের কাচনি[১],
সাজনি ময়ূর পাখে।
বলরাম বলে, কোন বা দারুণী,
কুলের ধরম রাখে॥

সুবট সারঙ্গ—তেওট।

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥
কি আজু পেখলুঁ কালিন্দীর কূলে
ছলিয়া নাগর কান॥

১। বাঁধন

ঘর মু যাইতে নারিলাম সই
আকুল করিল প্রাণ ॥
চান্দ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায় ।
ঈষত হাসি মধুর বাঁশী
মধুর মধুর গায় ॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বে হেলা ।
কুলবতী-সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা ।
শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
পিন্ধন পিয়ল১ বাস ।
রাতা উতপল২ চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দ দাস ॥

ভাটিয়ারি—তাল ডাঁশপাহিড়া ।

এত রূপের মানুষ কভু নাহি দেখি ।
যে দিকে নয়ন থুই সেই দিক হৈতে মুই
ফিরিয়া আনিতে নারি আঁখি ॥

১ । পীতবর্ণ । ২ । লাল পদ্ম

কোন বিধাতা আসি রসের মুরতিখানি
তরুমূলে কৈল নিরমাণ।
বিনি মেঘে ঘন-আভা পীতবসন শোভা
অলপ হেলিছে মন্দ বায়।
কিবা সে বিনোদ চূড়া ডুসূতি মালতী বেড়া
মত্ত ময়ূর নাচে তায়॥
অঙ্গে নানা আভরণ যমুনা তরঙ্গ যেন
চান্দ চলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে মজিয়া রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে দেখি কত শশী॥
গলায় কদম্বমালা জিনিয়া মদন-কলা
মন্দ মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী পূরে ইথে কি পরাণ বাঁচে
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

বালাধানশী—জপতাল।

অলখিত গতি জিতি বিজুরী সঞ্চার[১]।
চৌদিশে ধাবই লোচন-তার॥
এ সখি অতয়ে না পায়লুঁ ওর।
কৈছনে চিত চোরায়ল মোর॥

১। বিদ্যুৎ চমকের মত অতর্কিতে যাতায়াত।

জানলু অবহু কয়ল মুঝে হাত[১]।
অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত ॥
লোচন যুগলে লোর পরিপূর।
কহইতে বয়নে কহন নাহি ফূর[২] ॥
চলইতে চরণ অচল সম ভেল।
কুলবতী-ধরম করম দূরে গেল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ[৩]
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥

কামোদ—দশকুশী।

সহজই বিষম, অরুণ
তার তাহে কুটিল কটাখি।
হেরইতে হামারি, ভেদি উর অন্তর,
ছেদল ধৈরয-শাখি[৪] ॥

১। বুঝিলাম এখন তিনি আমাকে একান্ত তাঁহার বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ আমি তাঁহা ছাড়া আর কারও নই।

২। আমার নয়ন-যুগল জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়; কিছু বলিতে গেলে মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।

৩। পদকর্ত্তা বলিতেছেন ইঁহার মনে আর কি যে অভিলাষ আছে, তাহা বুঝিতে পারি না।

৪। সেই কুটিল কটাক্ষ-বাণ আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া, আমার বক্ষ ও অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষকে ছেদন করিতেছে।

এ সখি বিহরয়ে কো পুনঃ এহ।
পীত বসন জনু, বিজুরি বিরাজিত,
সজল-জলদ-রূঢ় দেহ ॥ ধ্রু ॥
মৃদু মৃদু ভাষ, হাসি উপজায়ল,
দারুণ মনসিজ-আগি[১]।
যাকর ধূমে, ধরম-পথ কুলবতী,
হেরই রহু পুন ভাগি[২] ॥
তঁহি পুন বেণু, অধরে ধরি ফুকরই,
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি ঐছন,
অনঅন[৩] হৃদয়ক মাঝ ॥

১। তাঁহার সেই মৃদুভাষ ও মধুর হাসি আমার হৃদয়ে দারুণ মদনানল প্রজ্জলিত করিয়াছে।

২। যে অগ্নির ধূমে কুলবতীর পক্ষে ধর্ম্মপথ দেখার সম্ভাবনা বহুদূরে চলিয়া গেল

৩। অন্যোন্য অর্থাৎ তোমাদের পরস্পরের হৃদয়ে ঐ একই ভাব হইয়াছে।

ধানশী—ছোট দশকুশী।

কি বরণের কতই রূপের কানু।
কিয়ে দলিতাঞ্জন কিয়ে রূপ নবঘন
অতসী[১] কুসুম জিনি তনু।
কদম্ব হিলন দিয়া অধরে মুরলী লইয়া
তছুপর দশ চান্দ চলে।
কি মোহন ভঙ্গি তার গলে গজমতি হার
আন্ধারে মাণিক হেন জ্বলে॥
পিয়ল পাটের ধটী পরিধান পরিপাটী
তাহে কত দামিনী সঞ্চারে।
নয়নের কোণে কত এড়িছে মদন শত
অবলা কেমনে প্রাণ ধরে॥
বিনোদ চূড়ার পাশে কত সৌদামিনী হাসে
রলে ধরম যায় দূরে।
গোবিন্দ দাসের মন নিতি নব নৌতুন
অবলা রহিতে নারে ঘরে[২]॥

ঝুমর

স্বান্তে ক্রীড়তি ইত্যাদি

১। একপ্রকার নীল রঙের ফুল।
২। বসু রামানন্দের বাণী কোটী
হেরিয়া কেমনে যাব ঘরে॥—পাঠান্তর।

শ্রীগৌরচন্দ্র * ॥

জয়জয়ন্তী—মধ্যম দশকুশী

কো কহ অপরূপ, প্রেম সুধানিধি,
কোই কহত রস-মেহ১।
কোই কহত ইহ, সোই কলপ তরু,
মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ২ ॥
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম৩।
যাচত যাক, মূল নাহি ত্রিভুবন,
ঐছে রতন হরি নাম৪ ॥ধ্রু ॥

* এই গৌরচন্দ্রটি সর্ব্বকালোচিত।

১। রসের মেঘ।

২। কেহ তাঁহাকে অপূর্ব্ব প্রেম-সুধানিধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ মেঘ বলিয়াছেন, (কেন না তিনি সর্ব্বদা প্রেমরূপ রস বর্ষণ করিয়া থাকেন), আবার কেহ বলিয়াছেন যে তিনি এই পৃথিবীতেই কল্পতরু, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয়।

৩। গৌরচন্দ্র উপমা রহিত; মেঘ, সিন্ধু, কল্পতরু—ইহার কিছুতেই তাঁহার উপমা হইতে পারে না।

৪। কেন না ত্রিভুবনে যাহার মূল্য নাই, এমন যে হরিনাম-রত্ন, তাহা তিনি জীবকে সাধিয়া সাধিয়া বিতরণ করেন।

যো এক সিন্ধু, বিন্দু নাহি যাচত,
পরবশ জলদ-সঞ্চার[৫]।
মানস অবধি, রহত কলপতরু[৬],
কো অছু করুণা অপার ॥
যছু চরিতামৃত, শ্রুতি পথে সঞ্চরু,
হৃদয়-সরোবর পূর।
উমড়ই[৭] নয়ানে অধম মরু ভূমহি
হোয়ত পুলক অঙ্কুর ॥
নাম হি যাক, তাপ সব মিটই,
তাহে কি চাঁদ উপাম!
ভন ঘনশ্যাম, দাস নাহি হোয়ত,
কোটি কোটি এক ঠাম[৮] ॥

৫। সমুদ্র একবিন্দুও কাহাকে যাচিয়া দেয় না; এবং মেঘ অনুকূল পবনে বিগলিত হয়, এই জন্যই মেঘ বা সমুদ্রের সহিত গৌরচন্দ্রের তুলনা হয় না।

৬। কল্পতরু মানস অর্থাৎ অভীষ্ট ফল প্রদান করে, কিন্তু গৌরচন্দ্রের নিকট চাহিতে হয় না, তিনি যাচিয়া সকলকে পরম বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন।

৭। উথলিয়া উঠে; এমন অপার কৃপার সিন্ধু কে আছে, যাঁহার চরিতামৃত শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিয়া হৃদয়সরোবর পূর্ণ করিয়া দেয এবং নয়নযুগলে উথলিয়া অতি নিকৃষ্ট মরুভূমি সদৃশ যে প্রাণ তাহাতেও পুলকরূপ অঙ্কুরোদ্গম সম্ভাবিত করে!

৮। চাঁদ গগনে উদিত হইয়া তাপ দূর করে। গৌরচন্দ্রের নামমাত্রে সমস্ত তাপ দূরীভূত হয়। সুতরাং কোটী কোটী চাঁদ এক স্থানে মিলিত হইলেও তাঁহার সঙ্গে তুলনা হয় না।

গৌরী—তেওট।

কি হেরিলাম নীপ মূলে ধন্দ[১]।

একে সে চিকণ কালা, বিবিধ বিনোদ লীলা,
লাবণ্যে ঝরয়ে মকরন্দ ॥ধ্রু॥

ভবজ-অনুজ-রথ[২], তলে বিনতা-সুত[৩],
করে কুমুদবন্ধু[৪] সাজে।

হরি-অরি[৫] সন্নিধানে, অবিরত পূরে বাণে,
রমণী জনার মনে বাজে ॥

কুন্তির নন্দন[৬] মূলে, কশ্যপনন্দন[৭] দোলে,
মন্মথের মন মথে তায়

খগেন্দ্র[৮] নিকটে বসি, রসেন্দ্র[৯] বাজায় বাঁশী,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায় ॥

১। ধাঁধা; বলিবার ভঙ্গীতে সঙ্গীতটি ধাঁধায় পরিণত হইয়াছে।

২। শিবের পুত্র গণেশ, তাঁহার অনুজ কার্ত্তিক, তাঁহার রথ—ময়ূর। ৩। গরুড়; অর্থাৎ তাহার ন্যায় নাসিকা।

৪। চাঁদ। ৫। সিংহের শত্রু হরিণ, অর্থাৎ হরিণের ন্যায় চক্ষু, তাহা হইতে অবিরত বাণ বর্ষিত হইতেছে।

৬। কর্ণ। ৭। সূর্য্য; অর্থাৎ শ্রবণ-মূলে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মণিকুণ্ডল দুলিতেছে।

৮। গরুড়ের ন্যায় নাসিকা। ৯। অধর।

জলধিসুতার[১০] পতি, তার উরে যার স্থিতি,[১১]
সে কেনে যমুনাজলে ভাসে।
শচীপতি-রিপু-সুতা-, বাহন বিজুরী লতা[১২],
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে॥

বরাড়ি- -মধ্যম একতালা

তরু অবলম্বন কে,
হৃদয়-নিহিত মণি- মাল বিরাজিত
সুন্দর শ্যামর দে॥
নব কুবলয়দল কিয়ে অতসী ফুল
নীল মুকুর-মণি-আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন কিয়ে রূপ নব ঘন
বরণে না পাওই শোভা[১]॥

১০। লক্ষ্মী।

১১। কৌস্তুভ মণি, কৃষ্ণের গলায় উজ্জ্বলমণি যেন যমুনা-জলে কৌস্তুভ ভাসিতেছে।

১২। পর্ব্বত-কন্যা পার্ব্বতী; তাঁহার বাহন সিংহ; অর্থাৎ সিংহের ন্যায় ক্ষীণ কটী এবং তাহাকে বেড়িয়া রহিয়াছে বিজুরির ন্যায় পীতবাস।

১ শোভা বর্ণন করা যায় না।

কুসুমিত চিকুর- বলিত বর-বরিহা[২]
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ[৩] মলয়জ-তিলক
চাঁদ উয়ল ঘন-মালে ॥
কোটি ইন্দু জিনি বয়ান মনোহর
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস-চিত ও রূপ অবিরত
ভাবিতে যাউ মোর কাল ॥

১০ শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী।

ভালে সে চন্দন চাঁদ, কামিনী মোহন ফাঁদ,
আঁধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে কিবা, সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোল কলা ॥
সই কিবা সেই নয়ান চাহনি।
হাঁসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে
দিতে চাহি যৌবন নিছনি ॥ধ্রু॥

২। ময়ূর পুচ্ছ।
৩। অপূর্ব্ব।

কিবা সে চূড়ার ঠাট, দশ নখে চাঁদ নাট,
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ,
জিতে কি পারিয়ে পাশরিতে ॥
কুলশীল যত ছিল, মনে লাগে সব গেল,
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ ॥

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে[১]
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা[২] ॥
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা মু'খানি ব'নাল রে[৩]
জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড ॥

১। অঞ্জনের অপেক্ষাও কালো চোখ দুইটি খঞ্জন পাখীর ন্যায়।
২। সারভাগ
৩। চাঁদ নিঙাড়িয়া সুধার যে সারভাগ প্রস্তুত হইল, তাহাকে আবার নিঙাড়িয়া সেই সুধাসারে মুখখানি কে বনাইয়াছে!

কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরিদ্র[৪] মাখিয়া কেবা সারদ্র[৫] বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা।
আদলি[৬] উপরে কেবা কদলি রোপিল রে
ঐছন দেখি উরু যুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

সজনি অপরূপ গোকুল-চাঁদ।
অনুভবি পিরীতি- মূরতি কিয়ে সুধাময়
কামিনী-মন-শশ-ফাঁদ ॥

৪। হলুদ, ৫। কচি, রসাল
৬। আদলি = অদ্রি? জানুর উপরিভাগ পর্ব্বত সদৃশ। আদলি অর্থ ব্রতকুমারী লইলে সঙ্গত হয় কি?

নব নব জলধর নিন্দি মনোহর
সুচিকণ বরণ উজোর।
কাম-কামান জিনি ভাঙু ধুনায়তি
যছু শরে কামিনী ভোর ॥
পীতাম্বর-ধর সুন্দর বেণু-কর
মুনি-মনোমোহন নাট।
বর কৌস্তুভ-ধর মাল্য-মনোহর
জনু নব মনমথ-ঠাট ॥
পদ-নখ-চন্দ্র আনন্দ সুধা ঝরু
থাবর জঙ্গম প্রাণ।
রাধামোহন পহুঁ নব নব অনুখন
সহজহি রূপ-নিধান ॥

বালাধানশী—জপতাল।

এ সখি কি পেখলুঁ এক অপরূপ
শুনইতে মানবি সপন সরূপ ॥
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল১।
তা পর উপজল তরুণ তমাল২ ॥

১ চরণ কমলের উপর নখচন্দ্রের মালা
২। উরুযুগল নবীন তমাল বৃক্ষের ন্যায়।

তা পর বেড়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি৩।
তাহি নব পল্লব৪ অরুণক ভাঁতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তা পর কীর থীর করু বাস৫॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনি বেঢ়ল মোড়৬॥
এ সখি রঙ্গিনি কহত নিসান৭।
পুন হেরইতে হমে হরল গেয়ান॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহু ভাল জান৮॥

৩। শাখা অর্থাৎ হস্ত; তাহার অগ্রভাগে নখচন্দ্র।

৪। নবকিসলয়ের ন্যায় করতল রক্তবর্ণ।

৫। শুকা অর্থাৎ খগচঞ্চু নাসিকা চির বিরাজ করিতেছে।

৬। কুঞ্চিত কেশরাজি সাপিনার আকারে বেড়িয়াছে।

৭। সঙ্কেত

৮। বিদ্যাপতি এই রস বর্ণনা করিতেছেন। সুপুরুষের মর্ম্ম তুমিই ভাল জান।

সুহই—ছোট দশকুশী।

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পাতিয়াব[১] সপন সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন পরা সৌদামিনি সেহ॥
শামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সুবেশ॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাস॥
বিদ্যাপতি কহ কি কহব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভঁড়ার॥

মায়ূর—তেওট।

কিবা সে মোহন বেশ, দেখিতে মূরছে দেশ,
না রহে সতীর সতীপনা।
ভরমে দেখিলে যারে, জনম ভরিয়া সই,
ঝুরিয়ে মরয়ে কত জনা॥

১। প্রত্যয় করিবে।

কি করিলুঁ কিনা হইল কেন বা সে বাড়াইলুঁ

কি শেল হানিয়া গেল বুকে।

জাতি কুল শীল শিরে বজর পড়ল সই

কানুরে দেখিয়া চোখে চোখে॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই, নিঁদ গেল দূরে গো,

হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে।

উড়ু উড়ু আনছান, ধক ধক করে প্রাণ,

কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥

রসের মূরতি সে, দেখিলে না রহে দে,

বাতাসে পাষাণ হয় পাণি।

বলরাম দাসে বলে, সে অঙ্গ পরশ হলে'

প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥

ঝুমর॥

শ্রীরাধে নন্দনন্দনশ্যাম অঙ্গ।

যার নাম শুনি জগভরি ভরই অনঙ্গ॥

। বাহির হইলাম।

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

শ্রীগৌরচন্দ্র

একদিন ঘাটে, জলে গিয়াছিলাম,
কিরূপ দেখিনু গোরা।
কনক কষিল, অঙ্গ নিরমল,
প্রেম রসে পহুঁ ভোরা॥
সুন্দর বদন, মদনমোহন,
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ছটা।
সুচারু কপালে, চন্দন তিলক,
তারা সনে বিধু ঘটা॥
মধুর অধরে, ঈষৎ হাসিয়া,
বলে আধ আধ বাণী।
হাসিতে খসয়ে, মণি মোতিবর,
দেখিতে ভুলয়ে প্রাণী॥
বাসু ঘোষ কহে, এমন নাগর,
দেখি কে ধৈরজ ধরে।
ধন্য সে যুবতী, ওরূপ দেখিয়া,
কেমনে আছয়ে ঘরে

গৌরী—তেওট।

সখি উক্তি

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা।
নবজলধর রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঁই জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী-কলা
শোভা করে শ্যাম-চাঁদের গলে॥
নয়ান-কটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতর হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরয না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়া কুসুম জিনি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ন কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দ পানে
পরাণে বাঁচিবে সখি কে॥

শ্রীমায়ুর—তেওট।

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদন-মন ভোর ॥
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রসধার ॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়[১] ॥
গলে গজমোতিম-মাল।
করিবর-কর কিয়ে বাহু বিশাল ॥
শুনিতে বদন সুধাখানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী ॥

ললিত মধ্যম—দশ

ইন্দীবর-বর করভ-গরবহর
রুচির কলেবর-কাঁতি।
চাঁচর চিকুর চূড়াপরি চঞ্চল
মোর[১]-শিখণ্ডক-পাঁতি ॥

চন্দ্র যেন অমৃত-হ্রদে বিলাস করিয়া জগৎ মাতাইতেছেন

১ ময়ূর

জয় জয় জয় বৃন্দাবন চন্দ
কুলবতী তৃষিত নয়ন মধুপাবলি
চুম্বিত মুখ অরবিন্দ ॥
উছলিত অলিক- সবাম্পিত চুম্বনে
কম্পই লম্বিত মাল।
অধর সুধাকণ মিলিত সমীরণ
বাওই বেণু রসাল ॥
ভামিনী-সরম ভরম ভয় ভঞ্জন
ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।
জগদানন্দ চিতে নিতি নিতি বিহরতু
ঐছন ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাশরিব মনে করি, যতনে ভুলিতে নারি,
ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥ধ্রু॥
নবজলধর তনু, থির বিজুরি জনু,
পীতবসনাবলি তায়।
শিরে চূড়া শিখিদল, বেড়িয়া মালতী-মাল,
সৌরভে মধুকর ধায় ॥
কিবা সেই মুখশশী, উগরে অমিয়া রাশি,
আঁখি মোর মজিল তাহায় ॥

গুরুজন-ভয়ে যদি, ধৈরয ধরিতে চাহি,
দ্বিগুণ আগুন উপজায় ॥
এ তিন ভুবনে যত, রস-সুধানিধি কত,
শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয়, হেন রূপ রসময়,
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

কিরূপ দেখিনু সই নাগর শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর ॥
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি
জাগিতে স্বপনে দেখি শ্যামরূপখানি ॥
সহজে মূরতিখানি বড়ই মাধুরি।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুরি ॥
আর বা তাহে কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি ॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে ॥
কালার কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে
বলরাম বলে তেঞি সদা প্রাণ কাঁদে ॥

ধানশী—জপতাল।

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যথা গেলে কানু পাই তথা উড়ি যাই॥
হেদেরে দারুণ বিধি তোরে যে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরি হৈল কালা॥
অভাগিনি মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডিদাস কহে ধনি এমতি না বল॥

সুহই—বিরাম দশকুশী।

কি করিব হে সখি গণিনু নিদান।
বিনোদ বন্ধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
ফুটিল যে শ্যাম শেল বাহির না ভেল।
মনের মরম দুখ মরমে রহি গেল॥
চণ্ডীদাসে কহে রূপ শেলের সমান।
বাহির না হয় শেল বুঝয়ে পরাণ॥

ধানশ্রী—জোত সমতাল।

রাইক ঐছে দশা, দেখি এক সখি,
তুরিত হি করল পয়ান।
নিরজনে নিজগণ, সঙ্গে যাঁহা মাধব,
যাই মিলল সোই ঠাম॥
শুন মাধব অব হাম কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু- কুমারী বরসুন্দরী,
অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয় ॥ধ্রু॥
তুয়া অনুরূপ, এক পটে লিখিয়া,
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি, মুরছি পড়ু ভূতলে,
মানয়ে করম অভাগে॥
অম্বরে নবজল- ধর হেরি সো ধনি
কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব, সহই না পারই,
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥
ঐছে দশা হেরি, সকল সখীগণ,
রোয়ত যামিনী জাগি।
কহে যদুনন্দন, শুন নন্দনন্দন,
মীলহ সবজন ভাগি॥

ঝুমর—ধামালি

নন্দনন্দন শ্যাম জগত মোহন তুয়া নাম।
কুলকামিনীগণ ধৈরয-ধাম।

দশ দশা-বর্ণন[১]।

লালসোদ্বেগ-জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদোমোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ[২] ॥

লালসা।

॥গৌরচন্দ্র ॥

কামোদ—বড় দশকুশী।

কুসুমিত [illegible]নন হেরি শচীনন্দন,
ডারত কাঁহে ঘনশ্বাস।
খেনে করতলে অব- লম্বই মুখশশী
খেনে খেনে রহত উদাস

১। পূর্ব্ব রাগে প্রেমের গাঢ়তা হেতু নায়ক-নায়িকার লালসা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা প্রকার অবস্থা হইতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সংক্ষেপে ঐ প্রগাঢ় রতির দশ দশা বর্ণনা করিয়াছেন [illegible] জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মত্ততা, মোহ এবং মৃত্যু।

২। লালসা—অভীষ্ট প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা; উদ্বেগ—মনের কম্প বা চাঞ্চল্য; জাগর্য্যা—নিদ্রাক্ষয়; তানব—শরীরের কৃশতা, দৌর্ব্বল্য (তানবের স্থলে 'বিলাপ' পাঠান্তরও আছে); জড়িমা—

দেখ নব ভাব-তরঙ্গ ।
যো অভিলাষ হি, প্রকট নবদ্বীপে,
তাকর নাহিক ভঙ্গ ॥ধ্রু॥
চঞ্চল নয়নে, চাহ চপল মতি,
জিত গতি মত্ত গজরাজ৩ ।
পুন পুন ঐছন, হেরত ফুলবন,
কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ ॥
ঐছন ভাতি করি, তারল ত্রিভুবন,
ভাসায়ল প্রেমামৃত দানে ।
রাধা মোহন, বিন্দু না পাওল,
আপন করম বিধানে ॥

ইষ্টানিষ্টের জ্ঞান নাই, প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না, এইরূপ অবস্থাকে জড়িমা বলে। বৈয়গ্র্য—ভাবের গম্ভীরতা হেতু যে চিত্ত-বিক্ষোভ জন্মে, তাহা সহিতে না পারার নাম বৈয়গ্র্য। ব্যাধি—বৈবর্ণ্য, উত্তাপ, শীত ইত্যাদি শারীরিক গ্লানি। উন্মাদ—প্রিয়ের প্রতি একান্ত আবেশ হেতু সর্ব্বত্র যে অতিভ্রান্তি জন্মে। মোহ—বিমনস্কতা অর্থাৎ চিত্তের বিপরীত গতি। মৃত্যু—প্রিয়-সমাগম অসম্ভব হইলে মৃত্যুর উদ্যম হয়।

৩। কথনও চঞ্চল নয়নে অস্থির ভাবে চাহিতেছেন, কথনও মত্ত হস্তীর গতিতে ধাবিত হইতেছেন।

শ্রীরাধার আপ্ত দূতীর উক্তি।

ধানশী—মধ্যম একতালা।

আন সঙ্গে দূরে হইতে, তুয়া নাম শুনইতে,
খঞ্জন নয়নী ধনী রাই।
অতি উনমত হৈয়া, কান্দে বহু বিলপিয়া,
পুন পুন কাঁপে ক্ষমা নাই॥
শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে।
অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমি সুবাউরী,
যেন ভেল কুলটা-চরিতে॥
বহু কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল,
উড়িবারে চাহে পাখা করি।
দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝরয়ে আঁখি,
শ্যামা সখি নিজ কোরে ধরি॥
গহন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে লঞা,
মনে মানে তোমা কৈল কোর।
অতিশয় হরিষে, গাঢ় আলিঙ্গন রসে,
ধনি রহে হইয়া বিভোর॥
সুনীল বসন পরে, নীলমণি হার ধরে,
নেহারয়ে কালিন্দীর নীর।
এই রূপে অনুখণ, নাহি হয় অন্য মন,
তিলেক না রহে গৃহে স্থির॥

সদাই কদম্ব বন, করইতে নিরীক্ষণ,
পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে।
বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী সাথ[১],
অকারণে হাসে কত ভঙ্গে॥
অঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত,
বরণ হইল যেন আন।
কেহু লখিবারে নারে, কি ব্যাধি হইল বোলে,
কেবা জানে নিগূঢ় বিধান॥
কি গুণ করিলে তুমি, জানিলাম এবে আমি,
তেঞি সে তোঁহার হেন কাজ।
কতেক কহিব আর, যতেক দেখিল তার,
দুকুলে হইয়া গেল লাজ॥
না করে ভোজন পান, নিন্দ গেল অন্য স্থান,
না শুনয়ে বচন কাহার।
এ যদুনন্দনে ভনে, না জানিয়ে এতক্ষণে,
কি জানি হৈয়া রহে আর॥

১। তুলনা করুন "অনুখন ধরণী শয়নে অভিলাষ।'

বালা ধানশী—জপতাল ।

এ হরি এ হরি কর অবধান ।
দরশ দান দেই রাখহ পরাণ ॥
খনে খন বর তনু ঝামর ভেল ।
সরস বিলাস হাস সব দূর গেল ॥
ঢরকি ঢরকি বহ লোচন লোর ।
অধর শুখায়ল ন নিকসই বোল ॥
দূরে গেও বসন দূরে গেল লাজ ।
তোহর সিনেহ ভেল এতেক অকাজ[১] ॥
উঠই ধরণী ধরি তেজই নিশাস ।
জীবন আছয়ে পুন তুয়া প্রতি আশ[২] ॥

শ্রীভুপালি—একতালা ।

কি কহব মাধব পুণ ফল[৩] তোর ।
তোঁহর মুরলী রবে রাই বিভোর ॥
তাহি পুন শুনল নাম তোঁহার ।
সো সব ভাব হাম কহই ন পার ॥

১ । তোমার প্রতি স্নেহে অর্থাৎ অনুরাগে এই অকাজ হইল ।

২ । কেবল তোমার আশাতেই জীবন রহিয়াছে ।

৩ । তোমার পুণ্য ফল ।

অঙ্গ অবশ ভেল কাঁপি অগেয়ান।
মুরছিত ভেল ধনি কিছু নাহি জান॥
বুঝই না পারিয়ে কৈছন রীত।
কিয়ে ভেল কিছু হমে নহ পরতীত॥
আবয়ে সে অব কাল কি আজ[১]।
বিদ্যাপতি কহ আবইতে কাজ[২]॥

বরাড়ি—বড় একতালা।

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব[৩]।
তুয়া মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব[৪]॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর[৫]।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥

১। সে কাল কি আজ আসিবে, এই উদ্বেগেই তাহার দিন কাটিতেছে।

২। তোমার একবার আসাই দরকার।

৩। গৃহপতির শব্দ; স্বামী শুধু গৃহের পতি, প্রাণপতি নহেন।

৪। তোমার নূপুর-শব্দে উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হয়।

৫। স্বামী কালো কি গৌর, তাহা জানে না। অর্থাৎ শ্রীমতী স্বামীর দিকে একবার ভ্রমেও চাহিয়া দেখে নাই।

কাহাঁ তুহুঁ গোরী[১] আরাধলি কান।
জানলুঁ রাই তোহে মন মান[২] ॥ধ্রু॥
স্বামিক শয়ন মন্দিরে নাহি উঠই
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই ॥
পতিকর পরশে[৩] মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥
মুরলী নিশান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই ॥
ঐছন যতহুঁ মরম অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দ দাস ॥

ধানশী—মধ্যম একতালা।

সখিগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস।
অনুখন ধরণী শয়নে অভিলাষ ॥

১। পার্ব্বতী (পক্ষান্তরে শ্রীরাধা)।

২। মনে মনে তোমাকেই মানিয়াছে অর্থাৎ তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

৩। পতির করস্পর্শে ; অথবা তাঁহার ছায়াস্পর্শে (পতিকর=প্রতিকর=প্রতিবিম্ব ; রাধামোহন ঠাকুরের এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত)।

এ হরি যব ধরি পেখল তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয় ॥ধ্রু॥
নয়ন কমল জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায় ॥
তহিঁ যদি প্রিয় সখি আওত কোই।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই ॥
যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয় উতরোল ॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয়-অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যাম দাস ॥

উদ্বেগ-মিশ্রিত লালসা।

গন্ধার কামোদ রাগ—ছোট দশকুশী।

মন্দির মাঝে বৈ- ঠল বর সুন্দরী,
দিনকর তুপর ঠানে।
যব হাম পুছলুঁ পিরিতি সম্ভাষণ
প্রেম-জলে ভরল নয়ানে ॥
মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা।

তুয়া পরসঙ্গে[১] অঙ্গ সব পুলকিত,
না মানয়ে গুরুজন বাধা ॥ধ্রু॥
ভাবে ভরল তনু, পুন পুন কম্পিত,
পুন পুন শ্যামরী গোরি।
পুন পুছত পুন দীগ নেহারত,
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি ॥
ফুয়ল কবরী, উরহি লোটায়ত,
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহে, তুহুঁ ভালে সমুঝহ
কোন করব চিতে আনে[২] ॥

ঝুমর

নন্দ নন্দন শ্যাম, জগত মোহন তুয়া নাম ইত্যাদি।

উদ্বেগ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া কিম্বা ধানশ্রী—জোত সমতাল।

কানড় কুসুম, হেরি শচীনন্দন,
করতলে মুখ বিধু আপি[৩]।

১। প্রসঙ্গে। ২। আর কে বুঝিবে বা চিন্তা করিবে?
৩। অর্পণ করিয়া, রাখিয়া।

অনুভাব বেকত, করত নব অনুরাগ
তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি।
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
যো বর ভাবে বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ ॥ধ্রু॥
ঘামহি ভিগেল[১] সকল কলেবর
বিবরণ দীশই[২] কাঁতি।
নয়নক নীরহি সিঞ্চই ভূতল
শাঙন মেঘ কি ভাতি ॥
গদ গদ কণ্ঠহি করু হরি কীর্ত্তন
অদভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধা মোহন কহ কুহকে নাচায়ে জনু[৩]
না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ ॥

১। ভিজিল।

২। কান্তি অর্থাৎ রূপ বিবর্ণ দেখা যাইতেছে।

৩। মহাপ্রভুর অঙ্গে নব নব ভাবের বিকাশ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কোনও ইন্দ্রজালের প্রভাবে এইরূপ ঘটিতেছে।

ধানশী—মধ্যম একতালা।

রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে
দশ দিশ হেরই রামা।
কো জানে কো খনে তুহে দিঠি লাগল
মুরছি পড়ল সেই ঠামা॥
মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধান।
কুল-গিরিরাজ লাজ ঘন কণ্টক,
ভেদি পরাণ পর হান[১]॥
বিরহ বিযানলে জ্বলত কলেবর
সঘনে লুঠই মহী পঙ্কা।
তুহুঁ সুপুরুখমণি তোঁহে ঢুঁঢ়য়ে জানি
তিরীবধ[২] বিপুল কলঙ্কা॥
সব সখি মেলি কৃতহুঁ আশোয়াসব
বেদন কোই না জান।
গোবিন্দ দাস ভন তোহারি পরশ বিন
কৈছনে ধরব পরাণ॥

১। শৈলসম উচ্চ কুল ও ঘনকণ্টকময় লজ্জারূপ গহন ভেদ করিয়া তোমার নয়নের-বাণ প্রাণে গিয়া আঘাত করে।

২। স্ত্রী-হত্যা।

কড়খা ধানশী—ছুটাতাল।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে,
লোচন মন দুহু ধাব।
পরশক লাগি, আগি জ্বলু অন্তরে,
জীবন রহু কিয়ে যাব॥
মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম অগেয়ান দহনে ধনি পৈঠলি,
জনু তনু দহত পতঙ্গী[১] ॥ধ্রু॥
কহত সম্বাদ, কহই না পারই,
কাহে বিশোয়াসব বালা[২]।
অনুক্ষণ ধরণী শয়নে কত মিটব,
সুতনু অতনু-শর-জ্বালা॥
কালিন্দী কূল, কদম্বক কানন,
নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দ দাস, কহই অব মাধব,
কৈছে জিয়ব বরনারী॥

১। অগ্নিতে যেন দেহ পুড়িয়া যাইতেছে।

২। তোমার নিকট যাহা বলিয়া পাঠাইতে চাহে, তাহা বলিতে পারে না। সুতরাং তাহার মনে বিশ্বাস বা ভরসা পায় না

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

কি কহব সে বিপরীতে।
তনু ভেল জরজর, ভাবিনি-অন্তর,
চিত রহল তছু ভিতে॥
নিরস কমল মুখে, করে অবলম্বই,
সখীমাঝে বৈঠলি গোই॥
নয়নক নীর থীর নাহি বান্ধই
পঙ্ক কয়ল মহী রোই।
মরমক বোল, বয়ানে নাহি বোলত,
তনু ভেল কুহু শশী খীনা[১]।
অবনী উপরে ধনি, উঠই না পারই,
ধয়লি ভুজা ধরি দীনা॥
তপত কনয়া জনু, কাজর ভেল তনু
অতিভেল বিরহ হুতাসে।
কবি বিদ্যাপতি, মনে অভিলাসত,
কাহ্নু চলহ তছু পাশে॥

ঝুমর।

নন্দনন্দন শ্যামজগত মোহন তুয়া নাম।
ইত্যাদি—

১। অন্ধকার রজনীতে ক্ষীণ চন্দ্রলেখার ন্যায়।

জাগর্য্যা—শ্রীগৌরচন্দ্র ।

ধানশী—মধ্যম দশকুশী ।

কাহে পুন গৌরকিশোর ।
জাগত যামিনী, জনু ব্রজ-কামিনী,
নব নব ভাবে বিভোর ॥
কাঞ্চণ বরণ, ভেল পুন বিবরণ,
গদ গদ হরি হরি বোল ।
মুখ অতি নীরস, শবদহি বুঝিয়ে,
মনমথ-মথন হিলোল[১] ॥
স্তম্ভ কম্প অরু, অঙ্গে পুলক ভরু,
উতপত সকল শরীর[২] ।
ঘন ঘন শ্বাস, বহত লুঠত মহী,
নয়নহিঁ বহ ঘন নীর ॥
ঐছন ভাতি, করত কত বিতরণ,
প্রেম-রতন-বর দীনে ।
আপন করম দোষে, ও ধনে বঞ্চিত,
রাধা মোহন মতিহীনে ॥

১। মন্মথ-মথন শ্রীকৃষ্ণের লীলা-তরঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে
২। সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত হইয়াছে ।

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

লোচনে শ্যামর, বচন হি শ্যামর,
শ্যামরু চারু নিচোল[১]।
শ্যামর হার, হৃদয়ে মণি শ্যামর,
শ্যামর সখী করু কোর[২] ॥
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী- মতি উমতায়লি,
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥ ধ্রু ॥
মরমহি শ্যামর, পরিজন পামর,
ঝামর মুখ অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোর হি, লোলিত কাজর,
বিগলিত লোচন নিন্দ ॥
মনমথ-সাগর, রজনী উজাগর,
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর[৩]।
গোবিন্দ দাস, কতহুঁ আশোয়াসব,
মীলব নন্দ কিশোর[৪] ॥

১। চারু

২। মাধব তোমায় দেখিয়া অবধি শ্রীরাধার নয়নে শ্যামরূপ, মুখে শ্যাম নাম, অঙ্গে নীলবাস, কণ্ঠে নীলমণির হার এবং হৃদয়ে নীলকান্তমণি বিরাজ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সে শ্যামবর্ণা কোনও এক সখীকে কোলে ধারণ করিতেছে।

৩। নাগর তুমি এতই বিভোর অর্থাৎ মূঢ় যে এসকল দেখিতে পাইতেছ না!

৪। নন্দকিশোর আসিবে বলিয়া আমি (গোবিন্দদাস) তাহাকে আর কত আশ্বাস দিব?

শ্রীতিরোথা—মধ্যম একতালা।

মন-মোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজে উঠই তব রোয়॥
সখিগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাহে ততহি নাহি ভায়[১]॥
কহ কবি শেখর তাক উপায়।
রচয়িতে তবহি রজনী বহি যায়[২]॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী।

সুহই—ছোট দশকুশী।

অতি অগেয়ানী, কুলের কামিনী,
সহজে আকুল হিয়া।
আঁখির ঠারে, পাগল করিলে,
কিজানি কি মন্ত্র দিয়া॥

১। বিরহ সন্তপ্তার মনে তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করে না।

২। কবিশেখর বলেন, তাহার উপায় রচনা করিতেই রজনী কাটিয়া যায়।

শ্যাম বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
বৌহারিরে, ঘর ছাড়াইলে,
কি হবে তোমার লাভ॥ ধ্রু॥
কিসের রঙ্গে, এত না ভঙ্গে,
অঙ্গ দেখাইয়া হাঁট।
কথার ছলে, ভিতরে পশিয়া,
পাঁজরে পাঁজরে কাট॥
সদাই হাস, লাজ না বাস,
না বুঝি তোমার কাজ।
তব এই রীতে, যত কুলবতীর,
কুলেতে পাড়িলে বাজ॥
জাতি কুল শীলে, সব মজাইলে,
মরুক কুলের নারী।
বলরাম বোলে, দারুণ চিতে,
তবু পাসরিতে নারি॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

ধরণী-শয়নে, ঝরয়ে নয়নে,
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।
চম্পক বরণ, তাপে মলিন,
হৃদয়ে দহ অনঙ্গ॥

হরি হরি করুণা কি নহ তুয়া ঠাঁই।
তোহারি কটাক্ষ- শরে কৈল জরজর,
অতি ক্ষীণ তনু ভেল রাই ॥
এ দিন যামিনী, জাগিয়া কামিনী,
জপিয়া তোহারি নাম।
না জানিয়ে কিয়ে, বিয়াধি হইল,
শ্বাস বহে অবিরাম ॥
সব সখিগণ, করয়ে রোদন,
কারণ কিছু না জানি।
গৌরীদাস বিধি, রচে মহৌষধি,
দেবের আবেশ মানি ॥

ঝুমর।

শুনহে সুন্দর শ্যাম জগত মোহন তুয়া নাম। ইত্যাদি—

তানব দশা—শ্রীগৌরচন্দ্র।

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম,
যো রূপ লাবনি, দেহ সুগঠনি,
দেখি ঝুরে কোটি কাম ॥ ধ্রু ॥

সোই ভাবভরে, ক্ষীণ দিশই,
পরম দুবর দেহ[১]।
তবহুঁ দীপতি, উজোর ঐছন,
যৈছন চাঁদকি রেহ[২] ॥
শ্যাম-নব-রস,[৩] করত কীর্ত্তন,
স্মরই ও নব রূপ।
তেঞি অহর্নিশি, ভ্রমই দশ দিশি
স্নাত নব-রস-কূপ[৪] ॥
ঐছে নিতি নিতি, বিহরে দ্বিজপতি,
জাগু পূরবক প্রেম।
রাধা মোহন, চিতহিঁ অনুমানল,
ও রূপ জগজন-ক্ষেম ॥

১। দুর্ব্বল শরীর
২। চন্দ্রলেখার ন্যায় কৃশতনু
৩। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নব অনুরাগ
৪। যেন নব অনুরাগের কূপে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছেন।

গান্ধার—ছোট দশকুশী। গো- ৩৫

মাধব ধৈরয না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনি, অন্তর জর জর,
মানস মীলন শমনে[১] ॥ ধ্রু ॥
ধূলি ধূসর ধনি, ধৈরয না রহ,
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকুত কবরী ভার, হার তেয়াগল,
তাপিত তৃষিত পরাণে ॥
বিগলিত অম্বর, সম্বর নহে ধনি,
সূর-সুতা স্রবে নয়নে[২]।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল,
সোই নয়ন-বর বয়নে[৩] ॥
মা বোলই ধনি, ধরণীতলে মুরছলি,
প্রাণ প্রবোধ না মানে!
কহই চতুরী ধনি, আর কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দ দাস পরমাণে[৪] ॥

১। যমের সহিত মিলন অর্থাৎ মৃত্যু কামনা করিতেছে।
২। নয়নে সূর্য্যাসুতা অর্থাৎ যমুনা বহিতেছে।
৩। তাহার সুন্দর নয়ন মুখে এরূপ দেখাইতেছে যেন কমল (নয়ন) হইতে কমল (জল) উদ্‌গত হইয়া আবার কমলকেই (বদন) আচ্ছাদন করিয়াছে। ৪। গোবিন্দদাস তাহার প্রমাণ।

বালা ধানশী—জপতাল।

লোঠই ধরণী ধরি সোই।
খেনে খেনে শ্বাস খেনে খেনে রোই॥
খেনে খেনে মুরছই কণ্ঠে পরাণ।
ইথে পর কো গতি দৈবে সে জান॥
এ হরি পেখলু সো বর নারী।
ন জীবই বিনু কর-পরশ তোহারি॥
কেহো কেহো জপয়ে দেব দিঠি জানি।
কেহো নবগ্রহ পূজ জোতিখ আনি॥
কেহো কেহো ধরি ধাতু বিচারি।
বিরহ-বিঘিন কোই লখই না পারি॥

বালা ধানশী—জপতাল।

নয়ানক নীর চরণ তলে গেল।
থলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল[১]॥

১। চরণ রূপ স্থল-কমল নয়নজলে সিঞ্চিত হওয়ায় জলজ কমলের ন্যায় হইয়াছে।

অধর অরুণ নিমিখি নহি হোয়[২]।
কিশলয় শিশিরে ছাড়ি হলু ধোয়[৩] ॥
শশীমুখী লোরে ওর নাহি হোয়।
তুয়া অনুরাগে শিথিল সব কোয় ॥

সুহিনী—ছোট দুঠুকি।

সহজে ননীক পুতলি গোরী
জারল বিরহ-আনলে তোরি ॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ[৪]।
শ্যামর সোঙরি তোহারি নাম ॥
শুনহ মাধব কহলু তোয়।
শমতি না দেই[৫] দিন রজনী রোয় ॥ধ্রু॥
অরুণ অধর বান্ধুলি:ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ॥
ফুয়ল[৬] কবরী উরহি লোল।

২। অধর নিমেষের তরেও লাল হয় না, অর্থাৎ সব সময়েই পাংশু বর্ণ থাকে।

৩। কিশলয় যেন শিশিরে একবারে ধুইয়া ছাড়িয়াছে। অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক বর্ণ হারাইয়াছে।

৪। দশবার পোড়াইলে সোণা যেমন উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ বর্ণ তোমার রূপ ভাবিয়া ভাবিয়া কালো হইয়া গিয়াছে। ৫। শান্তি দেয় না। ৬। উন্মুক্ত।

সুমেরু উপরে চামর ডোল ॥
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার ॥
অঙ্গুল-অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞান দাস কহে দুখ মদন দেল ॥

ঝুমর।

নন্দনন্দন শ্যাম জগতমোহন তুয়া নাম।
কুল কামিনীগণ ধৈরয ধাম ॥

অচেতন জড়িমা—শ্রীগৌরচন্দ্র

কামোদ রাগ—মধ্যম দশকুশী।

আজু হাম নবদ্বীপ- দ্বিজরাজ পেখলুঁ,
নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে, কছু নাহি জানত,
নয়নহি অবিরত লোর ॥
সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ।
ঐছন প্রেম কথিহুঁ নাহি হেরিয়ে,
নিরুপম নবরস-কন্দ[১] ॥ধ্রু॥

১। নব অনুরাগের মূল।

শত শত ভকত, উচ্চ করি বোলত,
কছুই না শুনত বাত।
হুঙ্কৃতি শবদ, করত পুন ঘন ঘন,
প্রেমবতী নারীক জাত[১] ॥
হরি হরি শবদ, কানহি যব পৈঠত
তবহি ডারত ঘন শ্বাস ॥
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে
কহ রাধামোহন দাস ॥

কড়খা ধানশী—মধ্যম ছুটাতাল।

থোরি বয়েস ধনি, ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলই সখিগণ সাথ।
বাট ঘটিত তুয়া, কামদ রূপ হেরি,
দৈবে পড়ল পরমাদ ॥
শুন মাধব ইথে কাহে বোলসি আন।
ও অচপল মতি, পুন তাহে কুলবতী,
নিচয়ে তুহুঁ সে নিদান ॥ধ্রু॥

২। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি প্রেমময়ী রমণীর স্বজাতি ইহার দ্বারা বলা হইতেছে যে তিনি শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত।

তাহে তুহুঁ সুমধুর, মুরলী আলাপলি,
মুনিজন মোহন হোয়।
মুরলীক সান, শ্রবণে যব পৈঠল,
তবহি চঞ্চল ভৈ রোয়॥
তব ধরি জাগর, ক্ষীণ কলেবর,
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম-বিষসেঁ, জরিত ভেল অন্তর,
কিছুই না শুনই কান॥
বরজ-সুখাকর, বোলয়ে সব জন,
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ, অব যাই মিলহ,
মরমে রহয়ে জনি শেল॥

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবন,
খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি গরলে তনু জারল
তৈখনে শ্যামরি ভেলি॥

মাধব সো অবিচল কুলরামা।
মরমহি গোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণগামা ॥ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণি-মন্ত্র মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি ॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ- ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি ॥

বরাড়ী—একতালা।

কাহাঁ কুমুদিনী কাহাঁ উয়ল হিমকর
কাহাঁ কমলিনি কাহাঁ সূর[১]।
বাট-ঘটিত কর- পরশন দরশন
পরিবাদহি ঁজগপূর ॥

১। কোথায় কুমুদিনী—আর কোথায় চাঁদ। কোথায় কমলিনী আর কোথায় সূর্য্য! কিন্তু পথের মাঝে কেবল হস্তস্পর্শে (পক্ষান্তরে কিরণ স্পর্শে) ও দর্শনে মাত্র কলঙ্কে জগৎ ভরিয়া গেল!

মাধব দেখ তুহুঁ শ্যামর মেহ।

দূরসঞে গরজি গরজি দরশাওত

ঐছন মোর-সিনেহ ২ ॥ধ্রু॥

জগ মাহ ভ্রমর পিরিতি বহু মানিয়ে

যো পরিমল-রসে ভোর।

ঘন কণ্টকময় কেতকি-মধু পিবি

ফিরি ফিরি রহত অগোর ॥

বিদগধ আগে, মুগধ কুলকামিনী

বচন রচন নাহি জান।

গোবিন্দ দাস কহ, ধনি বিরমহ জনি,

আন কহত হয়ে আন ॥

ঝুমর

শুন হে সুন্দর শ্যাম, ইত্যাদি।

ময়ূরের স্নেহ (প্রেম) মেঘগর্জ্জন শুনিয়াই উপজাত হয়

বৈয়গ্র্য—শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

ধানশী—যোত সমতাল।

কাঞ্চন কমল, নিন্দি মুখ সুন্দর,
কাহে পুন ঝামর ভেলি।
করতলে সতত করই অবলম্বন,
ছোড়ল কৌতুক কেলি ॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
অভিনব ভাব, বেকত কিয়ে করতহি,
কিয়ে ইহ সহজ প্রকাশ ॥ধ্রু।
কহতহি গদ গদ, কৈছনে বিছুরব,
ভেল মোহে শ্যামর দায়।
ইহ দুখ হাম, কহই না পারিয়ে,
হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায় ॥
খেনে করু খেদ, খেনে খেনে নিরবেদ
অসূয়াদি কতয়ে সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপী, কছু নাহি বুঝল,
ও রূপ জগমনহারি ॥

ধানশী—জপতাল।

একে কুলবতি ধনি তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥

অকথন বিয়াধি কহনে নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
চণ্ডিদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া ॥

বালাধানশী—একতালা।

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান।
সো অব বিবশর ধনি মন মান ॥
মাধব তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার ॥ধ্রু ॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন যাহা লাগি করে পরকার ॥
মন অবধারি কহ সুসম্বাদ।
ভন রাধামোহন যাউক বিবাদ ॥

ঝুমর

শুন হে সুন্দর ইত্যাদি

ব্যাধিদশা—শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—বড় দশকুশী।

লাখবাণ হেম জিতি, অপরূপ গোরা জুতি,[১]
দীশই পাণ্ডুর কাঁতি[২]।
অভিনব প্রেম- তপন-তপত তনু
নব অনুরাগিনী ভাতি॥
ইহ দুখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু, মদনমথন জনু,
তাহে এত কো সহু পারি॥ধ্রু॥
কোই জন মুখভরি, যব কহ হরি হরি,
তব বহ শ্বাসতরঙ্গ।
সজল কমলদল, পরশে ভসম-তুল,
দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ॥
ঐছন ভাঁতি, ভকতগণ তছু গুণ,
অহর্নিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুন, ও রস না বুঝিয়ে
করত অনুতাপ॥

১। গোরাদ্যুতি।

২। লক্ষবার দগ্ধ যে সুবর্ণ তাহা হইতেও উজ্জ্বল যে গোরা-অঙ্গজ্যোতিঃ তাহা আজ পাংশুবর্ণ অর্থাৎ মলিন দেখাইতেছে।

ভুপালি—মধ্যম একতালা।

। কুলশীল কাঞ্চন গোরী।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহ-জ্বর তোরি ॥
অনুখন খল খল নিগদই রাই।
নিশি দিশি রোয়ই সখিমুখ চাই ॥
শুন শুন গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম ॥
তুয়া রূপ জগজন-লোচন-শোহ[১]।
একলি তাক নয়ন-মন-মোহ[২] ॥
রসবতি নিরখয়ে নয়ন পসারি[৩]।
সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি ॥
আন বিছুরি ধনি করত আন কাম।
তাকর মনহি না ভাওই আন ॥
বর নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন ॥

১। তোমার রূপ জগৎবাসীর নয়নের শোভা।

২। অথচ কেবল একা তাহারই নয়ন মন মোহিত করিয়াছ।

৩। রসবতী রমণী তোমাকে নয়ন মেলিয়া দেখে। কিন্তু আমাদের সখী তোমার রূপ স্মরণ হইলেই নয়নজলে ভাসিয়া যায়।

কামোদমঙ্গল—দশকুশী।

অদভুত রূপ, দৈবে হেরি দূরসঞে
উনমতি পরশক লাগি।
বরজক সীম, করত গতাগতি,
লাজ কুলভয় দূরে ভাগি[১] ॥
মন তনু কাঁপি, চপল ভেল অন্তর,
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তবধরি জাগর- শোষিত অন্তর,
বড়ই বেকত গদভাষ ॥
শুন মাধব তুয়া রূপ অপরূপ ফান্দ।
সো ধনি দুবরি, ক্ষীয়ত যৈছন,
অসিত চতুর্দ্দশী চান্দ[২] ॥
কবহি গেয়ান, শূন হোই চাহই,
না চিহ্নই নিজ সখীবৃন্দ ॥
রমণীক হুঙ্কৃতি, কতিহুঁ না পেখলুঁ,
শুনইতে লাগল ধন্দ ॥

১। কুলবতী হইয়াও ব্রজের প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

২। সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চাঁদের ন্যায় ক্ষীণ হইতেছে।

প্রেম-গজ-দলন, সহই না পারই,
জিবইতে করই ধিকার[৩] ।
অন্তর-গত তুহুঁ, নিরগত করইতে,
কত কত করত সঞ্চার[৪] ॥
অথির নয়ন শর- ঘাতে বিষম জ্বর,
ছুট ফুঠ জলজ শয়ান ॥
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ,
যাহে লাগয়ে পাঁচবাণ ॥

রাগ—মধ্যম দশকুশী।

অনধিগতাকস্মিক- গদ কারণমর্পিত
মন্ত্রৌষধি নিকুরম্বং[১] ।
অবিরত-রুদিত বিলোহিত-লোচন-
মনুশোচতি তামখিল কুটুম্বং ॥
দেব হরে ! ভব করুণাশালী ।
সা তব নিশিত কটাক্ষ-শরাহত-
হৃদয়া জীবতু কৃশতনুরালী ॥ধ্রু॥

৩। জীবনে ধিক্কার দিতেছে।

৪। মন হইতে তোমাকে বাহির করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছে।

১। সমূহ

হৃদিবলদবিরল সংজ্বর-পটলী-
স্ফুটদুজ্জ্বল-মৌক্তিক সমুদায়া।
শীতল-ভূতল- নিশ্চল-তনুরিয়-
মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া॥
গোষ্ঠজনাভয়- দান-মহাব্রত-
দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা।
কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন [২]
বিষম-দশাং গুণবৃন্দ-বিশালা॥

শুন নন্দনন্দন ইত্যাদি।

২। সনাতন = চিরন্তন ; পদকর্ত্তা শ্রীসনাতন গোস্বামী।

অর্থ—

শ্রীরাধিকা তোমার বিরহে এরূপ দারুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাঁহার সমস্ত কুটুম্বগণ আকস্মিক ব্যাধির কারণ অবগত হইতে না পারিয়া নানাপ্রকার মন্ত্রৌষধি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও ফল হইতেছে না দেখিয়া,—তাঁহারা অবিরলধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক খেদ করিতেছেন। হে হরি, তুমি কৃপা কর। তোমার কটাক্ষশরে জর্জ্জরিত আমাদের ক্ষীণাঙ্গী সখী যাহাতে বাঁচিয়া থাকেন, তাহাই কর। তাঁহার হৃদয়ের সন্তাপজ্বালায় উজ্জ্বল মুক্তাহার ফাটিয়া যাইবার মত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি নিরুপায় অবস্থায় অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতল অবলম্বন করিয়াছেন। গোকুলবাসীদিগের অভয়দানরূপ মহাব্রতধারী হে মাধব! সেই নানাগুণশালিনী বালিকা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে এমন দারুণ বিরহবেদনা সহ্য করিতে হইতেছে?

৮ উন্মাদ দশা—শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

মল্লার সারঙ্গ—মধ্যম তেওট ।

ভাবহি গদ গদ, কহত শচীসুত,
কো ইহ আনন্দ ধাম ।
নীল উতপল দল, নিন্দি কলেবর,
অপরূপ মোহন শ্যাম ॥
সজনি অদভুত প্রেম উনমাদ ।
ঐছন নব ভাব, দেখি ভকত সব,
ভাবহি করত বিষাদ ॥ধ্রু॥
খেণে খেণে রোয়ত, খেণে খেণে হাসত
বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ ।
নয়নক নীর, ঢরকত ঝর ঝর,
যৈছন গঙ্গ-তরঙ্গ ॥
অনিমিখ নয়নহি, নিরখই দশদিশ,
ছোড়ত দীর্ঘ নিশ্বাস ।
যাচে রাধামোহন, সো পদ অনুখণ,
হোয় জনু বর অভিলাষ ॥

সুহিনী—ছোট একতালা।

খেণে হাসয়ে খেণে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয়॥
খেণে আকুল খেণে থির।
খেণে ধাবই খেণে গির[১]॥
খেণে খেণে হরি হরি বোল।
সহচরী ধরি করু কোর॥
ঐছন হেরি অগেয়ান॥
সবহু দগধ করু প্রাণ॥
গুরুজন-ভয়ে সখী মেল।
মন্দির মাঝই নেল॥
তাঁহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায়॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

আঁচরে মুখ শশি গোই[১]।
ঝর ঝর লোচনে রোই॥

১। কথনও দৌড়াইতেছে কথনও আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িতেছে।

১। শ্রীরাধিকা অঞ্চলে চাঁদ মুখ লুকাইতেছে।

কারণ বিনু খেণে হসই।
উতপত দীঘ নিশ্বসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম ॥ ধ্রু ॥
তাতল তনু নহি ছুটই।
সতত মহীতলে লুঠই ॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই ॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ [২] ॥
গোবিন্দদাস আশওয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে ॥

সুহিনী—ছোট ছুটুকী।

অপরূপ তুয়া মুরলী-ধনি।
লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি ॥
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না বান্ধে থেহ ॥

২। কাহাকেও দিয়া যে তোমায় সংবাদ দিবে, তাহাও পারে না; কেন না জগৎ জুড়িয়া তাহার কুলবতী নাম রহিয়াছে।

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীণ।
অসিত চান্দের উদয় দিন [১] ॥
জরিত হৃদয়ে করত ভেদ [২]।
অতি বিয়াকুল কো সহে খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি-বাধা [৩]।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহু মিলহ তায়।
গোকুল-মঙ্গল সভাই গায় ॥
জ্ঞানদাসে কহে শুনহ শ্যাম।
জীবন-ঔখদ [৪] তোহারি নাম ॥

ঝুমর পূর্ব্ববৎ।

মোহ দশা—শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ—বড় দশকুশী।

পূরবহি শচীসুত, ভাবহি উনমত,
পেখলুঁ কতশত বেরি।
এবে দিন দিন পুন, নব নব শতগুণ
বাঢ়ল অব হাম হেরি ॥

১। দিবাভাগে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার ন্যায়
২। জরজর হৃদয়ে বিলাপ করিতেছে।
৩। তার ব্যাধির নিমিত্ত বর্ণ পাণ্ডুর হইয়াছে এবং মূর্চ্ছা হইয় নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে।
৪। জীবন-রক্ষার মহৌষধি।

সজনি ! কোই না পাওই ওর ।
হোর দেখ শ্যাম, কহই পুন তৈখনে,
ভূতলে পড়লহি ভোর ॥ধ্রু॥
মধুর ভকতকুল, কান্দি বেয়াকুল,
যব হরি বোলল কানে ।
তবহি পুলক-কুল, তনু মাহা উয়ল,
থির ভেল সকল পরাণে ॥
ঐছন ভাব- রতন পরিপূরল,
কাহুক কহি নাহি দেখি ।
কাঠপুতলি জনু, কুহকে নাচাওত,
ঐছে রাধামোহন লেখি ॥

ধানশী—ধড়াতাল ।

যব তুয়া নয়ন- মুরলী-বিষে জারল,
তব মন মোহন ভেল ।
নিচল কলেবর, পড়ল ধরণীতল,
পরিজনে লাগল শেল ॥
আন উপদেশে, তোহারি নাম তৈখনে,
দৈবহি উপনীত কেল ।
সোই শবদ পুন, কানে সম্ভায়ল,
ঐছনে চেতন ভেল ॥

মাধব কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাঁতি, দশা হোয়ে পুন পুন,
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ [১] ॥ধ্রু॥
কিয়ে জানি দশমী, দশা যদি নিচয়ে
ইছই তুয়া অভিলাযে [২]।
আশা পরম দুখ পুন মেটউ
নহ কহ সুখদ নৈরাশে [৩] ॥
যাচিত লখিমী, [৪] উপেখয়ে যো জন,
কভু নহে তাহারি কল্যাণ।
অতয়ে তুরিতে চল, রমণী-রতনে মিল
রাধামোহন যশগান ॥

১। জাগিয়া আছে অথবা নিদ্রিত, তাহা বুঝিতে পারি না।

২। কি জানি যদি তোমার অভিলাষে শ্রীরাধা দশমী দশা অর্থাৎ মৃত্যুকে নিশ্চয় কামনা করিয়া থাকে!

৩। হয় তাহার পরম দুঃখ অর্থাৎ বিরহবেদনা মিটুক (তোমার সহিত মিলন হউক), না হয় চির নৈরাশ্য বিধান কর; তাহার পক্ষে সেও সুখদ অর্থাৎ মঙ্গলজনক।

৪। যে লক্ষ্মী যাচিয়া গৃহে আসেন, তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে কারও কল্যাণ হয় না।

পুরবী—ছুঠুকী।

সোণার বরণ দেহ। পাণ্ডুর ভৈগেল সেহ ॥
গলয়ে সঘনে লোর। মুরছে সখীক কোর ॥
দারুণ বিরহ জ্বরে। সোধনী গেয়ান হরে ॥
জীবনে নাহিক আশ। কহয়ে জ্ঞানদাস ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

তোহারি বিরহময় বাধা
মুরছলি মুগধিনী রাধা ॥
বরজ মঙ্গল তুয়া নাম।
মোহে অব বিপরীত ভান [১]
নবমী দশা অব ভেল।
গদ গদ নিশবদ কেল ॥
তিরি-বধ লাগব তোয় [২]।
বুঝি করহ অব সোয় ॥

ঝুমর পূর্ব্ববৎ।

১। আমার নিকটে তাহার বিপরীত মনে হইতেছে।
১। তোমার স্ত্রীবধ পাপ লাগিবে।

৮০ দশমী দশা—শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

যছু মুখ লাবণি, কত কুল কামিনী,
হেরইতে মদন আগোর।
সো অব বরজক রমণী-শিরোমণি,
নব নব ভাবে বিভোর ॥
অপরূপ গোরা-অবতার।
ঐছন প্রেমধন, বিতরয়ে জগজন,
তারল সকল সংসার ॥ধ্রু॥
গদ গদ কহত, মোহে যদি নিকরুণ,
নাগর করুণাক সীম।
অখিল রসামৃত, সকল সুখাকর
বিদগধ গুণহি গরীম ॥
এত কহি তৈখনে, করল প্রিয়ক[১] হেরি,
দশমী দশা পরকাশ।
কান্দি ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত,
কহ রাধামোহন দাস ॥

১। কদম্ব ; "নীপ প্রিয়ক কদম্বাস্তু" ইত্যমরঃ

বালাধানশী—জপতাল।

রাইক লিখন শুনহ তুহু কান।
যৈছন তাকর জ্বলত পরাণ ॥ধ্রু॥
শুনহ সুন্দরবর আমার মন্দিরে।
বসতি করহ সদা চিত্রপটাকারে ॥
পলাইয়ে যাহা যাহা চকিত হইয়া।
বাট তুমি রুদ্ধ কর তাহা তাহা যাইয়া ॥
মঝু হিয়া বিন্ধসি করি তুহু রোখ।
কাহে মদনে পুন দেয়সি দোখ ॥
দিশি দিশি মদন কতিহু না পেখি।
তুয়া অদভুত রূপ যাহা তাহা দেখি ॥
তব ধরি ছুট ফট জীবন হুতাশ।
পুছত ইহ রাধামোহন দাস ॥

তিরোথা সুহই—চলতি কাটা দশকুশী।

ই ধরণী ধরি সোই।
শ্বাস বিহীন হেরি সহচরী রোই ॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥

এ হরি পেখলু সো মুখ চাই।
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই ॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব দিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহ পূজে জ্যোতিখ আনি ॥
কেহ নাসা ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহ-বিঘন কেহ লখই না পারি ॥
শেষ দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি ইহ পরিণাম ॥

শ্রীকৃষ্ণোক্তি

কামোদ—ছোট দশকুশী

গোপকুমার-সমাজমিমং সখি
পৃচ্ছ কদানুগতোহহং।
কথমিব মামনুপশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহং।
সখিহে পরিহর বচন-বিলাসং।
গোপশিশুনাং বিদিতমিদং মম
জনয়তি গুরু পরিহাসং ॥ ধ্রু ॥

যদিচ কুলাবলয়াপি কুলস্থিতি-
রনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদাময়ি রতিরতি বিকলা
বালে কিল করণীয়া ॥
গজপতি-রুদ্র-মুদে মধুসূদন
বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং
জনয়তু মুদমখিলেষু [২] ॥

১। অতি বিকলা রতিঃ—নিষ্ফলা আসক্তি

২। হে সখি এই গোপবালকগণকে জিজ্ঞাসা কর, কবে আমি তোমার সখির প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি। আমাকে তিনি দিকে দিকে যেন কেনই বা দেখেন আর কেনই বা মোহদশা প্রাপ্ত হয়েন। সখি বাক্-চাতুরী পরিত্যাগ কর। গোপ শিশুরা এ সকল কথা জানিলে আমাকে অত্যন্ত উপহাস করিবে। অবলা কুলবালা হইয়াও যদি তিনি কুল পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নিতান্ত শিশু, আমার সঙ্গে প্রেম (আসক্তি) করিয়া কি ফল হইবে? গজপতি প্রতাপরুদ্র নৃপতির আনন্দ-বিধানার্থ কবি রামানন্দরায় রচিত এই শ্রীকৃষ্ণবাক্য নিখিল রসিকজনের প্রীতিসম্পাদন করুক।

বালাধানশী—জপতাল।

রাইক রাগ কহলি বহু মোয় [১]।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয় [২]॥
পরনারী-গ্রহণ দহন সমতাপ।
ধরম-মরম-জ্ঞানি কো করু পাপ॥
তাহে যদি সঙ্গি সব দেখে লব দোখ [৩]।
জাগর দূরে রহু স্বপনহি রোখ [৪]॥
শুনি সখী কানু-বচন অনুবন্ধ
কহ রাধা মোহন লাগল ধন্দ॥

শ্রীরাগ—তুঠুকী।

কহে সুধামুখি, ছল ছল আঁখি, শুন হে গোকুলচন্দ।
তুয়া মুখে শুনি ধরম কাহিনী এ বড়ি মনের ধন্দ॥
যেবা কুলবতি কি তার শকতি মুরলী হইল কাল।
কুল মৃগী পেয়ে ব্যাধ রুপী হৈয়ে ফেলেছ মদন জাল॥

১। রাইয়ের অনুরাগ সম্বন্ধে অনেক কথাই আমায় বলিলে।

২। (কিন্তু) আমার ঐ রূপ সাহস কেমন করিয়া হইতে পারে?

৩। বিন্দুমাত্র অপরাধ।

৪। জাগ্রত অবস্থা দূরে থাক, স্বপ্নেও আমার প্রতি রোষ করিবে।

তুমিত জগত, তোমাতেই জগত, তুমিই হে জগত-পতি।
তুমি বিনা কেহু, অন্য নহে কভু, কেবা কোথা পরপতি॥
শুন ওহে কান, করুনা নিধান, তুরিতে চলহ শ্যাম।
দিয়া দরশন, রাখহ জীবন, কহে দাস বলরাম॥

সুহিনী—ছোট সমতাল।

সখি কাহে কহ বিপরীত। হাম নহ চপল চরিত॥
জগতে বিদিত মঝু নাম। মদন-পরাজয়ী শ্যাম॥
কৈছন ইহ রাধা নাম। কভু নাহি শুনি গুণগাম॥
পরনারী নয়নে না হেরি। ঐছন না বোলহ ফেরি॥
না করহ ও পরসঙ্গ[১]। শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ॥
পুন যদি কহ বিপরীত। ব্রজ মাহা করব বিদিত॥
এত কহি পদ দুই যাই। বটু পরবোধল[২] তাই॥
যদুনন্দন দাসক দাস। শুনইতে ভেল নৈরাশ॥

তুড়ি—মধ্যম একতালা।

শুন শুন সুন্দর নাগর কান।
রাইয়ের অনঙ্গ-লেখা[৩] কর অনুমান॥ ধ্রু॥

১। প্রসঙ্গ।
২। প্রবোধিল অর্থাৎ কৃষ্ণ যখন 'সকলকে একথা বলিয়া দিব' বলিয়া দুই এক পা অগ্রসর হইলেন, তখন মধুমঙ্গল তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া নিবৃত্ত করিল।
৩। প্রেম-পত্রিকা

এত কহি কৃষ্ণ হস্তে পত্র সমর্পিল ।
পত্র পাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল ॥
কুলবতীগণ অতি ধর্ম্মভীরু হয় ।
উপেক্ষা করি এ বুঝি ভাবনিষ্ঠাময় ॥
এত মনে বিচারিয়ে দম্ভ অতিশয় ।
করিয়ে কহয়ে দেখ ইহা কৈছে হয় ॥
কৃষ্ণ কহে বিশাখিকে চারি চক্ষু মেলি ।
কেমন রাধিকা আমি কভু নাহি হেরি ॥
ইহাতে কৌতুক বড় জন্মিল হিয়ায় ।
পথ রুদ্ধ কর কেনে লিখনে বুঝায় ॥
অতয়ে আমি এই অনুমান করি ।
অন্য নাগরেন্দ্রে চলে চিত্ত-ধৈর্য্য তারি ॥
এত শুনি বিশাখিকা মনে বিচারিলা ।
যেই গুঞ্জামালা রাই কৃষ্ণচন্দ্রে দিলা ॥
তাহা দিয়া কৃষ্ণেঙ্গিত বুঝিব এখন ।
এত চিন্তি কহে কিছু করি প্রকাশন ॥
মুখে শ্যামবর্ণ গুঞ্জারাগ সর্ব্ব অঙ্গে ।
গুণান্বিতা গুঞ্জাবলী হয় সুপ্রবন্ধে ॥
এই মত সা রাধিকা তুয়া কণ্ঠদেশে ।
অবলম্বী রহুক অতি আনন্দ বিশেষে ॥

এই কথা সহ কৃষ্ণ কণ্ঠের উপরে।
গুঞ্জামালা সমর্পিল অতি মনোহরে॥
কৃষ্ণ তাহা পাই হাসি কহয়ে তাহারে।
কাপট্য ঈর্ষামত বচন আচারে॥
উলটিয়া সেই মালা কণ্ঠহি দিতে।
রঙ্গন মালিকা[২] দিলা বিশাখার হাতে॥

সুহিনী—লোফা।

কানুক ঐছন বাত। শুনি সখি অবনত মাথ॥
কছু না কহলি ফেরি। লোরে পন্থ না হেরি॥
মলিন বদন ভেল। ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ। কি কহব জ্ঞানদাস॥

কামোদ—ছোট দশকুশী।

কানুর নিঠুর, বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পন্থ ঘটিত দুখ লোচন ছলছল
কহতহি গদ গদ ভাষ॥

২। নিজ কণ্ঠের রঙ্গন ফুলের মালা

সুন্দরী দূরে কর কানু-আশোয়াস।
ঐছে নিঠুর সঙ্গে, লেহ[১] নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ ॥ধ্রু॥
তোহারি নিদান কতয়ে হাম শুনায়লু
তাহে সে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায়ে কত যে নিবেদিব
কহইতে না রহে পরাণী ॥
ঐছন বচন রাই যব দূতীমুখে
শুনইতে মুরছিত ভেল।
ইহ পরমানন্দ দাস হৃদয়ে মাহা
কো জানি রোপল শেল ॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর
এসব শুনিলুঁ কাণে।
দুরাশা বিরোধী হৈয়া নিরবধি
তথাপি দগধে মনে ॥

১। স্নেহ, প্রেম।

সখী হে দঢ়াইলুঁ এই সার।
সো হরি দুর্ল্লভ না হয় সুলভ
মরণসে প্রতিকার ॥
কালিন্দী গভীর জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরিতি রহয়ে কী রিতি
নিচয়ে জানিহ তুমি ॥
এমতে রাধিকা ব্যাকুল অধিকা
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
অনুরাগী মন ধৈর্য্য গেল, ভন
এ যদুনন্দন দাসে ॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

নিজসখী বদন হেরি সুধামুখী
বুঝি কহে গদগদ বাত।
রসিক সুনাহ মোহে যদি উপেখল
কাহে তাপায়সি গাত ॥
মঝু লাগি যতন কয়লি দুঃখ পায়লি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়
কিয়ে পুন কয়লি অকাজ ॥

এ সখি কর তুহুঁ পর উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব
মৃত তনু রাখবি হামার ॥ধ্রু॥
কবহুঁ শ্যাম তনু- পরিমল পায়ব
তবহুঁ মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই
রহু রাধামোহন দূর ॥

ধানশ্রী—চঙ্কুপুটতাল।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুখপুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান[১]।
বাহিরে নাগররাজ[২] ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী-বধে সাবধান ॥

১। প্রেমাঙ্কুর উপজাত হওয়ায় আমার দুঃখপুঞ্জ দূরে গেল; কিন্তু কৃষ্ণ তাহা উপভোগ করিলেন না।

২। বাহিরে সর্ব্ব বিষয়ে সুনাগর বলিয়া বোধ হয়।

এ সখি না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায় না রহে পরাণ।
কুটিল প্রেম অগেয়ান[৩] নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রুর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাসিতে[৪] ॥
যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ[৫]
পাঁচবাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে বিন্ধি কৈল জর জরে
দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে অন্য তাহা নাহি জানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার ॥
অন্য জন কাহা লেখি নাহি জানি প্রাণসখী
যাহে কহে ধৈর্য্য ধরিবার ॥

৩। কুটিল মদন অজ্ঞান ; তাহার স্থানাস্থান বোধ নাই
৪। খুলিয়া ফেলিতে, ছাড়াইতে
৫। প্রবীণ, দক্ষ

কৃষ্ণকৃপা-পারাবার কভু করি অঙ্গিকার
সখী মোর ব্যর্থ এ বচন৫।
জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্মপত্রের জল
তত জীবে হেন কোন জন॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত
ইহ বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবনধন যাতে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিনা দুই চারি॥
অগ্নি তৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে॥ *

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

এতেক কহিতে রাই মূর্চ্ছা পাই সেই ঠাঁই
পড়ি রহে সংজ্ঞা নাহি আর।
বিশাখা সম্ভ্রমে যাইয়া রঙ্গন মালিকা লইয়া
নাসিকায় ধরল রাধার॥

৫। কৃষ্ণের দয়া অনন্ত সমুদ্রের মত, তাই ভাবিয়াছিলাম যে হয় ত তিনি কখনও আমার প্রেম স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করিবেন।

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা

সেই গন্ধে চেতন পাইয়া কহে কিছু ধৈর্য্য হইয়া
কি আশ্চর্য্য এই পরিমলে।
মূর্চ্ছি জনেরে যেই চেতন করয়ে এই
সুনির্ম্মাল্য দিয়া রাইয়ের গলে ॥
সখি হে গোবিন্দের নির্ম্মাল্য মালিকা।
গন্ধ মহৌষধি মোহে চেতায় অধিকা ॥
এই শুনি রাই মনে বিচারয়।
এত গুণ যাথে সতত আছয় ॥
উপেক্ষা করল যদি সে কৃষ্ণ আমারে।
নির্লাজ জীবন কেনে থাকয়ে শরীরে ॥
কালীদহ যাইয়া এবে প্রবেশ করিয়ে।
এত মনে বিচারিয়া চলিলেন ধাইয়ে ॥

ঝুমর

স্বান্তে ক্রীড়তি নবঘনশ্যাম।
মদনমোহন রূপ গুণ যার নাম ॥

জবাটবী-মিলন

শ্রীগৌরচন্দ্র।

।

মদন মোহন গৌরাঙ্গ বদন
রূপ হেরি কি না হৈল মোরে।
সোণার বরণ তনু এই ছিল কালা-কানু
নহিলে কি মন চুরি করে ?

রসের পরাণ যার কুল কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
ঘরে ঘরে প্রেমের কান্দনা॥
নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া।
আহা মরি মরি সই মরম তোমারে কই
জীব না গো গোরা না দেখিয়া।
হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জর জর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণী।
সুরধুনী তীরে যাঞা ভাসাইব কুলক্রিয়া
ভজিব সে গোরা গুণমণি॥
পূরবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত
এবে ভেল কাল-তনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি
নহিলে কি গোপীর মন চোরা॥

তুড়িয়া—মধ্যম একতালা।

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥

না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে ॥
উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয় ॥
তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া ॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস ॥

সখীর উক্তি।

তিরোথা ধানশী—মধ্যম এক তালা।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন লোচন অমিয়াস্বরূপ।
রূপ চাহি গুণ নহে ঊন [১]।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন [২] ॥

১। তোমার রূপ যেমন মধুর হইতেও মধুর, গুণ তাহা হইতে কিছু কম নহে।

২। অতএব এত রূপ, এত গুণ থাকিতে পৃথিবী আঁধার করিয়া চলিয়া যাইবে (মরিবে) কেন?

সুন্দরি মোহে না করু আন ছন্দ [৩]।
হাম বলি যাঙ তুয়া মুখ চন্দ [৪] ॥ধ্রু॥
তবহুঁ সফল দিন [৫] মোর।
রাই শুতব যব কানুক কোর ॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি [৬]।
তবহিঁ মনোরথ পূরব তোঁহারী [৭] ॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই ॥
গোবিন্দ দাস ভালে জান।
কানুক জ্বলত পরাণ ॥

৩। আমার কথায় অন্যরূপ ভাবিও না, অর্থাৎ আমি সত্যই বলিতেছি। (মোহ বশে অন্যরূপ করিও না অর্থাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিও না।—রাধামোহন ঠাকুর।)

৪। তোমার চাঁদ মুখেরবালাই যাই।

৫। যে দিন রাই কানুর কোলে শয়ন করিবে, আমার দিন তখন সফল হইবে।

৬। যদি (এই কামনা) সফল করিতে না পারি, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে কালিন্দীজলে প্রবেশ করিব।

৭। তখন তোমার প্রাণত্যাগরূপ সংকল্প (মনোরথ) পূর্ণ করিও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে নহে।

সুহিনী—লোফা ।

সখীগণে বিভোর হইয়া ।
কান্দয়ে ধরণী লোটাইয়া ॥
ললিতা প্রবোধ করে তায় ।
বহু মত রচিয়া উপায় ॥
হাম অব করব পয়ান ।
যৈছে মিলয়ে তোহে কান ॥
ঐছন কহি পুন তায় ।
নহে বা ধরব তছু পায় ॥
ইথে সকরুণ হই শ্যাম ।
আপে মিলব তুয়া ঠাম ॥
এত কহি চলে তছু পাশ ।
কহতহি মোহন দাস ॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী ।

কামোদ মঙ্গলরাগ—ছোট দশকুশী ।

রাইক জীবন, শেষ শুনি সহচরি,
বহু পরবোধল তায় ।
ধৈরয ধরি পুন, কানু নিয়ড়ে চলু,
না দেখিয়া আন উপায় ॥

মাধব নিলজহিঁ কহি পুন বেরি।
সো কুল কামিনী, নিচয় মরণ জানি,
কহইতে আওলু ফেরি ॥ধ্রু॥
শুন শুন মাধব বিদগধরাজ।
ধনি যদি দেখবি না সহে বিয়াজ[১] ॥
নব কিশলয়দলে শুতলি গোরী।
বিষম কুসুমশর সহই না পারি ॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশন লাগি ॥
অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ।

শ্রীরাগ—ধড়াতাল।

হামারি নিঠুরপনা, শুনই ইন্দুমুখী,
ভাঙ্গই প্রেম-অঙ্কুর।
দুখিত হৃদয় মাহা, ধৈরয করি পুন,
ও সুখ করে জানি দূর[২] ॥

১। ব্যাজ, বিলম্ব

২। কি জানি যদি শ্রীরাধিকা অতিমাত্র দুঃখভারবশতঃ হৃদয়-মধ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সেই প্রেম-সুখকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দেয়! অর্থাৎ আমার নিঠুর ব্যবহারে যদি সে বিমুখ হয়।

কিয়ে জানি পাপহি, মদন কদন [১] শরে
তেজই নিরুপম দেহ ॥
হাহা মনোরথ, সব কৈল আনমত,
অব হাম কি করব থেহ [২] ॥ধ্রু॥
অব মঝু অন্তর, জলত তুষানল,
সহই না পারই অঙ্গে।
হোই সমীরণ, পুন পুন
দারুণ মদন তরঙ্গে ॥
ধিক জীবন ধন, যৌবন আভরণ,
ধিক মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন, অনুগত বঞ্চিলে,
পরিণামে ঐছন ফল ॥

বালা ধানশী—জপতাল।

শুনিয়ে কহয়ে বটু হবে কৈছে রীত।
কি আছে ইহার পথ কহত তুরিত ॥
কৃষ্ণ বলে বিনা প্রতি-অনঙ্গ-লিখন[৩]।
আর কোন পথ নাহি দেখিয়ে এখন ॥

১। দুঃখজনক।
২। এখন আমি কেমন করিয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হই?
৩। প্রেম-পত্রের প্রত্যুত্তর।

বটু কহে কিবা দিয়া লিখন তাহার।
কৃষ্ণ কহে জবাপুষ্প-দ্রবের বিকার॥
বটু কহে চল এই জবাপুষ্প বনে।
এত কহি চলে দোঁহে তীর্থ পুস্কন্দনে [১]॥
কৃষ্ণ কহে দেখ সখা রাধিকা-অধর।
কান্তি চুরী কৈল এই জবাপুষ্পবর॥
বটু কহে জবাপুষ্প রস নিঙাড়িয়া।
লিখহ অনঙ্গ লেখা স্বছান্দ করিয়া॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ গ্রীবা ফিরাইতে।
বিশাখার সঙ্গে রাই দেখে আচম্বিতে॥
বিশাখা দেখিয়া কৃষ্ণ হইল আনন্দিতে।
সম্ভ্রম হইয়া কহে শুনহ রাধিকে॥
সেই কৃষ্ণ দেখ এই শিখণ্ড শেখর।
তোমার বিলাসী ব্রজ-ললনা-নাগর॥

মায়ূর—তেওট।

শ্যামল সুন্দর রূপ,   অমিয়া রসের কূপ,
হেরি রাধা পড়ল বিভোর।
সস্মিত হইয়া বোলে,   নিজ চিত্ত কুতূহলে,
সাধু প্রাণ রহি গেল মোর॥

১। কালীদহের নিকটে পুস্কন্দন নামক জবাটবী

শিখণ্ড-শিখর কৃষ্ণ, রাধারূপে সতৃষ্ণ,
উলটী ফিরাইতে নারে আঁখি।
মধুর মধুর প্রীত, কিবা হই উপনীত,
সেই সে পিরিতি তার সাখি॥
হেনই সময়ে আসি, জটিলা কর্কশভাষী,
বধূ লইয়া চলিলেন সাথ।
রাই ছলে ফিরি ফিরি, সো মুখ নিরখই,
ভালহি দেয়ল হাত॥
দরশনে না পূরল কাম।
যো মুখ দরশনে, নিমিখ ঘন নিন্দই,[১]
তাতে কি সহয়ে ঘটি যাম॥
গুরুজনে ছল করি, কণ্ঠমণি-মালা ছিঁড়ি,
বিচিনই অন্তর-তিয়াসে[২]।
এক দিঠি গুরুজনে, আর দিঠি শ্যামপানে,
কি কহব গোবিন্দ দাসে॥

১। চোখে নিমেষ বা পলক থাকায় কৃষ্ণদর্শনের বাধা জন্মায়, এই জন্য পুনঃ পুনঃ নিমেষের নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়।

২। বিচিনই—"বিচিন্বতে" এই সংস্কৃত কথা হইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ফুল যেমন একটি করিয়া তুলিতে হয় সেইরূপ এক একটি করিয়া মালা হইতে পৃথক করিয়া মণিগুলি ফেলিয়া দিতেছেন।

ঝুমর-ধামালি ।

রাধামাধব দরশন ভেল ।
পরিচয় তুলহ দুরে রহু কেল ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

শ্রীগৌরচন্দ্র

ধানশী—যোত সমতাল ।

কনক কমল জিনি, গৌর বরণখানি,
আর তাহে পুলকের পাঁতি ।
বচন নাহিক কয়, অবনত মাথে রয়,
কি লাগিয়া হইল আন ভাতি ॥
আরে মোর গৌর কিশোর ।
এমন হইলে কেনে, ধারা বহে দুনয়নে,
অবিরত ভাবে বিভোর ॥ধ্রু॥
নিতি সে পুন পুন, ধরণী লোটায় ঘন.
ক্ষণে উঠিয়া সে চায় ।
তেজিয়া হরি গুণ, কাঁপয়ে ঘন ঘন,
প্রিয় পারিষদে গুণ গায় ॥

৩। পরিচয়ই দুর্ল্লভ অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন-বহুল, কেলি হওয়া ত দূরের কথা।

কহিলে না কয় কথা, মরমে মরমি বেথা,
এক দুখে শত দুখ পায়।
যার সনে যার ভাব, তার সনে তার লাভ,
নিমানন্দ কি বলিবে তায় ॥

সখার উক্তি

বালা ধানশী—দশকুশী।

অনুখন হেরিয়ে তোহে আনচিত[১]।
দূরে গেও মুরলী আলাপন গীত ॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ সাঙ্গাতি।
তুয়া মুখ হেরি জ্বলত মঝু ছাতি ॥
মরকত জিনিয়া যো কলেবর কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয় ভাতি[২]।
হেরইতে ঐছন সহচর বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পানি[৩] ॥
দুর অবগাহ মদন অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস[৪] ॥

১। অন্যমনস্ক। ২। শুষ্ক নীলপদ্মের ন্যায়।
৩। করতল উলটাইয়া বুঝাইলেন যে মনের কথা বলিয়া কোনও ফল নাই।
৪। পদকর্ত্তা এইমাত্র বুঝিয়া বলিতেছেন যে, মদনের অভিপ্রায় নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য!

গান্ধার—মধ্যম সমতাল।

(১৮ প্রকার তালে গীত হয়)

কালিদমন দিন মাহ[১]।
কালিন্দি কূল কদম্বক ছাহ[২]॥
কত শত ব্রজ নববালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহ সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিবারাতি॥
তহিঁ ধনি-মণি দুই চারি।
তহি পুন মনোমোহিনী এক নারী॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি[৩]।
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দিঠি[৪]॥
অনুক্ষণ তহ্নিক সমাধি[৫]।
কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি।
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছে নব লেহা॥

১। কালিয়দমন যে দিন হইয়াছিল, সেই দিনের মধ্যে অর্থাৎ সেই দিন।

২। ছায়ায়।

৩। সেই মনোমোহিনী নারী আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে।

৪। আমার অন্তরে মদন যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছে, তাহার ধূমে আমার চক্ষু নিদ্রাশূন্য হইয়াছে।

৫। মন সর্ব্বদা তাহারই ধ্যানে মগ্ন।

শ্রীরাগ—জপতাল।

দেখিয়া মূরতি, রূপের আকৃতি,
মরমে লাগল তাই।
যেই সে দেখিল, তৈখন হ'তে,
কিছু না সম্বিত পাই॥
ধবলী লইয়া, আইলুঁ চলিয়া
শুনহ সুবল সখা।
সেই নব রামা, আর পুন বেরি,
কখন হইবে দেখা॥
কহিলুঁ মরম, তোমার গোচরে,
শুন হে সুবল তুমি।
মরম বেদন, জানে কোন জন,
বিকল হইলুঁ আমি॥
সেই কথা মোর, মনে পড়ি গেল,
কহব কাহার আগে।
কালি হতে মন, করিছে কেমন
হৃদয় ভিতরে জাগে॥
শুইতে না হয়, নিদেঁর আলিস,
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি মোর, সেই সে ভাবনা,
থাকি থাকি মন ঝুরে॥

কি হইল অন্তরে, হিয়া জরজর,
বিন্ধল সন্ধান শরে।
জর জর কৈল, পরাণ পুতলী,
মন মত্ত হাতি-বরে[১] ॥
চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ রসিক,
নাগর চতুর কান।
হইবে দরশ, করিবে পরশ,
ইহাতে নাহিক আন ॥

সুহই—ছোট দুঠুকী।

সুবল নাগরে কহিয়ে কথা।
বিশাখা সুন্দরী আইল তথা ॥
কি কথা কহিছ সুবল সনে।
কহিতে কহিতে কাঁদিছ কেনে ॥
বলি শুন ওহে নাগর রাজ।
আমারে কহ না মনের কাজ ॥
মনের মরম কহিবে যবে।
বেদন বাঁটিয়া লইব তবে ॥
দূতী মুখে শুনি হরষ প্রাণ।
দাস গোবিন্দ কহিছে জান ॥

১। মন মত্ত হস্তীর ন্যায় উচ্ছ্বল হইয়াছে।

কৃষ্ণ-উক্তি ।

সুহই—তুঠুকী

সকলি কহিব তোমারি কাছে ।
না কহিলে প্রাণ নাহিক বাঁচে ॥
দেখিয়া আইলাম এক নব নারী ।
আমার প্রাণ সে কৈরাছে চুরি ॥
কহিতে কহিতে সজল আঁখি ।
নিত্যানন্দ দাস মরমে দুখি ॥

 বালাধানশী—জপতাল ।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ[১] ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ[২] ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই[৩] ।
হাসত না হাসত মুখ মুচকাই[৪] ॥
এ সখি এ সখি দেখিলুঁ নারী ।
হেরইতে হরখে হরল যুগচারি[৫] ॥

১ । খেলে কি খেলে না, এইরূপ ভাব । অর্থাৎ খেলিতে খেলিতে লোক দেখিয়া লজ্জায় থামিয়া যায় ।

২ । চাহে কি চাহে না । অর্থাৎ একবার চাহিয়া দেখে আবার তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় ।

৩ । কথা বলিতে বলিতে বলিতে অল্পমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হয় ।

৪ । হাসিতে গিয়া একটু মুচকি হাসিয়াই থামিয়া যায় ।

৫ । সেই রমণীকে দেখিয়া হর্ষে অর্থাৎ আনন্দে মনে হইল যেন সেই এক মুহূর্ত্তে কত যুগ চলিয়া গেল ।

উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘাড়ি॥
মনমথ মন্ত্রি আগোরল বাট।
চকিত চরিত পহুঁ বহু রস হাট॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগ মাহা উপমা কবহু না পাই॥
পরছে [১] পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞান দাস কহ রসিক সুজান॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি [২]।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক [৩]
কুহকী ভেলি বর নারি [৪]॥

১। অপরের নিকট।

২। ঈষৎ হাসিয়া গ্রীবা ফিরাইয়া দেখিয়া গেল।

৩। ঐন্দ্রজালিক যে মদন।

৪। তাহারও কুহক লাগাইয়া সেই রমণী-শ্রেষ্ঠ চলিয়া গেল।

জোড়ি ভুজ যুগ মোড়ি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ[৫]।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ[৬]।
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু[৭]॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহ কি ওর।
চরণে যাবক[৮] হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

৫। হাত দুইটি উর্দ্ধে যুক্ত করিয়া যখন সে মুখখানিকে বেষ্টন করিল, তখন সে মুখখানি অপরূপ শোভা ধারণ করিল।

৬। তাহাতে মনে হইল যেন চাঁপা ফুলের মালা দিয়া কন্দর্প শরতের নির্ম্মল চাঁদকে পূজা করিতেছে।

৭। বক্ষের নীল বসন অপসারিত হইলে বোধ হইল যেন সমীরণ তাড়নে শরৎকালের (সুতরাং লঘু) মেঘখণ্ড অপসারিত হইয়া কনকগিরি আবিষ্কৃত হইল।

৮। তাহার চরণের আলতা আমার হৃদয়ে অগ্নির সমান জ্বলিতেছে।

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥

ঝুমর।

শুনহে সুন্দর শ্যাম জগমনমোহিনী রাধা।
কিয়ে বিধি সিরজিল রসময় সাধা॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ—বয়ঃসন্ধি।

শ্রীগৌরচন্দ্র

গৌরী—বড় ডাঁসপাহিড়া।

দেখ সখি গৌর পরম অনুপাম।
শৈশব তারুণ লখই না পারিয়ে
তবহু জিতল কোটি কাম[১] ॥ধ্রু॥
সুরধুনী তীর সবহু সখা মেলি
বিহরই কৌতুক-রঙ্গী।
কবহিঁ চঞ্চল গতি কবহি ধীর মতি
নিন্দিত গজগতি ভঙ্গী॥

১। শৈশব কিম্বা যৌবন, ইহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অথচ ইহার মধ্যে গৌরসুন্দর লাবণ্যে কোটী কামকে পরাজয়

থীর নয়নে খেণে ভোরি নেহারই
খেণে পুন কুটিল কটাখ।
কবহিঁ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি
কবহিঁ কহয়ে লাখে লাখ॥
রাধামোহন দাস কহই সতি[২] শুনহ
ইহ নহ বয়স-বিলাস[৩]।
যছু লাগি কলি যুগে প্রকট শচী সুত
সোই ভাব পরকাশ[৪]॥

ধানশী—মধ্যম একতাল।

অভিনব জলধর রুচির[১] সুদেহ।
পীতাম্বর বর তড়িত থির রেহ[২]॥

সত্য।

২ বয়সোচিত চাপল্য।

৩। গৌরাঙ্গের ভাব কলা সকল এবং সখাগণের সহিত নানা বিধ খেলা কেবল বালক-সুলভ চঞ্চলতা মাত্র নহে; তিনি যাহার জন্য কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সকলই সেই ভাবের প্রকাশক।

৪। রুচি, কান্তি; নবঘন শ্যাম।

৫। শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন যেন স্থির বিদ্যুতের রেখা।

জয় জয় গোবিন্দ গোকুল ভাগি[১]।
ব্রজ নব রমণী যাক মন লাগি ॥ধ্রু॥
কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ।
যা কর দরশনে মিটই সব দুঃখ ॥
নিরুপম জলধি রূপ অবতার।
রাধামোহন মুরতি শিঙ্গার[২] ॥

সুহিনী—ছোট সমতাল।

সখি রাধা নাম কি কহিলে।
শুনি কান মন জুড়াইলে ॥ধ্রু॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে ॥
ঐ নামে কি আছে মাধুরি।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥
চিতে নিতে মুরতি বিকাশ[৩]।
অমিয়া সায়রে যেন বাস ॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যদুনন্দন মন কান্দ ॥

১। সৌভাগ্য—শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের সৌভাগ্য স্বরূপ।

২। মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রস অর্থাৎ পরমোজ্জ্বল শৃঙ্গার-রস (প্রেম) ময় দেহ।

৩। রাধা নাম করিতেই আমার চিত্তে তাহার মূর্ত্তিখানি ফুটে উঠে। তখন মনে হয় যেন অমৃত সাগরে বাস করিতেছি।

তথা রাগ—ছুটা তাল।

রাধা নাম কি কহিলে আগে।
শুনইতে মনমথ জাগে॥
(সখি) কাহে কহলি উহ নাম।
মন মহা নাহি লাগে আন॥
কহ তছু অনুপম রূপ।
বুঝলম আময়া স্বরূপ॥
হেরইতে আঁখি করে আশ।
কহ রাধা মোহন দাস॥

সখীর উক্তি

ধানশী ভুপালি—মধ্যম একতালা।

* খেনে খেনে নয়ন কোণে অনুসরই [১]।
খেনে খেনে বসন ধূলি তনু ভরই [২]॥
খেনে খেনে দশনক ছটাছট হাস[৩]।
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস[৪]॥

১। ক্ষণে ক্ষণে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিতেছেন,যেন যৌবনের ভাবে

২। ক্ষণে ক্ষণে ধূলিতে বসন পূর্ণ করিতেছেন—শিশুরই মত।

৩। দন্তরুচি প্রকাশ করিয়া উচ্চ হাস্য করিতেছেন—শিশুর মত।

৪। ক্ষণে ক্ষণে হাসি লুকাইবার জন্য মুখে কাপড় দিতেছেন—যুবতীর ভাবে।

চঁওকি চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ[১]।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ[২]॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেনে আঁচর দেই খেনে হয় ভোর॥
বালা শৈশবে তারুণ ভেট[৩]।
লখই না পারই জেঠ কনেট[৪]॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান[৫]॥

সুহই—কাটা দশকুশী

নয়ান পুতলী রাধা মোর।
মন মাঝে রাধিকা উজোর॥

১। চমকিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মন্থর গতিতে চলিয়াছেন—যুবতীর ন্যায়।

২। দেখিলে মনে হয় যেন যৌবনাগমে মন্মথের শিক্ষার প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

৩। বালা অর্থাৎ শ্রীরাধিকাকে দেখিলে মনে হয় যেন শৈশবে যৌবনে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

৪। জ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠা তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায় না; অর্থাৎ কখনও বোধ হয় যেন বড় হইয়াছেন, আবার কখনও মনে হয় যেন শিশু।

৫। যুবতী কি বালিকা চেনা যায় না।

ক্ষিতি তলে দেখি রাধাময়।
গগনেহ রাধিকা উদয়॥
রাধাময় ভেল ত্রিভুবন।
তবে আমি করিব কেমন॥
কোথা সেই রাধিকা সুন্দরী।
না দেখি ধৈরজ হৈতে নারি॥
এ যদুনন্দন মনে জাগ।
কি না করে নব অনুরাগ॥

শ্রীরাগ—ছুটাতাল।

আকুল হরি মুরছিত ভেলা।
রোয়ত নীর বয়ান বহি গেলা॥
চিত্র পুতলি যেন, বেঢ়ল সখিগণ,
নিরখয়ি শ্যাম মুখ চন্দ্র।
কি ভেল কি ভেল বলি, ধায়ল বিশাখা সখি,
অন্তরে লাগল ধন্ধ॥
সহচরী এক কর বয়ানহি দেল।
শ্বাসহীন হেরি সবহু বিভোল॥
এক সখি যুকতি করল অনুপাম।
কানু-শ্রবণে কহত রাধা নাম॥

বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সেই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোড়॥
রাধা নামে আছে কত সুধা।
রাধামোহন পহুর বাঢ়ল ক্ষুধা॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

মরি কোন বিধি, আনি সুধা নিধি,
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী, অবশ তখনি,
মুরছি পড়ল হামে॥
কি আর বলিব আমি।
সে দুই আখরে, কৈল জর জর,
হইল অন্তরগামী॥
সব কলেবর, কাঁপে থর থর,
ধরণে না যায় চিত।
কি করি কি করি, বুঝিতে না পারি,
শুনহ পরাণ মিত॥
কহে চণ্ডী দাসে, বাশুলি আদেশে,
সেই সে নবীন বালা।
তার দরশনে, বাড়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচব জালা॥

বালাধানশী—জপতাল।

রাধা বয়স কহসি তুহু থোর।
মনমাহা মনসিজ তব কাহে মোর॥
ইথে যদি সজনি কহসি নানা ছন্দ।
বুঝলম সকল কহসি পুন ধন্ধ॥ধ্রু॥
হামারি শপতি তোহে কহ কথি রূপ।
শ্রবণ রসায়ন অমিয়া স্বরূপ॥
নামহি যার অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ॥

ধানশী—মধ্যম একতালা।

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ[১] ভেল খীন॥
অবকে মদন বাঢ়াওল দীঠ[২]।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ[৩]॥
শৈশব ছোড়ল শশিমুখি-দেহ।
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ

১। মাঝ—মধ্য, কটিদেশ।
২। দৃষ্টি বাড়াইল।
৩। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, পলায়ন করিল।

এবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ॥
দিনে দিনে অঙ্গ আগোরল[৪] অঙ্গ।
দলপতি-পরাভবে সৈনিক ভঙ্গ[৫]।
তাকর আগে তোহারি পরসঙ্গ।
বুঝি করব যৈছে নহ কাজ ভঙ্গ।
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন ফোয়[৬]।
রাধা রতন যৈছে তুয়া হোয়॥

ঝুমর—ধামালি তাল।

শুনহে সুন্দর শ্যাম জগমনমোহিনী রাধা।
কিয়ে বিধি সিরজিল রসময় সাধা॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

গৌরী—পূরবী।

আল সই সই নদীয়া মাঝারে ওনারূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ॥ ধ্রু॥

৪। অধিকার করিল।

৫। দলপতি শৈশব যখন যুদ্ধে ভঙ্গ দিল, তখন সৈন্য সমস্ত (শৈশবের অনুষঙ্গী সমস্ত ব্যাপার) রণে ভঙ্গ দিল (দূরে গেল)।

৬। খুলিয়া, প্রকাশ করিয়া।

অলকা তিলক শোহে[১] মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙা আঁখি দুটী॥
অধরে ঈষত হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয়॥
হিয়ার দোলনে দোলে বকুল ফুলের মালা।
কত রস-লীলা জানে কত রস-কলা॥
বংশীবদনে কয় শুনলো আজুলি[২]।
তুমি কিনা জান গোরা নাগর বনমালী[৩]॥

সখীর উক্তি।

ধানশী—তেওট।

জয় জয় বৃষ- ভানু নন্দিনী
শ্যাম-মোহিনী রাধিকে।
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন রঞ্জন
বয়ন কোটীন্দু নিন্দিকে॥ধ্রু॥

১। শোভে

২। আজুলি, আজলি-আহুরি—আদরিণী

৩। গৌরাঙ্গ যে সেই বনমালাধারী নাগরেন্দ্র চূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহা কি জান না?

ভালহি সিন্দূর বিন্দু চন্দন
কুটিল কুন্তল মস্তকে।
জিনিয়া ফণি মণি বেণী লম্বিত
কবরী মালতী মালিকে ॥
মন্দ মৃদু হাস অমিয়া পরকাশ
কাম কত শত মোহিতে।
কনয়া দশ বাণ[১] জিনিয়া সুবরণ
বিচিত্র অম্বর অঙ্গেতে ॥
কমল দল জিনি ও পদতল ধনি
রতন মঞ্জীর পাদকে।
গোবিন্দ দাস তথি মাগয়ে ভকতি
নমো নমো দেবী[২] রাধিকে ॥

ধানশী—জপতাল।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ[৩] ॥

১। দশবার দগ্ধ হইয়াছে যে সুবর্ণ, তাহা জয় করিয়াছে এমন সুন্দর অঙ্গে বিচিত্র বসন।

২। পরম কান্তিমতী।

৩। প্রথম দুই পংক্তি জ্ঞানদাসের ভনিতাযুক্ত পদেও রহিয়াছে ২৪৮ পৃষ্ঠা।

শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলুঁ রাই॥
মুখ রুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ[১]।
ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ[২]॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার[৩]।
মধু-মাতল কিয়ে উড়ই না পার[৪]॥
ভাঙুক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু[৫]॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ না যায়ত ধরণে[৬]॥

১। সুরঞ্জিত।

২। যেন কমলের (মুখ কমল) সঙ্গে বান্ধুলি (অধর) ফুটিয়া রহিয়াছে।

৩। চক্ষু দুইটি দেখিলে মনে হয় যেন (কমলের উপর) দুটি ভ্রমর স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

৪। তাহারা কি মধু পানে মত্ত হইয়া উড়িবার শক্তি হারাইয়াছে?

৫। কাল ভুরু দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন মদনের ধনু কালো রঙে (কাজরে) চিত্রিত হইয়াছে।

৬। যৌবনোদ্গমে শ্রীরাধার সমস্ত অঙ্গ ফুলের মত ফুটিয়া যাছে, তাহা আর বাধা মানিতেছে না। অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

কি কহব মাধব বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বর নারী॥
রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব[১]।
রসবতি সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব॥
আধ আধ চাহি যাই পথ আধা।
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা[২]॥
হামরা দুই জনে পথে একু মেলি।
সো আন জন সঞে করু আন খেলি[৩]॥
যব কছু পুছিয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশে হাসি পশি যাব[৪]॥

১। রস-প্রসঙ্গ শুনিতে সুখ পায়।

২। আধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া অর্দ্ধেক পথ যায়; যাইয়া দাঁড়ায়; কারণ রস প্রসঙ্গ (প্রেমাস্পদের কথা) শুনিতে তাহার বড় সাধ।

৩। অন্য জনের সঙ্গে অন্য খেলায় প্রবৃত্ত হয়, (যেন আমার সঙ্গের জন্য সে মোটেই ব্যস্ত নয়)।

৪। তাহাকে প্রশ্ন করিলে কোনও উত্তর যখন পাই না, তখন একটু মুচকি হাসিয়া সে গৃহে প্রবেশ করে।

ঐছন হেরি দৈব ভেল সঙ্গ[১] ।
বিহি উদগিম চাহি দিল ভঙ্গ[২] ॥

শ্রীরাগ—তেওট ।

কহইতে সো ধনি বচন না শুন[৩] ।
পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পূন[৪] ॥
আন পরথাই যাই যব পাশে[৫] ।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে[৬] ॥

১। হঠাৎ আসিয়া আবার মিলিত হয়। এমন দেখায় যেন দৈবক্রমে আমাদের সাক্ষাৎ হইল।

২। কিন্তু সে (রসপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য) এত উদ্গ্রীব, যে দৈব (বিধি) বেশীক্ষণ টিকিঁতে পারিল না। অর্থাৎ সে যে উৎকণ্ঠিতা হইয়া আসিয়াছে, দৈবক্রমে আসে নাই, ইহা ধরা পড়িত।

৩। কথা কহিলে সে যেন শুনিতে পায় না।

৪। প্রথম সম্ভাষণে সে প্রত্যুত্তরে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না।

৫। অন্য কথা (পরথাই—প্রস্তাব করিয়া) লইয়া যখন তাহার নিকটে যাই।

৬। (তখন) (আমার কথার উত্তর না দিয়া) অন্যকে সম্ভাষণ করিয়া অন্য পরিহাসে প্রবৃত্ত হয়।

শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল[১] ॥
লাজে লাজাই কহলু্ঁ এক বেরি[২]।
যতনহি নয়ন-কোণে নাহি হেরি[৩] ॥
মুকুলিত করজ[৪] কুসুম নাহি ভেল।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভৈ গেল ॥
কুবলয় কর চির চিকুর চিয়াব[৫]।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব[৬] ॥
অপরসে আন সঞে প্রিয়সখি সঙ্গে[৭]।
জ্ঞান দাস কহে বুঝল অনঙ্গে ॥

১। তোমার প্রতি বিধি প্রসন্ন অথবা প্রতিকূল, তাহা বুঝিয়া দেখ।

২। লজ্জায় লজ্জিত হইয়া একবার (তোমার কথা) বলিয়াছিলাম।

৩। কিন্তু সে একবার অপাঙ্গেও আমার দিকে চাহিল না, যেন চেষ্টা করিয়াই (যতনহি) অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

৪। করঞ্জক ফুল।

৫। নীল পদ্ম করে লইয়া, নীল বসন এবং কালো চুল বিন্যস্ত করিয়া দেখে।

৬। কি প্রকৃত, কি অভিনয় (ভাব) তাহা বুঝিব কেমন করিয়া ?

৭। যদি প্রিয় সখী সঙ্গে থাকে এবং সেখানে যদি অপর কেহ থাকে, তবে সে অন্যের সঙ্গে মিশে ; অর্থাৎ সখীর সঙ্গ যেন সে চায় না, এমনই দেখায়।

বিরোধা ধানশী—জপতাল।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল[১] ॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করল পরকাশ[২] ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার[৩]।
সখিরে পুছই কৈছে[৪] সুরত বিহার ॥
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ[৫]।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল[৬] অঙ্গ ॥
মাধব পেখলুঁ অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
এক যোগ ইহকে কহে সেয়ানী[৭] ॥

১। চোখে কটাক্ষ দেখা দিল।

২। ধরায় যেন চাঁদের উদয় হইল।

৩। বেশভূষা। ৪। কেমন।

৫। নারঙ্গ; কমলালেবুর ন্যায়; ৬। আগুলাইল।

৭। যাহারা চতুরা তাহারা এই বয়সকে শৈশব-যৌবনের এক যোগ বলে।

ধানশী—একতালা।

খন ভরি না রহে গুরুজন মাঝে[১]।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে[২]॥
বালা জন সঙ্গে যব রহই;
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই[৩]॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটলুঁ রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥
কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কানে[৪]॥
ইথে যদি কোই করই পরচারি[৫]।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি[৬]॥
স্থকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা-চরিত রসিকজন জানে॥

১। যৌবনস্থলভ লজ্জাবশতঃ গুরুজনের সঙ্গে থাকিতে চে না।

২। (যৌবনের আবির্ভাবে) অঙ্গ বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু অঙ্গে বসন দিয়া ঢাকিতেও লজ্জা হয়।

৩। কোনও যুবতীকে পাইলে রঙ্গরস করে।

৪। অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু কান থাকে ঐ প্রসঙ্গে কেলি-বিলাস-কাহিনী)।

৫। প্রচার, প্রকাশ; অর্থাৎ কেহ যদি সেই কথা সমবয়স্কাদের নিকট বলিয়া ঠাট্টা করে।

৬। হাসিতে কান্না মিশাইয়া গালি দেয়।

ধানশী—একতালা।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণক চপলতা লোচন নেল[১] ॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ ॥
অব অনুখন দেই আচরে হাত।
সগর[২] বচন কহু নত করু মাথ ॥
কটীক গৌরব পায়ল নিতম্ব।
চলইতে সহচরি কর-অবলম্ব ॥
হাম অবধারলুঁ শুন বর কাণ
শুনই অব তুহু করহ বিধান ॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥

তিরোথা ধানশী—দশকুশী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল[৩] ॥

১। চরণের চপলতা (শিশুর যাহা ধর্ম্ম) নয়নযুগল গ্রহণ করিল, অর্থাৎ নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

২। সকল।

৩। শৈশব ও যৌবন এই দুই দলের মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল।

কবহুঁ বাঁধয়ে কচ কবহু বিথারি[১]।
কবহু ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি[২] ॥
থির নয়ন অথির কছু ভেল।
উরজ উদয়থল লালিম দেল ॥
চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
ধৈরয ধরহ মিলায়ব আন[৩] ॥

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

পহিল বদরি পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ ॥
সো পুন ভৈগেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর[৪] ॥
মাধব পেখলুঁ রমণী সন্ধান।
ঝাটসে ভেটলু করত সিনান[৫] ॥

১। কখনও কেশ বাঁধে, আবার কখনও বিস্তার করিয়া দেয়
২। উদ্ঘাটিত করিয়া, খুলিয়া দেয়।
৩। ধৈর্য্য ধারণ কর ; (শ্রীমতীকে) আনিয়া মিলাইয়া দিব।
৪। জোড়া।
৫। হঠাৎ তাহাকে স্নান করিতে দেখিলাম।

তন সুখ[১] বসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখব তা কর ভাগি॥
উরহি দোলত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারী।
সুপুরুখ বিলসই সো বর নারী॥

ঝুমর

সুনহে সুন্দর শ্যাম জগমনমোহিনী রাধা।
কিয়ে বিধি নিরমিল রসময় সাধা॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী বড় দশকুশী।

আর মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥

১। তনুসুখ অর্থাৎ দেহের পক্ষে যাহা মসৃণ এমন বস্ত্র।

শ্রীরাগ—দুঠুকী।

সখা হে কোবিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ মনোভব মঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন, চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী,
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভি বিবরসঞে, লোম লতাবলী
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে,
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বানে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তাহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন হে সাঙ্গাতি
ইহরস কৃপ যো জানে।
রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণে॥

ললিত—দশকুশী।

বেলি অসকালে, দেখিনু যে ভালে,
পথেতে যাইছে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিলুঁ কে॥
সখা! রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন শোভা,
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুদরি[১] সহিতে,
কনক কটোরী হাতে।
সিথায় সিন্দুর, নয়নে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে॥
নাল সাড়ী, মোহনকারী,
উছলিত দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সোঁপলু চরণে,
দাস করয়ে আশ॥

১। আংটি

কুচ যুগ গিরি, কনক কটোরী,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়া চায়,
ঘন না চাহে লোক লাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে, পেয়েছে কি দানে,
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডিদাসে কয়, মূরতি সে নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে॥

কামোদ—দশকুশী।

সখা হে ভাল করি পেখল না ভেল।
মেঘ মাল সঞে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥

একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম১।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল২ কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়ত,
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

ভাটিয়ারি—ছুটকী।

যবহু৩ গোধূলি সময় বেলি।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি৪।

১। কাঁচলি মদনের সহিত উপমেয়, অর্থাৎ তাহা দেখিলেই মোহিত হইতে হয়।

২। প্রসারিত করিল।

৩। যখন

৪। শ্রীরাধিকা যখন গোধূলির অন্ধকারে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, তখন মনে হইল যেন নব জলধরে বিদ্যুৎ চমকিয়া একটা বিরোধ বা পার্থক্য (মেঘ ও তড়িদ্দামের দ্বন্দ্ব) প্রসারিত (বিস্তার) করিয়া গেল।

ধনী—অলপবয়সি বালা,
জনু—গাঁথনি পুহপ মালা, ১
থোরি দরশনে আশ না পূরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা ॥
গোরী কলেবর নূনা ২,
জনু—আঁচরে উজোরে সোণা,
কেশরী জিনিয়া মাঝহি খীন
দুলহ ৩ লোচন কোণা ॥
ঈষৎ হাসনি সঙ্গে,
মুঝে হানল নয়ন বাণে,
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর,
কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥

ভুঁড়ি—একতালা।

কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায় ॥

১। (চাঁপা) ফুলের মালার গাঁথনি সদৃশ দেহ-কান্তি।
২। কৃশ তনু; আঁচলে বিশুদ্ধ স্বর্ণ বাঁধিয়া রাখিলে যেমন দীপ্তি পাইতে থাকে, সেইরূপ নীল শাড়ীর মধ্য হইতে রাধার অঙ্গ-কান্তি মনোহর দেখাইতেছিল। ৩। দুর্লভ অপাঙ্গ দৃষ্টি।

দেখিতে বদন, মোহিত মদন,
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি. মানস [১] ভাবিয়া,
ছুটিছে মরাল কুল ॥
আঁখি তারা দুটি, বিরলে বসিয়া,
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥
কিবা দন্ত ভাতি, মুকুতার পাঁতি,
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সিঁথায় সিন্দুর, জিনিয়া অরুণ,
কানে কর্ণ বালা ঢেঁড়ি ॥
শ্রীফল যুগল, জিনি কুচ যুগ.
পাতলা কাঁচলী তাহে।
তাহার উপর, মণিময় হার.
উপমা কহিব কাহে ॥

১। মানস সরোবর সদৃশ স্বচ্ছ নয়ন দেখিয়া মরালকুল সেই দিকে আসিতেছে। মরালেরা মানস সরোবরে যায়, ইহা কবি-প্রসিদ্ধি।

কেশরী জিনি, কৃশ মাঝাখানি,
মুঠে করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি, নিতম্ব বলনি,
ঊরু করীকর পারা॥
চরণ যুগল, জিনিয়া কমল,
অলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মূরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য ফলে, বল বল সখা,
সে রমা পাইল সে॥
চণ্ডিদাস বলে ভেবনা ভেবনা,
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস [1] ধন,
তোমারি আছে সে ধনি॥

১। সর্ব্বস্ব

ললিত—দশকুশী।

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী,
চমকি চাহিয়ে গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী,
ততহি উদিত ভেল॥
জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন সে চাহনি
গলে সে মোতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
সঘন ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে
সখির কাঁধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তাহু॥
চলন ভঙ্গি অতি সুরঙ্গি
চাপটিল জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোর॥

চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে,
বিঁধিলে বাণ যে মার [১] ॥
জর জর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডিদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিয়া হইলাম ভোর [২] ॥

সুহই—একতালা

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই [৩]।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই [৪] ॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী তরঙ্গ ॥

১। মদন।

২। আমি যে অচেতন হইলাম, ইহা ব্যাধি বা সমাধি নহে। আমি শুধুই সেইরূপ দেখিয়া বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

৩। রাখিতেছেন।

৪। পদ্মফুলে ভরিয়া যাইতেছে।

কি হেরিলুঁ অপরূপ গোরী।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিথার[১]॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহা মদন-শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর[২]॥
পুন কিয়ে দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥

ঝুমর।

শুন হে সুন্দর শ্যাম জগমনমোহিনী রাধা।
কিয়ে বিধি নিরমিল রসময় সাধা॥

১। অমৃত বিস্তৃত হয় অর্থাৎ অমিয়ারাশি বহিয়া যায়
২। মোহিত· বিভোর।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুশী।

পহুঁ মোর করুণা-সাগর গোরা।
ভাবের ভরে অঙ্গ গর গর
হেরিয়া ভুবন ভোরা ॥ধ্রু॥
হাহাকার করি ভুজযুগ তুলি
বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
গদাধর হেরি ভোর ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে কত করুণা করত
গরজ গভীর নাদে।
পতিত দেখিয়া আকুল হইয়া
ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥
চরণ কমল অতি সুচঞ্চল
রাতা উতপল রীত।
বদন কমলে গদ গদ স্বরে
গাওয়ে রসময় গীত ॥
মুরলী মুরলী খেনে খেনে বলি
স্বরূপ মুখ নেহারে।
শিখিপিঞ্ছ বলি কি ভাব উঠয়ে,
কে তাহা বলিতে পারে [১] ॥

১। শেষের কয়েকটি কলি পদকল্পতরুতে নাই

মায়ুর ধানশী—ছোট দশকুশী :

পরে, মধ্যম দশকুশী।

অপরূপ [১] পেখলুঁ রামা।

কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল,

হরিণীহীন হিমধামা [২] ॥ধ্রু॥

নয়ন নলিনী দউ, অঞ্জনে রঞ্জই,

ভাঙ বিভঙ্গি বিলাসা [৩]।

চকিত চকোর, জোর বিধি বান্ধল,

কেবল কাজর পাশা [৪] ॥

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত,

গীম [৫] গজমোতিম হারা।

কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,

ঢারত সুরধুনি ধারা [৬] ॥

১। অপূর্ব্ব ; পূর্ব্বে কখনও এমন দেখি নাই।

২। কলঙ্ক শূন্য চন্দ্র ; যেন নিষ্কলঙ্ক একখানি চাঁদ (মুখচন্দ্র) কনক-লতা (ক্ষীণ গৌর দেহলতা) অবলম্বন করিয়া উদিত হইল।

৩। ভ্রূ-যুগলের অপূর্ব্ব ভঙ্গী-বৈচিত্র্য।

৪। কাজল রূপ রজ্জু দ্বারা বিধাতা যেন যুগল চকিত চকোরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ৫। গ্রীবা।

৬। গজমতির মালা যেন সুরধুনী-ধারা ; গ্রীবা যেন একটি শাঁখ। অতএব মনে হইতেছে যেন অনঙ্গ শঙ্খে করিয়া সুরধুনীর জলধারা কনক শম্ভুর (উন্নত কুচ) উপরে ঢালিতেছেন।

পয়সি পয়াগে [৭], যাগ শত যাগই [৮]
সোই পাওয়ে কত ভাগি।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন অনুরাগী [৯]॥

গান্ধার—একতালা।

বদন সুন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥
নয়ান চাহনি- বিভঙ্গ সে জনি
তিখিনি তিখিনি[১০] শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল জ্বর
মদন পাইল ডর॥

৭। প্রয়াগের পুণ্য-সলিলে।

৮। শত যজ্ঞ সমাধান করিয়া তবে এই রমণী রত্ন লাভ করিয়াছে।

৯। পদকর্ত্তা এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন, হে গোকুল নায়ক! তুমিই যথার্থ গোপীকার অনুরাগী বটে।

১০। তীক্ষ্ণ; শ্রীরাধিকার দৃষ্টি-ভঙ্গী যেন তীক্ষ্ণ শর।

সই, কে বলে কুচযুগ বেল।
সোণার গুলি শোভিছে ভালি
যুবক বধিবার শেল ॥
আজানু লম্বিত করিবর শুণ্ডিত
কনক ভুজ যে সাজে[১] ॥
হেরিয়া মদন গেল সে সদন[২]
মুখ না তুলিল লাজে ॥
মাজা যে ডম্বরু সিংহিনী আকার
নিতম্ব বিমান চাক[৩] ।
চরণ কমলে ভ্রমরা বুলয়ে
চৌদিগে বেড়িয়া ঝাঁক[৪] ॥
অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে
মিহির শোভিত জনু[৫] ।
চণ্ডীদাস কয় কি জানি কি হয়
লখিতে নারিলুঁ তনু ॥

১। শ্রীরাধার স্বর্ণ বর্ণ বাহু যেন হস্তী শুণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

২। মদন লজ্জা পাইয়া নিজ গৃহে পলায়ন করিল।

৩। রথের চক্র।

৪। ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমণ করিতেছে (বুলয়ে)।

৫। আলতা যেন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

তিরোতা ধানশী - মধ্যম একতালা।

ননুঙা বদনী[১] ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূণিম শশী॥
অপরূপ রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখলু গজরাজ গমনি খনি॥
সিংহ জিনি মাজা খিনি তনু অতি কোমলিনী।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়এ জানি॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধরল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
বাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥



সুহই— ধড়া।

রতন মন্দির মাহা বৈশলি সুন্দরী
সখী সঙ্গে রস পরথায়[১]।
হসইতে খসয়ে কত যে মণি মোতিম
দশন কিরণ অবছায়॥

১। ননীর ন্যায় কোমল মুখ যার।
১। প্রস্তাব করে রসের কথা কহে।

শুন সজনি ! কহইতে না রহল লাজ।
সো বরনারী হামারি মনবারণ[২]
বান্ধল কুচ-গিরি মাঝ ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম ভরে সুন্দরী
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাখ বিশিখে তনু জরজর
জীবনে না বান্ধই থেহা।
করে কর জোড়ি মোড়ি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর[৩]।
গোবিন্দ দাস ভন তেঁঞি নন্দনন্দন
দোলত মদন হিলোর[৪] ॥

ধানশী—বড় দশকুশী।

নিরমল বদন কমল বর মাধুরী
হেরইতে ভৈগেলুঁ ভোর।
অলখিতে রঙ্গিনী ভাঙ ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর ॥

২। মনরূপ হস্তী।

৩। আমাকে দেখিয়া আবেশে সখীকে জড়াইয়া ধরিল।

৪। সেই কারণে নন্দনন্দন মদন দোলায় দোল খাইতেছেন। অর্থাৎ নব অনুরাগের তরঙ্গে ভাসিতেছেন।

সখী হে যবধরি পেখলুঁ রাই।
মদন মহোদধি নিমগন মঝুমন
আকুল কূল নাহি পাই ॥ধ্রু॥
বঙ্কিম হাস বিলোকন-অঞ্চলে [১]
মঝুপর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিনী কিয়ে বিরাগিনী
বুঝইতে সংশয় ভেল[২] ॥
মরমক বেদন মরমহি জানত
সদয় হৃদয় তহি ঠাঁই [৩]।
গোবিন্দ দাস কহ নিতি নব নৌতুন [৪]
লাগল রসবতী রাই ॥

১। দৃষ্টির কোণে।

২। বঙ্কিম সহাস দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে সে যে আমার প্রতি অনুরাগিনী অথবা বিরাগিনী তাহা সন্দেহের বিষয় হইল। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগী মন অনুকূল চিহ্ন বুঝিয়াও সন্দেহে আকুল হইতেছে।

৩। তহি চাই—পাঠান্তর। তাহার হৃদয় আমার প্রতি সদয় হউক, ইহাই আমার কামনা।

৪। রসবতী রাধিকা নিমেষে নিমেষে কৃষ্ণের নিকট নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন।

ধানশী—একতালা।

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি[১]।
কিয়ে রজনী ভেল চান্দ উজোরি[২]॥
কুটীল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল[৩]।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল[৪]॥
কাহার রমণী উহ কোই না জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ॥
লীলা কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি[৫]।
চওকি চলল ধনি চকিত নেহারি॥
তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা।
কনক কমল হেরি কাহে না লোভা॥

১। মৃদু হাস্য করিল।

২। তাহাতে মনে হইল যেন জোৎস্নাপুলকিত যামিনীর উদয় হইল।

৩। কুটিল কটাক্ষের দীপ্তি খেলিয়া গেল।

৪। তাহাতে মনে হইল যেন আকাশে মধুকর পাঁতি উড়িল। কালো চোখের কুটিল চাহনি ভ্রমর-মালার সহিত উপমিত হইয়াছে।

৫। মুখকমলের পরিমলে লুব্ধ হইয়া ভ্রমর আসিতেছে, তাহাকে লীলাকমলের দ্বারা বারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ধনী আতঙ্কে চকিত দৃষ্টিতে চলিতেছেন।

আধ লুকায়লি আধ উদাস [১]।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনক আশ [২]॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন শর কাহে না লাগ॥

গান্ধার—দশকুশী।

সখিহে অপরূপ পেখলুঁ বালা
হিমকর মদন মিলিত মুখমণ্ডল[৩]
তা'পর জলধর-মালা[৪]॥
চঞ্চল নয়নে, হেরি মুঝে সুন্দরী, মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে, মদনজ্বর উপজল, জীবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরি
অনুক্ষণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরিতি কি রীতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ॥

১। উন্মুক্ত
২। আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিল।
৩। চাঁদ ও মদন (এই দুই অপূর্ব্ব সুন্দর বস্তুর) মিলনে মুখমণ্ডল নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় মুখখা'ন; ভ্রূযুগল মদনের ধনু সদৃশ, তাহাতে কুটিল কটাক্ষ পুষ্পশরের ন্যায় ইত্যাদি।
৪। মেঘপুঞ্জ সদৃশ কেশরাশি।

মরমক বেদন, তোহে পরকাশল, তুহুঁ অতি চতুর সুজান।
সো পুন মধুর, মুরতি দরশায়বি, এ রাধাবল্লভ গান॥

ঝুমর

শুনহে সুন্দর শ্যাম জগমনমোহিনী রাধা।
কিয়ে বিধি সিরজিল রসময় সাধা॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—দশকুশী।

কুন্দন[১] কনয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকক পাঁতি॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তহিঁ বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিহি মিলায়ল আনি॥
জপি জপায়ে মধুর নিজ নাম।
গায়ি গাওয়ায় আপন গুণগাম[২]॥

১। বিশুদ্ধ স্বর্ণ কুন্দায় কুন্দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ উজ্জ্বল তনুচ্ছবি

২। গুণগ্রাম।

নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন পর বন্ধ[১]॥
আপহিঁ ভোরি ভুবন করু ভোর[২]।
নিজ পর নাহি অপরে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নরনারী
গোবিন্দ দাস তাই যাঙ বলিহারি॥

সুহই—ছোট দশকুশী।

হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা।
কুন্দন কনয়া কান্তি কলেবর
নিরূপম রূপক শালা॥
চিকণ চামরি- চামরচয় রুচি[৩]
পদ্দমবিলম্বিত কেশা[৪]।
কান্তি-কলাযুত কামিনী-মদহর[৫]
ত্রিভুবন-বিজয়ী বেশা॥

১। এরূপ প্রবন্ধ বা ব্যাপার কোথাও দেখি নাই।

২। আপনি (কৃষ্ণপ্রেমে) বিভোর হইয়া জগৎকে বিভোর করিলেন অর্থাৎ মাতাইলেন।

৩। চামরী নামক পশুর সুচিক্কণ চামরসমূহ সদৃশ।

৪। পদ্ম-সুশোভিত কেশকলাপ।

৫। কান্তি অর্থাৎ দীপ্তি এবং নানাপ্রকার শিল্পনিপুণতা সমন্বিত রমণীগণের গর্ব্ব হরণ করে (অতএব) ত্রিভুবন বিজয়ী এমন বেশ যাঁহার।

ইন্দীবর-বর- গরব-গরাসিত[১]
খঞ্জন-গঞ্জন নয়না।
কোমল বিমল কমলক কৌশল-
জিত[২] স্মিত বিকশিত বয়না[২] ॥
থলকমলারুণ রাতুল পদতল
জিত চাঁদ নখচাঁদ-শোভা।
হেরইতে লাবণি অমিয়াসার জিনি
রাধা মোহন[৩] মন-লোভা ॥

মায়ূর—তেওট।

পেখলুঁ অপরূপ রামা।
কুটীল কটাখ লাখ শর বরিখন
মন বান্ধল বিনু দামা[৪] ॥ধ্রু॥

১। শ্রেষ্ঠ নীলপদ্মের গর্ব্বকে গ্রাস অর্থাৎ হরণ করিয়াছে এমন (নয়ন যুগল)।

২। প্রস্ফুটিত অমল কমলের বৈশিষ্ট্যকে জয় করিয়াছে এমন (হাস্যময় বদন)।

৩। শ্রীরাধিকাকে যিনি মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারও মনোমুগ্ধকারী লাবণ্য। পক্ষান্তরে শ্রীরাধিকার রাতুল চরণে পদকর্ত্তা রাধামোহনের মন মুগ্ধ।

৪। দাম অর্থাৎ রজ্জু বিনা।

পহিল বয়েস ধনি মুনি-মনমোহিনী
গজবর জিনি গতি মন্দা।
কনক লতা তনু বদন ভাল জনু
উয়ল পুণমিক চান্দা॥
কাঁচা কাঞ্চন সাঁচ ভরি দো কুচ
চুচুক মরকত শোভা।
কমল কোরে জনু মধুকর শুতল
তাহি রহল মনলোভা॥
বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল
রাধা রসময় ফন্দা।
গোবিন্দ দাস কহ কৈছন হেরল
যো হেরি লাগয়ে ধন্দা॥

মায়ূর—তেওট।

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি[1]।
সরবস লেই পালটি পুন বিন্ধলি[2]
রঙ্গিমী বঙ্ক নেহারি॥

১। শ্রীরাধা মুখ ফিরাইলে মনে হইল যেন কনক পদ্ম বাতাসে উলটিয়া গেল।

২। সেই মনচোর আমার সকল লইয়াও ক্ষান্ত হয় নাই,

সজনি কো দেই দারুণ বাধা।

নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল

পালটি না হেরলুঁ রাধা ॥ধ্রু॥

ঘন ঘনঙ আঁচর কুচগিরি কাঁচর

হাসি হাসি তাহ পুন হেরি।

জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি[১]

মুহরি রাখলি কত বেরি[২]॥

যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁফর

তাহে মিলল আন আন[৩]।

কাঠক পুতলি ঐছে মুরুছায়ত[৪]

গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

কৌতুক করিবার জন্য (রঙ্গিনী) অবশেষে বঙ্কিম কটাক্ষে আমাকে বিদ্ধ করিল।

১। মেঘের ন্যায় সুনীল অঞ্চল।

২। আমার মন হরণ করিয়া যেন কনক কলসে পূরিয়া তাহাতে কতবার যেন মোহর (মুদ্রা—স্তনাগ্রভাগ) করিয়া রাখিল।

৩। মন যখন বন্দী হইল, তখন (নেতার অভাবে) আমার ইন্দ্রিয় সকল ফাঁফরে পড়িল এবং তাহারা একটি একটি করিয়া মনের সহিত গিয়া জুটিল (অর্থাৎ সেই রূপের ফাঁদে গিয়া পড়িল)।

৪। মন এবং ইন্দ্রিয় যখন সেই রূপে বাঁধা পড়িল, তখন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় আমার যে দেহ রহিল, তাহাও অমনি মূর্চ্ছিত হইল

শ্রীরাগ—ঠুংরী।

রমণীর মণি, পেখলু আপনি,
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে,
ধৈরযে ধৈরয যায়॥
সখি চাহনি মোহিনি থোর।
মরমে লাগিল, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর॥
বদন চাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে[১]।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ,[২]
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
করসে করচে[৩] থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে,
কেমনে ধরিব হিয়া॥

১। মুখশোভা দেখিয়া মদনও আবদ্ধ (ফাঁদ) হইল এবং নিজের গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় কাঁদিতে লাগিল।

২। জঙ্ঘা। চাগ (পাঠান্তর) চাক; চক্রের ন্যায় নিতম্ব।

৩। কটীদেশ।

জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগয়ে মোর[১]।
দশনের কাঁতি, মুকুতার পাতি,
হাস উগারয়ে শশী।
পরাণ-পুতলী, হইল পাগলী,
মরমে রহল পশি॥
শূন যে হিয়া, রহল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডী দাসে কয়, পুন দেখা হয়,
তবে সে পরাণ রয়॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

তড়িৎ বরণী হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা সে দিয়া অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন বা রাজে[২]॥

১। নীল শাড়ীর পার্শ্বে লম্বিত বেণী দেখিয়া মনে হইতেছে যেন জলের ধারে সাপিনী রহিয়াছে।

২। রাজমিস্ত্রী।

সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরী কুচযুগ গিরি
কনক মন্দির লাগে[১]।
তাহার উপর চূড়াটি বনালে[২]
সে আর অধিক ভাগে॥
কে এমন কারিগর বনাইলে ঘর
দেখিতে না পানু তারে।
দেখিতে পাইথু শিরোপা যে দিথু
এমতি মন যে করে॥
ঐছন মন্দিরে শয়ন করয়ে
সে মেনে নাগর কে।
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে॥

১। বোধ হয়।
২। স্তনের উপরিভাগ মন্দির-চূড়ার সহিত উপমিত হইয়াছে।

হিয়ার মালা যৌবন ডালা
পশারী[১] পশারল যেন।
চাঁদ যে কাটিয়া চাকা যে গড়িয়া
তাহাতে বৈসাল হেন[২] ॥
অধর সুধা পড়িছে জুদা
দশন-মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয় ও কথা কি হয়
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ যদি পাছে
তবে সে কুৎসা রটে ॥

১। ে

২। দোকানী যেন যৌবন ডালায় হৃদয়স্থিত মালা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। মালায় যে সকল মণিমুক্তা আছে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন চাঁদ কাটিয়া (গোলাকার) চাকা গড়াইয়া তাহাতে বসাইয়া দিয়াছে।

সুহই—কাটা দশকুশী।

হেরইতে হেরি না হেরি[১]।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি[২]॥
চতুর সখী সঙ্গে বসই।
রস-পরিহাসে হসই না হসই[৩]।
পেখলুঁ ব্রজ-নবনারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি ॥ধ্রু॥
হৃদয় নয়ন-গতি-রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে[৪]॥

১। চাহে অথচ চাহে না।

২। কোনও প্রশ্ন করিলে বলিতে বলিতে আবার থামিয়া যায়; বলে না।

৩। চতুরা সখীর সঙ্গে পরিহাস করে, কিন্তু হাসিয়াও হাসে না। সুতরাং সে সখীর মনের ভাবও বুঝা যায় না, আবার সে তরুণীর মনোভাবও বুঝা যায় না।

৪। হৃদয় ও নয়নের ভঙ্গী দেখিয়া সে তরুণী কিম্বা বালিকা (আন) ইহা ঠিক প্রতীতি হয় না।

ঐছন হেরইতে গোরী
হঠ সঙ্গে পৈঠল মন মাহা মোরি[১] ॥
তবহি কুসুমশর জোর[২] ।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়া মোর ॥
গোবিন্দ দাস চিতে জাগ ।
চান্দ কি লাগি সূরয উপরাগ[৩] ॥

১। (যদি বল সন্দেহ স্থলে কেন প্রাণ মন সমর্পণ করিলে ?) আমি সেই গৌরীকে দেখিবামাত্র জোর করিয়া সে আমার মনোমধ্যে প্রবেশ করিল ।

২। কুসুমশর (মদন) তৎক্ষণাৎ ফুলশর জুড়িলেন । এখানে মদন অথবা কুসুমশর (ফুলময় বাণ) উহ্য থাকায় শ্রীকৃষ্ণের মনের উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা প্রকটিত হইতেছে ।

৩। চাঁদের (শ্রীরাধার) জন্যই সূর্য্যের (শ্রীকৃষ্ণের) এই গ্রহণ-দশা (কুসুম শরে মলিন দশা), পদকর্ত্তার মনে ইহাই জাগিতেছে । চাঁদের ছায়া হৃদয়ে লইয়াই সূর্য্যের মলিন অবস্থা । এস্থলে রাধামোহন ঠাকুর বলেন যে, কুসুমশর রূপ রাহু সূর্য্য ও চন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা) উভয়কেই গ্রাস করিয়াছেন । অর্থাৎ পদকর্ত্তা সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে তোমাদের উভয়েরই এক অবস্থা ।

মায়ূর—তেওট।

যব সে পেখলুঁ হাম, রূপে গুণে অনুপাম,
তাহে রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনি, মোয় অনুকুল জানি,
যব পুন হয় মোর ভাগি॥
ওই দিবস খন, হোয়ব সুলখণ,
মোহে মিলব ধনি রাই।
হামারি শুভদিন, পায়ব পরশন,
তব হাম জীবন পাই॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন হে গোকুলপতি,
মনে কিছু না ভাবহ দুখ।
সোই বিনোদিনি তোহে মিলাব আনি,
তবহি হোয়ব মঝু সুখ॥

ঝুমর

শুনহে সুন্দর শ্যাম ইত্যাদি।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী—জোত সমতাল।

কি ভাব উঠিল মনে, কান্দিয়া আকুল কেনে,
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
খেনে খেনে বৃন্দাবন, করে গোরা সোঙরণ,
ললিতা বিশাখা বলি ধায়॥

রাধা ভাব অঙ্গীকরি, রাধার বরণ ধরি
রাধা বিনে আন নাহি ভায়।
সুরধুনিতীরে বন, দেখি মনে বৃন্দাবন.
যমুনা-পুলিন বলি ধায়॥
রাধিকা রাধিকা বলি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
রাধা নাম জপয়ে সদায়।
প্রেমরসে হয়া ভোরা, সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা,
রাধা নাম জীবেরে বুঝায়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা, দুনয়নে প্রেমধারা,
পীত বসন বংশী চায়।
প্রেমধন অনুক্ষণ, দান করে জনে জন.
এ লোচন দাস গুণ গায়॥

শ্রীরাগ—ঠুংকী।

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ মদন রঙ্গ
হসিত বদনে চায়॥

সখী কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই এমতি হয়
তা সঞে করি যে লেহ ॥ধ্রু॥
নীল মুকুতার হার বেকতা
শোভিত দেখিলুঁ ভাল।
যেন তারাগণ উদিত গগনে
চান্দেরে বেঢ়িয়া জাল[১] ॥
কুচ যে মণ্ডলি কনক কটোরি
বনাল্যে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা ॥
চণ্ডিদাসে কহে দান যদি নহে
কি জানি মাগিবা তায়[২] ॥
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায়[৩] ॥

১। সমূহ; হারের মণিগুলি যেন তারার ন্যায় মুখচন্দ্রকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

২। তুমি কি জানি চাহিয়া বসিবে, তাহা যদি দান না করে?

৩। চণ্ডীদাস কহে যদি দানী হয়ে
কি জানি মাগিবা তায়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥—পাঠান্তর

কামোদ—ছোট দশকুশী।

চম্পক বরণী, বয়েস তরুণী,
হাসিতে অমিয় ধারা।
সুচিত্র বেণী, দুলিছে জনি,
কপিলা চামর পারা॥
সখি যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত মোহিনী, হরিণ নয়নী,
ভানুর ঝিয়ারী বটে॥
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডিদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি[১] হয়,
পাইবে যবে তারে॥

১। শেষ, শান্তি।

গৌরী -- ডাঁস পাহিড়া।

থীর বিজুরি বরণ গোরি
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে[১] কবরি বান্ধে
নব-মল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিলু তোরে।
আড় নয়ানে ইষত হাসিয়া
আকুল করিলে মোরে॥
ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচকুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ কমলে মল্লতোড়ল
সুন্দর যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয়-উল্লাসে
পালটি[২] হইবে দেখা॥

১। কানারী (দক্ষিণ দেশীয়া) রমণীদের ন্যায়।
২। পুনরায়।

স্নানকালে দর্শন।

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

সহচরী মেলি, চললি বর রঙ্গিনী, কালিন্দী করই সিনান
কাঞ্চন শিরিষ, কুসুম জিনি তনু-রুচি,
দিনকর-কিরণে মৈলান[১] ॥
সজনি! সো ধনি চিতক চোর।
চোরিক পন্থ, ভোরি দরশায়লি, চঞ্চল নয়নক ওর[২] ॥ ধ্রু ॥
কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর, উতপত বালুক বেল[৩]।
হেরইতে হামারি, সজল দিঠি-পঙ্কজ,
দুহুঁ পাদুক করি নেল[৪] ॥

১। মলিন, ম্লান

২। তাহার চঞ্চল নয়নের প্রান্ত (কুটিল কটাক্ষ) চুরির পথ প্রদর্শন করিল। অর্থাৎ তাহার গোপন নয়নকোণের পথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সে আমার চিত্ত চুরি করিয়াছে।

৩। (স্নানের বেলা) যমুনাতটের উত্তপ্ত বালুকায় অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে।

৪। তাহা দেখিয়া আমার সজল দুইটি চক্ষু যেন তাহার দুখানি কোমল চরণে শীতল পাদুকা পরাইয়া দিল; যাহাতে তাপ না লাগে। অর্থাৎ আমার সজল নয়ন সেই পথক্লেশ-বিবশার চরণে অনুরাগের সহিত লগ্ন হইয়া রহিল।

চিত নয়ন যব, তুহুঁ চোরায়ল, শূন হৃদয় অব মানি[৫]।
মনমথ পাপ-দহনে তনু জারল, গোবিন্দদাস ভাল জানি॥

ললিত কামোদ—ছোট দশকুশী।

কনক বরণ, কিয়ে দরপন,[১] নিছনি[২] দিয়ে যে তার!
কপালে ললিত, চাঁদ যে শোভিত, সিন্দূর অরুণ আর॥
সই কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া মরমে রহল পশি॥ধ্রু॥
গলার উপর, মণিময় হার, গগনমণ্ডল হেরু।
কুচ যুগ গিরি, কনক গাগরী, উলটী পড়ল মেরু[৩]॥

৫। এই ভাবে সে আমার চক্ষু দুইটিও হরিয়া লইল; তখন অন্তর শূন্য হইয়া পড়িল দেখিয়া পাপ মন্মথ তাহাকে জ্বালাইতে লাগিল।

১। ধনীর সোণার বর্ণ দেখিয়া মনে হইতেছে একি একখানি দর্পণ?

২। বালাই

৩। সুবর্ণের কলসী অথবা সুমেরু উলটিয়া বক্ষে পড়িয়াছে?

গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ, হেরি যে সুন্দর তার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকুল, জলদ শোভিত ধার[৪] ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাসুলী আদেশে,
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কুলে, মিলায়ল কোনজনে ॥

তিরোথা ধানশী—ছোট একতালা।

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ ॥
চিকুরে গলএ জলধারা[১] !
মুখ-শশী ভয়ে কিএ রোয়ে আঁধিয়ারা[২] ॥
তিতল বসন তনু লাগি[৩]।
মুনিহক মানসে মনোভব জাগি ॥

৪। নীলপাড় বিশিষ্ট শাড়ী

১। কেশ হইতে জলধারা বিগলিত হইতেছে।

২। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মুখচাঁদের ভয়ে আঁধাররাশি চোখের জল ফেলিতেছে।

৩। আর্দ্র বসন দেহে লাগিয়া যাইতেছে।

কুচযুগ চারু চকেবা[৪]।
নিজকুলে আনি মিলায়ল দেবা[৫]॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বাঁধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে[৬]॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিকজন পাওয়ে॥

সুহই—ছোট দশকুশী

আজ মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলুঁ সিনানক বেলা॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
বিথারল মোতিম ঝারা[৭]॥

৪। চক্রবাক।

৫। কোন দেবতা চারু চক্রবাক যুগলকে নিজকুলে আনিয়া মিলাইয়া দিয়াছে।

৬। সেই জন্য (পলাইবে) আশঙ্কায় ভুজপাশে বাঁধিয়াছে। পাছে ত্রাসে আকাশে উড়িয়া যায়!

৭। যেন মতির ঝারা ছড়াইয়া দিল।

মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা।—পাঠান্তর

বদন মুছল পরচুর [১]।
মাজি ধয়ল জনু কনয়া মুকুর [২]॥
তে উদসল[৩] কুচ জোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥
নীবি-বন্ধ করল উদেশ[৪]।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ[৫]॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

যাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরী।
কথি সঞে রূপ ধনি আনল চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা[৬]॥

১। প্রচুর; যথেষ্ট।

২। মুখখানি মুছিয়া যেন সোণার দর্পণের ন্যায় দেখাইল।

৩। উন্মুক্ত হইল।

৪। নীবি—স্ত্রীলোকের জঘন-বাসের গ্রন্থি; শিথিল হওয়াতে নায়িকা তাহার খোঁজ (উদেশ) করিলেন।

৫। মনোরথ পূর্ণ হইতে আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

৬। (কৃষ্ণবর্ণ) চামর হইতে যেন মতির হার ঝরিয়া পড়িতেছে।

অলকহিঁ তীতল তহিঁ অতি শোভা[১] ।
অলিকুল কমলে বেড়ল মধু লোভা ॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা[২] ।
সিন্দুরে মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা[৩] ॥
সজল চীর পয়োধর সীমা[৪] ।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হীমা[৫] ॥
তূল কি করইতে চাহে কে দেহা[৬] ।
অবহি ছোড়ব মোয় তেজব লেহা[৭] ॥

১। সিক্ত অলকদাম মুখের উপর দুলিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ভ্রমরকুল মধুলোভে পদ্মকে ঘিরিয়াছে।

২। জলে অঞ্জন ধুইয়া গিয়াছে ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।

৩। তাহাতে মনে হইতেছে যেন পদ্মের পাঁপড়ি সিন্দূরে রঞ্জিত হইয়াছে।

৪। স্তন প্রান্তে সিক্ত বসন লাগিয়া রহিয়াছে।

৫। সুবর্ণের শ্রীফলে যেন শিশির পড়িয়াছে।

৬। শিশিরের মত (তুলনার অনুরূপ) করিয়া দেহকে অধিকক্ষণ রাখিতে চাহে ?

৭ এখনই আমায় (বসনকে) মমতা শূন্য হইয়া ত্যাগ করিবে।

ঐছে ফেরি রস না পায়ব-আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার[১] ॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি[২]।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারী ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী।

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে ॥ধ্রু॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি,
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা ॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ-মূলে হেম হার দোলে
সুমেরু শিখর জিনি ॥

১। এই জন্য বসন কাঁদিতেছে ও জলধারা বিগলিত হইতেছে।
২। ঐ রূপ দেখিয়া বসনের ভাব লাগিয়াছে।

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কান্দিয়া আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে তুগুলি . শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোরা॥
চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হইতে মোর হিয়া নহে থির
মনরথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডিদাসে বাসুলি আদেশে
শুন হে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

ঝুমর পূর্ব্ববৎ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

গৌরী—ডাঁসপাহিড়া।

সোণার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া।
প্রেম-জলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেম ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাবনা বুঝিয়া॥

বালা ধানশী—একতালা।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু[১] তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমক মতি হোতি[২]॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই[৩]।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল[৪] খলই॥

১। কৃশ। ২। বিদ্যুৎ-চমক-পূর্ণা হয়।
৩। থামিয়া থামিয়া চলে।
৪। স্থল-কমল সমূহ, অথবা স্থলকমলের পাঁপড়ি।

দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহিঁ খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর[৫] ভাও বিলোল[৬]।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কানু।
চিনলহু রাই চিহ্নই নাহি জান ॥

কামোদমঙ্গল—ছোট দশকুশী।

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি ॥
নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে[৭]।

৫। ভঙ্গ প্রবণ; বাঙ্কম। ৬। ভ্রূ-ভঙ্গী।
৭। অলঙ্কার ও মণির ঝলক সে অঙ্গকান্তির নিকট মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে।

নবীন কিশোরী বরণ বিজুরি
সদাই মনেতে জাগে॥
সই সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিলুঁ দড়।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর বড়[১]॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

নাহি উঠল তীরে সো ধনি রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই[২]॥
একলি চললি ধনি হই আগুয়ান[৩]।
উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান[৪]॥

১। অত্যন্ত কাতর।

২। আমার মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

৩। অগ্রসর হইয়া একাকী চলিল।

৪। ফিরিয়া সখীকে বলিল, চলিয়া আইস। অর্থাৎ সখীদিগকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিবার ছলে পুনরায় আমাকে দেখিয়া লইল।

এ সখি পেখলুঁ অপরূপ গোরী।
বল করি চিত চোরায়লি মোরি॥
কিয়ে ধনি রাগি বিরাগিনী হোয়[১]।
আশ নৈরাশে দগধে তনু মোর॥
কৈছে মিলব মোহে সো ধনী অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাতে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারী।
ধৈরজ ধরহ মিলব বর-নারী॥

রাগ—ছুটাতাল।

শুন শুন এ সখী কর অবধান।
সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ॥
যব ধরি না দেখিয়ে সো চাঁদ মুখ।
তব ধরি মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
ঝর ঝর অনুখণ এ দুই নয়ান।
জরজর অন্তর না যায় পরাণ॥

১। সে রমণী আমার প্রতি অনুরাগিনী অথবা অন্যরূপ তাহা বুঝিতে পারি না।

ভাসঞে রভস-রস যদি নাহি হোয় ।
নিচয় না জীয়ব কহলম তোয় ॥
তুই এক পলকে মিলব বর-নারী ।
যদুনন্দন তব যাউ বলিহারি ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী ।

যব ধরি পেখলুঁ সো মুখ লাবণি
অপরূপ নয়ান সন্ধান ।
তব ধরি মঝু পরি বরিখে কুসুম-শর
দিন রজনী নাহি জান ॥
সখি সব শুন মোর মরমক বাত ।
বিরহক ধূমে ছট পট অন্তর
জীবন না রহে সোয়াথ ॥
যদুনন্দন কহ অব তুখ বিরমহ
সব সখী হোই এক ঠাম ।
বলতহিঁ ঐছনে রাই মানাইয়া
পুরায়ব তুয়া নিজ কাম ॥

বিহগড়া—ছুটা ।

আর কবে হবে মোর শুভখন দিন ।
নয়ানে নেহারিতে না বাসব ভিন ॥

এ সখি এ সখি নিবেদব তোয়।
সো কি সুধামুখী মিলব মোয় ॥ধ্রু॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়নে।
সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে ॥
কুচযুগ করে পরশিতে যব যাব।
করে কর বারি বয়ান পালটাব ॥
চরণ পরশি মুখে করব সরস।
রসাবেশে মঝু হিয়ে করব আলস ॥
রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর।
সফল জীবন তব হব মোর ॥
ঐছন কাতর নাগর ভাব।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনি পাশ ॥

সিন্ধু—রূপতাল।

শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন-মাঝ ॥
মুগধি[১] গোঙারী[২] কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব[৩] ঐছন রঙ্গ ॥

১। নির্ব্বোধ।
২। গ্রাম শব্দ হইতে 'গোঙার' হইয়াছে—গ্রাম্য অশিক্ষিত।
৩। রোষ করিবে।

বিপরিত বাণী কহলি তুহুঁ মে
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয় ॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায় ।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায় ॥
মাধবী কুঞ্জ কুসুম অনুপাম ।
তাঁহা তুহুঁ যাই অব করহ বিশ্রাম ॥
হাম সব যাইয়ে রাইক ঠাম ।
গোবিন্দদাস কহত পরিণাম ॥

বালা ধানশী—জপতাল ।

এত শুনি দূতি চলল ধনি পাশ ।
যৈছনে নাহক পুরয়ে আশ ॥
বচনক-ভাতি আপন কিয়ে সাঁচি ।
মিললি মুগধি সঞে গুরুজনে বাঁচি ॥
হেরি সুধামুখি হরিণ-নয়ানী ।
পুছইতে না পুছয়ে তা সঞে বাণী ॥
কহ যদুনন্দন কর অবধান ।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান ॥

ঝুমর ॥

ও শ্রীরাধে শুন শুন মরমক খেদ ।
তুহুঁ কয়লি তাক অন্তর ভেদ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ॥
রা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের লোর॥
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায়।
পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়॥
মন নিমগন গোরী-ভাবের প্রকাশে।
এক মুখে কি কহব যদুনাথ দাসে॥

জয়জয়ন্তী—ছোট হুঠুকী।

যব করু জলকেলি আলি[১] সঞে বালা।
হেরলুঁ পথে জনু চাঁদ কি মালা॥
অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি।
অনুখণ মাধুরী মরমহি জাগি॥
এ সখি এ সখি মোহে হেরি রাই।
বিহসি রহলি ধনি গীম মোড়াই

১। সখী

সো মুখ ঝলমল নিরমল জ্যোতি।
লোলিত নাসিক বেশর-মোতি॥
রঙ্গিম জাদ[২] বিথারল পীঠ।
চকিতহি মঝু মন লাগল দীঠ[৩]॥
ঐছে সুকেশিনী হাম নাহি পেখি।
চিত-মূরতি হিয়ে রহলহি লেখি[৪]॥
পদ-নখ-অঙ্গুলি যাবক-শোভা।
দশ ভই চাঁদ অরুণ বহু লোভা[৫]॥
সো পদ-কমল হৃদয় করি সেব।
গোবিন্দদাস যব অনুমতি দেব॥

২। বেণীর আগায় ঝুলানো রঙীন থোপা পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত অর্থাৎ বিলম্বিত রহিয়াছে।

৩। চকিতে আমার মন দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হইল, অর্থাৎ আমি অনিমিষে দেখিতে লাগিলাম।

৪। সেই চিত্র মূর্ত্তি খানি (চিত্র—সুন্দর) আমার চিত্তপটে লিখিত অর্থাৎ অঙ্কিত হইয়া রহিল।

৫। চাঁদ দশ হইল দেখিয়া অরুণ অত্যন্ত লোভযুক্ত হইয়া তাহাতে মিশিয়াছে।

সুহই—কাটা দশকুশী।

হাম পেখলুঁ গোরি কিশোরী।
ত্রিভুবন থীর বিজুরী কি জোরী[১] ॥ধ্রু॥
ভোগি-ভোগ পর[২] কনয়া সরোরুহ,
তহি পর খঞ্জন-খেলা[৩]।
বিধুন্তুদ ভানুক,[৪] কবলে মদন-ধনু,[৫]
দরশনে মনমথ গেলা॥
শুক নব হেরি, বিম্ব পর ধায়ত,[৬]
মোতিম দেখি মন

১। মনে হইল যেন স্থির বিদ্যুৎ ত্রিভুবন জড়াইয়াছে।

২। সর্পের ফণার উপর (লম্বিত বেণী=সর্প; মস্তকের কেশ =বিস্তৃত ফণা)।

৩। স্বর্ণ কমলে (মুখমণ্ডলে) খঞ্জন (নয়ন) নৃত্য করিতেছে।

৫। রাহু ও সূর্য্য; অর্থাৎ সিন্দুর বিন্দু (সূর্য্য) এবং তদুপরি মৃগমদ-তিলক (রাহু)।

৫। ভ্রূযুগল।

৬। শুক-চঞ্চু (নাসিকা) বিম্বফলের (অধরের) প্রতি লুব্ধ হইয়াছে।

৭। (কিন্তু) মতি (দশন) দেখিয়া ভগ্নমনোরথ হইতেছে।

শ্রবণে না শোহত, দোই রজনীকর[১],
তারক বেড়ল অঙ্গে[২] ॥
কনয়া ধরাধর, কুচযুগ মন্থর,
কেশরি-পতি-গতি থোর।
রণিত মনোহর, পদযুগ-নূপুর,
গোবিন্দদাস তহিঁ ভোর ॥

বালা ধানশী—একতালা।

চাচর চিকুর[৩] কুসুম ভরি লেল।
জনু আঁধিয়ারে উড়ু[৪] উগি গেল ॥
তাহে অধিক মুখ-মণ্ডল গোরা।
পুনমিক চাঁদ কিয়ে করল উজোরা ॥

১। দুইটি চন্দ্র (কুণ্ডল) শ্রবণ যুগলে ঝলমল করিতেছে; কিন্তু তাহাদের দ্বারা কর্ণ শোভা প্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু অঙ্গকান্তি তাহাদের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

২। নীল শাড়ীতে চুমকি আছে বলিয়া মনে হইতেছে যেন তারকা সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়াছে।

৩। কুঞ্চিত কেশ।

৪। তারকা; উগি গেল— আকাশে ছড়াইয়া পড়িল।

তহিঁ লতা সম তছু তনু দেখলি।
জনু দশ দীশে দৈবে নীহলি[৩] ॥
মঝু মনে মনমথ রাখলি গোরী।
বিছুরিতে চাহি নহি হোয়ে বিছোরি ॥
দেখিলুঁ কামিনি কহন না যায়।
পুন দরশন লাগি রচহ উপায় ॥
বয়ন উজোর তহি নয়ন সানন্দা।
নীল নলিনী দউ পূজল চন্দা ॥
পীন পয়োধর রোচি উজোরি[৪]।
শ্রীফল ফলিনী[৫] কনক মুঞ্জোরি ॥
ভনয়ে বিগ্যাপতি কানুক সহায়।
যো গুণবন্ত সো পুন পায় ॥

৩। নেহারিলাম, দেখিলাম; হঠাৎ দশদিক যেন উদ্ভাসিত হইল।

৪। উজ্জ্বল রুচি বা সৌন্দর্য্য।

৫। শ্রীফলে যেন সোণালি মুঞ্জরী ফলিয়াছে।

মঙ্গলরাগ—তেওট।

হরি হরি বিহি কি পুরব মঝু সাধা [১]।
হেরব পুন কিয়ে রূপ-নিধি রাধা॥
যদি মোহে না মিলব সো বর রামা।
তব জিউ ছার ধরব কোন কামা [২]॥
তুহুঁ ভেলি দুতী পাশ ভেল আশা [৩]।
জিউ বাঁধব কিয়ে করব উদাসা [৪]॥
শুনইতে বচন দূতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাঁহা রমণী-কদম্বে [৫]॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা।
হরি জপতহি তুয়া গুণমণি-মালা॥

ঝুমর

ও শ্রীরাধে শুন শুন মরমক খেদ।
তুহুঁ কয়লি তাক অন্তর ভেদ॥

১। সাধ, মনোরথ
২। তবে আর জীবন ধারণ করিব কোন কাজে?
২। আশা রজ্জু স্বরূপ হইল।
৪। এখন জীবন সে রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিব, না ছাড়িয়া দিব? (অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করিব)
৫। রমণী সমূহ; সখী সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমতী সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন।

কৃষ্ণের আপ্তদূতী।

শ্রীগৌরচন্দ্র

পাহিড়া—মধ্যম দশকুশী

কি মধুর মধুর, বয়েস নব কৈশোর,
মুরতি জগমনোহারি।
কি দিয়া কেমন বিধি, নিরমিল গোরা-তনু,
আকুল কুলবতি নারি॥
বিফলে উদয় করে, গগনে সে শশধরে,
গোরা-রূপে আলা তিন লোকে।
তাহে এক অপরূপ, যেবা দেখে চাঁদ-মুখ,
মনের আঁধার নাহি থাকে॥
চল চল হেমমণি, কিয়ে থির দামিনী,
ঐছন বরণক আভা।
তাহে নাগরালি[১] বেশ ভুলাইল সব দেশ,
মদন-মনোহর শোভা॥
যতি-সতী-মতি-হত, গেল মেনে কুল-ব্রত,
আইল জগতচিত-চোর।
রাধামোহনে কয়, গোরা না ভজিলে নয়,
এ ঘর করণে দেহ ডোর[২]॥

১। রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।

২। দেহ রজ্জু (ডোর) স্বরূপ হইয়া আমাকে গৃহকর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

নট রাগ—শেখর তাল

বিদগধ শেখর[১] ভুবন মনোহর
অপরূপ সুন্দর শ্যাম।
ব্রজপতি-নন্দন, নয়ন-আনন্দন,
জীতল কত কোটি কাম ॥
সজনি কি মোহন নটবর বেশ।
জন-মন-রঞ্জন জনু ঘন-চন্দন
মুরতি পিরিতি-বিশেষ ॥ধ্রু॥
বিশেষহি নিজ জন, অনুগত অনুখণ
পালক ভকত-নিদেশ।
নিরুপম গুণগণ, নিরুপম লাবণি
নিরুপম কুঞ্চিত কেশ ॥
নিরুপম বসন, ভূষণ মণি অভরণ,
কি কহব পদ-নখ-শোভা।
রাধামোহন পহুঁ, নিতি নব নৌতুন,
নৌতুন নারিক লোভা ॥

তিরোথা—নন্দন তাল

আলো আলো শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি ॥

কানু হেন ধন পরাণে বধিলা
এ কাজ করিলা কি ॥
বেলি অবসান কালে।
যবে গিয়াছিলা তুমি জলে।
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে ॥
দেখাইয়া বদন চাঁদে।
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহুঁ—তুরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে ॥
তারে হৃদয় দরশি থোর।
তার মন করিলা চোর ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন লো সুন্দরি
কানু জিয়াওবি মোর।

রাগ—জপতাল

হেদে লো সুন্দরী, প্রেমের আগরি[১]
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া,
কাঁদিয়া আকুল তথা ॥

১। পূর্ণ (মূর্ত্তি)।

রাই রাই করি ফুকারি ফুকারি
পড়ই ভুমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনি মিলে ॥
রাই অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরিতি, যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি ॥ধ্রু॥
প্রেম-অমিয়া বাড়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাস বলে রাখি কুল-শীলে[১]
পুরাহ মনের সাধা ॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

কামোদ রাগ—ছোট দশকুশী।

বিরহ বিয়াধি- বেয়াকুল সো পহুঁ
বরজল[২] ধৈরয লাজ।
বাসর যামিনি, বিলপি গোঙায়ই,
বসি বসি বিপিনক মাঝ ॥

১। কুলশীল রাখিয়া অর্থাৎ দূরে রাখিয়া।
২। বর্জ্জন করিল, ধৈর্য্য ও লজ্জা ত্যাগ করিল।

বিধুমুখি বেদন কি কহব আজ।
বিষম বিশিখ শর, বরিখণে জর জর,
বিকল বরজ-যুবরাজ ॥ধ্রু॥
বহু বৈদগধি, বিবিধ গুণচাতুরী,
বিছুরল সরহুঁ মুরারী।
বরিখক ঠামে, বোল তোহে পাবই,[১]
বাউর[২] ভেল বনমালি ॥
বেশ বিলাস, বিশেষহি বিরচল,
বিরমল ভোজন পান।
বোলইতে বদনে, বচন নাহি নিকসই,
বলরাম কি কহব আন ॥

মায়ূর—তেওট

চন্দন পরশি, চমকি ঘন উঠই,
চান্দকি কিরণে উজোর।
চারি পহর নিশি,[৩] বিলপি গোঙায়ই,
বিরহক নাহিক ওর ॥

১। প্রায় এক বৎসরের কাছাকাছি, 'তোমাকে পাইব' এই তাহার বুলি (বোল) হইয়াছে। ২। পাগল, উন্মত্ত।
৩। চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বল নিশির চারিপ্রহর কাঁদিয়া কাটান। কেননা জোছনা যামিনী দেখিলেই তোমার কথা মনে পড়ে।

সো হরি রোই তুয়া লাগি
চারু চিকণ ঘন, তনুরুচি জারল,
চণ্ড বিরহে জনু আগি[১] ॥ধ্রু॥
চামর-রুচির, চিকুর গড়ি যায়ত,
চিরখণে[২] না রহে বাণী।
চতুর শিরোমণি, চেতন তেজল,
চিত-পুতলি সম মানি[৩] ॥
চেতইতে তবহুঁ, নয়ন উনমিলই,
চম্পক-দামক নামে।
চাহি চাহি হিয়, পুনহি মুরছি রহু,
চরণে কি কহ বলরামে ॥

সুহই—দশকুশী।

সুন্দরি বেরি এক কর অবধানে[১]।
নয়ন কোণে যদি, নাহ নিরীখসি,
জীবন সফল করি মানে ॥ধ্রু॥

২। অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড বিরহ।

৩। বহুক্ষণে।

৪। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় মনে হয়।

১। একবার মনোযোগ করিয়া শুন।

খণে মুরছই খণে, আবেশে আলিঙ্গই,
সঘনে আপনা নিছনে।
কত বর-রমণী, যতনে নেহারই,
তুয়া বিনে জীবন নিদানে ॥
তুহারি বৃন্দাবন, তুহু সরবস ধন,
তো বিনে আন না চায়।
যদুনাথ দাস ভনে, চল বৃন্দাবনে,
রাখহ নাগর রায় ॥

কেদার—তেওট।

সুন্দরী সুবদনি তুহুঁ অগেয়ান।
গিরিধর পুরুখ, তরুণ নব কৈশোর,
অনুখণ তোহারি ধেয়ান ॥ধ্রু॥
যছু মুখ কোটি, শরদ শশি লাবণি,
সো তুয়া দরশন-আশে।
যছু রূপ ললিত, মদন মুরছায়ই,
সো তুয়া পরশ-অভিলাষে ॥
যছু গুণ অখিল, ভুবন করু কীর্ত্তন,
তুয়াগুণে তছু মন ভোর।
কো বিহি অপরূপ, তোহে নিরমায়ল,
শ্যাম হৃদয়-মণি-চোর ॥

সুপুরুখ পিরিতি, অমিয়াসুখ সাগর,
অতয়ে করবি অবগাহ।
তাকর বচনে, জীউ নিরমঞ্ছহ,
লাজধরম গেহ নাহ ॥
সো সুকুমার, হৃদয় ভেল আকুল,
মিলহ তাহে অতি সাধে।
কহ রাধাবল্লভ, যবহুঁ না মিলহ,
প্রেম করব পরমাদে ॥

ঝুমর

শ্রীরাধে শুন শুন মরমক খেদ !
তুহুঁ করলি তাক অন্তর ভেদ ॥

।কৃষ্ণের আপ্তদূতী—শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী—ধড়া তাল

নবকাম সুললিত[১] দেহ অনুপম।
ভকতের বশ নিজ জন-মনোরম[২] ॥

১। মহাপ্রভুর দেহকান্তি নবীন মদনের ন্যায়।
২। আপনার জনের চিত্ত-নয়নাভিরাম।

শচীর দুলাল গোরা অলপ বয়েস।
অতি অপরুপ সখি মনোহর বেশ ॥ধ্রু॥
তাহে অতি সুমধুর বচন চাতুরী।
অমিয়ার সার জিনি তাহার মাধুরী ॥
বুঝন না যায় নব ভাবের বিলাস।
পদধরি কহে রাধামোহন দাস ॥

মায়ূর—দশকুশী

ভাবিনি শুন কিছু করি অবধান।
রাধা নাম, কহই যব পন্থিক,[১]
শুনইতে আকুল কান ॥ধ্রু॥
কি রসে রিঝায়লি[২], সো বর নাগর,
অনুখণ তোহারি ধেয়ান।
রমণী শিরোমণি, জানলু তুহুঁ ধনি,
কথি লাগি সাধসি মান ॥

১। পথিক।
২। আপ্লুত করিলে।

কত কত নাগরি, গৌরী আরাধই,
যো পদ করই লোভ।
সো জন আকুল, তুয়া লাগি সুন্দরী,
কি ফল কঠিন সভাব[১] ॥
আপন পীতাম্বর, হরি চমকিত মন.[২]
তোহারি ভরমে দেই কোর।
বিগ্যাপতি কহ, শুন দেবি মাধবী,
রাখবি রাই হাম বোল ॥

বালাধানশী—জপতাল

সুন্দরী মাধব তুহে অনুরাগী।
তুহুঁ ধনি ঐছন ভেলি কথি লাগি ॥
যব ধরি তো সঞে ভেল সম্ভাষি
তব ধরি সব সুখ ভেল উদাসি[৩] ॥

১। কঠোরতা অবলম্বন করিয়া কি লাভ?

২। নিজের পীতবর্ণ বস্ত্র দেখিয়া তোমার কথা মনে হওয়ায় চমকিয়া উঠে।

৩। সেই অবধি তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখে উদাসীন।

তুহারি কাহিনি বিনু না শুনয়ে আন।
তুয়া গুণে বাঁধল প্রেম পরাণ॥
খনে খনে রাই বলি ছোড়য়ে নিশ্বাস।
মুদল নয়ন[১] না করে পরকাশ॥
চৌদিগে উছলি উছলি পড়ু লোর[২]।
অন্তর বেদন কো কহু ওর॥
লাখ কলাবতী আছে উহ ধাম।
স্বপনেহ[৩] কাহুক না করয়ে নাম॥
এক তুয়া তুয়া করি তেজয়ে পরাণ।
বড়কা প্রেম বড়হি এক জান[৪]॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেম অগেয়ান।
তনু সঞে পরবশ করত পরাণ[৫]॥

১। নয়ন মুদিয়া থাকে, চোখ মেলিয়া চাহে না।

২। অশ্রু। ৩। স্বপ্নেও।

৪। বড় লোকের প্রেমের কথা কেবল বড় লোকেই বুঝে। আমরা বুঝিতে পারি না সে কেন তোমার জন্য পাগল।

৫। শরীরের সঙ্গে প্রাণকে পরাধীন করে। অর্থাৎ প্রেম এমনই অজ্ঞান যে শুধু শরীরকে নহে, প্রাণকেও অপরের বশীভূত করিয়া ছাড়ে।

সুহই—ছোট একতালা।

মাধবী তরুতলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী॥
তোহারি চরিত অনুমানে[১]।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে॥
জল গেলে কি করিবে বাঁধে[২]॥
নিশি গেলে কি করিবে চাঁদে॥
জীউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিনা কি নন্দকুমারে॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম।
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥

তুড়ি—মধ্যম একতালা

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি যব সুপুরুখ জানি[৩]॥এ॥

১। তোমারই চরিত অর্থাৎ গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করে।

২। তুমি যদি এখন তাহাকে দর্শন না দাও, তাহা হইলে পরে গেলে আর কোনও ফলই হইবে না। জল চলিয়া গেলে বাঁধ দিয়া কি ফল হয়?

৩। সুপুরুষ বলিয়া যখন বুঝিবে, তখনই প্রেম করিবে।

সুজনক প্রেম হেম-সমতুল।
দহইতে কনক দ্বিগুণ হোয়ে মূল[১] ॥
টুটইতে না টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত ॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি[২] নাহি মানি।
সবহু কণ্ঠে নহে কোইল[৩] বাণি ॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত ॥
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত[৪] ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥

ভূপালী—সমতাল

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ-সঙ্গ

১। দাহন করিলে স্বর্ণের মূল্য যেমন বাড়ে, পরীক্ষা করিলে তেমনই সুজনের প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২। মুক্তা।

৩। কোকিল।

৪। সকল পুরুষ গুণবান এবং সকল রমণী গুণবতী হয় না।

সুপুরুখ-প্রেম কবহু নাহি ছাড় ।
দিনে দিনে চাঁদকলা যৈছে বাঢ় ॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসকন্দ ।
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত ॥
তুহুঁ যদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ[১] ।
চৌরী পিরীতি হোএ লাখগুণ রঙ্গ ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ ।
অতএ তাহে অনুরত বরজ সমাজ ॥
ভনই বিদ্যাপতি ইথে নাহি লাজ ।
রূপ গুণবতিক ইহ বড় কাজ ॥

রাগ—নন্দন তাল

কতএ কলাবতি যুবতি সুমূরতি
নিবসতি গোকুল মাহ[২] ।
হরি অব হাসি রভসে পুন কাহুকে
কুটিল নয়ানে নাহি চাহ ॥

১। প্রসঙ্গ ; অর্থাৎ তুমি যদি বলো, তাহা হইলে প্রসঙ্গ করি; অর্থাৎ তাঁহাকে বলি।

২। মাঝে।

সুন্দরি অতএ করিয়ে অনুমান।
শুভখনে স্বামি- বরত তুহুঁ ছোড়লি,
নারী-বরত নিল কান[১] ॥ধ্রু॥
তুয়া নিজ নাম- গান ঘন গাবই,
সোএকু আখর-রঙ্ক [২]।
শুনইতে রাতি, রতন রতি রাতুল,
চমকই তুহারি আশঙ্ক[৩] ॥
তুয়া গুণ-গাম নাম ঘন গাবই,
অবেকত মূরলী-নিশান।
সহচরি কোরে, ভোরে তোহে ডাকই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

১। কানাই রমণীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ রমণীর ন্যায় প্রেমে পাগল হইয়াছেন।

২। কৃপণ।

৩। তিনি অক্ষরের কৃপণ হইয়া মাত্র একটি অক্ষর ('রা') বলেন। এবং রকারাদি শব্দ যথা রাতি, রাতুল শুনিলে তোমারই কথা মনে হইয়া চমকিয়া উঠেন।

তিরোথা ধানসী—দশকুশী

সুন্দরি রমণী-জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ভাবয়ে,
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥ধ্রু॥
চাতক চাহি, তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা- অবলম্বন কারি,
মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥
কেশ পসারি, যবহু তুহুঁ আছলি,
উর পর অম্বর আধা।
সো সব সোঙরিতে কানু ভেল আকুল
কহ ধনি কোন সমাধা।
তাকর অন্তর, জ্বলই নিরন্তর,
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥
কিঞ্চিত কাল, কলপ করি মানই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

শ্রীরাগ—দশকুশী।

কিএ হিমকর-কর, কিএ নিঝর-ঝর,
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিএ কিসলয় কিএ, মলয় সমীরণ,
জ্বলত সো চন্দন-পঙ্ক॥
অব অবধারলুঁ রে কানু তুয়া পরশক রঙ্গ।
নাগরি কোরে, ভোরি মুরছায়ই,
অপূরব মদন-আতঙ্ক॥ধ্রু॥
যনু নব জলধর, ধরণী লোটায়ই,
আকুল চিকুর বিথারি।
রাধা নামে, নয়নে ঘন বরিখয়ে,
আরতি কহই না পারি॥
ধনি ধনি তুহু ধনি রমণী-শিরোমণি,
কানুসে যাহে একান্ত।
তুয়া পদ পঙ্কজ, ভালে না ছোড়ই,
গোবিন্দ দাস মতিমন্দ॥

ঝুমর

ও শ্রীরাধে দশমি দশা ভেল কান।
তুহুঁ যদি না মিলবি তেজব পরাণ॥

কৃষ্ণের দশ দশা।

গৌরচন্দ্র

ভূপালী—একতালা।

দেখ দেখ গোরা চাঁদে।
কাঞ্চন রঞ্জন- বরণ মদন-
মোহন নটন ছাঁদে॥
পূরব পিরীতি কহে।
কিশোর বয়সে ভাবের আবেশে
পুলক পূরল দেহে॥
কে জানে মরম-ব্যথা।
যমুনা-পুলিন- বন-বিহরণ
কহয়ে সে সব কথা॥
নীরজ নয়নে নীর।
রাধার কাহিনী কহয়ে আপনি
তিলেক না রহে থির॥
গদাধর করে ধরি।
কাঁদন মাখন কহিতে বচন
বোলে হরি হরি হরি॥

ভাবে জর জর তনু।
ছুটল মাতল কুরঙ্গ গমনে
বনের দলন জনু॥
খেনে হাসে কাঁদে নাচে।
অধর কম্পিত রহয়ে চকিত
খেনে প্রেমধন যাচে॥
এ যদু নন্দন কহে।
তুমি কি না জান গোকুল-মোহন
গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে॥

লালসা

সুহই—দশকুশী।

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনি জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাণি
স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥

'রা' কহি 'ধা' পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখ-মণি লোটায় ধরণি পুন
কো কহ আরতি[১] ওর॥
গোবিন্দ দাস তুয়া চরণে নিবেদল
কানুক এতহু সম্বাদ।
নীচয়ে জানহ তছু দুখ-খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ[২]॥

উদ্বেগ দশা

আড়াশ

কাঞ্চন যূথি[৩] কুসুম-ময় গোরি।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥

১। আর্ত্তি; অনুরাগ-জনিত দৈন্য।

২। কেবল তোমার প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহই তাহার দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ।

৩। স্বর্ণ যূথি (হিন্দী সোণা জুহি)

তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়[১]।
সো তনু-তাপে ভসম ভই যায় ॥
শুন শুন ও বৃষভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি।
ঝামর[২] নিল-উতপল-দল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়ন-তরঙ্গ ॥
বিগলিত মুরলি খুরলি[৩] রহু দূর।
অনুখন মদন-দহন ভরিপূর ॥
বিছুরল[৪] পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটী।
সহচর মেলি মরত জীউ ফাটি ॥
জীউ রহত অব তুয়া রস-আশে
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দ দাসে ॥

১। কুসুম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাধা-ভ্রমে তাহাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন; ইহাতে উন্মাদ দশা সূচিত হইতেছে।

২। মলিন।

৩। অভ্যাস বশতঃ পুনঃ পুনঃ বাদন। পুনঃ পুনঃ বাদন দূরের কথা, হস্ত হইতে মুরলী স্খলিত হইয়াছে।

৪। বিস্মৃত হইল।

জাগর্য্যা-দশা

সুহই—একতালা

গহন বিরহ-গহ[১] লাগি। রজনী পোহায়ই জাগি[২] ॥
করতহিঁ তোহারি ধেয়ান। নীঝরে[৩] ঝরই নয়ান ॥
এ ধনি জনি কহ আন। তো বিনে আকুল কান ॥
শীতল পীত নিচোল। তোহারি ভরমে[৪] করু কোর ॥
সো রস পরশ না পাই। মুরুছিত ধরণি লোটাই।
মন মাহা[৫] মদন-তরঙ্গ। ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ ॥
কহত ভরমময়[৬] ভাষ। না বুঝল গোবিন্দ দাস[৭] ॥

১। প্রগাঢ় বিরহ-বেদনা রূপ গ্রহ লাগিয়াছে।

২। শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিরহরূপ কুগ্রহ লাগায় রাত্রি জাগিয়া পোহাইতেছেন।

৩। অবিরলধারে (নির্ঝরের ন্যায় ?)

৪। ভ্রমে। ৫। মন মধ্যে।

৬। ভ্রমপূর্ণ,—প্রলাপ।

৭। এই পদে শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ ব্যাধি, জাগর্য্যাদশা সমূহ ব্যক্ত হইয়াছে।

তানব দশা

সুহই—সমতাল

শুন শুন গুণবতী রাধে
মাধব বধিলে কি সাধিবে সাধে[১] ॥
চান্দ দিনহি দিন হীনা[২] ।
সো পুন পালটি খেনে খেনে খীনা[৩] ॥
অঙ্গুরি বলয়া পুন ফেরি[৪] ।
ভাঙ্গি গঢ়ায়ব বুঝি কত বেরি ॥
তোহারি চরিত নাহি জানি ।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি ॥

১। কি সাধ অর্থাৎ অভিলাষ সাধিতে (সিদ্ধ করিবে) ?

২। চাঁদ দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৩। (কিন্তু তোমার বিরহে) কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছেন।

৪। শ্রীকৃষ্ণ এত কৃশ হইয়াছেন যে তাঁহার অঙ্গুলি বলয়ের ন্যায় হস্তে ঘুরিতেছে (ফেরি)—তানব দশা।

জড়িমা দশা

আড়ানা—ডাশ পাহিড়া।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শূতি রহল হরি কছু না আলাপি ॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোড়ি ॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ ॥ধ্রু॥
যোই নয়ন-ভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর-তরঙ্গ ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নিরস ভেল দীঘ নিশাস ॥
বিদ্যাপতি কহে মিছ নহ ভাখি[১]।
গোবিন্দ দাস কহ তুহুঁ তাহে সাখি ॥

১। ভাষা, কথা।

২। বিদ্যাপতির অনেক পদের কলি নষ্ট হওয়ায় গোবিন্দদাস তাহার পূরণ করিয়া নিজের নাম ভণিতায় যোগ করিয়া দিয়াছেন, এই পদটি তাহার উদাহরণ।

বৈয়গ্র্য দ

সুহিনী—ছোট একতালা।

সে যে নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে পুরয়ে গাত॥
সে যে অবনত করি শির। লোচনে ঝরএ নীর॥
যদি বা পুছি এ বাণী। উলট করয়ে পাণি॥
এধনি কহিএ তাহারি রীতে। আন না বুঝবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বটু চণ্ডীদাসে গায়॥

ব্যাধি দশা

সুহই—ছোট সমতাল

শুন শুন গুণবতি রাই। তো বিনু আকুল কানাই॥ধ্রু॥
সো তুয়া পরশক লাগি। ছটফটি যামিনি জাগি॥
খিন তনু মদন হুতাশে। তেজই উতপত[১] শ্বাসে॥
চীত পুতলি[২] সম দেহ। মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি[৩]। নিঝরে ঝরয়ে দুটী আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার। করহ গমন উপচার॥

১। উত্তপ্ত।

২। চিত্রপুত্তলিকা।

৩। অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষা।

উন্মাদ দশা

তুড়ি—একতালা

এ ধনি কর অবধান। তো বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিনু খেনে হাস। কি কহয়ে গদ গদ ভাষ ॥
আকুল অতি উতরোল। 'হা ধিক' 'হা ধিক' বোল ॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ। ধরই না পারই কেহ ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি। রূপনারায়ণ সাখি ॥

মোহ দশা

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
কানুক নবমি দশা হেরি সহচরি
ধরই না পার পরাণ ॥ধ্রু॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না পারিয়ে
তেজত তাহে ঘন শ্বাসে।
তেজত পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে
রহত তোহারি আশোয়াসে ॥

কি জানিয়ে কি খেনে নেহারল তুহুঁ রূপ
তব ধরি আকুল ভেলি।
খেনে খেনে চমকি চমকি অব মুরুছয়ে
হেরি রোয়ত সখি মেলি॥
কোই যব তোহারি নাম কহে শ্রবণহিঁ
তবহিঁ নয়ন-পরকাশ।
এতহুঁ নিদেশ[১] কহল তোহে সুন্দরি
পামরি[২] বল্লভ দাস॥

৬ দশমী দশা

রাগ—ছোট দশকুশী।

ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন॥
দেখিতে দেখিতে আইল ব্যাধি
যত তত করি না হয়ে শুধি[৩]॥

১। সংকেত।
২। পদকর্ত্তা সখিভাবে বলিতেছেন, এইজন্য 'পামরী'।
৩। যত চেষ্টা করি, কিছুতেই শুদ্ধ অর্থাৎ রোগমুক্ত হয় না

না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায়ে আহার না পিয়ে নীর॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই[১]
কাঠের পুতলি রৈয়াছে চাই॥
তুলা খানি দিলুঁ নাসিকা মাঝে[২]।
তবে সে বুঝিলুঁ শোয়াস আছে॥
আছয়ে শোয়াস না রহে জীব[৩]।
বিলম্ব না সহে আমার দীব[৪]॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা॥
কেবল মরমে ঔখধ[৫] রাধা

১ মানুষ চিনিতে পারে না। চোখে পলক পড়ে না।
২। নাসিকায় তুলা ধরিলে বুঝা যায় যে শ্বাস আছে।
৩। কিন্তু জীবন থাকে না।
৪। আমার দিবা।
৫। ঔষধ।

শ্রীগৌরচন্দ্র

তুড়ি—রূপক ।

আজু এক অপরূপ গৌরাঙ্গের ভাব ।
শুনিয়া বুঝহ এই করি অনুভাব ॥
সোণার বরণ তনু অতি মনোহর ।
লাবণ্যের সীমা তার প্রথম কৈশোর ॥
কৃষ্ণগুণ কেহ যদি কহে তার পাশে ।
লাজে অবনত মুখ করে উপহাসে ।
পুনরপি কহে ভাবে তোমরা যাই ভজ[১] ।
আমার উচিত নহে এই বড় লাজ ॥
এতেক কহিতে গোরা ছলছল আঁখি ।
ভাবের বিকার হেন মন দেয় সাখি ॥
যাচে রাধামোহন রাঙ্গা চরণ তাহার ।
প্রেম-লব-কণিকা এই জগতের সার ॥

১। ভাবের আবেশে বলেন যে তোমরা গিয়া কৃষ্ণকে ভজন কর, আমি যাইব না।

বেলোয়ার—কন্দর্প তাল।

আকুল[১] চিকুর- মিলিত মুখমণ্ডল,
কুণ্ডল গণ্ডহি দোল।
পীতাম্বর উরে, পহিরণ অঞ্চল,
চঞ্চল মদন হিলোল॥
সজনি অপরূপ সুন্দর শ্যাম।
মুনিমন-মোহন, রমণী-বিমোহন,
মোহিত রাইক নাম॥ধ্রু॥
ব্রজ নব নাগর, বরগুণ আগর,
সাগর রূপহি ওই।
নিখিল কলা-গুরু, কেলি-কলপতরু,
ত্রিভুবনে আর নাহি কোই॥
ভাব-বিভাবিত, অন্তর গরগর,
মন্থর পদ গতি-ভঙ্গী।
রাধা মোহন পহুঁ, মনহিঁ জাগয়ে মুহু,
আপন নিজ রস-সঙ্গী॥

১। সমীরণহিল্লোলে চঞ্চল।

শ্রীমতীর উক্তি

ধানশী—জপতাল।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব কাহ্নুক ঠাম॥
বচনক চাতুরী হাম নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরী মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপনক কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরতক বাত
কৈছনে মিলব নাগর সাথ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান
বিদ্যাপতি কহ কি বোলব তোয়
অবকে মীলন সমুচিত হোয়॥

সখী-শিক্ষা

কানাড়া—দশকুশী।

হাম শিখায়ব চরিতবিশেষ।
পহিরণ অম্বরে ঝাঁপবি কেশ[১] ॥ধ্রু॥
পহিলহিঁ যাওবি শয়নকি ওর।
আধ নেহারবি বঙ্কিম থোর[২] ॥
যবে পিয়া করে ধরি লেউ নিজ পাশ।
মৌনে রহবি ধনি গদগদ ভাষ[৩] ॥
পিয়া-পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ।
নহি নহি বোলবি নয়ন-বিভঙ্গ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি কি কহব হাম।
আপে গুরু হোই শিখায়ব কাম[৪] ॥

১। পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা কেশ ঢাকিবে, অর্থাৎ ঘোমটা দিবে।

২। ঈষৎ বঙ্কিম নয়নে একটু চাহিয়া দেখিবে।

৩। চুপ করিয়া থাকিবে অথবা গদগদভাবে কথা কহিবে।

৪। বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে আমি আর কি বলিব; কামদেব আপনি গুরু হইয়া সমস্ত শিখাইয়া দিবে।

শ্রীরাধার উক্তি

শ্রীরাগ—মণ্টক তাল।

না জানিয়ে প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কৈসে মিলব হাম সুপুরুখ-সঙ্গ ॥
তোহারি বচনে যব করব পিরীতি।
হাম শিশুমতি অতি অপযশ ভীতি ॥
সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস[১] কবহুঁ নাহি হোয় ॥ধ্রু॥
কানু বর নাগর নব অনুরাগি।
পাঁচ শরে মদন মনোভব জাগি ॥
দরশনে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব রাখব কোই[২] ॥
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
শুনহ ঐছন তাক বিলাস ॥

১ মিলন, সম্ভোগ।
২। যখন প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, তখন কে রক্ষা করিবে ?

সখীর উক্তি

কামোদ—ছোট দশকুশী

নামহি যাক মদনময় জগনারী
দরশনে পরশক সুখ[১]।
দরশ পরশ সুখ কো করু অনুভব
তুহুঁ কাহে তাহে বিমুখ ॥
সুন্দরি দূরে কর মিছই তরাস।
আপন হৃদয় সখী কাহে না পুছহ[২]
কৈছে মরম অভিলাষ ॥
এক সখী বাত কহল যব ঐছন
মৌনহি অনুমতি দেল।
তবহিঁ সখীগণ বেশ বনায়ত
আনন্দে নিমগন ভেল ॥

১। অন্য এক সখী বলিতেছেন যে তোমার আশঙ্কা অমূলক। তুমি যাহার সহিত মিলিত হইতে যাইতেছ, তাহার নাম মাত্রে নিখিল রমণীকুল কাম-মোহিত হয় এবং তাহার দর্শনেই স্পর্শ-সুখ অনুভূত হয়।

২। তুমি নিজের হৃদয়কে কেন জিজ্ঞাসা কর না!

পুন সবে করগহি[১] রাই অভিসারল
লীলা দরশক আশে।
ঐছন সময় দরশ কিএ পাওব
কহ রাধামোহন দাসে ॥

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

সখিগণ সঙ্গে, চলু বর রঙ্গিনী,
শোভা বরণি না হোই[২]।
কত শত চাঁদ, চরণ তলে নিছই
লাখ মদন তাঁহি রোই ॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম-রঙ্গ[৩]।
পদ দুই চারি, চলত পুন ফিরই,
ভীতহিঁ কম্পিত অঙ্গ ॥ধ্রু॥
ঐছন ভাতি, আওল যাঁহা মাধব,
দ্বারহিঁ পুন রহু ঠারি।

১। কর গ্রহণ করিয়া।
২। সখী-পরিবৃতা শ্রীরাধার শোভা বর্ণনা করা অসম্ভব
৩। প্রথম মিলনের কৌতুক।

অদভুত মনহিঁ, বিলাসন উনমুখ,
তবহিঁ নয়ানে ঝরু বারি[১] ॥
পুন পরবোধি, নিকটহিঁ আনিয়া
কহে সখী সুমধুর বাণি।
বুঝি করবি রতি, জগত দুলহ অতি,
কমলিনী সোঁপলুঁ আনি ॥
আপন করি তোহে, ইহ যৈছে জানত[২],
ঐছন করবি আচার।
মধুসূদন পুন, চন্দন বিলেপন[৩]
বর কুসুমে সুশিঙ্গার[৪] ॥
কহ রাধামোহন, ঐছন শুভ দিন,
আর কি এ হোয়ব মোরি।
নিজ জন জানি, সেবনে নিয়োজব
সদয়-হৃদয় মোহে গোরি ॥

১। মনে বিলাসের ঔৎসুক্য রহিয়াছে অথচ চোখে অশ্রু ঝরিতেছে।

২। তোমাকে পর না ভাবিয়া আপনার জন মনে করে, এই প্রকার ব্যবহার করিবে।

৩ হে মধুসূদন আবার উহার অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিও।

৪। সুন্দর সুন্দর ফুলে বেশ বনাইয়া দিও। এখানে কুসুমে সুশিঙ্গার বলাতে কুসুমেষু শিঙ্গার এইরূপ শ্রুত হওয়ায় শ্লেষ হইয়াছে। কুসুমেষু = মদন।

ললিত—দশকুশী।

সকল সখী, পরবোধি কামিনী[১],
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধা, বিপিনে সো মৃগী[২],
তেজই তীখন নিঃশ্বাস॥
বৈঠলি শয়ন- সমীপে সুবদনী,
যতনে সমুখি না হোয়।
ভেলি মানস, ভ্রমই দশ দিশ[৩]
দেলি মনমথ ফোয়[৪]॥
কঠিন কাম, কঠোর কামিনী,
মানে নাহি পরবোধ।
নিবিড় নিবন্ধ,[৫] কঠিন কুচ-কঞ্চুক,[৬]
অধরে অধিক নিরোধ[৭]॥

১। নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া।

২। যেন ব্যাধ বনের হরিণীকে বান্ধিয়া আনিয়া দিল।

৩। মানস অর্থাৎ অভিলাষ হইল; কিন্তু দিশাহারা হইয়া পড়িল।

৪। মন্মথকে ধিক্কার দিল।

৫। নীবি-বন্ধ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ।

৬। কাঁচুলি কঠিন ভাবে বাঁধা।

সকল গাত, দুকূল দৃঢ় অতি[১]
কতিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে, পরাণ পরিহরে,
পূরব কী রতি-আশ[২] ॥
কান্ত কাতরে, কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী-পায়!
প্রাণ পীড়ন, রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায় ॥

কামোদ—যপতাল

বালি বিলাসিনী আকুল কান[৩]।
মদন কৌতুকি কিয়ে হঠ নাহি মান[৪] ॥
একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটী।
করে ধরইতে কত করুণা কোটী[৫] ॥

১। অধর এবং ওষ্ঠ দৃঢ়ভাবে চাপা।

২। সমস্ত দেহে বস্ত্র দৃঢ়ভাবে জড়ানো।

৩। আশা কি পূর্ণ হইবে?

৪। শ্রীমতী বিলাসোৎসুকা বটে কিন্তু বালিকা। কৃষ্ণ কামার্ত্ত।

। মদন-কুতুকিনী বালা লজ্জাধিক্যবশতঃ বলপ্রকাশ কিছুতেই মানিতেছে না।

৬। কোটীবার কাতরোক্তি করিতেছে।

হঠ পরিরম্ভনে নহি নহি বোল।
হরিডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল[১] ॥
নয়নক অঞ্চলে চঞ্চল ভান[২]।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ ॥

কেদার—ছুটা।

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্ক[৩]।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি-পরিযঙ্ক[৪]।
চলইতে আলি চলই পুন[৫] চাহ।
রস-অভিলাষে আগোরল নাহ[৬] ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনি নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি[৭] ॥ধ্রু॥

১। সিংহের ভয়ে তাহার বক্ষোস্থিত হরিণীর ন্যায় আন্দোলিত বা কম্পিত হইতে লাগিল।

২। দৃষ্টির অঞ্চলে অর্থাৎ অপাঙ্গদৃষ্টিতে চঞ্চলতা দেখা দিল।

৩। আতঙ্ক। ৪। কৃষ্ণের পর্য্যঙ্ক।

৫। সখী যাইতে প্রস্তুত হইলে সে তাহার সহিত যাইতে চাহিল।

৬। পথ-রোধ করিল। ৭। গ্রাম্য, নির্ব্বোধ।

পরশিতে তরসি করহিঁ কর ঠেলই[১] ।
হেরইতে বয়ন নয়ন-জল খলই ॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ ॥
শূতলি ভীত-পুতলি সম গোরি[২] ।
চীত-নলিনি অলি রহই আগোরি[৩] ॥
গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম ।
রূপকে কূপে মগন ভেল কাম[৪] ॥

১। স্পর্শ করিতে, ত্রাসে হস্ত দ্বারা হস্ত সরাইয়া দিল।

২। ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত পুতুল যেরূপ, সেইরূপ ভাবে শুইয়া রহিল।

৩। চিত্রিত কমলে যেন ভ্রমর আবদ্ধ হইয়া রহিল।

৪। মনে হইল যেন রূপের গহ্বরে কাম ডুবিয়া রহিল। অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের প্রভাবে তাহার সমস্ত চেষ্টা যেন শান্ত, স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কড়খা ধানশী-মধ্যম ছুটাতাল

সৌরভে আগরি[১], রাই সুনাগরী,
কনকলতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি, কোরে আগোরল,
কুঞ্জে ভুজঙ্গম-রাজ[২]।
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল ভুজগ কোরে, ছোড়ি মুগধি সখী
গমন-যুগতি না যুয়ায়[৩] ॥
চন্দ্রক-চারু, ফণাগণ-মণ্ডিত[৪],
বিষ বিষমারুণ দিঠি।

১। অগ্রগণ্যা।

২। কুঞ্জে সর্পরাজ হরিচন্দন মনে করিয়া শ্রীরাধাকে জড়াইল। সর্প চন্দনতরুতে বাস কবিতে ভালবাসে এইরূপ প্রবাদ আছে।

৩। সখীগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখিবার জন্য ঐস্থানে থাকিবার ছল অন্বেষণ করিতেছেন—বলিতেছেন, আমাদের মুগ্ধা সখীকে কৃষ্ণ সর্পের কোলে ছাড়িয়া দিয়া আমাদের কি অন্যত্র যাওয়া সঙ্গত ?

৪। গবাক্ষের অন্তরালে স্থিতা সখী বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃত কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ শ্রীমতীর নিকট এতক্ষণ সর্পের ফণার মত বোধ হইতেছিল এবং তাঁহার বিষম অরুণিম দৃষ্টি বিষের ন্যায় মনে হইতেছিল।



রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মিঠি[১] ॥
এক সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহি
পুলকিনী কাঁপই রাই[২] ।
গোবিন্দ দাস কহ মেলি সবহুঁ সখী
বুঝহ পরশ অবগাই[৩] ॥

ঝুমর ধামালি

বালি বিলাসিনী আকুল কান ।
মদন কৌতুকি কিয়ে হট নাহি মান ॥

১। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তাঁহার দশনের মধুর দংশনের জন্য রাইয়ের অধর লুব্ধ হইয়াছে।

২। অন্য সখী কৌতুক করিয়া বলিতেছেন যে, রাই রোমাঞ্চিত কলেবরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, উহা কি ভয়ের জন্য বা শীতের জন্য ?

৩। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, সখীগণ তোমরা সকলে মিলিয়া ঐ স্পর্শসুখে একবার অবগাহন করিলে বুঝিতে পারিবে কেন শ্রীমতী কাঁপিতেছে।

সম্ভোগ

গৌরচন্দ্র।

সুহই—বড় দশকুশী।

ও তনু সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়নে বহে প্রেম-লোর ॥
আজানু লম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তহিঁ অলি গুঞ্জই শবদ রসাল ॥
লোল বিলোকন নয়নহিঁ লোর।
রসবতী-হৃদয়ে বান্ধল প্রেম-ডোর ॥
পুলক-পটল[১] বলয়িত[২] শ্রীঅঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী-তরঙ্গ[৩] ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌর-চরণ নখর-কিরণ ঘটায় ॥

বেহাগ মিশ্র সুহিনী—লোফা।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোহে সোঁপলুঁ ধনী রাই ॥

১। রোমঞ্চ সমূহ।

২। শোভান্বিত।

৩। সেই সুন্দর তনু আলিঙ্গন করিতে প্রেমবতীগণের হৃদয়ে অনঙ্গহিল্লোল বহে।

কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভুকিল মধুকর[১] ॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচ বাণ[২] ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ ॥
গণইতে মোতিম হারা।
ছলে পরশবি কুচ-ভারা[৩] ॥
না বুঝয়ে রতি-রস-রঙ্গ।
খেণে অনুমতি খেণে ভঙ্গ ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহায়বি ফুলধনু ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
দোতীক মিনতি তুয়া পায়ে ॥

১। পিপাসার্ত্ত ভ্রমর।

২। পাঁচবাণ অর্থাৎ কন্দর্পকে ভুলিও না। অর্থাৎ কামশাস্ত্র অনুসারে লালিত্যময় বিধান করিও।

৩। শ্রীমতীর কণ্ঠের মোতীর মালা গণিবার ছলে কৌশলে কুচ স্পর্শ করিবে।

কেদার মিশ্র বেহাগ—তেওট।

অবনত-বয়নী না কহে কিছু বাণী
পরশিতে বিহসি ঠেলই বহু পানি ॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব[১] নায়রী না মানয়ে বোধ ॥
পিরীতি বচন পুন কহল বিশেষ[২]।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে লবলেশ[৩] ॥
পহিরণ বসন ধরল যব হাতে।
তব ধনি দীব দেই নিজ মাথে[৪] ॥
রস-পরসঙ্গ কয়ল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব[৫] নামে দেই ভঙ্গ ॥
নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে না যুয়ায় ॥

১। নবোঢ়া।

২। শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার প্রণয়ের কথা বিশেষ করিয়া কহিলেন।

৩। তাহাতে দেখিলেন যে রাধার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র (রতির) ইচ্ছা উদিত হইয়াছে। ৪। মাথার দিব্য দিতে লাগিল।

৫। প্রস্তাব; নিজের কোন কথার (পরথাব—প্রস্তাব) লেশমাত্র (নামে) উত্থাপিত হইলেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেয়।

কেদার মিশ্র বেহাগ—মধ্যম দশকুশী।

মনমথ কেলি, লুবধ অতি মাধব,
ধরলহি রাইক পাণি।
করে কর বারি, হৃদয় অতি কম্পিত,
কহইতে গদ গদ বাণী॥
দেখ রাধামাধব-বিলাসে।
অতি রসে ভোরি, গোরী তনু বেড়ল
জলদ বিজুরী জনু বাসে[১] ॥ধ্রু॥
কুচ-করপরশনে, চমকি উঠয়ে ধনী
লোচনে জল ভরি পূর।
দশনক ঘাতে, অধর বিখণ্ডন,
নীবি-বন্ধন করু দূর॥
কোরহি জোরি, উবরী পুন সুন্দরী,[২]
চললি তেজি পুন নাহ।
সহচরি ধাই, বাহু ধরি আনল,
ভ রস-নিরবাহ[৩] ॥

১। মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় মনে হইতেছে।
২। সুন্দরী বলপূর্ব্বক কোল হইতে উঠিয়া চলিলেন।
৩। রস-নির্ব্বাহ (সম্ভোগ) কষ্ট সাধ্য।

কৌবিভাস—জপতাল।

সখী পরবোধি শয়নতলে আনি।
পিয়া-হিয়া হরষি ধরল নিজ পাণি॥
পরশিতে বালি মলিন ভই গেলি।
বিধু-কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি॥
নহি নহি কহু নয়নে ঝরু লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর[১]॥
আলিঙ্গিতে নীবিবন্ধ বিন্দু খোলি।
করে কুচ-পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত থর থর কাঁপে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি ধৈরয সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥

ঝুমর

বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন-কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥

১। শয্যার সীমা বা প্রান্তভাগ।

নবোঢ়া-রসোদ্গার

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী ।

পুলক বলিত অতি, ললিত হেম-তনু
অনুখন নটন বিভোর ।
কত অনুভাব, অবধি নাহি পাইয়ে
প্রেমসিন্ধু বহ নয়নহি লোর [১] ॥
জয় জয় ভুবন-মঙ্গল-অবতার ।
কলিযুগ-বারণ- মদ-বিনিবারণ,
হরিধ্বনি জগতে বিথার[২] ॥ধ্রু॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি খেনে রোয়ই
আকুল গদ গদ বোল ।
প্রেম ভরে গর গর না চিনে আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোর ॥
ইহ রস-সায়রে, মগন সুরাসুর
দিন রজনি নাহি জান ।
গোবিন্দ দাস, বিন্দু লাগি রোয়ই
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥

১। নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে যেন প্রেমসিন্ধু বহিতেছে।

২। কলিযুগ রূপ হস্তীর মদ-নিবারণকারী অর্থাৎ প্রভাব-খর্ব্বকারী যে হরিধ্বনি তাহা জগতে বিস্তার (বিথার) করিয়াছেন। এই জন্য মহাপ্রভুকে ভুবনমঙ্গল-অবতার বলা হইয়াছে।

সখীর উক্তি

সুহিনী—দুঠুকী।

আজি কেন তোমা (ধনি) এমন দেখি
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি[১] ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল বেথা ॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা[২]।
দেব-অবঘাত হৈয়াছে পারা[৩] ॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরমে বাজে ॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি[৪]।
প্রেম কলেবরে দিয়েছে সাখি ॥

১। প্রেমের আবেশে ছলছল আঁখি ঢুলু ঢুলু করিতেছে।

২। সখী রঙ্গ করিয়া বলিতেছেন পুনঃ পুনঃ আকাশের দিকে চাহিতেছ কেন? তারা গণিতেছ নাকি? অর্থাৎ অন্যমনস্কতা হেতু শ্রীমতী কেবলই আকাশের দিকে চাহিতেছেন। অথবা অভিসারের সময় হইল কি না তাহা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে পুনঃ পুনঃ আকাশের দিকে চাহিতেছেন।

৩। অনেক সময়ে দেবতাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির উর্দ্ধদৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। অঞ্চলে সোণা বাঁধা থাকিলে যেমন বস্ত্রের সূক্ষ্মাবরণ ভেদ করিয়া তাহার জ্যোতিঃ ধরা পড়ে। তেমনি কাহারও হৃদয়ে প্রেম আবির্ভূত হইলে চোখে মুখে তাহার চিহ্ন প্রকটিত হয়।

বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ় ।
গোপত পিরীতি বিষম বড় ॥

বিভাস্—বৃহৎ জপতাল ।

চৌদিগে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ[১] ।
বচনক ভাঁতি, বুঝই না পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥
সুন্দরি কী ফল পরিজনে বাঁচি[২] ।
শ্যাম সুনাগর, গোপত প্রেমধন
জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি[৩] ॥ধ্রু॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখি ॥
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই[৪]
এত দিনে পেখলুঁ আঁখি ॥

১। আবৃত দেহ পুনরায় আবৃত করিতেছ—যেন কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা।

২। বাঁচাইয়া বা বঞ্চনা করিয়া ।

৩। আমি জানিলাম যে তুমি শ্যাম নাগরের গুপ্ত প্রেম রত্ন হৃদয় মধ্যে সঞ্চিত (সাঁচি) করিয়াছ ।

৪। (অঞ্চলের) গাঁঠিতে সুবর্ণ থাকিলে, তাহা মুখের চেহারায় দীপ্তি পায় (ঝলকই)। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেও গোপন রাখা যায় না।

গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জীতলি মনমথ-রাজ[২]।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ,
মৌনহিঁ সমুঝলুঁ কাজ[৩]॥

রামকেলি—আড়া দুঠুকী।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলুঁ অদভুত কাজে॥
তুহুঁ বর নারী চতুরবর কান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ[৪]॥

১। মনোরথ-গহনে (প্রেমের নানা আকাঙ্ক্ষা রূপ নিবিড় অরণ্যে) তুমি যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছ না, এইরূপ বোধ হইতেছে।

২। মনে হইতেছে যেন তুমি কন্দর্প-শ্রেষ্ঠকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অথবা মন্মথ রাজাকে জয় করিয়াছ।

৩। পদকর্ত্তা সখীকে বলিতেছেন—তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। শ্রীরাধার মৌন ভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে কি ঘটিয়াছে।

৪। দশবার দগ্ধ সুবর্ণ; সুবর্ণ যত বার দগ্ধ করা যায়, ততই তাহার বর্ণ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।

এখনি এখনি বহু পরিহার[১]।
নিজ জন জানি না কহ বেভার ॥
খেনে খেনে আলসে মুদসি আধ আঁখি।
নিজ তনু-ছাহে চাহি কর সাখি[২] ॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত।
শ্যামর চাঁদে চোরায়ল চিত[৩] ॥
খেনে পুলকিত তনু রহসি সাঁভারি[৪]।
মৃগমদ উরজে যতনে চিরে বারি[৫] ॥
ফুয়ল কবরী[৬] উরহি লোটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায় ॥

১। তোমার নিকট আমরা হারি মানিলাম ; আমরা তোমার আপনার জন, তাহা জানিয়াও তোমার ব্যবহারের (শ্রীকৃষ্ণের সহিত) কথা আমাদিগকে কহিতেছ না!

২। নিজের দেহের ছায়া (দর্পণে) দেখিয়া সাক্ষী কর, অর্থাৎ তোমার প্রতিবিম্বই সাক্ষী দিবে।

৩। শ্যামচাঁদই তোমার চিত্ত চুরি করিয়াছে।

৪। সামালি—যত্নে গোপন করিয়া।

৫। বসনের দ্বারা স্তনের মৃগমদ চিহ্ন ঢাকিয়া (রাখিতেছ) অর্থাৎ সম্ভোগের নিদর্শন গোপন করিবার জন্য।

৬। উন্মুক্ত কেশপাশ।

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

হাসি হাসি বয়ন লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই[১] ॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ[২]।
লাজ কপাট কয়ল মুখবন্ধ ॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গে পরতেক হোই।
দুহু বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই[৩] ॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীত দেখিয়ে আন রঙ্গ ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদ তোহে কয়ল অনঙ্গ ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ[৪]।
জ্ঞানদাস কহ নব নব নেহ ॥

১। রসিক নাগর শ্যামচন্দ্রের প্রেমে (রস) অবগাহন করিয়া।

২। ব্যগ্রতা।

৩। বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতেছে।

৪। তোমার মন পরিতুষ্ট বলিয়া বুঝা যাইতেছে। (সুতরাং পরে, আমাদের দোষ দিও না।) অর্থাৎ এখন আমাদিগকে যখন কিছুই বলিতেছ না, নিজের মনে নিজেই সুখী রহিয়াছ, তখন পরে যদি কোনও কিছু ঘটে আমাদিগকে অপরাধী করিতে পারিবে না।

সুহই বিভাস মিশ্র—বৃহৎ একতালা।

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আয়লি
পুন পুন হেরসি ফেরি[১]।
জনু রতি পতি সঞে মীলল রঙ্গভূমে[২]
ঐছন কয়ল পুছেরি[৩] ॥
ধনি হে বুঝলুঁ এসব বাত।
এত দিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল
ভেটলি কামুক সাথ ॥ধ্রু॥
যব তোহে সখীগণ নিরজনে পূছল
তব তুহুঁ ঝাঁপলি কায়[৪]।
অব বিহি সো সব বেকত কয়ল সখি
কৈছনে গোপবি তায় ॥

১। তুমি মুচকি হাসিয়া চলিয়া আসিলে আবার সেই দিকে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া চাহিতেছ। বোধ হয় প্রিয়-সমাগম হইতে আসিতেছ!

২। তোমার এই ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে যেন রতি রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পতি অনঙ্গের (সুতরাং অদৃশ্য) সহিত মিলিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তোমার ঐ মৃদু মৃদু হাসি আর ফিরিয়া ফিরিয়া চাওয়া দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তুমি কোনও অদৃশ্য প্রেমাস্পদের সহিত মিলন সুখ অনুভব করিতেছ।

৩। (তাহা দেখিয়া) ঐ রূপ প্রশ্ন (সখীগণ) করিল।

৪। নিজের দেহ লুকাইয়াছ (পাছে সখীরা তোমার অঙ্গে মিলনের চিহ্ন দেখিতে পায় সেই জন্য)

চৌরিক বচন কহত সব গুরুজন
সো সব পায়লুঁ সাখী[১]।
দশ দিন দুরজন এক দিন সুজনক
আজু দেখিলুঁ[২] পরতেকি॥
হাম সব নিজজন কহসি রাতি দিন
সো সব বুঝলুঁ আজে।
জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ
রাই পায়ল বহু লাজে॥

কামোদ—একতালা।

রূপকলা গুণ সব সম্পূরণ
ঐছন কানু বর নাহ।
আছিল আমার চিতে তুয়া সঞে মিলাইতে
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥

১। গুরুজনেরা 'চোরের' কথা বলেন (অর্থাৎ তোমার চুরি করিয়া প্রেম করার কথা বলেন) আজ সে সকলের সাক্ষী অর্থাৎ প্রমাণ পাইলাম।

২। প্রত্যক্ষ; (লোকে বলে) দুর্জ্জনের দশ দিন আর সাধুর (সুজনের) এক দিন, আজ তাহার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম (বুঝিতে পারিলাম)। অর্থাৎ তুমি এতদিন গোপনে প্রেম করিয়া আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছ।

৩। রূপ, নানা কলাবিদ্যা ও গুণ সকলই শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সখি হে ! কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।

বিহি পরসাদে সাধ সব পূরল
বুঝল মো অপরূপ কাজে ॥ধ্রু॥

যাকর কাহিনী ছাড়ি তুহুঁ আন দিন
আন না শূনসি কানে[১] ।

বচন রচন করি সব উলটায়সি
আজু দেখি আন সন্ধানে[২] ॥

সব আন রীত চিত তুয়া অন্তর[৩]
বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে[৪] ।

জ্ঞানদাস কহ বচন আন নহ[৫]
কো পাতিয়ায়ব ইথে[৬] ॥

১। অন্যদিন শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া অন্য কথা কহিলে তুমি কানেই শুনিতে পাও না।

২। আজ নানা কথা পাড়িয়া তুমি সে সকলের বিপরীত (উলটায়সি) করিয়া দিতেছ; আজ অন্য উদ্দেশ্য (সন্ধান) দেখিতেছি।

৩। আজ তোমার অন্যরূপ ব্যবহার (রীত); তোমার চিত্ত অনেক দূরে (অর্থাৎ তুমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক)।

৪। এক হাতে মুখ ঢাকিতেছ (মনের ভাব গোপন করিবার জন্য) ৫। কথা মিথ্যা নহে।

৫। কে ইহাতে প্রত্যয় করিবে? অর্থাৎ তুমি যে মরমী সখীগণের নিকট এইরূপ ভাবে প্রেমের কথা গোপন করিতেছ, ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

বিভাস—মধ্যম একতালা।

সুন্দরি! বেকত গোপন লেহা।
বঞ্চিত আজু করনে নাহি পারবি
সাখী দেয়ল তুয়া দেহা ॥ধ্রু॥
সঘনে আলস সখি তুয়া মুখমণ্ডল
গণ্ড-অধর-ছবি মন্দ।
কত রস পানে করল সব মোহিত
রাহু উগারল চন্দ।
জাগি রজনী তুহুঁ লোহিত লোচন
অলস নিমীলিত ভাতি।
মধুকর লোহিত[১] কমল কোরে জনু
শূতি রহল মদে মাতি ॥
বেকত পয়োধরে নখরেখ-ভূষণ
তাহে পড়ল কচ-ভারা[২]।
নিজ রিপু বলি কলানিধি হেরইতে[৩]
মেরু পড়ল আন্ধিয়ারা ॥

১। লোভিত; মুগ্ধ।

২। কেশ ভার

৩। নখের দাগ যেন শশীকলা; তাহা দেখিতে চাঁদের শত্রু আঁধার সুমেরুর উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

নব কবি-শেখর কহই না পারত
ঘোষ শপতি করি জানি[১] ।
কত শত বেরি চোরি করু গোপন
বেরি এক বেকত বাণি[২] ॥

শ্রীমতীর উক্তি

গান্ধার ভৈরবী—একতালা।

দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপ।
করইতে কোর তুহুঁ ভুজ কাঁপ॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি॥
সো ধনি মানি সুরত-অধিদেবী
তাকর চরণ কমল পর সেবি॥

১। শপথ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন

২। কত শত বার চোর গোপনে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু একবার না একবার তাহার কথা প্রকাশ হ ই পড়িবেই।

৩। শ্রীরাধা বলিতেছেন যে যাঁহাকে দেখিলে নয়ন জলে ভাসিয়া যায়, যাঁহার নামে অঙ্গ অবশ করে, যাঁহার চুম্বনে চেতনা

কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরহুঁ সমুঝাব[১] ॥
তবহুঁ জগত ভরি অকিরিতি এহ[২]।
রাধামাধব অবিচল-লেহ ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ[৩]।
গোবিন্দ দাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ[৪] ॥

হরণ করে, তাঁহার সহিত সুরত-লীলা কিরূপে সম্ভব হয় ? যে রমণী উহা পারেন, তাঁহাকে সুরত-লীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া গণনা করি এবং তাঁহার চরণ-কমলে শতবার প্রণাম করি। (সেবি —পূজা করি)

১। (যদি প্রশ্ন কর যে কেন ঐ লীলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা হইলে বলি) কানুর স্পর্শ মাত্রে যে সকল সাত্ত্বিক ভাব ও বিকার সমূহ উপস্থিত হয়, তাহা বলিব কি ? নিজে বুঝিলে ত পরকে বুঝাইব ?

২। অকীর্ত্তি। তথাপি জগতে এই অকীর্ত্তি বা কলঙ্ক যে আমাদের উভয়ের প্রেম অবিচল।

৩। সুনিশ্চিত

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে তোমাদের এই অবিচল প্রেমের কথা সত্য বা মিছাই কলঙ্ক, এ সন্দেহ ভাঙ্গিল না।

সখীর উক্তি।

ললিত — মধ্যম দশকুশী।

যব হরি-পাণি পরশে ঘন কাঁপসি[১]
ঝাঁপসি ঝাঁপলি অঙ্গ[২]।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় অভরণ
বেশ-পসায়নি রঙ্গ[৩] ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ[৪]।
যাহে বিনু জাগরে নিঁদহুঁ না জীবসি[৫]
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ ॥ধ্রু॥

১। যখন শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে পুনঃপুনঃ কাঁপিয়া উঠ ;

২। (এবং যখন) আবৃত তনু পুনরায় আবৃত করিতে ব্যস্ত হও ;

৩। তখন আবার বেশ-প্রসাধনের রঙ্গ করিতেছ কেন ?

৪। তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় !

৫। যাহাকে না দেখিলে জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়ও বাঁচিতে পার না, তাহাকে এত ভয় লজ্জা কিসের ?

করইতে কোরে জোরি তনু-বল্লরি
নহি নহি বোলসি থোর।[১]
চুম্বন-বেরি জনি মুখ মোড়সি
জনু বিধু-লুবধ চকোর[২] ॥
যব হোয়ে নাহ- রতন রত-আরত[৩]
বারত জনি অভিলাষ[৪]।
গোবিন্দদাস কহ নহ বহু-বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ[৫] ॥

শ্রীমতীর উক্তি

শ্রীবিভাস—লোফা।

কি কহব রে সখি রজনিক বাত।
বহু দুখে গোয়ায়লুঁ মাধব সাথ ॥

১। ঈষৎ মাত্র 'না না' বলিও।

২। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র-সুধা-পিয়াসী চকোরের ন্যায় হইয়াছেন, সুতরাং চুম্বন-কালে মুখ ফিরাইও না।

৩। তোমার নাথ-রত্ন যখন সুরতাভিলাষী হইবেন।

৪। তাঁহার সে অভিলাষে বাধা দিও না যেন।

৫। এরূপ করিলে (অর্থাৎ বাধা দিলে, মুখ ফিরাইলে) সেই বহুবল্লভ নাগরেন্দ্রচূড়ামণি তোমার নিকট থাকিবেন কেন?

করে কুচ ঝাঁপি অধরে মধুপান।
বদনে দশন দিয়া দগধে পরাণ॥
নব যৌবন তাহে রস পর-চার।
রতি-রস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করু তবু নাহি মান॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
তুহুঁ মুগধিনী সোই লুবধ মুরারী[১]॥

কৌবিভাস—জপতাল।

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজি অতি নিয়ড়ে[২] করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস[৩]॥

১। তুমি মুগ্ধা অর্থাৎ অজ্ঞা আর শ্রীকৃষ্ণ লোভে উন্মত্ত! সুতরাং এইরূপ ঘটিয়াছে।

২। নিকটে।

৩। কুলবধূর অতি নিকটে আসিয়া এরূপ হাস পরিহাস একান্ত অসঙ্গত ব্যাপার। বুঝিতে পারি না এই গোকুলে কাহার এই অদ্ভুত বিলাস! অর্থাৎ এই চতুর চূড়ামণিটি কে, তাহা বুঝি না।

শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিন্দু পর ধন মাগয়ে বেয়াজ[১] ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ[২]।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ ॥
আপনা নেহারি, নেহারে তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর[৩] ॥
খেনে খেনে বৈদগধি-কলা অনুপাম[৪]।
অধিক উদার দেখি এ পরিণাম[৫] ॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর!
বুঝই না বুঝ ইহ রস-বোল ॥

১। এরূপ চতুর যে নিজের মূলধন নাই, অথচ অপরের ধনের সুদ চাহে!

২। ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই অথচ অন্যরূপ ব্যবহার (অতি পরিচিতের ন্যায়) দেখি।

৩। একবার নিজের দিকে চাহিয়া আমার দিকে চাহে এবং এরূপ ভাব দেখায় যেন আমাকে বিভোর হইয়া আলিঙ্গন করিতেছে।

৪। এমন সকল রসিকজনোচিত নানা ছল দেখায় যাহার তুলনা নাই।

৫। আমাকে অতিশয় সরল (উদার) দেখিয়া এই পরিণাম হইয়াছে অর্থাৎ তাহার সাহস বাড়িয়া গিয়াছে।

রামকেলি—ছোট দুঠুকী।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই কয়ল সোই নাগর রাজ॥
পহিল বয়স নাহি রতি-রঙ্গ।
দূতী মিলায়ল কান্নুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন-বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস-কেলি॥
হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ[১]॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি[২]॥
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি[৩]॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ল পহিল বিলাস॥

১। সখীগণের মধ্যে।

২। নিজেরা জানিয়াও আমাকে বৃথা প্রশ্ন করিতেছ কেন?

৩। সে রমণী ধন্যা যে তাহাকে সেইরূপ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে!

স্বয়ং দূতী—দেয়াসিনি-মিলন।

শ্রীললিত-জপতাল।

গোকুলে দেব- দেয়াসিনি[১] আওল,
নগরহিঁ ঐছে ফুকারি[২]।
অরুণ বসন পরি, জটিল বেশ ধরি,
কানু দ্বার মাহা থারি[৩] ॥
শুনি ধনি জটিলা, তুরিতে চলি আওল,
হেরইতে চমকিত ভেল।
আমারি বধূর রীতি, হেরি জনু আনমতি[৪]
কহি নিজ মন্দিরে নেল ॥
দেব-দেয়াসিনি কান।
জটিলা বচনে, সুধামুখি নিয়ড়হি,
একদিঠে নেহারে বয়ান ॥ধ্রু॥

১। দেবতার পূজারিণী যাঁহারা তন্ত্রমন্ত্র জানিতেন।

২। নিজের পরিচয় সূচক (দেব-দেয়াসিনি) বাক্য উচ্চ স্বরে বলিয়া।

৩। গেরুয়া বস্ত্র-পরিধানা, জটা-সমন্বিতা মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারের মধ্যে (মাহা) দাঁড়াইলেন।

৪। আমার পুত্রবধূর রীতি-প্রকৃতি যেন কেমন কেমন (অস্বাভাবিক), ইহা বলিয়া সেই দেয়াসিনীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

কহ তনু অতনু দেব ইথে পায়ল[৫]
হৃদি মাহা পৈঠল কাল[৬]।
নিরজনে সোই মন্ত্রে যব ঝারিয়ে,
তব ইহ হোয়ব ভাল ॥
এত শুনি জটিলা, ঘরহুঁ দুহেঁ লেয়ল
নিরজনে দুহুঁ একঠাম।
সবজন নিকসল, বাহিরে বৈঠল
পূরল কানু মন-কাম ॥
বহুক্ষণ অতনু- মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল,
ভাগল তব সোই দেবা।
দেব-দেয়াসিনি, ঘরসঞে নিকসল
চাতুরী বুঝব কেবা ॥
জটিলা বহুত ভকতি করি হরষিত
কতহু ভীখ আনি দেল।
কহ কবি শেখর ভীখ লেই তব
সোই দেয়াসিনি গেল ॥

৫। দেয়াসিনি বলিল যে অতনু দেব অর্থাৎ কামদেব ইহার দেহ অধিকার করিয়াছেন। (কামদেব বলিলে পাছে বুঝিতে পারে, এই জন্য একটু ঘুরাইয়া বলিল।)

৬। কালা ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। (ভঙ্গি করিয়া বলিল 'কাল' অর্থাৎ কালের ছায়া।)

সতীর উক্তি।

সোহিনী—ছোট একতালা।

কহ সখি কিয়ে ভেল। দেয়াসিনি কাঁহা গেল॥
হাম মুগধিনি নারি। না শুনি অতনু ঝাড়ি[১]॥
ঐছন লুবধ কাল। কত না চাতুরী জান॥
সহজে আমরা বালা। কে জানে এতহুঁ কলা॥
পড়িল পিরীতি তায়। বহু দিন নাহি যায়[২]॥
ইথেই ঐছন কেল। কুহক সমান ভেল[৩]॥
অপরে কি সুখ পাব[৪]। কত না হোয়ব লাভ॥
শেখর কহয়ে ভাষা। কাননে পূরিবে আশা॥

ঝুমর

বন্ধুর কথা যে কহিলাম সেই ভাল আর কব না।
তোমারে কহিলাম সখি (যেন) আনে শুনে না॥

১। অতনু মন্ত্রে ঝাড়িবার কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

২। এখনও বহুদিন গত হয় নাই, অর্থাৎ প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় নাই।

৩। যাদুকরের মত ব্যবহার করিয়া গেল।

৪। প্রথমেই এমন হইল, অতঃপর অর্থাৎ পরিণামে কি সুখ পাইব এবং লাভই বা কি হইবে, তাই ভাবিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

নিশি পরভাত, সময়ে কিয়ে পেখলুঁ,
রসময় গৌর কিশোর।
কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গহি ধূসর
ভূষণ পরম উজোর ॥
রস-ভরে রজনী জাগি করু কীর্ত্তন
নর্ত্তনে নিশি করু ভোর।
পুলকাবলিত ললিত তনু মাধুরী
চাতুরি চরিত-উজোর ॥
নিঁদহি লোলে লোল-দিঠি লোচন
তহিঁ অতি অরুণ ভেল।
পলকহি পলকে পীরিতি পুন উঠই
ঈষৎ হাসি পুন গেল ॥
গৌর চরিত রীত কি কহব সম্প্রীত
বুঝইতে বুঝই না পারি।
রাধামোহন ভন কলিদলন দয়ার্ণব
দুর্ল্লভ নদিয়া বিহারী ॥

রামকেলি—তেওট।

প্রভাতে উঠিয়া বরজরাজ।
সকালে চলিলা ধেনু-সমাজ॥
সখাগণ আসি মিলল তায়।
আনন্দ বাঢ়ল ও মুখ চাই॥
গাভী দোহন করিয়া কান।
সুবলের সনে নিভৃতে যান॥
পুছত সুবল হেরিয়া মুখ।
কি ভেল আজুক রজনী-সুখ॥
কহত নাগর করি প্রকাশ।
ভনতহি রস শেখর দাস॥

কৌবিভাস—মধ্যম একতালা।

সুবল মিতা হে কি কব সে সব রঙ্গ।
সে যে মুগধিনী হেরিয়া মুখানি
বাঢ়ল রস তরঙ্গ ॥ধ্রু॥
কত না যতনে বচন বোলল
হাসি মিলাওল আধ।
সে যে কুলবহু কহু লহু লহু
শুনিতে বাঢ়ই সাধ॥

গাঢ় আলিঙ্গনে চমকি উঠয়ে
আলসে শুতলি কোর।
জনু—পবনে আকুল নবীন কমল
ভ্রমর রহল আগোর[১] ॥

ললিত—দশকুশী।

হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ[২]
সুরত শিঙ্গারে আজু ধনি আওলি
পরশিতে থরহরি কাঁপ ॥
শুন হে কানুক[৩] ইহ অবধারি।
সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ[৪]
না বুঝলুঁ অন্তর নারী[৫] ॥ধ্রু॥

১। আগুলিয়া, আবৃত করিয়া।

২। আমাকেই দেখাইবার জন্য কত বেশ প্রসাধন ক'রে আবার আমাকে দেখিয়াই দেহ আবৃত করে।

৩। কৃষ্ণের অর্থাৎ আমার (এ পদটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

৪। বুঝিলাম ও তাহাকে বুঝাইলাম।

৫। রমণীর মন বুঝিতে পারিলাম না।

অভিমত কাম[১] নাম পুন শুনইতে
রোখই গুণ দরশাই[২]।
অরি সম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে[৩]
আপন মনোরথ সাই[৪] ॥
অন্তরে জীউ অধিক করি মানয়ে
বাহিরে লাগয়ে উদাসে[৫]।
কহ কবিশেখর অনুভব জানলুঁ
বিদগধ কেলি বিলাসে[৬] ॥

১। কাম অর্থাৎ সুরতলীলা তাহার অভিপ্রেত।

২। কিন্তু তাহার (সুরতলীলার) নাম শুনিতেই রোষ প্রকাশ করে। অথচ সেই রোষ-প্রকাশচ্ছলে নিজের নানা গুণ প্রদর্শন করিতেও ছাড়ে না।

৩। বৈরির ন্যায় ভৎর্সনা করে, আবার আমার মনোরঞ্জন করিতেও ব্যগ্র।

৪। সাধিয়া

৫। অন্তরে আমাকে প্রাণের অধিক বলিয়া গণনা করে। কিন্তু বাহিরে ঔদাস্য প্রকাশ করে।

৬। রসিক জনের কেলি-বিলাসের ইহাই রীতি।

কৃষ্ণস্য প্রিয়সখ্যঃ ধনিষ্ঠা কুন্দলতা বৃন্দাদয়ঃ।
কাশ্চিৎ তত্রাগতাস্তৎসম্বোধনং কথয়তি ॥

শ্রীবিভাস—জপতাল।

করে কর ধরি যে কিছু কহল,
বদন বিহসি থোর[১]।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥
রামা হে! শপতি করহুঁ তোর।
সোই গুণবতী- গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর ॥ধ্রু॥
গলিত বসন লোলিত ভুষণ
ফুয়ল কবরি-ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার[২] ॥
নিভৃত নিকেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাধা[৩]।

১। শ্রীরাধা ঈষৎ হাসিলে এরূপ মনে হইল যেন চন্দ্র কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া কুমুদকে কোলে করিল।

২। তাহা কি ভুলিতে পারি ?

৩। হৃদয়ে ব্যথা রহিয়া গেল।

ভনে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা[১] ॥

বিভাস—বৃহৎ জপতাল সংযুক্ত ছোট দঠুকী।

বেলজ্জ সঞে যব[২] বসন উতারলু
লাজে লাজয়লি গোরী[৩]।
করে কুচ ঝাঁপিতে বিহসি বয়ন ধনী[৪]
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি[৫] ॥
নীবি-বন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনী
পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয় সমাধানে[৬] বিকল ভেল শশিমুখী
তব হাম কোরে আগোরী ॥

১। শ্রীরাধা এমনই তোমার প্রেমে পাগল, তাহাতে (এরূপ হইলে) তিনি বিপদে পড়িলেন।

২। লজ্জার অভাব।

৩। লজ্জায় অভিভূত হইলেন।

৪। মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া

৫। লজ্জায় কতবার অঙ্গ মোড়িলেন।

৬। দুই কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া, অর্থাৎ নীবিবন্ধ যাহাতে না খুলিতে পারি এবং কুচ যাহাতে ব্যক্ত না হয়, তাহা করিতে সেই চন্দ্রমুখী অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব
রাইক প্রেমে ভেল ভোর[১] ।
ভনয়ে বিত্থাপতি গোবিন্দ দাস তথি
পূরল ইহ রস ওর[২] ॥

শ্রীরাধার স্নানচ্ছলে অভিসার

সুহিনী—আড়া ঠুকা ।

সকালে সিনানে চলিলা গোরী ।
সখীগণ সঙ্গে আনন্দে ভোরী ॥
সুগন্ধি তৈল হলদি লইয়া ।
কোন সখী আগে চলিল ধাইয়া ॥
কেহ ত বসন ভূষণ নিলা ।
রাইয়েরে বেঢ়িয়া সভে চলিলা ॥
দূরসঙ্গে হেরি নাগর রাজ ।
তুরিতে আনল ধেনু সমাজ ॥
রাই রূপ হেরি বিভোর হইয়া ।
দোহনের ছাঁদ পড়ে এলাইয়া ॥

---

১ । এই কথা বলিয়া মাধব রাইয়ের প্রেমে বিভোর হইয়া কিছু বিষণ্ণ হইলেন ।

২ । বিত্থাপতির এই অসম্পূর্ণ পদ (রস) গোবিন্দ দাস পূরণ করিলেন ।

কহয়ে শেখর রসিক-রাজ।
ভুলল গোধন-দোহন কাজ ॥

সুহিনী মিশ্র গান্ধার—বৃহৎ আড়া ঠুংরী

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন-দোহন তেজল রে ॥
চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমভরে ভাসল রে ॥
মুরছি অবনী তলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচন ঢলঢল রে ॥
করে পহুঁ কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে ॥
তুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস-মনোমোহন রে ॥

শ্রীরাগ—ছোট একতালা।

তনু তনু মীলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ॥
কনক লতায়ে জনু তরুণ তমাল।
নব-জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥

কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহু করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান॥

ধানশী—জপতাল।

বিপিনহিঁ কেলি করল দুহু মেলি।
জল মাহা পৈঠি কয়ল জল-কেলি॥
নাহি উঠল দুহুঁ মৃছল অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ হেরইতে মুরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে পরল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরি বনায়ল বান্ধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান।
গোবিন্দ দাস দুহুঁক গুণগান॥

ঝুমর

ও শ্রীরাধে আজুক শুভদিন ভেলা।
য়া সঞে কানু করল জল-খেলা॥

রসোদ্গার।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ গৌর প্রেমরস-ধাম।
পদ-নখে জীতল, কতহুঁ শশি-কুল
লাখে লাখে মদ-যুত কাম ॥ধ্রু॥
চকিত বিলোকনে, সব দিশ হেরই
ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপাদ মস্তক, পুলকহি পূরিত
নিরুপম ভাব-তরঙ্গ ॥
খেনে মৃদু হাসি কহই সো পিরীতি
যৈছন হেম-দশবাণ।
শ্যাম নাগর মোর প্রাণ-মনোহর
কহইতে ঝরয়ে নয়ান ॥
তবহিঁ বিবশ কহই বরজ-রস
অভিনয় তৈছে পরকাশ।[১]

১। মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হইয়া ব্রজ-রসের কথা বলিতে-ছেন এবং সেই সেই রূপ অভিনয় অর্থাৎ ব্রজলীলানুরূপ ভাব সকল ব্যক্ত করিতেছেন।

পরমানন্দ সার মহাভাব অবতার[১]

ভন রাধামোহনদাস ॥

সখীর উক্তি

রামকেলি—মধ্যম দুঠুকী।

পুছমু এ সখী পুছমু তোয়।
কেলি-কলা রস কহবি মোয় ॥
বেশ-ভুষণ তোর সব ছিলো পূর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দূর ॥
কুসুম কুল সব ভেল ভিন্ ভিন্।
অধরক লাগল দশনক চীন।[২]
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈগেল ॥
অলসহিঁ পূরল সকলহিঁ গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা[৩] ॥

১। পদকর্ত্তা বলিতেছেন মহাপ্রভু পরমানন্দের সার এবং মূর্ত্তিমান্ মহাভাব।

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

২। চিহ্ন।

৩। পুনঃ পুনঃ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বীজন করিতেছেন।

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সরবস্ব লেয়ল রসিক মুরারি॥

বিভাস—জপতাল।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি কহব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ বয়েস হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ লাজ ভর অতি সে করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহিঁ কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥
হঠ ভেলহু রস হরল গেয়ান।
নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥
দেলহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়লুঁ রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে[১]।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥

১। প্রহারে—আঘাত।

ভনয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহু সে চেতনী[১] লুবধ মুরারি॥

সুহই—একতালা।

হাম অতি ভীত রহল তনু গোই[২]।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি[৩]।
দমন-লতা[৪] জনু দমসল[৫] হাতী॥
পুন কত কাকুতি করল অনুকুল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল[৬]॥
হামারি আছিল কত পুরবক ভাগি[৭]।
ফেরি আওল হাম সো ফল লাগি॥

১। চতুরা।

২। গোপন করিয়া, ঢাকিয়া।

৩। শান্তি।

৪। দ্রোণ পুষ্পের লতা।

৫। দংশিল অথবা দলন করিল ('ধামসান' চলিত কথা আছে)।

৬। আমার পাপ হৃদয় সে সকল কাকুতিতে ভুলিল না।

৭। পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্য বা সুকৃতি।

বিদ্যাপতি কহ না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ[১] ॥

পুনঃ সখীগণের উক্তি

কৌবিভাস—দুঠুকী।

কহ কথি সাঙরী[২] ঝামরি[৩] দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি নেহা[৪] ॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার[৫]।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া-ভাণ্ডার ॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধয়ল জনু কনয়া কটোর ॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে[৬]।
ফেরি আয়লী তুহুঁ পূরবক পূণে[৭] ॥

১। প্রথম-মিলন বা ঘটনা।
২। শ্যাম বর্ণ অর্থাৎ মলিন।
৩। ঝামর—শুষ্ক, মলিন।
৪। নবীন প্রেম।
৫। শুষ্ক প্রবালের ন্যায়।
৬। একটিমাত্র গুণে (অর্থাৎ তাহার দয়াতে) ফিরিয়া-আসিয়াছ।
৭। পূর্ব্বের (পূর্ব্বজন্মের) পুণ্যফলে

কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥

ভৈরবী—জপতাল।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে ॥
টুটল গীমক মোতিম হার[১]।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার[২] ॥
সুন্দর পয়োধর নখ ক্ষত ভারি।
কেশরী গজকুম্ভ বিদারি ॥
পুন না যাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরী আজ।
আনলে পড়িলে পুন আনলে কাজ[৩] ॥

১। গ্রীবার মোতির মালা ছিঁড়িয়া গেল।

২। সুরঙ্গ অর্থাৎ সুন্দর প্রবাল সদৃশ অধর রক্তের ন্যায় লাল

৩। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, সুন্দরি! অনলে পুড়িলে আবার সেই অনলেই জ্বালার নিবারণ হয়। (আগুনে কোনও স্থান দগ্ধ হইলে অনেক সময়ে আগুনের উত্তাপেই তাহার উপশম হইয়া থাকে।)

যথা রাগ

ঐছন শুনইতে মুগধিনী রমণী।
সখীগণ-ইঙ্গিতে অবনত-বয়নী॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখিগণে কহতহি প্রিয়তর ভাষ॥
কহইতে না কহসি রজনীক কাজ।
হামারি শপতি তোহে যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগম লাগি এত দুখ।
পুন মিলনে কত পায়বি সুখ॥
ঐছে বচন শুনি কহে মৃদু হাসি।
শিবরামদাস ইহ রস পরকাশি॥

বালাধানশী—একতালা।

কি কহব রে সখি আজুক বিচার।
সো সুপুরুখ মঝু কয়ল শিঙ্গার॥
ধরি পহুঁ হাসি আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥
আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম-পঙ্গু জনু ভেটল সুমেরু॥

যব নীবি বন্ধ খসায়ল কান।
আপন দিব তব কছু যদি জান[১] ॥
রতি-চিহ্নে জানলুঁ কঠিন মুরারি।
তোহারি পুণ্যে জীয়লু হাম নারী ॥
কহ কবি রঞ্জন সহজ মধুরাই[২]।
না কহ সুধামুখি গেও চতুরাই[৩] ॥

ঝুমর—সমতাল

আমি যে কহিলাম সেই ভাল আর কব না ॥

পূর্ব্বরাগের

অভিসার ও মিলন।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

অপরূপ গোরাচাঁদে।
বিভোর হইয়া, রাধার প্রেমে, তার গুণ কহি কাঁদে
নয়নে বহয়ে, প্রেমের ধারা, পুলকে পূরলঅঙ্গ।
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে, উথলে ভাব-তরঙ্গ ॥

১। আমার নিজের দিব্য যদি আমি সে সময় কিছু জানিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি নিতান্ত বিবশা হইয়া পড়িয়াছিলাম।

২। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে তোমাদের এই রস-কেলির কথা স্বভাবতঃই মধুর।

৩। সুধামুখি! আর বলিওনা তোমার চাতুরী গিয়াছে।

পারিষদগণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর, যে লাগি আইলা হেথা ॥[১]

সুহিনী—ছোট একতালা।

যাহা বিলপয়ে বরকান
তাঁহা সখী করল পয়ান ॥
মীলল নাগর পাশ।
দীঘল তেজই নিশাস ॥
নাগর হেরি বিভোর
নয়নহি আনন্দ লোর ॥
কানু কহই মৃদু ভাষ।
পূরবি মঝু অভিলাষ ॥
কৈছে আছয়ে ধনি রাই
শুনইতে মঝু নিঠুরাই ॥
হাম করলু পরিহাস।
তাকর বিরহ হুতাশ ॥
অতএ গমন করু তাই।
তুরিতহি আনবি রাই ॥
এত শুনি সো সখি গেল
রাইক সমুখহি ভেল ॥
কানুক ইহ রসভাষ।
সবহু কহল ধনি পাশ ॥
সচকিত সো বরনারী।
তবহুঁ কয়ল অভিসারি ॥
শুভক্ষণে আয়ল কু
সখিগণে আনন্দ-পুঞ্জ ॥
ইহ যদুনন্দন দাস।
ধায়ল কানুক পাশ ॥

১। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে শ্রীরাধার প্রেম-তত্ত্ব প্রকাশ করাই মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য কারণ। তুলনা করুন—

মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ-চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥

ভুপালী—একতালা।

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম[১]।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম[২]॥
পরশিতে তুহুঁ করে ঠেলবি পানি।
মৌন করবি পহুঁ পুছইতে বাণি॥
যব হাম সোপব করে কর আপি[৩]।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি[৪]॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট[৫]।
কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ[৬]॥

১। শয্যার প্রান্ত-ভাগে।

২। গ্রীবা ফিরাইবে।

৩। অর্পণ করিয়া ; অর্থাৎ হাতে হাতে সমর্পণ করিব।

৪। ত্রাসে কম্পিত হইয়া পালটিয়া আমাকেই জড়াইয়া ধরিবে।

৫। পদকর্ত্তা রসের এই প্রণালী কহিতেছেন।

৬। মদন স্বয়ং গুরু হইয়া এই পাঠ পড়াইবেন, কোনও চিন্তা নাই।

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

রাইক কুঞ্জ-গমন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন করল বর নাগর
আনন্দে আপনা না জানি[১] ॥
চলইতে খলই চলই নাহি পারই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম কদলী হেরি আকুল
গদ গদ পুছে সোই নারী[২] ॥
ঐছন বহুত যতনে পহুঁ মিলল
দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মান[৩] সফল ভেল জীবন
দুহু ক গলয়ে প্রেম-ডোর ॥

১। মিলনের আনন্দে আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

২। শ্রীকৃষ্ণ নানা সাত্ত্বিক ভাব বিস্তার (প্রকাশ) করিয়া যাইতেছেন। কতবার পদস্খলন হইতেছে. পথে স্বর্ণকদলী বৃক্ষ দেখিয়া তাঁহার রমণী-ভ্রম হইতে লাগিল এবং তিনি আগ্রহাতিশয্য বশতঃ তাহাদিগকে গদ গদ স্বরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

৩। উভয়ের মন জীবন সুফল হইল এইরূপ মানিল।

ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে
ধনিক মুগধি পরকাশ[১]।
রাধামোহন পহুঁ চিতে খন সংশয়
পিছে বুঝল পরিহাস[২]॥

সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া।

বালা ধানশী—জপতাল।

থরহরি কাঁপয়ে গদগদ ভাষ।
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ॥
শুন শুন কানু করয়ে ধনি ভিত।
কবহুঁ না জানই সুরতকি রীত॥
তুহু হোয়বি চন্দন-সম শীত[৩]।
তোহে সপহুঁ ইহ বাল-চরিত[৪]॥
রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়।
যৈছনে সুকুমারি দুখ নাহি পায়॥

১। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঞ্চল স্পর্শ করিবামাত্র তিনি এমন ভাব করিলেন যেন অত্যন্ত নির্ব্বোধ বালিকা (মুগধি)।

২। ক্ষণ পরেই বুঝিলেন যে উহা পরিহাস মাত্র—শ্রীরাধা সত্যই নির্ব্বোধ নহেন।

৩। চন্দনের ন্যায় শীতল হইও; অর্থাৎ উষ্ণ-স্বভাব হইওনা।

৪। তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম. এ অত্যন্ত বাল-স্বভাবা।

নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম সব যাই।
এত কহি সব সখী রহল ছাপাই[৩] ॥
দুহু কর কেলি-দরশকআশে[৪]।
কব হেরব রাধামোহন দাসে ॥

ঝাঁড়-একতালা।

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ[১] দূরে রহু কেলি[২] ॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥
অঞ্চল পরশি চঞ্চল কান।
রাই করল পদ-আধ পয়ান[৩] ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥

১। ছাপাইযা অর্থাৎ লুকাইয়া

২। দুই জনের কেলি কৌতুক দেখিবার আশায় (পূর্ব্ব চরণের সহিত অন্বয় করিলেই ভাল হয়)

৩। দুর্ল্লভ।

৪। ক্রীড়া দূরে থাক্, পরিচয় হওয়াই কঠিন।

৫। রাই চলিয়া যাইবার জন্য অর্দ্ধপদ অগ্রসর হইলেন।

করে কর বারিতে উপজল প্রেম[১]।
দারিদ ঘটভরি পায়ল হেম[২] ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরী।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস!
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস ॥

ধানশী—একতালা।

সুরত তিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল নয়ানী ॥
হঠ পরিরম্ভনে পরশিতে গাত।
নহি নহি বোলসি ঢুলায়ত মাথ ॥

১। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার চরণ স্পর্শ করিবার জন্য হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, তখন তিনি তাহা হস্তের দ্বারা নিবারণ করিতে যাইলে উভয়ের করস্পর্শ ঘটিল এবং প্রেম সঞ্জাত হইল।

২। এরূপ হইল যেন দরিদ্র ব্যক্তি ঘটভরা সোণার মোহর প্রাপ্ত হইল।

৩। শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ ঢাকিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনে এরূপ ভাব হইল যেন একবার রত্ন দিয়া কেহ আবার তাহা চুরি করিয়া লইল।

অভিনব মদন-তরঙ্গিনি রাই।
শ্যাম-মতঙ্গ রঙ্গ অবগাই[১] ॥
চুম্বনে সঙ্কুচ লোচন-তার[২]।
পিবইতে অধর রচই সিতকার[৩] ॥
নখর পরশে ধ্বনি চমকই গোরী।
দশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোড়ি ॥
কহইতে কহ গদগদ পদ-আধ[৪]।
অনঅনো মনে[৫] মনসিজ উনমাদ ॥
তৈখনে রোখ তবহি পরসাদ[৬]।
গোবিন্দদাস কহ রস-মরিযাদ[৭] ॥

১। রাধাকে প্রেম-প্রবাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবগাহনোল্লসিত গজরাজের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

২। আঁখির তারা মুদিয়া আসিল।

৩। অস্ফুট মধুর ধ্বনি

৪। গদগদ স্বরে অসম্পূর্ণ অর্দ্ধপদ বাক্য কহিতে লাগিলেন।

৫। পরস্পরের চিত্তে।

৬। যে মুহূর্ত্তে রোষ, সেই মুহূর্ত্তেই আবার প্রসাদ (ক্ষমা)।

৭। রসের মর্য্যাদা অথাৎ শৃঙ্গার রসের পরাকাষ্ঠা।

আশাবরী—ঢুঠুকী। (ক)

কান্থক শেষ দশা শুনি রাই।
কাতর বদনে সখি-মুখ চাই॥
ঐছন ইঙ্গিত সহচরি পাই।
আনন্দে নিমগন বেশ বনাই॥
সুখময় কুঞ্জহিঁ করল পয়ান।
পন্থহি কতবিধ করু অনুমান॥
আকুল নাগর হাম অতি ভীত[১]।
না জানি রভস রস পহিল পিরীত॥
ঐছন ভাবিতে মীলল আয়[২]।
ধাই কহল দূতি নাগর পায়॥
দূর কর বিরহ আওল ধনি রাই।
চমকি উঠল জনু জীবন পাই॥

(ক) শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ 'এ ধনি এ ধনি বচন শুন' ইত্যাদি (৩৫৩ পৃষ্ঠা) পদের পরে গেয়।

১। শ্রীমতী ভাবিতেছেন যে শ্যামনাগর অধীর হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আমার চিত্ত শঙ্কাকুল, আমি কি তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারিব?

২। আসিয়া মিলিত হইলেন।

আনন্দে আগুসরি আওল কান।
কুঞ্জ মাঝে সভে করল পয়ান॥
সুন্দরী মুগধিনি বচন না কহই।
সহচরি-আঁচর ধরি তহিঁ রহই॥
পহিল সমাগম রাধা কান।
মোহন দূরহি তুহুঁ গুণ গান॥

বালাধানশী—একতালা। (খ)

দূতি মুখে শুনইতে ঐছন রীত।
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত॥
কহইতে গদ গদ কণ্ঠহি বোল।
সখী-মুখ নিরখই অন্তর দোল॥
ইঙ্গিতে জানি বনায়ল বেশ।
সিন্দূর দেয়ল বান্ধল কেশ॥
সব সখিগণ মেলি করল পয়ান।
নিশবদে চললিহুঁ কোই না জান॥

(খ) শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ 'এত শুনি দূতি চলল ধনি পাশ' (৩২০ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি পদের পরে গেয়।

চলইতে পদ দুই থরহরি কাঁপ[১]।
হেরইতে পথ নয়নযুগ ঝাঁপ[২]॥
ঐছনে মীলল নাগর পাশ।
পহিল মিলন কহে দ্বিজ হরিদাস॥

যথা রাগ।

বালা রমণী-রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল ভুজঙ্গ[৩]॥
বেরি এক করে ধনি মুদিত নয়ান।
রোগি করয়ে জনু ঔখদ পান[৪]॥

১। দুই পদ অগ্রসর হইতেই শ্রীমতী থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন।

২। পথ দেখিয়া নয়ন যুগল অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

৩। শিশু সর্প যেমন মন্ত্র মানিতে চাহে না, সেই রূপ কিশোরী অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিতেছেন না।

৪। এক এক বার তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিতেছেন। যেন রোগী তিক্ত ঔষধ খাইতেছে।

তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাঁহে ধনি তুহুঁ মোড়সি মুখ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সাগর মুগধিনি নারী ॥

কেদার—একতালা।

অভিনব গোরি বসতি পতি-গেহ।
ঘরসঞে করষয়ে[১] নওল সুনেহ[২] ॥
নিবসয়ে নরপতি পতি-ভয় লাজ[৩]।
দূতিক পৈঠয়ে এহেন অকাজ[৪] ॥
কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান ॥
যব দুহুঁ নয়নে নয়নে ভেল ভেট।
সচকিত নয়নে বয়ন করু হেট ॥

১। আকর্ষণ করে

২। নবীন প্রেম

৩। রাজা রহিয়াছেন, পতির ভয় আছে, লজ্জাও প্রতিবন্ধক কম নহে।

৪। দূতী যে পাঠাইবেন, তাহাতেও বাধা। কারণ এরূপ অকার্য্য করা উচিত নহে।

সোঁপলুঁ যবহি করহি কর আপি।
সাধসে ধরল তুহুঁক তনু কাঁপি॥
যব তুহুঁ পায়ল মদন-শয়ান।
না জানিয়ে কৈছে করল পাঁচবাণ॥
গোবিন্দ দাস কহ তুহুঁসে সেয়ানী।
হরি-করে সোঁপলি হরিণি-নয়ানী॥

ঝুমর

নব রে নব রে নব দোহা কার প্রেম রে।
দরিদ পায়ল যেন ঘট ভরা হেম রে॥

ধানশ্রী—যোত সমতাল। (গ)

রাইক জীবন শেষ শুনি সহচরী
বহু পরবোধল তায়।
ধৈরজ করি পুন কানু নিয়ড়ে চলু
না দেখিয়া আনহি উপায়[১]॥

(গ) শ্রীরাধিকার পূর্ব্ব রাগ 'রাইক জীবন শেষ শুনি সহচরী' (২৩৮ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি পদের স্থলে নিম্নলিখিত পদগুলি গান করিতে পারা যায়।

১। উপায়ান্তর না দেখিয়া

মাধব নিলজহিঁ কহি পুন বেরি[১]।
সো কুলকামিনি নিচয় মরণ জানি
কহইতে আওলুঁ ফেরি ॥ধ্রু॥
শুনইতে কানু নয়নযুগ ঝর ঝর
আকুল তনু মন প্রাণ।
গুণি গুণি কাতর ধৈরজ পরিহরি
বোলত নাগর কান ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

শুনিয়া নিঠুর বচন আমার
সে চন্দ্র-বদনী রাধা।
হইল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর
ভাঙ্গে পাছে পাইয়া বাধা[২] ॥
সখি আর কি কহব তোরে।
কেনে পরিহাস বচন নৈরাশ
কহিলুঁ হইয়া ভোরে ॥

১। নিলর্জ্জ হইয়া তোমাকে পুনর্ব্বার কহিতেছি।

২। প্রেমের সুন্দর অঙ্কুর হইল, পাছে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সে অঙ্কুরটি ভাঙ্গিয়া যায়।

কিম্বা সেই ধনি ধৈর্য্য ধরে জানি
হৃদয়ে ধরিয়া বেথা[২]।
পাছে সে বেথায় সে তনু জার য়ে[৩]
উপায় কি করি এথা ॥
কিম্বা দারুণ কামের কোমান
বিন্ধয়ে বিষম শরে।
শিরীষের ফুল জিনিয়া কোমল
সেহ কি সহিতে পারে ॥
হা হা সে মুগধি রূপের অবধি
ফলি মনোরথ-লতা[১]।
হা হা কেনে হেন বঞ্চন-বচন
কহি কৈলুঁ উন্মূলিতা[২] ॥

১। ধৈর্য্য ধারণ করিয়া হৃদয়ের ব্যথা গোপন করিয়া রাখিবে কিনা কে জানে ?

২। পাছে সেই বেদনা হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার দেহ জর্জ্জরিত করে !

৩। সেই মুগ্ধা বালা রূপ-লাবণ্যের সীমা। আমার আশা-লতা ফলিতা হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

৪। হায় হায় কপট বাক্য কহিয়া সেই আশালতার মূলচ্ছেদ করিলাম কেন ?

অমৃত পুতলি রূপের আগলি[১]
না জানি কি জানি হয়।
এ যদু নন্দন দাস মনে ভণ
দর্শনে পরাণ রয়॥

গান্ধার—ছোট দশকুশী।

সজনি তোহে হাম কি কহব আর।
মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন
ঐছন সবহুঁ আমার॥
ভাবিনি-ভাব মনহি মন গণইতে
ধনি ধনি আপনাকে মানি[২]।
সহচরি সঙ্গে চলল বর নাগর
কহইতে গদ গদ বাণী॥
কত কত ভাব বিভাবিত অন্তর
সোঙরিতে সো গুণগাম।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি আকুল
যাই মিলল সোই ঠাম॥

১। অগ্রগণ্যা

২। আপনাকে ধন্য ধন্য মনে করিয়া

কুঞ্জক দ্বারে রাখি বর নাগর
সখি কহে মুগধিনি পাশ।
চেতন করহ অব তুরিতে উঠি বৈঠহ
কহ গৌরসুন্দর দাস ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

কানুক বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসন মুখ ঝাঁপ।
ইষদবলোকনে ছলছল লোচনে
কেলি-সমাগমে কাঁপ[1] ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক অদরশ ঐছে বেয়াকুল
দরশনে ইহ চিত-রঙ্গ[2] ॥ধ্রু॥
রাই-বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়ল গোরী।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনি
চুম্বনে রহু মুখ মোড়ি ॥

১। কেলি নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।
২। এই প্রকার চিত্তের চমৎকারিত্ব

ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভন
অধরে অধরে রস নেল।
গোবিন্দদাস-পহুঁ পূরল মনোরথ
নব নব সঙ্গম ভেল॥

কেদার (বেহাগ মিশ্র) – ছুটা।

কুচপর হাত ধয়ল বলী।
কমল গরাসল কমল-কলি॥
অধরে অধরে কিয়ে লাগল দন্দ।
কমল পীয়ে কি কমল-মকরন্দ॥
এত বুঝি কিঙ্কিণী করত ফুকার[২]।
রাজা মদন না করে পরচার॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে হিয়ে হিয়ে লাগে।
টুটল হার লাজ ভয় ভাগে॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহুঁ দেহা।
জনু ঘন বিজুরী ভৈগেল নব লেহা[৩]॥

১। কমল কি কমলের মধুপান করে!

২। এই আশ্চর্য্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখিয়া কিঙ্কিনী বিস্ময়ে শব্দ করিয়া উঠিল।

৩। তাহাদের নবীন প্রেমে এরূপ নিবিড় মিলন হইল যেন মেঘে বিদ্যুতের মত দেখাইতে লাগিল।

একহি মানস একহি পরাণ।
পহিলহি হোয়ল রাধা কান ॥
এত জানি মনমথ করল বিবেক।
আনি করল দুহুঁ তনু তনু এক[২] ॥
কহে হরিবল্লভ আর কি বিচার।
এ দুহুঁ মূরতি রস-অবতার ॥

কামোদ-মঙ্গল রাগ—মধ্যম দশকুশী। (ঘ)

কানুক শেষ দশা শুনি মুগধিনি
কাতরে সখি মুখ চাই।
ঐছন ইঙ্গিত বুঝইতে সহচরী
যতনহি বেশ বনাই ॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম-রীত।
চলইতে কত কত সংশয় মন মহা
ঐছে কুঞ্জে উপনীত ॥ধ্রু॥

১। এই প্রথম রাই কানু একপ্রাণ ও একমন হইলেন।

২। তাহা দেখিয়া মন্মথ বুদ্ধি করিয়া দুই তনু এক করিয়া দিল।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের পুর্ব্ব রাগ 'কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিঝর ঝর' (৩৪৩ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি পদের পরে গেয়।

রাইক আগমন হেরি চতুরি দূতি
ভুরিতে সম্বাদল কান।
শুনইতে চমকি উঠল বর নাগর
যৈছন পাওল পরাণ॥
দূরে গেও বিরহ সকল দুখ মীটল
কানু-হৃদয় উল্লাস।
মুগধিনি রমণী সমুখ নাহি হোয়ত
কহ রাধাবল্লভ দাস॥

ভুপালী—মধ্যম একতালা। (ঙ)

সখির বচনে ধনি থির করি চিত।
করইতে গমন ভেল উপনীত॥
পদ দুই চারি চললি সখি-মেলি।
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি॥
খেনে খেনে চৌঙকি পাদ পালটায়।
খেনে কাতর দিঠে সখি-মুখ চায়॥
সখিগণ পুন পুন করে আশোয়াস।
রহি রহি ধনি-হিয়ে উপজে তরাস॥
ঐছন কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরে হেরই যদুনন্দন দাস॥

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণের পুর্ব্বরাগ 'সুন্দরী সুবদনি তুহুঁ অগেয়ান' (৩৩৩ পৃষ্ঠা) এই পদের পরে গেয়।

পুনশ্চ অভিসার।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—একতালা।

জানু লম্বিত বাহু যুগল
কনক পুতলি দেহা।
অরুণ অম্বর শোভিত কলেবর
উপমা দেওব কাঁহা॥
হাস বিমল বয়ান কমল
পীন হৃদয় সাজে।
উন্নত গীম[১] সিংহ জিনিয়া
উদার বিগ্রহ রাজে॥
চরণ নখর উজোর শশধর
কনয়া মঞ্জুরী শোহে।
হেরিয়া দিনমণি আপনা নিছয়ে[২]
রূপে জগমন মোহে॥

১। গ্রীবা

২। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাত রবির ন্যায় রূপ দেখিয়া বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়!

কলি যুগ অবতার চৈতন্ত নিতাই
পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ
বৃন্দাবনদাস গুণ গানে ॥

. ধানশী—লোফা।

করিবর রাজ- হংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সংকেত-গেহা।
অমলা তড়িত- দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা[১] ॥
জলধর তিমির[২] চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙু লতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনি
জিনি আধ বিধুবর ভালে[৩] ॥

১। শ্রীরাধিকার সুন্দর দেহ উজ্জ্বল তড়িদ্দণ্ড (যষ্টি) এবং স্বর্ণ লতাকে পরাভব করিয়াছে।

২। তাঁহার কেশ পাশ (কুন্তল) কৃষ্ণতা-গুণে মেঘ ও অন্ধকারকে জয় করিয়াছে এবং গুচ্ছাকার হেতু চামরকে অতিক্রম করিয়াছে।

৩। তাঁহার ভ্রূলতা ধনু, ভ্রমর ও সর্পকে এবং কপাল অর্দ্ধ-চন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছে।

নলিনী চকোর সফরি বর মধুকর
মৃগি খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি
গৃধিনি শ্রবণ বিশেখি[৪] ॥
কনক মুকুর শশি কমল জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর প্রবাগে।
দশন মকুতা জিনি কুন্দ করগ-বিজ[৫]
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥
বেল তালযুগ হেম কলস
কটোরি জিনিঞা কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাশ বল্লরি জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোম লতাবলি শৈবাল কজ্জল
ত্রিবলি তরঙ্গিনি রঙ্গা[৬]।
নাভি সরোবর সরোরুহ দল জিনি
নিতম্ব জিনিঞা গজ কুম্ভা ॥

৪। বিশেষ করিয়া; শ্রীরাধার কর্ণযুগল গৃধিনীর কর্ণকে বিশেষ ভাবে পরাস্ত করিয়াছে।

৫। দাড়িম্ব বীজ।

৬। ত্রিবলীরেখা লীলায়িত নদীকে জয় করিয়াছে।

উরু যুগ কদলি করিবর-কর জিনি
স্থল পঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম-বীজ ইন্দু রতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বাণি॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধা রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
একাদশ অবতারা[১]॥

শ্রীমায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই।
চকিত বিলোকনে চাহই সব দিশ
প্রেম-সিন্ধু অবগাই[২]॥ধ্রু॥
এক সখি সঙ্গে চলু নব নাগরি
নাগর-সঙ্কেত-কুঞ্জ।
মল্লিকা মালতী কুসুম বিথারি
গুঞ্জিত তহিঁ অলিপুঞ্জ॥

১। মহারাজ শিবসিংহ রূপনারায়ণ নারায়ণের একাদশ অবতার স্বরূপ।

২। সেই চকিত দৃষ্টি যেন দশ দিক প্রেম সিন্ধুতে স্নাত করাইয়া দিল।

নিশবদ মণ্ডন অঙ্গহি ভূষণ
তৈছন নূপুর চরণে।
সিন্দূর চন্দন কজ্বল উজ্বল
কৃত অবগুণ্ঠন বসনে॥
শিরীষ কুসুম পরশে যো পদতলে
বরণিত হোত মৈলান[১]।
সো অব কণ্টক কঙ্কর বাটহি
রাগহি[২] করত পয়ান॥
ইথে বুঝি প্রেম প্রবল নববিধি হোই
সিরজই বিপরিত বন্ধ[৩]।
দাস রাধামোহন কিছু নাহি বুঝই
যাতে নাহি সো রস-গন্ধ॥

কামোদ—দশকুশী।

নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল
নব নাগর রস-রঙ্গ।

১। সুকোমল শিরীষ কুসুমের স্পর্শেও যে পদতল মলিন বর্ণ ধারণ করিত।

২। অনুরাগে

৩। প্রেম প্রবল নূতন বিধাতা হইয়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সৃষ্টি করিল।

পন্থ ঘটিত দুখ   সবহু দূরে গেও
বাঢ়ল মনোভব-রঙ্গ ॥
দেখ দেখ অনুপম দুহু মুখ ইন্দু[১]।
দুহুঁক দরশাবেশে   ভোর লহরি সঞে
উছলত প্রেমক সিন্ধু[১] ॥
দুহুঁক আলোকনে   দুহুঁ পুলকায়িত
লোচনে আনন্দ লোর।
বিবরণ কাঁপ[২]   ঘাম ভেল গদগদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর ॥
ঐছন ভাব   না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
ঐছন নিরুপম লেহ।
দাস রাধামোহন   চিতে নিচয় করু
এক পরাণ ভিন দেহ[৩] ॥

১। উভয়ে উভয়ের দর্শন জনিত আবেশে বিভোর। উভয়ের প্রেম-সাগর লহরীর সহিত (অর্থাৎ তরঙ্গবিভঙ্গে) উথলিয়া উঠিল।

২। বৈবর্ণ্য, কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্বিক ভাব প্রকটিত হইতে লাগিল।

৩। পদকর্ত্তা মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছেন যে ইহাদের এক , দেহ ভিন্ন মাত্র।

ভূপালী—একতালা।

ত্বং কুচবল্গিত মৌক্তিক-মালা।
স্মিত সান্দ্রীকৃত শশিকর-জালা॥
হরিমভিসর সুন্দরী সিত-বেশা।
রাকা রজনি রজনি-গুরুরেষা॥
পরিহিত-মাহিষ-দধিরুচি-সিচয়া।
বপুরর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া॥
কর্ণ-করম্বিত কৈরব হাসা।
কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাসা॥

(সখি কহিতেছেন) হে রাধে তোমার পয়োধরের উপরে গতিবেগে চঞ্চল মুক্তা-মালা বিরাজ করিতেছে। তোমার স্মিত হাসিতে শশি-কিরণ ঘনীভূত হইয়াছে। এই পূর্ণিমা নিশি তোমার উপদেষ্টা হইয়াছে। অতএব এখনি শুভ্রবেশে হরির নিকটে অভিসার কর। তোমার পরিধানে মাহিষ দধির ন্যায় সুশুভ্র বসন, তোমার অঙ্গ ঘন চন্দনে সুচর্চ্চিত এবং কর্ণ বিকসিত কুমুদে অলঙ্কৃত। অতএব তুমি সনাতনের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-বিলাস-লাভোপযোগী হইয়াছ। পক্ষান্তরে সখি-রূপে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গলাভে আনন্দিত হইয়াছ।

তথা রাগ।

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার[১]।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দনে চরচিত রুচির[২] কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর[৩] ॥
চান্দনি রজনী উজোরলি গোরী[৪]।
হরি অভিসার রভস রসে ভোরি ॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই[৫] ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলি কিএ রস মহা পূর[৬] ॥

১। জ্যোৎস্নাভিসারিণী শ্রীরাধা শুভ্র কুন্দ ফুলে কেশ ভরিয়া দিয়াছেন, কেশের বর্ণ ঢাকিয়া গিয়াছে।

২। সুন্দর

৩। প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

৪। নিজ অনুপম গৌরকান্তিতে ও শ্বেত কুসুম, চন্দন মুক্তাদিতে শ্রীরাধা চান্দিনী যামিনীর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৫। ধবল ভূষণ ও ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া চন্দ্রকিরণের শুভ্র জ্যোতিতে শ্রীরাধা তনু মিলাইয়া চলিতেছেন। অর্থাৎ যাহাতে কেহ তাঁহাকে দেখিতে না পায়।

৬। রঙ্গ অর্থাৎ শুভ্র পারদের মধ্যে যেন রাংএর পুতুল।

পূরিত মনোরথ গতি অনিবার।
গুরু কুল-কণ্টক কি করয়ে পার[১] ॥
সুরত-শিঙ্গার-কিরিতি সম ভাস[২] ॥
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস ॥

পুনশ্চ অভিসার—সখীর উক্তি।

গুর্জ্জরী—একতালা[৩]।

রতিসুখ সারে গতমভিসারে
মদন-মনোহর-বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্[৪] ॥

১। প্রবল কুল গৌরবের বাধা কি করিতে পারে?

২। শ্রীরাধা বেশভূষাতে যেন মূর্ত্তিমতী সুরত-সজ্জার পরাকাষ্ঠা, এইরূপে শোভা পাইতেছেন।

৩। জয়দেবের এই উৎকৃষ্ট অভিসার সম্বন্ধীয় কবিতাটি তিমিরাভিসারের পদ। অভিসারিকার লক্ষণ যথাঃ—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নীতামসী-যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥

যাঁহার জন্য কান্ত অভিসার করেন অর্থাৎ সঙ্কেতস্থলে আগমন করেন বা যিনি স্বয়ং অভিসার করেন, জ্যোৎস্না তমিস্র রজনীতে গমন-যোগ্য-বেশশালিনী রমণীকে অভিসারিকা কহে।

৪। রতি সুখ লালসায় তোমার প্রাণকান্ত মদন চিত্তহারী

ধীর সমীরে যমুনা-তীরে
বসতি বনে বনমালী।
গোপী-পীন- পয়োধর-মর্দ্দন-
চঞ্চল করযুগশালী[১] ॥ধ্রু॥
নাম-সমেতং কৃত সঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনু-সঙ্গত
পবন-চলিতমপি রেণুম্[২] ॥

বেশ পরিধান করিয়া অভিসার করিয়াছেন অতএব হে নিতম্ব শালিনী (সুন্দরী) তুমি আর গমনে বিলম্ব না করিয়া প্রাণকান্তের অনুসরণ কর।

১। যমুনাতীরে যেখানে মন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় অথবা ঃ সমীর নামে যে নির্জ্জন স্থান আছে, সেখানে কুঞ্জবন মধ্যে গোপীদের উচ্চ কুচমর্দ্দনে চঞ্চল কর-যুগ্মশালী বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা করিতেছেন।

২। তিনি তোমার নাম ধরিয়া মৃদু মৃদু মোহন বাঁশী বাজাইতেছেন এবং তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় তোমার অঙ্গ স্পর্শকারী পবন কর্ত্তৃক চালিত ধূলিকণাকেও বহুভাগ্য বলিয়া গণনা করিতেছেন।

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্ ।
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্[১] ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্ ।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলম্[২] ॥
উরসি মুরারে- রুপহিত-হারে
ঘন ইব তরল বলাকে ।
তড়িদিব পীতে রতি-বিপরীতে
রাজসি সুকৃত বিপাকে[৩] ॥

১। পক্ষী বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হইলে বা বৃক্ষপত্র নড়িলে তিনি তোমাব আগমন মনে করিয়া চমকিত হইতেছেন এবং চকিত নয়নে তোমার পথ চাহিয়া শয্যা রচনা করিতেছেন ।

২। (অতএব হে সখি অধীর প্রাণকান্তকে আর কষ্ট দিওনা ।) কুঞ্জে গমন কর। নূপুর খুলিয়া ফেল কেননা উহা বাজিয়া উঠিয়া কেলিব ব্যাঘাত জন্মায়। তাঁহার কুঞ্জ অন্ধকারে ঢাকা অতএব নির্জ্জন। তুমি সেই অন্ধকারের উপযোগী নীলশাড়ী পরিয়া শীঘ্র চল কেহ তোমাকে চিনিতে পারিবে না।

৩। সেই মুর-রিপুর বক্ষে মুক্তাহার যেন মেঘের গায়ে

বিগলিত-বসনং পরিহৃত রসনং
ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়-শয়নে পঙ্কজ-নয়নে
নিধিমিব হর্ষ-নিধানম্[১] ॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানী-
মিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং
পূরয় মধুরিপুকামম্[২] ॥
শ্রীজয়দেবে কৃত হরিসেবে
ভণতি পরম রমণীয়ম্।
প্রমুদিত-হৃদয়ং হরিমতি সদয়ং
নমত সুকৃত কমনীয়ম্[৩] ॥

বিলম্বিত বলাকাশ্রেণীর মত বিরাজ করিতেছে। হে গৌরাঙ্গী তুমি সুকৃতির ফলে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় বিরাজ করিবে।

১। হে কমলনয়নে! তুমি কোমল পল্লব শয়নে শীঘ্র নিতম্ব রক্ষা কর। সে সময়ে যখন তোমার বসন ও চন্দ্রহার নির্মুক্ত হইয়া জঘন অনবৃত হইবে, তখন গুপ্ত ধনরাশি উন্মুক্ত দেখিলে যে রূপ আনন্দ হয় শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ আনন্দ জন্মিবে।

২। হরি তোমার জন্য অধীর (অভিমানী) হইয়া ভাবিতেছেন যে এই নিশি শীঘ্রই অবসানা হইবে। অতএব আমার বাক্য শুন, সত্বর বেশ রচনা করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ কর।

৩। হরি-সেবা-পরায়ণ শ্রীজয়দেবের রচিত এই গীত শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ অতি দয়ালু সুকৃতি-বিশেষ অনুকূল পরম বাঞ্ছনীয় হরিকে প্রণাম করুন।

সুহই—ছোট দুঠুকী।

চলিল বৃষভানু-সুতা গহনে[১]।
ব্রজ ভূপতি-নন্দন·ভাবি মনে ॥
অভিসার-সুখার্ণবে মগ্নমনা।
মদমত্ত গজেন্দ্র-বধূ[২] গমনা ॥
মুরলীধর-দরশন-আশ সুখে।
নাহি জানত পথ-পয়ান দুখে ॥
কুশ-কণ্টক লাগত প্রতি পদে।
গণই নাহি সো সব প্রেমমদে ॥
চলিতে চলিতে তুলিতে চরণে।
মণি নূপুর নাদ করে সঘনে ॥
চুটকি ঝুনু ঝুনু ঝুনু গরজে।
চটকাবলি[৩] যা শুনি লাজ ভজে ॥
কটিতে রসনা সুখে নাদ করে।
শুনি সারস যে ধ্বনি সেই ধরে ॥

১। বনে
২। করিণী
৩। শ্যামাপাখীকুল

ঘন দোলত হার উরসি তটে[১]।
নিরখি রজনি-কর গর্ব্ব টুটে[২] ॥
বর চম্পক বেণী-মুখে দোলিছে[৩]।
জনু কাল ফণী রতনে গিলিছে ॥
অতি-সৌরভ মোহন মত্ত মনে।
ভ্রমরা ভ্রমরী পড়িছে বদনে ॥
দিঠি মিলিব কি করি লাজে হার।
মুখ দেখিব তার কিরূপ করি ॥
ধরয়ে যদি নাগর মোর করে।
ছুঁও না বোলব আমি লাজ ভরে ॥
করি হট সে যদি জোর করে।
ধরিব তখনি ললিতার করে ॥
যদি কুঞ্জ ঘরে মোরে লয় ছলিয়া।
তবহুঁ কহব তার কর ধরিয়া ॥
মন মধ্যে ইহা কহিতে কহিতে।
রসনা রসিয়া উঠিলা বলিতে ॥

১। বক্ষস্থলে

২। চাঁদের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়

৩। বেণীর অগ্রভাগে সুন্দর চাঁপা ফুল দুলিতেছে

মরি হে মরি হে ছাড় যাই ঘর।
অবলা প্রতি এ হট কেন কর ॥
ললিতা কহিছেন শুনি হাসিয়া।
ধনি ছাড়হ না শঠকে ধরিয়া ॥
ললিতা বচনে বৃষভানু-সুতা।
হইলা অধিকাধিক লাজযুতা ॥
চলিলা সকলে সুখে মনে।
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ ভণে ॥

বালা ধানশী—একতালা।

সখির বচন শুনি থির করি চিত।
করইতে গমন ভেল উপনীত ॥
পদ দুই চারি চলল সখি মেল।
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেল ॥
ক্ষণে ক্ষণে চমকি পদ পালটায়।
ক্ষণে কাতর দিঠে সখি মুখ চায় ॥
সখিগণ পুনপুন করে আশোআস।
রহি রহি ধনি হিয়ে উপজে তরাস ॥
ঐছনে কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরেতে হেরই যদুনন্দন দাস ॥

বিহাগড়া—ছুঠুকি।

অবনত বয়ানে না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ পাণি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ।
পীরিতি বচন পুন কহল বিশেষ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে লব লেশ॥
পহিরণ বসন ধরল যব হাতে।
তব ধনি দীব দেই নিজ মাথে[১]॥
রস পরসঙ্গ করল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ[২]॥
নাহক আদর[৩] অধিক বাড়ায়।
জ্ঞানদাস কহ ঐছে না জুয়ায়[৪]॥

১। মাথার দিব্য দিতে লাগিল।

২। (কৃষ্ণের) নিজ প্রস্তাব নাম মাত্র উত্থাপন করিলেই তিনি ভঙ্গ দেন।

৩। প্রাণনাথের আদর

৪। ঐরূপ ব্যাপার বুদ্ধিতে আসে না।

রূপানুরাগ।

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই—ধড়া (বা বড় দশকুশী)।

লাখ বাণ কাঞ্চন জিনি।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুঞি যাঙ নিছনি॥
কি ছার শরদ কোটি শশী।
জগত করিল আলো গোরামুখের হাসি॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকি।
কুলবতী উনমত কৈলে দুটি আঁখি॥
মদন-বিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে বাঁচে কামিনী অবলা॥
নিশি দিশি শশী ষোলকলা।
জ্ঞানদাসেতে কহে মজিল অবলা॥

কল্যাণ মায়ূর—তেওট।

সজনি, কি হেরিলুঁ যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাড়াইঞা তরুমূলে॥

গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকা চম্পক দামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥
সেকি রে চূড়ার ঠাম কেবল যেমন কাম
নানা ছান্দে বাঁধে পাক মোড়া।
শির বেঢ়ল বেনানি জালে[১] নবগুঞ্জামণি মালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া[২]॥
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্ব হেলাঞা গা
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডীদাসে কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা॥

১। নব-গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ এবং মণি গ্রথিত (বেনানি) জাল দ্বারা শির বেষ্টিত।

২। উপরে শিখি চন্দ্রিকা বাতাসে দুলিতেছে।

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী।

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ুর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুক খানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী-মালে গাঁথনি গাথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনি
নীলগিরি শিখর বাহিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঞ্জিয়া।
রজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

তুড়ি—বড় সমতাল।

নটবর বেশে নাগর করে মোহন বেণু।
পরিধান পীত ধড়া ভুরু কাম-ধনু॥

পিঠে দোলে সোণার ঝাঁপা তাহে পাটের থোপা।
গলে দোলে বকুল মালা গন্ধরাজ চাঁপা ॥
এমন মোহন রূপ কোথাও না দেখি।
নাচিয়া বেড়ায় যেন খঞ্জনিয়া পাখী ॥
বসু রামানন্দে বলে আর কেনে বল।
বিলম্বের কাজ নাই বেশ বনাইয়া চল ॥

মায়ূর—তেওট।

বৃষভানু-নন্দিনী রমণীর শিরোমণি
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদের দরশনে
রস ভরে ডগমগি অঙ্গ ॥
রাই রূপে লাবণ্যের সীমা।
জিনি কত কোটি শশী মুখে মৃদু মন্দ হাসি
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা ॥
নীলমণি চুড়ি হাতে কনয়া কঙ্কন তাতে
নীল বসন সোণার গায়।
নব যৌবন ভরে গতি অতি মন্থরে
হংস-গমনে চলি যায় ॥

ললিতা দক্ষিণ হাতে বাম ভুজ দিয়া তাতে
বৃন্দাবন-ভূমে প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গ-কান্তি-মালা দশ দিশ করিল আলা
জ্ঞান দাস তাহাতে মজিলা॥

ধানশী—বড় একতালা।

মিলিল শ্যামের সনে নবীন কিশোরী।
পশু পাখী উনমত দুহুঁ রূপ হেরি॥
হিলন দিয়া দাঁড়াইল রসময় শ্যামচন্দ্র।
নাগর অমনি চেয়ে রইল রাই মুখচন্দ্র॥
মিললি রে আরে নব রঙ্গিনী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ-বাধা॥
দুহুঁ দোঁহা মিলই বাহু পসারি।
আনন্দে মগন ভেল সখিগণে হেরি॥
শ্যাম-বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণ-মাধুরী॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ রাগ—বড় দশকুশী।

দামিনী-দাম[১] দমন-রুচি[২] দরশনে দূরে গেও দরপক দাপ[৩]।
শোন কুসুম তাহে কোন গণিয়েরে প্রাতর অরুণ[৪] -সন্তাপ॥
গোরা-রূপের যাই বলিহারী।
হেরি সুধাকর মূরছি চরণতলে পড়ু দশনখ-রূপধারী[৫]॥
সুবরণ[৬] বরণ হেরি নিজ কুবরণ মানি আপন মন-তাপে।
নিজ তনু জারি ভসম সম[৭] করইতে পৈঠল অনল-সন্তাপে[৮]॥
যা সম বিধিক অধিক নাহি অনুভবি
তুলনা দিবার নাহি ঠোর[৯]।
জগদানন্দ কহ পহুঁক তুলনা পহুঁ নিরুপম গৌর কিশোর॥

১। দামিনী দাম—বিদ্যুন্মালা।

২। রুচি—কান্তি, কিরণ; বিদ্যুন্মালাকে দমন অর্থাৎ পরাভব করিয়াছে এমন কান্তি যাহার।

৩। দরপক (দর্পক) সৌন্দর্য্য-দর্পের; দাপ—দর্প।

৪। প্রাতর অরুণ—প্রভাতের সূর্য্য।

৫। চন্দ্র সেই রূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং গৌরাঙ্গের পদতলে দশনখরূপ ধারণ করিল।

৬। সুবরণ—সুবর্ণ।

৭। জারি—জ্বালাইয়া ভস্ম সম করিবার জন্য।

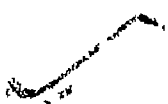
৮। অগ্নিতে প্রবেশ করিল।

৯। যাহার সমান রূপ বিধাতার সৃষ্টিতে অধিক নাই, ইহা অনুমান করিয়া তুলনা দিবার স্থান পাইলাম না। ঠোর—ঠাঞি, স্থান।



কেদার—ছোট ডাঁশপাহিড়া।

কি খেনে হেরিলাম শ্যাম রায়।
মল্লিকা-কলিকা কানে রহই ত্রিভঙ্গ ঠামে
করে ধরি মুরলী বাজায়॥
মুরলীতে নখ পাঁতি জিনিয়া চাঁদের জ্যোতি
বাঁশী রন্ধ্রে কত সুধা ঝরে।
গগন হইতে চাঁদ বাঁশীতে নামিয়াছে
মুখ-সুধা লইবার তরে[১]॥
নবীন নীরদ-অঙ্গ আর তাহে রস ঢঙ্গ
প্রেম-চাতুরী করু তায়।
গোবিন্দ দাসের বাণী শুন রাধে বিনোদিনী
ভজ গিয়া সেই শ্যামের পায়॥



সুহিনী—একতালা।

জলদ-বরণ এক যুবা।
যুবতীর জাতি কুল ডুবা॥
দেখে এলাম যমুনার ঘাটে।
রূপে কোটি মদন আঁটে॥

১। মুরলীর প্রতি রন্ধ্রে নখচাঁদ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মুখ সুধা পান করিবার নিমিত্ত চাঁদ গগন হইতে বাঁশীতে নামিয়াছে।

সেই রূপ আমার হিয়ার মাঝে জাগে।
তাবিনে সকল শূণ্য লাগে॥
দিয়া জাতি কুলের বিদায়।
শরণ লইমু রাঙ্গা পায়॥
গোবিন্দ দাসের চিতে জাগে।
চল রূপ দেখি গিয়া আগে॥

কেদার—ছুটাতাল।

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুলের মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেসর শোভে মুকুতা হিল্লোলে।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোলে॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥
কৃষ্ণনাম যশ গুণ প্রেম আলাপনে।
রহিয়ে রহিয়ে যায় চিন্তে মনে মনে॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারি পানে চায়।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যাম রায়॥

দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দ বাঢ়িল।
গোবিন্দদাস চিত ভুলিয়া রহিল ॥

সুহই—একতালা।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহা পায়ল পরশ মণি ॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর ॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন-তরঙ্গ ॥
সহচরী-গণে সভে আনন্দ ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—দশকুশী।

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণ-নিধি।
কতই চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া নিরমিল বিধি ॥
উগারই সুধা জনু গোরা মুখের হাঁসি।
নিরখিতে গোরা রূপ হৃদয়ে রৈল পশি ॥
আঁখি পালটিলে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে গাঁথি থোবো গোরা রূপ খানি ॥

মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি হয় মোর।
গোবিন্দ দাস বলে মুঞি ভেল ভোর॥

গৌরী—তেওট।

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লেগেছে গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি কতেক সুধা দিয়া॥
অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলি ফুল
হাসি খানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে
জাতি কুল মজাইলাম তায়॥
ভুরু যুগ সন্ধান কামের কামান বাণ
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ানের কোণে চাঞাছিল আমা পানে
সেই হইতে শ্যাম রূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হইতে উঠিয়া আসিতে পথে
সখী কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় শুধুই সে সুধাময়
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

দুটি ভুরু কামের কামান।
নষ্ট কৈল কুল-অভিমান[1] ॥
কত ছাঁদে নয়ন ঢুলায়।
মন সঞে পরাণ দোলায় ॥
সে মোহন নাগর কিশোর।
মরমে পশিয়া রৈল মোর ॥
কত না নাগরপনা জানে।
নিরখয়ে আধ নয়ানে ॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলা পরাণে কি তা সয়।
কেনা কৈল মনোহর বেশ।
তেঞি মজাইল সব দেশ ॥
তীরিবধে[2] তার নাহি ভয়।
বলরামের মনে হেন লয় ॥

শ্রীরাগ—তেওট।

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে ॥

১। কুলগৌরব নষ্ট করিল।
২। স্ত্রী-বধে।

বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ুরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হইতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হইলাম অচেতন॥
হৃদয়ে পশিল রূপ পিঞ্জর কাটিয়া।
জ্ঞানদাসের মনে রহিল জাগিয়া॥

শ্রীবরাড়ী—মধ্যম একতালা।

রাই কনক মুকুর-কাঁতি[১]।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতেক ভাতি[২]॥
নীল বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে[৩]।
চাঁচর কেশেতে বিচিত্র বেণী
তুলিছে হিয়ার মাঝে॥

১। সোণার দর্পণের ন্যায় কান্তি যাঁহার।

২। প্রকার।

৩। শ্রীরাধা অন্ধকার যামিনীর উপযোগী নীল বসন ও নীল রত্নালঙ্কার পরিয়াছেন। মনে হইতেছে যেন মেঘে বিদ্যুৎ খেলিতেছে।

সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
অরুণের কোরে নব জলধর
নবীন চাঁদের দেখা[১] ॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
ভাবে ঢুলি চলি যায় ॥
আধ উড়নী ঈষত হাসনি
বঙ্কিম নয়নে চায় ॥
শ্যামনন্দ ভণে নিকুঞ্জ ভবনে
কল্পতরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম নাগরের কোলে ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

কি হেরিলাম অপরূপ গৌর কিশোর।
নয়ান ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল মোর ॥
তেরছ চাহনি তার বড়ই জঞ্জাল।
নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল ॥

১। সিন্দূর কাজল ও চন্দনের ফোঁটা—যথা ক্রমে সূর্য্য·মেঘ ও চাঁদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

যেবা ধনি দেখে তারে পাসরিতে না'রে।
কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রহে ঘরে॥
বাসুদেব ঘোষে কহে শুন মোর কথা।
গোরার পিরীতি মরমে রহে গাথা॥

।রাগ—মধ্যম একতালা।

বিনোদ শ্যামেরি রূপ হেরি প্রাণ কাঁদে।
নাগরী-মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে॥
মল্লিকা-কলিকা[১] শোভে চূড়ার চারি পাশে।
ভুবন ভুলালে ময়ুর পাখার বিলাসে॥
দুস্থতি মুকুতা মালা কেশের সাজনি।
রতনে জড়িত মণি মাণিকের খেচনি[২]॥
নবঘন জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান॥
মুকুরে নিরখি রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর॥
রহই ত্রিভঙ্গ ঠামে হিলন কদম্ব।
দাস অনন্ত চিতে লাগল ধন্ধ[৩]॥

১। মল্লিকাফুলের কুঁড়ি
২। বন্ধন
৩। পদকর্ত্তার মনে ধাঁধা লাগিল।

২

মল্লার—আড়া ডাঁশপাহিড়া।

কালা কেলি-কদম্ব তলে ওনা নব মেঘের কোড়া[১]।
মেঘের উপরে চাঁদ তাহে কমল জড়া॥
কিয়ে কমল দোলে রে নাটুয়া খঞ্জন পাখী।
ঘর সরবস[২] যৌবন দিয়া শ্যামরূপ দেখি॥
কেহ কেহ বলে আরে শুন প্রাণ সখি।
কেহ বলে দণ্ডেক দাঁড়াও রূপ দেখি॥
চলিতে না চলে পদ যাইব কেমনে॥
কুলের গৌরব আমার গেল এত দিনে॥
তুলনা দিবার নাই বরণ চিকণ কালা।
ঝলমল করে কত নানা ফুলের মালা॥
অলকা আবৃত মুখ মকর কুণ্ডল।
শ্যাম তনু বিরাজিত করে ঝলমল॥
নব জলধর অঙ্গ পীত বাস তায়।
মধুর মুরলী রবে পাষাণ মিলায়॥
ভুবন মোহন রূপ নারি পাসরিতে।
চল দেখি শ্যাম রূপ না পারি রহিতে॥

১। কুঁড়ি (যেমন ফুলের কুঁড়ি); এবং কোঁড়া শব্দ 'কলি' হইতে আসিয়াছে। নব মেঘের কোঁড়া অর্থাৎ যেন ছোট এক খণ্ড নূতন মেঘ।

২। সর্ব্বস্ব

গোবিন্দ দাস শুনি আনন্দিত মন।
সঙ্গে সাজিল ধনির প্রিয় সখীগণ ॥

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

বয়সে সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী
সাজিল শ্যাম-দরশ-রস-লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ কারু হাত পর শোভে ॥
ভালে বনি[1] আওয়ে বৃষভানু তনি[2]।
চরণ কমল তলে অরুণ বিরাজিত রে,
মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর ধ্বনি ॥ধ্রু॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী বোলে।
গজ-অরি মাঝারি উপরে কনয়াগিরি
বীচহি সুরধুনি মুকুতা হিল্লোলে[3]।

১।

২। বৃষভানু তনয়া

৩। সিংহের ন্যায় মাঝা তদুপরি কনকগিরি সদৃশ কুচযুগল এবং তার মাঝে মুক্তার মালা যেন সুরধুনীর ন্যায় হিল্লোলিত হইছে।

রবি মণ্ডল ছবি জিনি মণি কুণ্ডল
সুন্দর সিন্দূর ভাল হি ভালে।
গোবিন্দ দাস কহ ভুলল অলিকুল
বেঢ়ল কবরিক মালতী মালে॥

বেহাগ—ছোট ডাঁশপাহিড়া।

সখী সঙ্গে চলে ধনি বিনোদিনী রাই।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছাই॥
সখী কাঁধে হাত দিয়া অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই এলো পারা[১]॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উপজিল প্রেম।
দারিদ্র্য পাইল যেন ঘট ভরা হেম॥
এস এস বিনোদিনী রসময়ী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা॥
তুমি মোর সরবস[২] নয়নের তারা।
তোমা বিনে দশদিগ হেরি আঁধিয়ারা॥

১। যেন; রাই আসিল মনে হইতেছে।
২। সর্ব্বস্ব

তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরি নাম ॥
তোমার লাগিয়া আমি বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥
চৌরাশি ক্রোশ এই বৃন্দাবনের সীমা।
যত কিছু লীলা খেলা তোমার মহিমা ॥
জানে সব ব্রজ জন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সবে জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা ॥
করে ধরি রাই লয়ে বসাইল বামে।
পীতবাসে মুছই রাই-মুখ-ঘামে ॥
নিজ কর-কমলে চরণ-ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে ॥
পন্থ কি দুঃখ পুছত বর কান।
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান ॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসে মাগে দোঁহার চরণ মাধুরী ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—রূপক।

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ওরূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর ॥

বান্ধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গন মালতী যুথী বান্ধুলি বকুলে ॥
মধুলোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ওরূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে।
মণি মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরি চমকে ॥
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে ॥
মন্থর চলনি গতি ডুদিগে হেলানি।
অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি।
চলিতে মধুর নাদ নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস কহে নিছনি[১] যাও তায় ॥

সুহই—খড়া।

উজোর হার উর পীত বসন ধর[২]
ভাল হি চন্দন বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু[৩] ॥

১। বালাই।
২। উরে অর্থাৎ বক্ষস্থলে উজ্জ্বল মালা।
৩। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ঘন অর্থাৎ মেঘের গায়ে বকের পাঁতি প্রলম্বিত রহিয়াছে। তুলনা করুন: অন্তন্তাং তোরণ স্রজম্—কালিদাস।

পেখলুঁ শ্যামরু ধাম[১]।
কুঞ্জ সমীপে নীপ অবলম্বই
রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥ধ্রু॥
চরণ অবধি বন মালা বিরাজিত
হেরইতে উনমত হোই।
মধুকর ছলে কত বরঙ্গরমণী চিত
তহিঁ রহি গতি-মতি খোই ॥
মুরলী আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি
গাওত কতহুঁ সুতান।
ভন ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত
মদন রায় পরমাণ[২] ॥

মায়ূর—তেওট।

ভালে সে চন্দন চাঁদ নাগরী-মোহন ফাঁদ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুন ঠেকিলুঁ ওনা ফাঁদে ॥

সেই বলাকাশ্রেণী-বিভূষিত মেঘে আবার বিদ্যুৎ জড়াইয়াছে (পীত বাস) এবং মেঘের উপরে চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে (চন্দনের ফোঁটা)।

১। শ্যামবর্ণের দেহ দেখিয়া আসিলাম।

২। রোয়ত মদন মান—পাঠান্তর

সই কি আর কি হবে বল মোরে

জাতি কুল শীল দিয়া ওরূপ নিছনি লৈয়া[১]

পরাণে বাঁধিয়া থোব তারে ॥

দেখিয়া ও মুখ ছাঁদ কাঁদে পূর্ণিমক চাঁদ

লাজ ঘরে ভেজাঞা আগুনি[২]।

নয়ান কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে

কিবা দুটি ভুরুর নাচনি ॥

আই আই মলুঁ মলুঁ কিরূপ দেখিয়া আইলুঁ

কালা অঙ্গে পড়িছে বিজুরি।

স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে এ রূপ যৌবন সনে

আপনা সাজাঞা দিব ডালি ॥

কি খেনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি হইল মোরে

অষ্ট প্রহর প্রাণ ঝুরে[৩]।

বলরাম দাসে কহে ও রূপ দেখিয়ে গো

কোন পামরী রবে ঘরে ॥

১। নিছনি শব্দের বহু অর্থ আছে—'ছাঁদ' অর্থ লইলে বোধ হয় ভাল হয়।

২। অগ্নি জ্বালিয়া

৩। কাঁদে

সুহই—কাটা দশঃ

রূপ দেখি কি না সে করিলুঁ।
বল করি জাতি প্রাণ পর হাতে দিলুঁ॥
ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে॥ধ্রু॥
নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁচনি[১]।
কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান নাচনী॥
কিসের ভয় কিবা গুরু লাজে।
মধুর মূরতি যে লাগিল হিয়ার মাঝে॥
ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম ইহা পিরীতের ফাঁদ॥

বালা ধানশী—মধ্যম একতালা।

শ্যামের মোহন মূরতি আমার হিয়ার মাঝে জাগে।
আর যে আমি রইতে নারি শ্যাম-অনুরাগে॥
বল সখি কি বা করি কি হবে উপায়।
না দেখিলে শ্যাম-মুখ আন নাহি ভায়॥
চল চল বৃন্দাবনে শ্যাম দেখি গিয়া।
সব দুখ পাশরিব চাঁদ মুখ চাঞা॥

১। বন্ধন

সহচরী সঙ্গে করি বিনোদিনী রাই।
বাহির হইলা ধনির সুখের সীমা নাই॥
নীল বসন অঙ্গে ধনির নীলমণি চুড়ি হাতে।
সখী সঙ্গে যায় ধনি করি কত ছান্দে॥
হংস-গমনে চলি যায় বিনোদিনী।
বিধুমুখে মৃদু হাসি কানু-মন-মোহিনী॥
চরণে নূপুর বাজে সুমধুর তায়।
রূপ হেরি কত শত মদন মূরছায়॥
চলিতে না পারে ধনি নিতম্বেরি ভরে।
সখীর নিকটে পুছে কুঞ্জ কত দূরে॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে ধনি পড়ে মূরছিয়া॥
খণহি সময়ে ধনি বৃন্দাবনে আইলা।
পথ পানে চাঞা নাগর দাঁড়াইয়া আছিলা॥
দুহুঁ দোঁহা দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দোহেঁ দুহুঁ মুখ হেরি আনন্দ হিলোর॥
মিলই দোহেঁ দোহাঁ বাহু পসারি।
হুলাহুলি দেই সবে দুহুঁ রূপ হেরি॥
করে ধরি রাই লইয়া বসাইল বামে।
পীত বাসে মুছই রাই মুখ-ঘামে॥

পন্থকি দুখ পুছত বর কান।
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান।
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
গোবিন্দ দাস মাগে চরণ মাধুরী॥

বিভাগড়া—জপতাল।

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভনে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দোঁহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নব নৌতুন নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ—বড় দশকুশী।

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরারূপ না দেখিলে
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর হেমকান্তি কলেবর
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি॥

তিলে না দেখিলে তায় পাঁজর ধসিয়ে যায়
ধৈরয ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের ডুরি দিয়া অন্তরে কি করে সিয়া[১]
না জানি তার কতই ধার ধারি॥
সুরধুনি তীরে যাইয়া কুল দিব ভাসাইয়া
অনল জ্বালাইয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি দেখিব নয়ন ভরি
দিন গেল মিছামিছি কাজে॥
হাম নারী কুলবালা গৌরাঙ্গ কলঙ্ক-মালা[২]
গলায়ে পরিতে সাধ লাগে।
মুরারি গুপতে বলে ভাল দাগে দাগা দিলে
গুপত গৌরাঙ্গ-অনুরাগে॥

ধানশী—কাটা দশকুশী।

মৈলাম মৈলাম শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ধ্রু॥

১। অনুরাগের রজ্জু দিয়া আমার অন্তরে সে কি যে করে অর্থাৎ কিরূপ আকর্ষণ করে তাহা আমি বলিতে পারি না। যেন তাহার নিকট আমি কতই ঋণী।

২। আমার সাধ হয় যে লোকে আমাকে গৌরাঙ্গ-কলঙ্কিনী বলে, কিন্তু এমন ভাগ্য কি আমার হইবে!

জীতে[১] পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল পশিল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লইয়া
দাঁড়াইয়াছে তেরছ নয়নে।
অঙ্গুলি দোলায়ে শ্যাম কি জানি কি দেখাইলে
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়[২]
তিলে প্রাণ তিন ঠাঁই ধরি[৩]।
বসু রামানন্দের বাণী দিবা নিশি নাহি জানি
অন্তরে গুমরি মরি মরি॥

১। জীতে অর্থাৎ জীবন থাকিতে ভুলিতে পারি না।

২। প্রতীতি=বিশ্বাস

৩। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রাণ আমার তিন স্থানে থাকে, অর্থাৎ অনুরাগে আমাকে এমনই করিয়া ফেলিয়াছে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রাণের স্থিরতা নাই। প্রাণ যায় যায় এই রূপ অবস্থা হইয়াছে।

সখী-উক্তি

সুহই খাম্বাজ—তেওরা।

নন্দ-নন্দন- চন্দ চন্দন[১]
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ[২] ॥

১। চন্দ চন্দন অর্থে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর বলেন, কর্পূর মিশ্রিত চন্দন। কিন্তু নন্দ-নন্দন-চন্দ এক সঙ্গে গ্রহণ করিলে অর্থ সরল হইয়া যায়। নন্দ নন্দন চাঁদ এর অনুরূপ প্রয়োগ অন্যপদেও পাওয়া যায় যথা :

নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধছলে কদম্বের তলে।

২। সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলা। পদামৃত সমুদ্রে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 'সিন্ধুর' অর্থে হস্তী গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন সিন্ধুরস্য হস্তিনঃ সর্ব্বগুণান্ নিন্দতি বলবীর্য্য-গমনাদিগুণৈরিত্যর্থঃ। অর্থাৎ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর সকল গুণকে (যথা বলবীর্য ইত্যাদি) নিজের তত্তৎ গুণাতিশয়ের দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে ভঙ্গ' কথাটি হস্তীর সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইতে পারে না। ভঙ্গ অর্থ তরঙ্গ। 'ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মির্বা স্ত্রিয়াং বীচিরথোর্ম্মিষু'। ইতি অমরঃ। যদি সিন্ধু শব্দের সাধারণ অর্থ সমুদ্র গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অর্থ হয় এই যে শ্রীকৃষ্ণ মেঘের মত সুন্দর, তাঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়; অতএব তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত, মেঘবর্ণ এবং কম্বুর আকর সমুদ্রের মাধুর্য্যকে তিনি নিন্দা অর্থাৎ পরাভব করিয়াছেন। বিষ্ণুর রূপের সহিত সমুদ্রের সীমাহীন নব নবায়মান সৌন্দর্য্যের তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

প্রেমে আকুল গোপ গোকুল
কুলজ কামিনী-কান্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল[১]
কুঞ্জ মন্দিরে সন্ত[২] ॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
চূড়ে উড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব তাল পণ্ডিত
বাহু দণ্ডিত-দণ্ড ॥
কঞ্জ লোচন[৩] কলুষ-মোচন
শ্রবণ-রোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিসলয়
নিলয় গোবিন্দ দাস ॥

কড়খা ধানশী—মধ্যম ছুটাতাল।

হরি অভিসারে চলল বর সুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংস-রাজ ॥

১। সুন্দর অশোক কানন
২। (তোমার প্রতীক্ষায়) কুঞ্জ ভবনে বিরাজ করিতেছেন।
৩। কমলের ন্যায় চক্ষু যাঁহার

একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেম ঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতা ভাল সাজে॥
চৌদিগে রমণী শোভে নূপুর কিঙ্কিণী বাজে
সভে চলে মদন তরঙ্গে।
যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥
নব যৌবনী ধনি জগ জিনি লাবণি
কুঞ্জ বিজই ধনি রাধে।
গোবিন্দ দাস চিতে শ্যামরূপ জাগয়ে
রঙ্গে সাজল মন-সাধে॥

শঙ্করাভরণ—মধ্যম ডাঁশপাহিড়া।

ধনি ধনি[১] বনি অভিসারে[২]।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-বিহারে[৩]॥

১। ধন্য ধন্য

২। শ্রীরাধার অভিসার এরূপ চমৎকার যে ধন্য ধন্য বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। বনি-সুন্দর।

৩। রঙ্গিনী সখীগণের সহিত প্রেমের তরঙ্গে হিল্লোলিত

চলইতে চরণে সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ-পান কি লোভে[১]।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে[২] ॥
কনক লতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ রাধে[৩]।
কিঙ্কিণী রণ রণি বঙ্করাজ[৪] ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে ॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী কাঁধে।
অনন্ত দাস ভণ মিলিল নিকুঞ্জ বনে
পূরাইতে শ্যাম মন সাধে ॥

স্রোতস্বতীর ন্যায় শ্রীরাধা প্রাণনাথের সঙ্গে বিহার করিবার জন্য সুসজ্জিত হইলেন।

১। শ্রীরাধা যেমন গমন করিতেছেন, তেমনি পরিমলে লুব্ধ হইয়া ঝাঁকে ঝাকে অলিকুল তাঁহার চরণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে।

২। যেখানে যেখানে শ্রীরাধার পদচিহ্ন পড়িতেছে সেই সেই স্থানে কমল ভ্রমে মধুকর কুল মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে।

৩। শ্রীরাধা বিধাতার রূপসৃষ্টির সীমা অর্থাৎ তাঁহার অপেক্ষা রূপবতী বিধাতা কখনও সৃজন করেন নাই।

৪। বাঁকমল

পঠমঞ্জরী—মধ্যম একতালা।

এস আমার প্রেমময়ী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ-বাধা॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তো বিনে সকল দিগ লাগে আঁধিয়ারা॥
করে ধরি রাই লয়ে বসাইল বামে।
পীত বাসে মুছই রাই-মুখ-ঘামে॥
পহুঁ কি দুখ পুছত বরকান।
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান॥
অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস।
দূরহি নেহারত দ্বিজ হরিদাস॥

ধানশী—জপতাল।

তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরি পশিল॥

রাই কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয়[১] চাঁদ মিলিল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর[২]॥

সুহই—মধ্যম একতালা।

(আরে) নিকুঞ্জ বনে শ্যামের সনে
রাই বিনোদিনী ভোর।
দোঁহার রূপের নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ গলে বন- মালা বিরাজিত
আধ গলে গজ-মোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন ছবি।
আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝলমল
ফণি উগারয়ে মণি॥

১। নীল পদ্ম।
২। সীমা।

মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার
ডুবল শেখর রায়॥

ঝুমর।

আজ এমনি থাকুক শ্রীরাধাগোবিন্দ।
উলসিত ভেল সব সহচরীবৃন্দ॥
তরু ডালে বসি গায় শুক আর সারী।
দুহুঁ মুখ হেরি নাচে ময়ুর ময়ুরী॥
নিকুঞ্জের মাঝে আজু সুখের নাহি ওর।
বিনোদিনী বসিয়াছে বিনোদিয়ার কোর॥
অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস।
আনন্দে নেহারই গোবিন্দদাস॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভীমপলশ্রী—ধড়া।

গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপে কি কহব এক মুখে
আর তাহে ফুলের কাঁচনি[১]।
ও চাঁদমুখের হাসি জীব না গো হেন বাসি[২]
আর তাহে পিরীতি চাহনি॥

১। কাঁচনি কাচ, বেশ ভূষা।
২। মনে হইতেছে (সেই চাঁদ মুখের হাসি দেখিয়া) আমি আর বাঁচিব না।

বিহি সে গঢ়ল রূপ ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণ পুতলি মোর কান্দে ॥ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি করিলে কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরি[১]।
গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়
মনের আনলে[২] পুড়ে মরি ॥
কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিতে মোর ধৈরজ না বাঁধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফাঁদে ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

সখী কানু সে বিনোদ রায়।
বিনোদ চূড়ায় বিনোদ বরিহা[৩]
উড়িছে বিনোদ বায় ॥

১। স্বতন্ত্রা, স্বাধীন
২। অনলে
৩। ময়ূর

বিনোদ কপালে বিনোদ তিলক
বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী
বিনোদ বিনোদ বাজে॥
বিনোদ গলায় বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দোলে।
কোন বিনোদিনী বিনোদ গাঁথনি
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে॥
বিনোদ কটিতে বিনোদ ধটি
বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর
বিনোদ বিনোদ বাজে॥
কহে শ্যামানন্দ বিনোদ নাগর
বিনোদ কদম্ব তলে।
কত বিনোদিনী বিনোদ হেরিয়ে
কলসী ভাসাইলা জলে[১]॥

১। যমুনায় জল আনিতে গিয়া সে কথা ভুলিয়া গেল এবং রূপদর্শন-জনিত অন্যমনস্কতা হেতু তাহাদের কলসী স্রোতে ভাসিয়া গেল। ইহার দ্বারা কুলকামিনীগণের সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি ও তন্ময়তা সূচিত হইতেছে।

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই—বড় দশকুশী।

মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাশরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে পারা॥
জলের ভিতরে ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হইল পারা॥
তেঞি বলি গোরারূপ অমিয় পাথার।
ডুবিল তরুণী-মন না জানে সাঁতার॥
বাসুদেব ঘোষে কহে নব অনুরাগে।
সোণার বরণ গোরা-রূপ হিয়ার মাঝে জাগে॥

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

বেলি অবসান কালে একা গিয়াছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন শ্যাম জলেতে লুকায়॥
পুন জলে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যাম রায়।
চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে
জাতি কুল মজাইলাম তায়॥

পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ
জল স্থির হইলে দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু ॥
কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই
কাঁদিতে কাঁদিতে আইলাম ঘরে।
হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণি
সেই দুখে হৃদয় বিদরে ॥
বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
অকারণে জলে ডুবেছিলে ॥
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে ॥

শ্রীরাগ—দুঠুকী।

কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ[১] রূপ কদম্ব-মূলে ॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায়[২]।
মৃগাঙ্ক রহিতে **শশাঙ্ক**[৩] -উদয় ॥

১। অপূর্ব্ব
২। বিদ্যুৎ যে স্থির হয়, আর কখনও দেখি নাই (**অপূর্ব্ব**)
৩। চন্দ্র ; অকলঙ্ক চন্দ্র (চন্দনের ফোঁটা) দেখিলাম।

নাচিছে ময়ূর জলদ পরি[১]।
অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি[২] ॥
আর অপরূপ কহিতে নারি।
যথা মেঘ তথা না হয় বারি ॥
হৃদয় আকাশে উদয় করি।
নয়ন যুগলে বহয়ে বারি ॥
হেন মনে লয় বিজুরী হয়ে।
মেঘের গায়ে থাকি জড়াইয়ে ॥
জ্ঞানদাসে কহে না কহ আন।
যে কহিলা ধনি সেই সে প্রমাণ ॥

সুহিনী— ছুটা তাল।

সখি আমার অঙ্গে যদি মিশাইত কালিয়া।
বঁধুরে রাখিতাম আমি হিয়ার মাঝে লুকাইয়া ॥
শ্যাম যদি অঞ্জন হইত।
নয়নে থুইতাম আমি জনমের মত ॥

১। মেঘের নিম্নে ময়ূর নাচে বটে; কিন্তু দেখিলাম মেঘের উপরে ময়ূর নাচিতেছে (শিখিপুচ্ছ)!

২। চাঁদ আর আল এক সঙ্গে দেখা যায় না; কিন্তু দেখিলাম তাহারা (চন্দনের ফোঁটা ও অলকাকুল) এক সঙ্গে রহিয়াছে।

অতসী কুসুম হইত শ্যাম।
আমার কাল কেশে লোটনে বাঁধিয়া রাখিতাম ॥
সখি চন্দন হইত শ্যাম রায়।
মাখিয়া রাখিতাম আমি সকল গায় ॥
চণ্ডীদাস কহে ওগো বিনোদিনী।
যা কহিলে তাই বটে তব গুণমণি ॥

(পাঠান্তর)

অঙ্গ যদি মিশাইত কালিয়া।
রাখিতাম হিয়ার মাঝে লুকাইয়া ॥
চন্দন হইত শ্যাম রায়।
মাখিয়া রাখিতাম সব গায় ॥
শ্যাম যদি অঞ্জন হইত।
চোখে থুইতাম এ জনমের মত ॥
শ্যাম হইত মুকুতার ঝুরি।
গলে থুইতাম এ জনম ভরি ॥
শ্যাম যদি বেসর হইত।
নাসিকার আগেতে দুলিত।
অতসী কুসুম হইত শ্যাম।
কাল কেশের লোটনে বাধিতাম ॥

পূরবী ধানশী—জপতাল।

সই সই পরাণ প্রিয়ে তুমি সে আমার
তেঞি যে তোমারে কই।
(সে যে) রসের নাগর গুণের সাগর
(মোর) প্রাণ চুরি কৈল সই॥
(দেখিলাম) যমুনা কূলে কদম্ব মূলে
নিশি দিশি পড়ে মনে।
পাসরিতে আমি মনে করি যদি
ঘুমালে দেখি স্বপনে॥
শ্যামের মোহন মধুর মাধুরী
সদাই হিয়ায় জাগে।
চণ্ডীদাসে কহে ওরূপ যে হেরে
সেই সে পড়য়ে ফাঁদে॥

যদু কহে চল রূপ দেখি
কালাচাঁদকে বুকে মুখে অঙ্গে মেখে রাখি॥

মায়ূর—তেওট।

শ্যামেরে দেখিতে সাধ লাগে।
যব ধরি হেরি তারে রহিতে না পারি ঘরে
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ধ্রু॥

সাজাইয়া যৌবন ডালা আগে ধরি ফুলমালা
শ্যামেরে নিছনি দিব তায়।
আপনি বিকাবে যে তারে নিষেধিবে কে
লোক মাঝে ঘুচাইব দায়॥
না শুনিব কারু কথা ঘুচাব মনের বেথা
যাব কুঞ্জে নিসান বাজাইয়ে।
জগন্নাথ দাসে কয় আর বিলম্বে কাজ নয়
চল কুঞ্জে মন দঢ়াইয়ে॥



কড়খা ধানশী—ছুটাতাল।

ললিতা উল্লাস প্রাণী সুবর্ণের চিরুণী আনি
মনসাধে আঁচরিল চুল।
বিশাখা কবরী বাঁধে করি মনোহর ছাঁদে
সারি সারি দিল নানা ফুল॥
চিত্রা সময় জানি সুবর্ণের সীঁথি আনি
যতনে দেয়ল সীঁথি মূলে।
চম্পক লতিকা ধনি অপূর্ব্ব সিন্দুর আনি
যতনে পরাওল ভালে॥

নানা রত্ন কর্ণমূলে রঙ্গ দেবী পরাইলে
শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হইয়া গজমোতি হার লইয়া
গলে দিয়া নিরখিয়া রয়॥
বাকি আভরণ ছিল তুঙ্গ বিছা পরাইল
ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
গোবিন্দদাস অভিলাষি হইতে রাধার দাসী
তবহিঁ মনোরথ পূর॥

কেদার বেহাগ—জপতাল।

জয় জয় জয় বিজয়ী কুঞ্জে
কুঞ্জর বর গমনী।
প্রেম তরঙ্গে ভরল অঙ্গে
সঙ্গে বরজ রমণী॥
ধবল বসন হাটক বরণ
ঝটকে সঘনে চলনী।
ঝুনুরু ঝুনুরু ঝুনু নুনু নুনু
বাজত নূপুর কিঙ্কিণী॥
মুরজ ডম্ফ জগত্থু ঝম্প
মৃদঙ্গ সারঙ্গ শোহিনী।
তা-না-না-না-না-না সুললিত বীণা
বাওয়ে সঘনে সজনী॥

গগন মণ্ডল অতি নিরমল
শরদ সুখদ যামিনী।
যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
ধনি ধনি নব যৌবনী॥
সখীগণ সাথে আইলা ত্বরিতে
শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসিনী।
দূরে হতে হেরে শ্যাম নাগরে
মদন-মোহন-মোহিনী॥
কুঞ্জ ভবন দুহুঁক মিলন
অনুপম সুখ শোহিনী।
যদুনাথ দাস চিত অভিলাষ
হেরি শ্যাম মন-মোহিনী॥

ধানশী · একতালা।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহা পায়ল পরশমণি॥
দরশনে দুহুঁ সুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন-তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥



যমনার কূলে চাঁদিনী রাতে

জয়জয়ন্তী—দুঠুকী।

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনীদল গঞ্জে।
ও তনু নব ঘন সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির দামিনী-পুঞ্জে॥

দেখ রাধামাধব জোরি
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ পুলকায়িত
দুহুঁ দোঁহা রহল আগোরি॥ধ্রু॥

ও নব নাগর সব গুণে আগোর
ইহ যে কলাবতী-সীম।
ও অতি চতুর শিরোমণি বিদগধ
এসব গুণহিঁ গরিম॥
মধুর বৃন্দাবনে শ্যামগোরী তনু
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু
বল্লভ মন ভোর॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ মঙ্গল—মধ্যম দশকুশী।

কেনে সুরধুনি গেলাম কিরূপ দেখিয়া আইলাম
রূপ হেরি কিনা হইল মোরে।
সোণার বরণ তনু এই ছিল কালা কানু
নইলে কেনে মন চুরি করে॥
কি তার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
প্রতি ঘরে প্রেমের কান্দনা।
রসের পরাণ যার কুলে কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা॥
নয়ান কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে মুখ বুক বৈয়া।
শুন গো সজনি সই মরম তোমারে কই
জীব না সে গোরা না দেখিয়া॥
অন্তরে প্রেম রস শর বিন্ধি কৈল জর জর
নিষেধ না মানে মোর প্রাণী।
সুরধুনি তীরে যাইয়া কুল দিব ভাসাইয়া
ভজিব সে গোরা গুণমণি॥

পুরাণে শুনেছি যত সেই সব অভিমত
কালবরণ এবে হইল গোরা।
বাসুদেব ঘোষে ভণে কলি-কাল-দমনে
এই ছিল গোপীর মন চোরা॥

সিন্ধুড়া—মধ্যম একতালা।

কি পেখলুঁ বরজ- রাজকুল নন্দন
রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে লাখ নয়ান॥
একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন অভরণ
কিরণ হি ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে আগোরল লোচন
না চিনিনু কাল কি গোর॥
সহজে দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জদল
তাহে কত ফুল-শর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সরস কপোল লোল মণি কুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর-ভাস।
ও রূপ লাবণি দিঠি ভরি না পেখলুঁ
দুখিয়া অনন্ত দাস॥



বেলোয়ার—ডাঁশপাহিড়া।

অভিনব নীল-জলদ-তনু ঢল ঢল
পিঞ্ছ-মুকুট শিরে সাজনী রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় অভরণ
নূপুর রুণুঝুনু বাজনী রে॥
জয় জয় জগজন-লোচন ফাঁদ
রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ ॥ধ্রু॥
ইন্দীবর যুগ সুভগ বিলোচন-
অঞ্চল চঞ্চল কুসুম-শরে।
অবিচল কুল রমণী-মন মানস
জর জর অন্তর মদন ভরে॥
বনি বনমালা আজানু বিলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দদাস পহুঁ॥

সখীর উক্তি

তথারাগ।

শুন অনুরাগিণী কি তোহে কহিব বাণী
সদাই ভাবহ কানু কানু।
নিরবধি আঁখি ঝুরে পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে খীন ভেল তনু॥

অব তুহুঁ শুন মোর কথা।
সে কালা কানুর প্রেমে সদা হবে সাবধানে
তবে হে ঘুচিবে সব ব্যথা॥
একে তুহুঁ কুলবতী তাহে দুরজন পতি
জানিলে পড়িবে পরমাদ।
এ পাড়া পড়সি যত বিপক্ষে আছয়ে কত
জগতে ঘুষিবে পরিবাদ॥
যবে তোহে পড়ে মনে চিত দিব আন কামে
যেন লো'কে নহে উপহাস॥
ধরিবে আমার কথা মনে না ভাবিহ ব্যথা
যতনে কহয়ে প্রেমদাস॥

শ্রীমতীর উক্তি

সুহই—বড় একতালা।

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি কালিয়া বরণ॥
কেশ আউলাইয়া বেশ বনাইতে
হাত নাহি সরে বান্ধি।
সে কালার ভরমে কেশ কোলে কার
কালা কালা করি কান্দি॥

কালা সে কেশ কালা সে বেশ
লোটন বাঁধিয়া রাখি।
যখন কালারে পড়য়ে মনে
আউলাইয়া তাহা দেখি॥

সই না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি যাহারে লাগিল
জনম হইতে বেথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তবু ত সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হইল জপ-মালা॥
বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।
সভার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

শ্রীরাগ—বড় ডাঁশপাহিড়া।

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর।
না বলুক না ডাকুক না যাব কারু ঘর॥
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
যদুনাথ দাস কহে এই মনে সাধ।
হয় হউক জগ ভরি কালা পরিবাদ॥

ভূপালী—দশকুশী।

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
আনিয়া বিষের গাছ রোপিলাম অন্তরে
বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে॥
কি বুদ্ধি করিব সখী কি করি উপায়।
শ্যাম বন্ধু বিনে মোর প্রাণ বাহিরায়॥

এ-কুল ও-কুলে সই দুকুল খোয়াইনু।
সোতের শেয়লি যেন ভাসিতে লাগিনু ॥
কহিতে কহিতে ধনি ভেল মূরছিত।
কোলে করি সখী কহে স্থির কর চিত ॥
হেন অনুমানি এই সে বিচার।
এ যদুনন্দনে কহে করু অভিসার ॥

ঘণ্টাকরুণ রাগ—তেওট।

বৃষভানু-নন্দিনী শ্যাম-সোহাগিনা
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গে।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরশনে
রসভরে ডগমগি অঙ্গে ॥
সোণার নূপুর পাতা মল রাঙ্গা পায়ে ঝলমল
হংস গমনে চলি যায়।
নীলমণি চুড়ি হাতে রতন কঙ্কণ তাতে
নীল বসন শোভে সোণার গায় ॥
কত কোটি জিনি শশী মুখে মৃদু মৃদু হাসি
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণীর আগে সোণার ঝাঁপা মাঝে মাঝে কনক চাঁপা
কৃষ্ণের হৃদয় মোহিনী ॥

ললিতা দক্ষিণ হাতে বামভুজ দিয়া তাথে
বৃন্দাবনে রাই প্রবেশিল ।
রাই অঙ্গ-কান্তিমালা দশ দিক করিল আলা
জ্ঞানদাস দেখিয়া মজিলা ॥

কেদার—দশকুশী ।

দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল
অকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল ॥ধ্রু॥
দুহুঁ জন নয়ন হোয়ল যব থির ।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ হেরি ঢরকত নীর ॥
করে ধরি রাই লয়ে বসাওল বামে ।
পীতবাসে মোছই রাই মুখ ঘামে ॥
অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস ।
আনন্দে নিরখই গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

ধানশী—বড় দশকুশী ।

গৌরাঙ্গ চাঁদেরে হেরি আঁখি ফিরাইতে নারি
মন অনুগত তাহে হইল[১] ।
পরশ থাকুক দূরে অপরশে মন হরে
নদীয়া-নাগরীকুল গেল ॥

১। চক্ষু সেই রূপের দিকে ধাবিত হইল আর তাহাকে

গৌর পিরীতিময় ধাম।

অঙ্গহি অঙ্গ সকলি পরিপূরিত

পূরয়ে মানস কাম ॥

শ্রীচরণ পরশে অবনী আনন্দে ভাসে

মন্দগতি গজরাজ জিনি।

তেরছ নয়নে চায় মনমথ মূরছায়

আনন্দে ভুলল কুলধনি[১] ॥

গৌরাঙ্গ লাবণ্যরাশি হৃদয়ে রহল পশি

কি করে তার ছার জাতি কুলে।

বাসুদেব ঘোষে কয় সেদিন সফল হয়

যাবত থাকিব পদতলে ॥

সুহই—ধড়াতাল।

রূপ হেরি আঁখি মোর পুন নাহি নেওটই[২]

মন অনুগত নিজ লাভে।

অপরশ দেই পরশ সুখ সম্পদ[৩]

শ্যামরু সহজে সভারে ॥

ফিরাইতে পারিলাম না। মন ও চক্ষুর অনুগমন করিল, অর্থাৎ মন ও সেই গৌররূপে মজিয়া রহিল আর ফিরিয়া আসিল না।

১। কুল রমণী ভুলিয়া গেল।

২। ফিরিয়া আসে।

৩। স্পর্শ বিনা শুধু দর্শনেই এত সুখ হয় যে স্পর্শ সুখেরই মত মনে হয়।

পিরীতি-মূরতি[১] বরদাতা।

প্রতি অঙ্গে অখিল অনঙ্গ-সুখ-সায়র[২]

নায়র নিরমিল ধাতা॥

লীলা-লাবণি অবনী অলঙ্কৃত

কি মধুর মন্থর গমনে।

লহু অবলোকনে কত কুল কামিনী

শুতলি মনসিজ শয়নে॥

আর এক অপরূপ হৃদয় মাঝে পৈঠল

ধৈরয না ধরয়ে জীবনে

গোবিন্দ দাস কহে না জানি কি হইত

যদি হইত তনু তনু মিলনে॥

১। মূর্তিমান প্রেম

২। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ যেন সমস্ত অনঙ্গ-জনিত সুখের সাগর।

সুহই—তেওট।

কানু-অনুরাগ- বাঘ যব পৈঠল
মন-ঘন-কানন মাঝ[১]।
মান-গজেন্দ্র দরশন দূরে রহু
গন্ধে ভাগল করি-রাজ[২] ॥
ধরম-কুরঙ্গ রঙ্গ করি ভুখল[৩]
কুল হয় পলায়ল ত্রাসে[৪]।
ধৈরয-মেষ দেশ তঁহি ছোড়ল[৫]
স্বামী-বরত-অজা নাশে[৬] ॥

১। কৃষ্ণপ্রেম রূপ ব্যাঘ্র আমার হৃদয় অরণ্যে যখন প্রবেশ করিল। কৃষ্ণপ্রেমের সহিত ব্যাঘ্রের এবং মনের সহিত অরণ্যের তুলনা করা হইয়াছে।

২। অভিমান রূপ মত্ত হস্তী সেই ব্যাঘ্রের দর্শন দূরে থাকু গন্ধেই পলায়ন করিল।

৩। সেই কানুপ্রেম রূপ বাঘ আমার ধর্ম্ম রূপ হরিণকে অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করিল (বিনাশ করিল)।

৪। কুল রূপ অশ্ব সেই ব্যাঘ্রের ভয়ে পলাইল।

৫। ধৈর্য্যরূপ মেষ দেশ ত্যাগ করিল অর্থাৎ কানু-অনুরাগ আমার হৃদয়ে যে মুহূর্ত্তে জন্মিল, সেই মুহূর্ত্তেই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

৬। পাতিব্রত্য রূপ ছাগকে বিনাশ করিল। অর্থাৎ সেই অবধি আমার পতি-সেবা রূপ ধর্ম্ম নষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণে যাহার রতি জন্মে, সংসারের কোনও কিছুরই উপর আর তাহার

পড়শীক বাক কাক সম কলকলি
ননদিনী জম্বুকি বোলে[৭]।
গুরু জন জাল মাল তহিঁ ঘেরল
তুরজন নয়ান বিশালে[৮] ॥
নিরসন বোল ঢোল সম ঘোষই[৯]
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।
শার্দ্দূল চিত ভীত নাহি হোয়ত
কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥

শ্রীরাগ—তেওট।

শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিনী ঝুরে অনুরাগে ॥

মমতা থাকে না। জগৎপতির পায়ে সতী রমণীর দুর্ল্লভ পতি প্রেমও বিকাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

৭। কোনও বনে বাঘ প্রবেশ করিলে যেমন কাক সকল প্রথমে ডাকিয়া উঠে এবং ফেরু (শৃগাল) পশ্চাতে পশ্চাতে চীৎকার করিতে থাকে, সেই রূপ প্রতিবেশীদের বাক্য এবং ননদিনীর গঞ্জনা।

৮। বাঘ আসিলে জাল দিয়া তাহাকে ঘিরিবার ও মল্লগণের দ্বারা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন হয়। এ স্থলে গুরুজনদিগের সতর্ক দৃষ্টির সহিত জালের এবং দুর্জ্জনগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত মল্লের তুলনা করা হইয়াছে।

৯। লোকের নৈরাশ্য সূচক টিটকারীর সহিত ঢোলের বাদ্যের তুলনা হইয়াছে। কোনও বনে বাঘ আসিলে লোককে সতর্ক করিবার নিমিত্ত ঢোল বাজাইবার প্রথা আছে।

কিয়ে রূপ মনোহর তায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়॥
ওই রূপে আছে কি মাধুরী।
মদন মুগধি[১] কত মরে ঝুরি ঝুরি॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনী[২]॥
তাহে হাসি কয় কথা খানি।
অমিয়া রমিয়া[৩] বিধুর পড়িল অমনি॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিকমণি॥

সুহই—বড় একতালা।

আর বিলম্ব করোনা ধনি চল বৃন্দাবনে।
সময় হইল আসি ভেটহ শ্যাম সনে॥
তোমার লাগিয়া শ্যাম বৈসে কুঞ্জবনে
ত্বরিতে চলহ ধনি শ্যাম দরশনে॥

১। মুগ্ধ হইয়া
২। উন্মাদিনী
৩। অমৃত উথলিয়া পড়িল। রমিয়া—আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া

সখী মুখে কথা শুনি বিনোদিনী রাই।
নব অভিসারিণী সাজলি তাই॥
শ্রীহরি বলিয়া ধ্বনি করিল গমন।
রাধামোহন হেরি জুড়ায় নয়ন॥

বেহাগ—জপতাল।

জয় জয় জয় বিজয়ী কুঞ্জে
বৃষভানু সুকুমারী[১]॥
মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ[২]
মধুপ-শবদ গঞ্জি গুঞ্জ[৩]
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুল নারী[৪]।
ঘন-গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ[৫]
মালতী ফুল মালে রঞ্জ[৬]
অঞ্জন যুত কঞ্জ নয়ন
খঞ্জন-গতি হারী[৭]॥

১। বৃষভানুকুমারী বিজয়িনীর ন্যায় আজ অভিসারে গমন করিতেছেন। তাঁহার জয় হউক।

২। সুন্দর সুন্দর কুসুম রাশি প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

৩। অলিকুল গুণ গুণ শব্দে গুঞ্জন করিতেছে।

৪। সুন্দরী কুলবতী সখীবৃন্দ বাহির হইলেন।

৫। শ্রীরাধার নিবিড় কৃষ্ণ কেশ পাশ ঘন অর্থাৎ মেঘকে নিন্দা করিতেছে।

৬। তাহাতে আবার মালতী ফুলের মালা বেষ্টিত হইয়াছে।

৭। তাঁহার কমলোপম নয়ন যুগল অঞ্জনে রঞ্জিত হইয়াছে এবং তাহা খঞ্জন পাখীর নৃত্যকে পরাভব করিয়াছে।

কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ[১]।
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কর-কঙ্কন মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ।
কালি-দমন-দমন রঙ্গ[২]
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরি
রঙ্গিম নীল শাড়ী॥
দশন কুন্দ কুসুম নিন্দ
বদন জিতল শরদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেম সিন্ধু প্যারী।
ললিত অধরে মিলিত হাস
দেহ দীপতে তিমির নাশ[৩]
নিরখি রূপ রসিক ভূপ
ভুলল গিরিধারী॥

১। তাঁহার মনোহর অঙ্গকান্তি স্ুবর্ণের ন্যায়।

২। তাঁহার সর্পাকার ভুরু যুগল কালিয়নাগের দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া নৃত্য করিতেছে।

৩। তাঁহার দেহের জ্যোতি (দীপ্তি) অন্ধকার নাশ করিতেছে।

অমরাবতি যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্ধ
মন্দ মন্দ হসনা নন্দ-
নন্দন-সুখকারী।
মণি মাণিক নখ বিরাজ
কনক নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ স্থল জল-রুহ
চরণক[১] বলিহারী॥

বিহাগড়া—দুঠুকী।

দোঁহে দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর।
করে ধরি শ্যাম নাগর রাই নিল কোর।
দোঁহে আলিঙ্গই দোঁহার সুখের নাহি ওর॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
গোবিন্দ দাসে মাগে চরণ মাধুরী॥

১ রাধার স্থল পদ্ম ও কমল সদৃশ চরণ যুগলের বলিহারি যাই।

॥গৌরচন্দ্র

সুহই—দশকুশী।

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি[১] ॥
কি খেনে দেখিলাম গোরা কি না মোর হইল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল ॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষে কহে গোরা রমণীমোহন ॥

সুহই—খড়'।

এমন কালিয়া চাঁদ কে আনিল দেশে।
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক পরবেশে ॥
গগনেতে একই চাঁদ ইহাই মাত্র জানি।
ঘাটের কুলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি ॥
চাঁদের গাছ চাঁদের পাতা চাঁদের ফুল ফলে।
এমন কভু দেখি নাই চাঁদের গাছ কি চলে ॥

১। ইচ্ছা করি যে সেইরূপ হইতে আমার চক্ষু দুইটী সরাইয়া লই, কিন্তু গৌররূপে চক্ষু লাগিয়াই রহিল।

দশ চাঁদ নাচে গায় মুরলীর রন্ধ্রে।
আর দশ চাঁদ তার চরণারবিন্দে॥
চূড়ায় কতেক চাঁদ দেখি লাগে ধান্দা।
কপালে কতেক চাঁদ (তাহে) মন রইল বান্ধা॥
যদুনাথ দাসে কয় দেখ না যাইয়া।
চাঁদ নয় নন্দ-সুত আছে দাঁড়াইয়া॥

সুহই—বড় একতালা।

শ্যাম নব কিশোর বয়েস মণি কাঞ্চন আভরণ
চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ- সায়রে মন ডুবল
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥
পেখলুঁ নাগর পন্থ কি মাঝ।
হাম নারী অবলা একলি পথে যাইতে
বিছুরল সব নিজ কাজ॥ধ্রু॥
নয়াণ সন্ধান বাণে তনু কৈল জর জর
কাতর বিনি অবিলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানি না পূরল কুম্ভে॥

ঘর নহে ঘোর যেন জাগিতে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপছায়॥

ধানশী—খড়া।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরম-ভয় লেশ॥ধ্রু॥
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ যদি হয়ে অনুরত
পুছত গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ—ছুটাতাল।

সখী মাঝে বসি করি শ্যাম আলাপনে।
হেনই সময়ে বৃন্দা আইলা সেইখানে॥
কি কর কি কর রাই মন্দিরে বসিয়া।
অস্থির হইয়াছে শ্যাম তোমার লাগিয়া॥
যমুনার ঘাটে গেলা জল ভরিবারে।
তরুতলে নন্দ-সুত দেখিল তোমারে॥
তখন হইতে শ্যাম নাগর ধরল ধেয়ান।
বসিয়ে কুঞ্জের দ্বারে তৃষিত নয়ান॥
চল চল বিনোদিনী রাখ মোর কথা।
বংশী কহয়ে শ্যাম ভেট গিয়া তথা॥

বালা ধানশী—জপতাল।

শুনি বিনোদিনী রাই পুলকিত হিয়া।
নয়নে আনন্দ নীর পড়িছে ঝরিয়া॥
গুরুজন পরিজন নিঁদে অচেতন।
সময় জানিয়া ধনি করিল গমন॥
পরিধান নীলবাস অভরণ অঙ্গে।
শ্যাম দরশনে চলুঁ সখীগণ সঙ্গে॥
সীমন্তে সিন্দূরের বিন্দু নয়নে অঞ্জন।
দেখিয়া অঙ্গের শোভা মোহিত মদন॥

শ্রীহরি বলিয়া ধনি হইলা বাহির।
যদুনাথ দাস হেরি চিত নহে স্থির॥

বেলোয়ার—একতালা।

কঞ্জ চরণ যুগ যাবক রঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী রণ রণি
কুঞ্জর-দমন গমন খিন মাঝে[1]॥
সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গিনী রঙ্গিণী
কোটী মদন মোহন মন মোহন ছাঁদে॥
কনক কটোর- চোর[2] কুচ-কোরক-
জোরে উজোরল মোতিম দাম।
ভুজ যুগ থির বিজুরি পরি মণিময়
কঙ্কন ঝমকিত চমকিত কাম[3]॥

তাঁর গমন হস্তীকে পরাভব করিয়াছে; তাঁহার মধ্য কৃশ।

২। সোণার বাটীর শোভা হরণ করিতেছে যে।

৩। কঙ্কনের ঝন ঝনিতে মদন চমকিত হয়।

মধুরিম হাস সুধারস নিরসন
দশন জ্যোতি জিতি মোতিম কাঁতি।
সুভগ[১] কপোল লোল মণি কুণ্ডল
দশদিশ ভরল নয়ান শর-পাঁতি ॥
ঝাঁপলি কবরী ভালে অলকাবলী
ভাঙ ধনুয়া যনু মনমথ সেবি[২]।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারলি
মূরতি শিঙ্গার-দেব-অধিদেবী[৩] ॥

বেলোয়ার—তেওরা।

সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি ॥ধ্রু॥
অধর সুরঙ্গিণী রসিক-তরঙ্গিণী
রমণী-মুকুট-মণি বর-তরুণী।
ফুল-ধনু-ধারিণী পীন-কুচ-ভারিণী
কাঁচলি পর নীলমণি হারিণী ॥

১। নয়নাভিরাম
২। ভ্রূধনু যেন মন্মথের আজ্ঞাকারী
৩। শৃঙ্গার রসের মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কনক সুদীপ মণি বরণ বিজুরি জিনি
জলধর-বাসিনী রূপ শোহিনী।
কেশরী ডমরু জিনি অতিশয় মাঝাখিনী
রসনা-কিঙ্কিণী-মণি মধুর ধ্বনি॥
গুরুয়া নিতম্বিনী বিলোলিত বর বেণী
উরুযুগ সুবলনী ছবি-লাবণি।
মরাল-গমনী ধনি বৃষভানু-নৃপতনী[১]
গোবিন্দ দাস-পহুঁ-মন-মোহিনী॥

তিরোথা ধানশী—আড়া মধ্যম একতালা।

সখী সঙ্গে চলে ধনি বিনোদিনী রাই।
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছাই॥
চলিতে না পারে ধনি নিতম্বেরি ভরে।
সখীর নিকটে পুছে কুঞ্জ কত দূরে॥
ক্ষণহি সময়ে ধনি বৃন্দাবনে আইলা।
মাধবী তরুর তলে শ্যামেরে দেখিলা॥
আইস আইস মোর বিনোদিনী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ-বাধা॥

১। বৃষভানু-রাজতনয়া

তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনে দশদিগ হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপতপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর মন্ত্র তন্ত্র তুমি হরিনাম॥
তোমার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥
চৌরাশি ক্রোশ এহি বৃন্দাবনের সীমা।
যত কিছু লীলা খেলা তোমার মহিমা॥
জানে সব ব্রজজন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সবে জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
নিজ পীত বাসে শ্যাম চরণ ধুলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম-কোরে মিলল রসের মুঞ্জরী।
জ্ঞান দাস মাগে রাঙ্গা চরণ-মাধুরী॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই—ধানশী।

নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়ে যায় বুক
পরাণ বাহির হইতে চায়॥
কহ সখি! কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ তেজিব॥
সব সুখ তেয়াগিনু কুলে তিলাঞ্জলি দিনু
গোরা বিনে আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুন হে মরমি সখী
বাসু ঘোষ কি বলিবে কায়॥

করুণ কেদার—ডাঁশপাহিড়া।

কেনে গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধছলে কদম্বের

দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গছটা আঁটা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল[১] ।
মন-মৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ পিঞ্জর রহিল[২] ॥
লজ্জাশীল হেমাগার[৩] . গুরু গৌরব সিংহদ্বার
ধরম কপাট ছিল তায় ।
বংশী-রব বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায় ॥

১। ব্যাধেরা ফাঁদ পাতিয়া পাখী ধরিবার সময় তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কিছু আহার্য্য (চার) রাখিয়া দেয় এবং পাখীরা যেমন চার খাইতে প্রবৃত্ত হয়, অমনি নলে আটা লাগাইয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া দেয়। পাখী সেই আটাতে জড়াইয়া আর উড়িতে পারে না। তখন ফাঁদ গুটাইলেই পাখী ধরা পড়ে। এস্থলে ব্যাধ—নন্দ-নন্দন, ফাঁদ—অনুপম রূপ, চার—হাস্য সুধারাশি, আটা—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ছটা এবং পাখী—রমণীগণের ৩ ।

২। আমার মনরূপ হরিণ যখন রূপের জালে পড়িল, তখন শূন্য দেহ পিঞ্জর মাত্র পড়িয়া রহিল।

৩। লজ্জা ও চরিত্রের সহিত সুবর্ণ প্রাসাদের, গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুল গৌরবের সহিত সিংহদ্বারের এবং ধর্ম্মের সহিত কপাটের তুলনা করা হইয়াছে।

গর্ব্বশালে মত্ত হাতী বান্ধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে॥
কালিয়া কুটিল বাণে কুল শীল ধরি টানে
অতয়ে উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ মাত্র আছে বাকী তাহা বুঝি যায় সখী
ভনে জগদানন্দ দাস॥

মায়ূর—তেওট।

অলপ বয়েসে মোর শ্যামরসে জর জর
না জানি কি হবে পরিণামে।
যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে॥

যদি চলি যাই পথে শ্যাম যায় মোর সাথে
চরণে চরণ ঠেকাইয়া[১]।
ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি কেউত সঙ্গে নাহি দেখি
মরে থাকি মেনে মূরছিয়া[২]॥
কহিনু তোমার আগে দাগা পাইলাম শ্যাম দাগে
এ ছার জীবনে নাহি দায়।
তিল তুলসী দিয়া সমর্পণ করিনু হিয়া
জনমের মত রাঙ্গা পায়॥
যোগিনী হইয়া যাব শ্রবণে কুণ্ডল দিব
এ ছার গৃহ পরিহরি।
কৃষ্ণ নাম লব মুখে জনম গোঙাব সুখে
যদু কহে এই বাঞ্ছা করি॥

১। আমার সব সময়ে মনে হয় শ্যামচন্দ্র আমার অতি নিকটেই আছেন। যখন চলিয়া যাই, তখন মনে হয় তিনি আমার পায়ে পা ঠেকাইয়া চলিতেছেন অর্থাৎ তাঁহার ও আমার মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান রাখিতেছেন না।

২। হঠাৎ যদি ভুলক্রমে পশ্চাতে ফিরিয়া চাই, তাহা হইলে দেখি কেউ ত সঙ্গে নাই। তখন আমি মূর্চ্ছিত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি।



ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরী ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম- রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরয লাজ করণ তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজন ভাষ।
আপনক মান আপে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুলশীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল[১] হেরইতে উজোরল[২]
ধন জন গৌরব অন্ত[৩]॥

১। পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল।
২। উজ্জ্বল
৩। ধনজন-গৌরবের চূড়ান্ত

ভাব[1] অন্তরে যব হোত অঙ্কুর[2]
আনতঁহি দেয়বি চিত[3]।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছন প্রেম নহ
অনুরাগ গতি বিপরীত॥

শঙ্করাভরণ—দশকুশী।

'ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ধ্রু॥
নয়ন পুতলি করি লইয়াছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

৪। রতি, আরতি, প্রেম

৫। ভাবাঙ্কুর যাহার হৃদয়ে উদিত হয়, তাহার নিম্ন লিখিত অনুভাব সকল হয়; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, তাঁহার গুণবর্ণনায় আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তি র্মান্যশূন্যতা
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্‌গুণ-ব্যাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌ বসতিস্থলে
ইত্যাদয়ঃ অনুভাবাঃ স্যুঃ জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি[১]
কি করিবে কুলের কুকুরে[২] ॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়[৩]।
মুরারী গুপতে কহে পিরীতি এমতি হইলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

ভূপালী—দশকুশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

১। বিস্তৃত (বিথার) জলস্রোতে আমার এই দেহ ভাসাইয়াছি।

২। যখন বিস্তৃত স্রোতস্বিনীর মাঝখান দিয়া কোনও শব ভাসিয়া যায়, তখন কুলস্থিত কুকুর ইচ্ছা করে যে শবটিকে টানিয়া কুলে উঠায়; কিন্তু তাহাদের সে মনোরথ যেমন পূর্ণ হয় না, তেমনি আমার এই জীয়ন্তে মরা দেহকে তোমরা কুলে ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেও সে চেষ্টা বৃথা হইবে! কেননা আমি হা কৃষ্ণ বলিয়া অকুল পাথারে ভাসিয়াছি।

৩। আর কিছুই মনে আসে না।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পুতলি মোর স্থির নাহি বান্ধে॥
কি আর বলিব আমি কি আর বলিব।
যে পণ করেছি আমি সেই সে করিব॥ধ্রু॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার॥
গুরু গরবিত মাঝে[১] বসি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু[২] শ্যাম পরসঙ্গে[৩]॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার[৪]।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার[৫]॥

১। গর্ব্বিত গুরুজনগণের মধ্যে

২। রোমাঞ্চে আমার সর্ব্ব শরীর ভরিয়া যায়।

৩। শ্যামের প্রসঙ্গে বা কথা উঠিলে

৪। পাছে লোকে দেখিতে পায়, এজন্য আমার রোমাঞ্চ ঢাকিবার জন্য কত চেষ্টা করি।

৫। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ ঢাকিতে গিয়া অবিরল ধারে চোখের জল ছুটে।

ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি[১] ॥

ধানশী—ছুটা তাল।

সখী সনে রূপের কথা কইতেছিল বসি।
হেন কালে রাধা বলে বাজে মোহন বাঁশী ॥
ললিতারে ডাকি ধনি কহিছে গোপনে।
শুন সখী শ্যামের বাঁশী ডাকে কোন বনে ॥
চল চল ললিতা আর বিলম্ব না কর।
কানু অনুরাগে মোর হিয়া নহে স্থির ॥
শুনিয়া ললিতা বলে শুন বিনোদিনী।
স্থির হও তুয়া বেশ করি দিয়ে আমি ॥
বেশ করিতে বৈসে বেশের মন্দিরে।
বেশ সজ্জা যদুনাথ আনে হর্ষ ভরে ॥

রূপক—তুড়ি। ✓

ধনি কানড়া ছাঁদে বান্ধে কবরী[২]।
নব মালতী-মাল তহিঁ উপরি ॥

১। সখীর ভাবে পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে লজ্জার গৃহে অনল জ্বালিয়া দিলাম। অর্থাৎ লজ্জায় আর প্রয়োজন নাই।

২। কানড় ফুলের ছন্দে অথবা কানাড়া রমণীদিগের ন্যায়।

দলিতাঞ্জন গঞ্জে কলা কবরী।
খেনে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী॥
ধনির সিন্দূর বিন্দু ললাটে বনি[১]।
অলকা ঝলকে তঁহি নীলমণি॥
তাহে শ্রীখণ্ড[২] কুণ্ডল ভাঙপাতা[৩]।
ভ্রুভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ লতা॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা[৪]।
তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা॥
তিল পুষ্প সমান নাসা ললিতা।
মণি কাঞ্চন তাহে দোলে মুকুতা॥
ধনি সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্ব লখি[৫]॥
গলে মোতিম হার সুরঙ্গ মালা।
কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা॥
নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
তহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া॥

১। সুন্দর;
২। চন্দন বিন্দু;
৩। ভাঙ পাতার ন্যায় কুণ্ডল;
৪। খঞ্জন পাখী;
৫। সুন্দর অধর-পল্লব বিম্বের মত দেখি।

ক্ষীণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলি।
কটি কিঙ্কিণী জানু হেম কদলী ॥
পদ-পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা[১] ॥
নখ-চন্দ্র ছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দ দাস তহিঁ পরণাম ॥

বেহাগ—ঝপতাল।

মন্দ মন্দ মধুর তান
(শ্যামের) মুরলী কুঞ্জে বাজিল রে।
নব নায়রী শ্রীরাধে
অনঙ্গ-রঙ্গে মাতিল রে ॥
পীত বসত খসত কেশ
মুরলী শবদে শ্রবণ ভেদ
পুলকে পূরল সবহু অঙ্গ
প্রেম তরঙ্গে ভাসিল রে
ভুবন-মোহন-মোহিনী বেশ
রূপে উজোরল সবহু দেশ
সঙ্গে বরজ রঙ্গিণী গণ
শ্যাম দরশনে সাজিল রে ॥

১। তোড়া ও পাতা মল

গমন জিনিয়া কুঞ্জররাজ
নূপুর কিঙ্কিণী মধুর বাজ
সৌরভে আকুল মধুকর কুল
মধু লোভে সঙ্গে ছুটিল রে।
শিখিকুল আজ আনন্দে রঙ্গে
নাচি নাচি নাচি চলত সঙ্গে
শোভা হেরি দাস পরমানন্দ
সুখ সিন্ধু সলিলে ডুবিল রে॥

বিহাগ—ছোট দুঠুকী।

কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত মনসিজ বাধা॥
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্।
পঙ্কজমিব মৃদু মারুত-চলিতম্॥
বিনিদধতি মৃদু মন্থর পাদম্।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদম্॥
জনয়তি রুদ্র গজাধিপ মুদিতম্।
রামানন্দ রায় কবি-গদিতম্॥

১। এ গীতটি জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোক। এ গীতের রচয়িতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমান্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রামানন্দ রায়। তিনি উৎকলাধীশ্বর মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের

আশ্রিত ছিলেন। মহারাজের আগ্রহে তিনি উক্ত নাটক খানি রচনা করেন।

ব্যাখ্যাঃ—শ্রীরাধা কেলি-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। প্রতি পাদক্ষেপে অনঙ্গ-পীড়া তাঁহার গমনে বাধা জন্মাইতেছে। তিনি চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন! (শ্যামচন্দ্র কোথায় তাহা দেখিবার জন্য) তাঁহার নয়ন যুগল মৃদুপবনে আন্দোলিত কমলের ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি মৃদুমন্থর ভাবে পদক্ষেপ করিতেছেন এবং তাহাতে মনে হইতেছে যেন করীন্দ্রের গতি অনুকরণ করিতেছেন। রামানন্দ রায় বিরচিত এই গীতে প্রতাপ রুদ্র নরপতির আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

শ্রীবেহাগ—ছোট ডাঁশপাহিড়া।

চন্দ্রবদনী ধনি রে মৃগনয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণী-মণি॥
মধুরিম হাসিনি কমল বিকাশিনী
মোতিম-হারিণী কম্বু-কণ্ঠিনী।
থির সৌদামিনী গলিত কাঞ্চন জিনি
তনু-রুচিধারিণী পিকবচনী।
উরজ লম্বিত বেণী মেরু পর যেন ফণি
আভরণ বহু মণি গজগামিনী।
বীণা পরিবাদিনী চরণে নূপুর ধ্বনি
রতিরসে পুলকিনী জগমোহিনী॥

সিংহ জিনি মাঝা খিনি তাহে মণি কিঙ্কিণী
ঝাঁপি উড়নি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু নন্দিনী জগজন বন্দিনী
দাস রঘুনাথ পহুঁ মনোহারিণী॥

বেহাগ—পিয়ারি তাল।

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় জয় দিয়া॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারি পানে চায়।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যাম রায়॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম।
দারিদ পাইল যেন ঘট ভরা হেম॥
এস এস বিনোদিনী বৈস সিংহাসনে।
তোমা বিনে তিমির হেরি এই বৃন্দাবনে॥
করে ধরি লইয়া রাই বসাইল বামে।
পীত বাসে মোছই রাই-মুখ ঘামে॥
নিজ কর-কমলে চরণ-ধূলি ছাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
আনিয়া যমুনা বারি চরণ ধোয়ায়।
পীতবাস দিয়া নাগর যতনে মোছায়॥

ভাঙ্গিয়া চূড়ার ফুল হাতে করি নিল।
নম প্রেমময়ী বলে চরণেতে দিল ॥
পন্থকি দুঃখ পুছত বরকান।
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান ॥
শ্যামের বামে বৈঠল রসেরমুঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে দোঁহার চরণ মাধুরী ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ—বড় দশকুশী।

কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরা-রূপ তাঁহে জিনি
ডগমগি প্রেম তরঙ্গ।
ও নব কুসুম দাম গলে দোলে অনুপাম,
হিলন নরহরি অঙ্গ ॥
গৌরাঙ্গ আমার বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে যমুনা পুলিনে রঙ্গে[১]
হরি হরি বলে নিজবৃন্দে ॥ধ্রু॥
প্রিয় গদাধর ধরিয়া সে বাম কর
নিজ গুণ গাওয়ে গোবিন্দ।
ভাবে ভরল তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজই যৈছন সিংহ ॥

১। যমুনা পুলিনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন যে ভাবে বিহার করিতেন আজ সুরধুনী-তীরে সেই ভাবে শচীনন্দন বিহার করিতেছেন।

ঈষত অধরে পহু লহু লহু হাসত
বোলত কিবা অভিলাষে।
সোঙরি সো সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা
কি কহব বাসুদেব ঘোষে॥

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

বদন চাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো[১]
কে না কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী॥
রতন কাড়িয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো[২]
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥
অমিয়া মধুর বোল সুধাখানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাও।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও॥

১। শ্রীকৃষ্ণের বদন এত সুন্দর যে মনে হয় যেন কোন শিল্পী কুন্দায় কুন্দিয়াছে।

২। প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চ প্রাণ বলে। এখানে অর্থ এই যে আমার যত গুলি প্রাণ আছে, তাহার সবগুলি এবং মন সেই রূপ ধ্যান করিতে করিতে যোগী হইয়া যাইব।

মদন ফান্দুয়া ওনা চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিনু গো
এ বড়ি মরমে মোর বেথা॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজ মুকুতা গো
সোণায় মোড়িত তার পাশে।
বিজুরি জড়িত যেন চাঁদের কলঙ্ক গো[১]
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
সুন্দর কপালে শোভে চন্দন তিলক গো
তাহে শোভে অলঙ্কার পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো
চাঁদে যেন ভ্রমরার ভাঁতি॥
করভের কর[২] জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥

১। চাঁদের কণিকা গো—পাঠান্তর।
২। হস্তী-শাবকের শুণ্ড

নাটুয়া ঠমকে[১] যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা[২]।
শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে লখিল নয়[৩]
রূপ-সিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥

তিরোথা ধানশী—একতালা।

যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ[৪]
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ না ভায় গৃহের বাস[৫]
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥
মাথায় করি কুলডালা ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহুঁ পূরব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি
যবে হবে কানু-পরিবাদে ॥

১। নৃত্য ভঙ্গীতে
২। যেন গজরাজ মদে মাতা—পাঠান্তর
৩। দেখিয়া ও (ভাল করিয়া) দেখিতে পাইলাম না।
৪। ভাবিয়া ভাবিয়া আমার বক্ষ পঞ্জর জীর্ণ হইয়া গেল।
৫। গৃহে থাকা আর ভাল লাগে না।

কুল ছাড়ে কুলবতী[১] সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ানের কোণে চায়।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মন জাতি যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিব[২] শ্যাম-পায় ॥
মনেতে করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসেতে কয় এমত যাহার হয়
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি[৩] ॥

সিন্ধুড়া—দশকুশী।

অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল কমলদলারুণ
মঞ্জির রঞ্জিত চরণা ॥
দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে।
শুধুই সুধাময় হাস বিকাশিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥

১। উপকথায় শুনিতে পাওয়া যায় কুলো বরণ করিয়া অমঙ্গল বা অপ্রিয়জনকে লোকে বিদায় করিয়া দিত। এখানে বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত আছে।—আমি মাথায় বরণ ডালা লইয়া কুল গৌরবকে (জ্বালা) জন্মের মত বিদায় করিব।

২। নিঃশেষে ডারিয়া দিব।

৩। পূজা, অর্চ্চনা

ইন্দীবর-বর- গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে[১] ॥
ভ্রমর করম্বিত[২] জানু বিলম্বিত
কেলি কদম্বক মাল।
গোবিন্দ দাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ঐছন মূরতি রসাল ॥

শ্রীকৃষ্ণ বরাড়ি—বৃহৎ ডাঁশপাহিড়া।

সই তোরে বলি গো বিনোদ নাগর যে বড় রসিয়া।
গলে মণি মোতি বেড়া কম্বু কণ্ঠ আধ তেড়া
চূড়াটি বেন্ধেছে বামে টানিয়া ॥
একে সে মোহন শ্যাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম
অধরে মুরলী পূরে হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
মিলাইছে শিলারাশি স্থকিত হইয়াছে শশী
ময়ূর নাচিছে কাছে আসিয়া আসিয়া আসিয়া ॥
স্থকিত কোকিলাগণ শুনিয়া মুরলী-স্বন
আপনার কলরব দোষিয়া দোষিয়া দোষিয়া।
বাঁশী কিবা মন্ত্র জানে অবলা হৃদয় হানে
রহিতে না দিলে ঘরে বসিয়া বসিয়া বসিয়া ॥

১। কুলরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভ্রুভঙ্গ রূপ নাগ-পাশে আবদ্ধ হইলে কুলদেবতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

২। খচিত; ভ্রমরকুলখচিত কেলিকদম্বের মালা জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে।

শীলনমালিঙ্গনে স্যাৎ করম্বিতন্তু খচিতম্ ইতি বিশ্বঃ।

অরুণ কমল আঁখি গুঞ্জরে ভ্রমরা পাখী
আকুল করিল মন্দ হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া করেতে মুরলী লৈয়া
বাজায় বাঁশী তরুমূলে বসিয়া বসিয়া বসিয়া।
যতুনাথ দাসে বলে বাঁশী শুনে কে না ভুলে
ধনিরে ধনিরে শ্যামের বাঁশিয়া বাঁশিয়া বাঁশিয়া॥

শঙ্করাভরণ—বড় ডাঁশপাহিড়া।

আমার শ্যামের মুখখানি পূর্ণিমার শশী।
বরণ চিকণ কালো রূপ চল দেখি যাইয়া॥ধ্রু॥
পাশরিব সব দুখ চাঁদমুখ চাঞা॥
ময়ুরের কণ্ঠ জিনি অঙ্গ ঝলমলি।
হাসিতে মুকুতা খসে অঞ্জলি অঞ্জলি॥
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া সুধা কৈল নিরমাণ।
রূপ হেরি কুলবতী না ধরে পরাণ॥
কি খেনে যমুনা গেলাম দেখিলাম নয়নে।
দিবা নিশি পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
যতুনাথ দাস বলে রূপের নিছনি লইয়া।
যৌবন যাচাইয়া ডালি চল দেখি যাইয়া॥

বেহাগ ভুপালি—দুঠুকী।

বিপিনে গোবিন্দ বাঁশী পূরে মন্দ
আকুল অবশ তনু বা।
তনু মন চিতে নারি নিবারিতে
পরাণ হরিলে কানু বা॥

শ্যামের মুরলী কি কাজ করিলে বা।
রাধার কুলেতে দাগা দিলে বা॥

বড় সাধ মনে যাব তোমার সনে
চল চল বৃন্দাবনে বা।
শ্যামের নিকটে রহিব শ্যামেরে দেখিব
শীতল হইবে নয়নে বা॥
বন মালা লইব শ্যাম গলে দিব
পূরাইব মনের সাধে বা।
শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া মুরলী ধরিয়া
বোলাইব রাধে রাধে বা॥
কিবা সে চূড়াটি ছান্দ পরিপাটি
কহিতে আনন্দ উঠে বা।
কৃষ্ণদাসে কহে শুন বিনোদিনী
তোমার গোবিন্দ বটে বা॥

বেহাগ—চঞ্চুপুট তাল।

সাজল ধনি চন্দ্রবদনী
শ্যাম দরশ আশে।
সঙ্গিনী গণ রঙ্গিণী সব
ঘেরল চারি পাশে॥
তরুণারুণ চরণ যুগল
মঞ্জীর তাহে শোভে।
ভৃঙ্গাবলি পুঞ্জ পুঞ্জ
গুঞ্জরে মধু লোভে॥
কুম্ভি[১] কুম্ভ জিনি নিতম্ব
কেশরী খিন মাঝে।
লীলাঙ্কিত পট্টাম্বর
কিঙ্কিণী তহি বাজে॥
বাহু যুগল থির বিজুরি
করি শাবক-শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ মণি কঙ্কণ
নখরে শশী খণ্ডে॥

১। হস্তী

হেমাচল কুচ মণ্ডল
কাঁচলী তঁহি মাঝে।
চন্দ্রকান্ত ধ্বান্ত দমন
কণ্ঠে কর্ণে সাজে॥
জাম্বু নদ হেম যুত
মুকুতা ফল পাঁতি।
ফণি মণিযুত দাম শোভিত
দামিনী সম ভাঁতি॥
বিম্বু ফল নিন্দি অধর
দাড়িম বীজ দশনে।
বেসর তহি নোলকে ঝলকে
মন্দ মন্দ হসনে॥
নাসা তিল ফুল তূল[৩] কবরী
বাঁধে করবি ছান্দে।
মদন মোহন মন মোহিনী
সাজলি তহি রাধে॥

৩। নাসিকা তিল ফুলের তুল্য।

কপোল লোল অলকাবলি
সিন্দূর শুভ সাজে।
চন্দন পাশে বিন্দু বিন্দু
মৃগমদ সহ রাজে॥
নব যৌবনী চন্দ্রবদনী
বৃন্দাবন মাঝে।
মাধবেন্দ্র পুরী রচিত গীত
মিলল নাগর রাজে॥

করুণ কেদার—একতালা।

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ ছান্দে।
তৃষিত চাতকী নব জলধরে মিলল
ভুকিল[১] চকোর চারু চান্দে॥
আধ নয়নে দুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আনহি ভাঁতি[২]।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম-সাঙ্গাতি[৩]॥

১। ক্ষুধার্ত্ত

২। লজ্জা বিজড়িত আধ নয়নে উভয়ে উভয়ের রূপ দেখিতেছেন। মনে হইতেছে যেন অন্যত্র দৃষ্টি দিতেছেন।

৩। মিত্রতা

শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দ ভরে
শিরিষ কুসুম কোমলিনী॥
অতসী কুসুম সম[১] শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোরী।
নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোরি॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখি চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেম-রসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম হিলোল॥
দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই
দুহুঁ মুখে মৃদু মৃদু হাস।
নব নাগরী সঙ্গে নাগর শেখর
ভূলল গোবিন্দ দাস॥

কেদার—ছোট দুঠুকী।

আরে দুহুঁ কুঞ্জ ভবনে।
সৌদামিনী অঙ্গ সঁপিল নবঘনে॥
হেমবরণি রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে যনু মিলল ভ্রমর॥

১। অতসী সাধারণতঃ সোণালি রঙের ফুল বুঝায়। নীল বর্ণের এক প্রকার ফুলকেও অতসী বলে।

নব গোরোচনা গোরী শ্যাম ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর ॥
কাচ বেড়া কাঞ্চন রে কাঞ্চন বেড়া কাচে।
রাই কানু দুহুঁ তনু একই হইয়াছে ॥
রাই সে প্রেমের নদী তরঙ্গ অপার।
রসময় নাগর তাতে দিতেছে সাঁতার ॥
নিকুঞ্জের ঘর বেঢ়ি গুঞ্জরিছে অলি।
তার মাঝে রাই কানু সুখে করে কেলি ॥
ললিতা বিশাখা আদি চামর ঢুলায়।
নরোত্তম দাস দোঁহার বলিহারি যায় ॥

বেহাগ—লোফা তাল। 

আধ আধ অঙ্গে মিলল রাধা কানু
আধ কপালে চাঁদ আধ ভালে ভানু ॥
আধ শিরে শোভে চূড়া আধ শিরে বেণী
আধ গৌর তনু আধ নীলমণি ॥
আধ ভুজে বলয়া আধ নীল চুড়ি।
আধ অঙ্গে পীতবাস আধ নীল শাড়ী ॥
আধ অঙ্গে হেলাহেলি ফিরাফিরি বাহু।
গোবিন্দ দাস কহে চাঁদে গরাসল রাহু ॥

অভিসারোৎকণ্ঠা ।*

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

মায়ূর ধানশী—মধ্যম দশকুশী ।

বিমল হেম জিনি, তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুল দাম ।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গোঁসাই
বলিতে না পারে আধ বোল ।
ভাবে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল ॥

---

* অলঙ্কার শাস্ত্রে 'অনুরাগ' তিন প্রকার বলা হইয়াছে—যথা রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসারানুরাগ ।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্ ।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥
অনুরাগো ভবেৎ ত্রিধা রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ ।
অভিসারানুরাগশ্চ জ্ঞায়ন্তে রাসকৈজনৈঃ ॥

পুনশ্চ, অলঙ্কার শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার নায়িকার উল্লেখ দেখা যায়—অভিসারিকা, বাসসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত-প্রেয়সী, স্বাধীন-ভর্তৃকা ।

গমন মন্থর অতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায় !
অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায় ॥
এ হেন সম্পদ কালে গোরা না ভজিলাম হেলে
তছু পদে না করিলাম আশ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

অথাভিসারিকা বাসসজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা ।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতা পরা ॥
প্রোষিত প্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ।
ইত্যষ্টৌ নায়িকাভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

এ স্থলে অভিসরিকা নায়িকার প্রক্রম বর্ণিত হইতেছে। কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা ইত্যমরঃ। অলঙ্কার শাস্ত্রে অভিসার অষ্ট প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে—

সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার।
'জ্যোৎস্নী' 'তামসী' 'বর্ষা' 'দিবা অভিসার' ॥
'কুজ্ঝটিকা' 'তীর্থ যাত্রা' 'উন্মত্তা' সঞ্চরা' ।
গীত পদ্য রস শাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা ॥—পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

মায়ূর—ডাঁশপাহিড়া।

কেবা জানে ও বেশ বনাতে।
অলকাতিলকাবৃত মুখশশী অলঙ্কৃত
সাধ লাগে সদাই দেখিতে ॥
জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধরখানি রাতুল
হাসি হাসি পিরীতেরি বোল।
অঙ্গের পত্তন খানি রসের হিল্লোল গো
মন যায় ধেয়ে দিতে কোল ॥
বিনোদ গাঁথনি মালা চূড়াটি বেড়িয়া গো
তাহে কত মধুকরের খেলা।
তনু কি মেঘের জ্যোতি গলে শোভে গজমোতি
হিল্লোলে দুলিছে বনমালা ॥
বিনোদ রসের কথা কহনে না যায় গো
কহিতে কেমন করে চিত।
বলরাম দাসে বলে কি বলিতে জানি গো
যত দেখি ততই পিরীত ॥

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

শ্যাম নব জলধর অঙ্গ।
হিলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

জয় জয় যদুকুল জলনিধি-চন্দ্র।
ব্রজ কুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥
চূড়ায় উড়য়ে ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঢর ঢর গণ্ড॥
শুধুই সুধাময় মধুরিম হাস।
জগজন মোহন মুরলী বিলাস॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনমাল।
ঝঙ্করু মধুকর ততহি রসাল॥
তরুণারুণ-রুচি পদ-অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

সুহই—পঞ্চমসোয়ারি।

শ্যাম অনুরাগ ভরে রহিতে না পারি ঘরে
চল সখী কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিয়া ও চাঁদমুখ পাসরিব সব দুখ
শ্যামের ও দুটি রাঙ্গা চরণে॥

ভূপালী।

কি কহব রাইক হরি-অনুরাগ।
নিরবধি মনহি মনোভব-জাগ॥
সহজে রুচির তনু সাজি কত ভাতি।
অভিসরু শারদ পূর্ণমিক রাতি॥

ধবল বসন তনু চন্দন পূর[1]।
অরুণ অধরে ধরু বিষদ[2] কর্পূর ॥
কবরী উপরে করু কুন্দ বিথার[3]
কণ্ঠে বিলম্বিত মোতিম হার ॥
কৈরবে ঝাঁপল করতল কাঁতি[4]।
মলয়জ চন্দন বলয়কো পাঁতি[5] ॥
চান্দকি কৌমুদী তনু নহে চিন
যৈছন ক্ষীর নীর নহে ভিন[6] ॥

১। দেহ চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়াছেন।

২। শুভ্র ; অধরের অরুণ রাগ ঢাকিবার জন্য শুভ্র কর্পূরখণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন।

৩। কেশের উপর (শ্বেত) কুন্দ ফুল বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন।

৪। অরুণিম করতল শ্বেত পদ্মের (বা কুমুদের) দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন।

৫। সুবর্ণের বলয়ে অথবা নীলমণি চুড়িতে চন্দন মাখাইয়া শুভ্র করিয়াছেন।

৬। শ্রীমতী এরূপ ভাবে বেশ বনাইলেন যে তাঁহার দেহ কান্তি এবং জ্যোৎস্নার মধ্যে ভেদ রহিল না। ক্ষীর ও নীর যেমন মিশিয়া যায়, শ্রীমতীর দেহও তেমনি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া গেল।

ছায়া বৈরী না ছোড়ল বাদ।
চরণে শরণ করু যামিনী আধ[১] ॥
গোপাল দাস কহে সুচতুরী গোরী।
নূপুর রসন তুলি মুখ পূরী[২] ॥

মায়ূর—দশকুশী।

দেখ রাই করত অভিসার।
শিরিষ কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার ॥
সমবয় বেশ ভূষণে ভূষিত তনু
সখিগণ সঙ্গহি মেলি।
গজগতি নিন্দি গমন সুমন্থর
কিয়ে জিত খঞ্জন কেলি ॥

১। ছায়া মলিন—সমস্ত দেহকে যেন চান্দিনী যামিনীতে গোপন করিবার মত সজ্জা করিলেন কিন্তু ছায়া ত শত্রু রহিল! তাই পদকর্ত্তা বলিতেছেন, পূর্ণিমা নিশির অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে, কাজেই ছায়া শ্রীমতীর পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

২। তুলার দ্বারা নূপুর এবং রসনার (কিঙ্কিনীর) মুখ বন্ধ করিয়াছেন।

যো থলকমল পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা
ডারত ভই নিশঙ্ক॥
ঐছন ভাঁতি মিলল বর নাগরী
কুঞ্জ মহা চলি গেল।
হেরি রাধামোহন উলসিত লোচন
আনন্দ সাগরে ডুবি গেল॥

কামোদ— বড় দশকুশী।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর কমলে চরণ যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি[১]॥
পিরীতি-মূরতি-অধিদেবা[২]।
যাকর দরশনে সব সুখ মিটই
সোই আপনে করু সেবা[৩]॥ধ্রু॥

১। নিজের করকমলে রাইয়ের চরণ মুছাইতে গিয়া সেই চরণের দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিলেন।

২। পিরীতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ।

৩। যাঁহার দর্শনে সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়, তিনিই আজ আপনি শ্রীমতীর সেবা করিতেছেন।

হিমকর শীতল নীরহি তিতল
করতলে মাজই মুখ[১]।
অঙ্গুলি চিবুকে ধরি বদনে তাম্বুল পূরি
পুছত পন্থ কি দুখ॥
সজল নলিনীদল মৃদু মৃদু বীজই
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভন নিতুই নব নৌতুন
রাই করু অমিয়া সিনান॥

বাদল অভিসার—শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার—পিয়ারী তাল।

বিরলে বসিয়া গোরা রায়।
আপাদ মস্তক পুলক-পূরিত
প্রেম ধারা বহি যায়॥
সহচর গণে কহয়ে বচনে
রহিতে নারিয়ে ঘরে।
নন্দের নন্দন পাই দরশন
তবে সে পরাণ ধরে॥

১। চাঁদের জোছনায় যে জল শীতল হইয়াছে, সেই জলে নিজ করতল ভিজাইয়া (তিতল) শ্রীমতীর মুখ মুছাইয়া দিতেছেন।

কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন
গলে নীলমণি মালা।
এ সাজ সাজয়ে অঙ্গের ছটায়ে
ভুবন করিলে আলা।
দেখিয়া গৌর ভাবিয়া অন্তর
বসনে ঝাঁপয়ে তনু।
চাঁচর চিকুর বেঢ়ি নানা ফুল
জলদে বিজুরী জনু॥
সঙ্গে সহচর গৌরাঙ্গ সুন্দর
সুরধুনী তীরে চলে।
ভাবাবেশে মন আকুল বচন
এ দাস মোহন বলে॥

জয় জয়ন্তী—পোস্তা তাল।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ[১]
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই[২]॥

১। এক্ষণে গগনে ঘন ঘন ভীষণ মেঘ-সঞ্চার হইতেছে।

২। লম্ফ দিয়া গমন করিতেছে; অর্থাৎ দম্‌কা হাওয়া বহিতেছে।

সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥ধ্রু॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঁ ঝাঁপ[১] ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার[২] ॥

১। আমার গুরুজনের দৃষ্টি অতি প্রখর, (সেই জন্য) আমি এই অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছি।

২। বিস্তৃত (রাশি রাশি) বিঘ্ন তোমার কি করিবে ?

বিরোধা ধানশী - তেওট ॥

ঝরঝর বরিখে সঘনে জলধারা।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা ॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার[১]।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার[২] ॥ধ্রু॥
অন্তরে শ্যাম-চন্দ্র পরকাশ।
মনহিঁ মনোভব লেই নিজ পাশ[৩] ॥
কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান[৪]।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝনঝান শবদ কুলিশ ঝন ঝান ॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিনি বিথার ॥

১। প্রকার, উপায়।

২। এখন এই দুরন্ত বর্ষা হরি অভিসারে বাধা না জন্মায়!

৩। মনের মধ্যে সারথি স্বরূপ মদন নিজের পাশ (রথ-রজ্জু) গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। শ্রীকৃষ্ণ সংকেত গৃহে কিরূপে জানি কাল কাটাইতেছেন!

চড়ব মনোরথ সারথি কাম[১]।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম ॥
মন মাহা সাখী দেয়ত পুনবার[২]।
কহ শেখর ধনি কর অভিসার ॥

ভূপালী—একতালা।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ[৩]।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ[৪] ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু[৫]।
উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু[৬] ॥

১। আমার মন রথস্বরূপ হইবে এবং কাম স্বয়ং সারথি হইবেন।

২। আমার মনের মধ্যে আবার সাক্ষী দিতেছে—অর্থাৎ যাইতেই হইবে একথা আবার বলিয়া দিতেছে।

৩। গগন নব মেঘের আড়ম্বরে ভরিয়া গিয়াছে।

৪। তাহাতে আবার এমন অন্ধকার যে নিজের অঙ্গ নিজেই দেখিতে পাইতেছি না।

৫। বাহিরে এই ঘনঘটা ও ঘোর অন্ধকার, কিন্তু আমার হৃদয়ে শ্যাম চাঁদ উদিত হইয়াছেন।

৬। চাঁদ উঠিলে যেমন সমুদ্র উথলিয়া উঠে, তেমনি শ্যামচন্দ্রের উদয়ে আমার মনে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল।

অব জনি সজনি করহ বিচার[১]।
শুভখনে ভেল পহিল অভিসার[২] ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল-নিচোল[৩] ॥
কী ফল উচ কুচ-কঞ্চুক ভার[৪]।
দূরে কর সোতিনী মোতিম হার[৫] ॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি[৬] লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি ॥
চলইতে দীগ ভরম জানি হোই।
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোই[৭] ॥

১। হে সখি এখন যেন কোনও বিচার বিতর্ক তোমাদের মনে উপস্থিত না হয়।

২। প্রথম অভিসারের শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে।

৩। মৃগমদ ও নীল শাড়ী তিমিরাভিসারের উপযুক্ত বেশ।

৪। কাঁচলির ভার বহিয়া কি ফল হইবে? অর্থাৎ ইহাতে শুধু গমনে বিলম্ব ঘটিবে।

৫। আমার মোতীর মালা দূর করিয়া দেও। মিলনে ইহা সতিনীর সমান—অর্থাৎ ইহা আমার ও প্রিয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া ব্যবধান জন্মায় মাত্র।

৬। দরজার পার্শ্বের স্থানে। দরজার পার্শ্বে লগ্ন হইয়া দেখ, গুরুজন ঘুমাইয়াছেন না এখনও জাগিয়া আছেন।

৭। গোপন ভাবে; পাছে অভিসারে যাইতে দিগ্‌বিভ্রম ঘটে, এই জন্য সখী ভাবে পদকর্ত্তা অলক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার কামনা করিতেছেন।

সখীর উক্তি।

বেহাগ—তেওট।

কি করব মৃগমদ-লেপন তোর।
কী ফল পহিরণ নীল নিচোল॥
শারদ চাঁদনি তুয়া মুখ হাস।
বিঘটন তিমির হোয়ব পরকাশ[১]
এ ধনি ধরবি হামারি উপদেশ।
অব অভিসার হরিক সন্দেশ[২]॥
আঁচরে ঝাঁপব আনন-চন্দ।
দূরে কর মোতিম কিঙ্কিণি-বন্ধ॥
নূপুর মুখ ভরি ও নখপুঞ্জ।
মন্থর গতি চল কেলি নিকুঞ্জ॥
চলইতে চওকি নগর পুরমাঝ।
জনি মণি-কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ[৩]॥

১। মৃগমদে তনু অনুলিপ্ত করিয়া নীল শাড়ী পরিয়া তুমি যে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছ, কিন্তু তোমার শারদ জোছনার ন্যায় হাসি লুকাইবে কি রূপে? সেই হাসিতে যে ঘোর অন্ধকারও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে!

২। হরির উদ্দেশে অভিসার কর।

৩। চলিতে গিয়া পুর মধ্যে যেন কঙ্কণ কিঙ্কিণী না বাজে! তাহা হইলে পুরবাসী চমকিত হইয়া উঠিবে—অর্থাৎ জানিতে পারিবে।

তিমিরে পন্থ যব হোয়ত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস সঙ্গে করি লেহ ॥

দেশমল্লার—দুঠুকী ॥

মন্দির বাহির কঠিন কপাট[১]।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট[২] ॥
তহিঁ অতি দুরতর বাদর দোল[৩]।
বারি কি বারই নীল নিচোল[৪] ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার[৫] ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত[৬] ॥

১। গৃহের বাহিরে কঠিন দরজা;

২। পথ কর্দ্দমময, (সুতরাং) পথচলা আশঙ্কাজনক।

৩। তাহাতে আবার দূর ব্যাপী বাদল দোলা দিতেছে-অর্থাৎ চারিদিক ঝাঁপিয়া বর্ষা নামিয়াছে।

৪। ঐ নীল শাড়ীতে কি বৃষ্টির জল মানায়।

৫। শ্রীকৃষ্ণ মানস গঙ্গার অপব পারে রহিয়াছেন। (কিরূপে তুমি অতদূর যাইবে?)

৬। বজ্রের কড়কড় শব্দে মন আতঙ্কে জর্জ্জর হইতেছে।

দশ দিশ দামিনী দহন বিথার[১]।
হেরইতে উচকই লোচন তার[২] ॥
ইথে যব সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ[৩] ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার[৪] ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠ কি বাধা[৫]।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা[৬] ॥

১। বিদ্যুতের ঝলক (দহন) বিস্তৃত হইয়া দশ দিক ব্যাপিয়ছে।

২। দেখিলে চক্ষুর তারা উপরে উঠে (ভয়ে);

৩। এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে যদি গৃহ হইতে বাহির হও. তাহা হইলে প্রেমের জন্য কি দেহকে উপেক্ষা করিবে? হইবে, অর্থাৎ জীবনের মমতা ত্যাগ করিবে।

৪। ধনু হইতে যে বাণ ছুটিয়াছে, তাহাকে কি যত্ন করিলে নিবারণ করা যায়?

৫। কুলবতীর লজ্জাশীলতা রূপ কঠিন কপাট যখন উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছি তখন কাঠের কপাটে কি আমার গমনে বাধা জন্মাইতে পারে?

৬। নিজের মর্য্যাদা রূপ সমুদ্র গোষ্পদের (পঙারলুঁ) ন্যায়

সজনি ! মঝু পরীখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর[১] ॥ধ্রু॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম দহন-দহ[২] যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরক আগি[৩]॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ[৪]।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ[৫] ॥

পার হইলাম, ক্ষুদ্র নদী কি আর অগাধ মনে হইবে-অর্থাৎ বাধা জন্মাইবে ?

১। সংকেত কুঞ্জে শ্যামচন্দ্র আমার জন্য কি ভাবে পথপানে চাহিয়া আছেন, তাহাই ভাবিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।

২। যাহার দেহ কোটী মদন-বাণে জর্জ্জরিত তাহার নিকট বৃষ্টির জল কি এতই বেশী ?

৩। প্রেম রূপ অনল যাহার হৃদয় দিবানিশি সহ্য করিতেছে, বজ্রের আগুনে তাহার কি ভয় ?

৪। যাহার চরণতলে জীবন সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, তাহার জন্য শরীরের ভাবনা কি মনে আসে ?

৫। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, হে ধনি তুমি এক্ষণে অভি-সার কর, তোমার সখীগণ সকলই বুঝিতে পারিতেছে।

তিমিরাভিসার।

কামোদ কেদার—মধ্যম ছুটাত্রাল।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর[১]।
নীল বলয়াগণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি[২] ॥ধ্রু॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত[৩]
নীল তিমিরে চলু গোই[৪]।
নীল নলিনী জনু শ্যাম রস-সায়রে
লখই না পারই কোই[৫]॥

১। অন্ধকার রজনীতে যাহাতে সকলের অলক্ষিত ভাবে যাইতে পারেন, এই জন্যই শ্রীমতী নীল মৃগমদের দ্বারা শরীর অনুলিপ্ত করিলেন এবং নীল বসন ভূষণাদি ধারণ করিলেন।

২। অমাবস্যা নিশিতে নিজের গৌরবর্ণ-প্রকাশের ভয় দূরীভূত হইল।

৩। ললাটে কৃষ্ণ চূর্ণকুন্তলদাম আন্দোলিত হইতে লাগিল। অলিক—ললাট।

৪। গুপ্ত ভাবে আত্মগোপন করিয়া;

৫। নীল সরোবরে নীল পদ্ম ভাসিতে লাগিলে তাহা যেমন

নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার[১]।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥



কেদার—নন্দন তাল।

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপলি মুখ চন্দ[২] ॥
কুহু যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন-দীপ দরশায়ত পন্থ[৩] ॥
চললি নিতম্বিনী হরি-অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার[৪] ॥

কাহারও লক্ষ্যীভূত হয় না, সেই রূপ অন্ধকারে নীলবসনা শ্রীমতীকে কেহ লক্ষ্য করিল না।

১। কেবল পরিমল-লোভে ধাবমান অলিকুলের ঝঙ্কার হইতে বুঝা গেল যে রাই অভিসারে চলিয়াছেন।

২। গুরুজনের দৃষ্টি রূপ রাহু হইতে মুখচন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমতী নীল বসনে মুখ ঢাকিয়া চলিলেন।

৩। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে মদন দীপ দেখাইল অর্থাৎ অভিসারের পথ দেখাইয়া দিল।

৪। প্রচুর অনুরাগ;

রস-ধাধ্বসে চলু পদ দুই চারি[৪]।
লীলা-কমল তেজল বরনারী[৫] ॥
পরিহরি মৌলিক মালতী-মাল[৬]।
তেজল মণিময় গীমক হার ॥
নব অনুরাগ-ভরমে ভেল ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি[৭] ॥
বেশ-শেষ রহু নীলিম বাস[৮]।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পঠমঞ্জরী—চঞ্চুপুট তাল।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জীউ কাঁপ ॥

৪। অনুরাগের প্রাবল্যে দুই চারি পা চলিলেন।

৫। (কিন্তু আর যেন পা চলেনা এই জন্য) হস্তস্থিত লীলা-কমল এবং অলঙ্কার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

৬। মাথার (চূড়ার) মালতী মালা :

৭। (গমনে বাধা জন্মাইতেছে বলিয়া) দুর্ভর কুচযুগলকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

৮। (এইরূপে সমস্ত অনাবশ্যক ভূষণাদি পরিত্যক্ত হইলে) কেবল নীল বসন মাত্র অঙ্গে রহিল।

তহিঁ দিঠি জারত বিজুরীক জ্বালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা[১] ॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালী।
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি ॥
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তহিঁ বরিখত অবিরত জলধার ॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি[২]।
কৈছে পঙারব[৩] সো সুকুমারী ॥
গণি গণি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পন্থে বর নারী ॥
গোবিন্দ দাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ ॥

১। মেঘে আকাশমণ্ডল ঝাঁপিয়াছে, বিদ্যুতের দ্যুতিতে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, এহেন নিশিতে সেই কিশোরী (বালা) গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে কি?

২। প্রান্তর জলপূর্ণ হওয়ায় অন্তর (দূর) হইয়া পড়িয়াছে। 'মা' কথাটি ব্রজভাষায় চলিত আছে। সাধারণতঃ সম্বোধনে সকলের পক্ষে ব্যবহৃত হয়।

৩। কোমলাঙ্গী সেই কর্দ্দমপূর্ণ মাঠ কিরূপে পার হইয়া আসিবে?

কেদার রাগ—মণ্ঠক তাল।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সময় বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম॥
দুহুঁ তনু মিলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভন সমরক ভাতি॥
অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন-কেলি।
গোবিন্দ দাস হেরই সখী মেলি[১]॥

দিনান্তরে।

মালসী—তেওরা।

মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম-শায়ক[২]
ছোড়ি মঞ্জীর বোল রে॥

১। সখীর অনুগত হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।
২। মদন স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিলেন।

গুরুয়া কুচভরে চলই উলট পদ[১]
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া দামিনী ফটিক তরু জানি
চমকি ধরু নীর-ধার রে[২] ॥
দেখি ফণিমণি দীপ জ্বলু জানি
বাম কর দেই ঝাঁপি রে[৩]।
জানল যুবতী এহি ফণি-পতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে ॥
প্রাণ বল্লভ ভেটল দুর্ল্লভ
পূরল দুহুঁ মন আশ রে।
ঐছনে পাই গেহ সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দ দাস রে ॥

১। পীন পয়োধর এবং গুরুনিতম্ব ভারে একপদ চলিতেছেন আবার একপদ পিছাইতেছেন।

২। অন্ধকারে বৃষ্টি ধারার মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখিয়া শ্রীমতী মনে করিতেছেন সম্মুখে বোধ হয় স্ফটিকের বৃক্ষ; হঠাৎ স্ফটিক তরু দেখিয়া চমকিত হইয়া জলধারা জড়াইয়া ধরিতেছেন।

৩। সর্পের মাথার মণি দেখিয়া দীপ ভ্রমে বাম করে তাহা আবৃত করিতেছেন। আবার তৎক্ষণাৎ সর্প বলিয়া বোধ হওয়াতে কাঁপিয়া উঠিতেছেন।

বর্ষাকালোচিত:দিবাভিসার।

সিন্ধুড়া—মধ্যম একতালা।

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি[১]।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার[২]॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার[৩]॥
চৌদিশে অথির পবন তরু দোল[৪]॥
জগভরি শীকর-নিকর হিলোল[৫]।
চলইতে গোরী নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট[৬]॥
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহুঁ দূরে রহু গোবিন্দ দাস॥

১। সূর্য্যের কান্তি আকাশে ডুবিয়া গিয়াছে—মেঘাড়ম্বরে;

২। নিকটের মানুষ দেখা যায় না, এত অন্ধকার।

৩। ব্যাকুলতা অত্যন্ত বেশী (আরতি বিথার), কাজেই গমনে কোনও বাধাই মানিল না।

৪। চারিদিকে অস্থির পবন অর্থাৎ ঝড়ো হাওয়া বৃক্ষগণকে দোলা দিতেছে।

৫। পৃথিবী ব্যাপিয়া জলকণা সমূহ হিল্লোলিত হইতেছে।

৬। ঝড়ের গতিকে ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

পুনশ্চ।

ভাটিয়ারি—ধামালি।

সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চণ কিরণ :বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিক বাণী॥
কর পদ থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রুণু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জীতল মনমথ-রাজ॥

ভূপালী—একতালা।

চলু গজ গামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্ক-পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড় কত বেরি নাহি অবলম্ব॥

বিজুরি জ্যোতি দরশায়লি দেহ[১]।
উঠইতে চাহে জল-ধারক এহ[২] ॥
ঐছন মীলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ ॥

সখীর উক্তি।



কামোদ—দশকুশী।

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি[৩]।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি[৪] ॥

১। শ্রীমতী পিছল পথে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যাইতেছেন। কিছু ধরিয়া যে উঠিবেন এমন অবলম্বন নাই। বিদ্যুৎ চমকাইলে নিজের ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখিতে পাইতেছেন।

২। (তখন) জলধারা ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন! (অনুরাগের বালাই যাই)

৩। আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া ও চরণ-কমলের নূপুর বসনের দ্বারা আবৃত করিয়া;

৪। কলসীর জল আঙ্গিনায় ঢালিয়া পিছল করিয়া পদাঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখী বলিতেছেন যে, তোমার বাঁশী যখন বাজিবে, তখন হয়ত কণ্টকময় পিচ্ছল পথে গভীর নিশীথে নিঃশব্দে অভিসারে আসিতে হইবে। এইজন্য রাজনন্দিনী অঙ্গনে কণ্টক পুঁতিয়া, বারি ঢালিয়া বিঘ্ন সংকুল পিছল পথে গমনাগমন অভ্যাস করিতেছেন।

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।

দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে

মন্দিরে যামিনী জাগি[১] ॥

কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী

তিমির-পয়ানক আশে[২] ।

কর কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন

শিখই ভুজগ-গুরু পাশে[৩] ॥

গুরুজন-বচনে বধির সম মানই

আন শুনই কহ আন[৪] ।

পরিজন-বচনে মুগধি সম হাসই[৫]

গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

৩। রাত্রি জাগরণ করিয়া দুস্তর পথ গমন অভ্যাস করিতেছেন।

২। অন্ধকার নিশিতে যাইতে হইবে, এজন্য হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া চলা অভ্যাস করেন।

৩। অন্ধকার রজনীতে সর্প-সংকুল পথে অভিসার করিতে হইবে, এজন্য তিনি হস্তের কঙ্কণ পুরস্কার দেওয়া স্বীকার করিয়া সাপের ওঝার নিকট হইতে সাপে যাহাতে দংশন করিতে না পারে সেইরূপ মন্ত্র শিক্ষা করিতেছেন।

৪। শ্রীমতী গুরুজনের বাক্য শুনিয়াও শুনেন না এবং এক কথা কহিলে অন্য কথা শুনেন; তাহাতে তাঁহারা শ্রীমতীকে বধির বলিয়া উপেক্ষা করেন। (তোমার জন্য অভিসারে যাইতে হইবে বলিয়া এই ভাণ।)

৫। পরিজনের বাক্য শুনিয়া বোকার মত হাসেন; তাহাতে

কেদার—চঞ্চুপুট তাল।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ[১]।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ[২]॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণ-ভাগ[৩]॥
যো পদতল থল- কমল সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টক ময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাত নিশঙ্ক॥

তাহারা শ্রীমতীকে বোকা বা পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে। (তোমার জন্য অভিসারে যাইতে হইবে বলিয়া শ্রীমতী এইরূপ ছল করেন।)

১। ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত সর্প দেখিয়া যে শ্রীমতী চমকিত হইয়া ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠেন;

২। এখন তিনি অন্ধকারে নিজের দেহ লুকাইয়া, সর্পের মাথার মণি হস্ত দিয়া আচ্ছাদন করিতে ভয় পান না। (পাছে মণির আলোকে তাঁহার অভিসারে বাধা জন্মায়, এই জন্য)

৩। তোমার অভিসারের জন্য সেই নব নাগরী বিবশা হইয়া পড়িয়াছেন। এখন বহু পুণ্য ফলে যদি জীবন রক্ষা হয়!

মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত
দেহলি[১] মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দ দাস কহ ফুর[২] ॥

'গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

যব ধনী ঘরে সঞে ভেল বাহার।
ঝরঝর বরিখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আঁধিয়ার[৩]।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার[৪] ॥
কি কহব মাধব পুণ ফল[৫] তোরি।
এতহুঁ দূরতবি তোহে মিলু গোরী ॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক[৬]।
চলইতে খলয়ে সঘন মহী-পঙ্ক[৭] ॥

১। দাওয়া ; দ্বারের নিকটস্থ স্থান।

২। প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন।

৩। এত ঘন অন্ধকার, মনে হইতেছে যেন হস্তে ঠেলিয়া দূর করা যায় না।

৪। দিশার অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রমের স্থলে মদন স্বয়ং দিক দেখাইয়া দিলেন ;

৫। পুণ্যফল ;

৬। চক্ষু চমকে ভরিয়া উঠে অর্থাৎ চমকিত হয় ;

১। চলিতে গিয়া ধরণীর কর্দ্দমে স্খলিত হয় ;

উঠইতে ফণিমণি উজোর হেরি।
কনক দণ্ড বলি ধরু কত বেরি[১] ॥
ঐছন সোপলুঁ তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুনেহ[২] ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দ দাস ভরম দূরে গেল[৩] ॥

গ্রীষ্মকালোচিত দিবাভিসার।

কড়খা ধানশী—মধ্যম ছুটাতাল।

মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার[৪]।
নোনিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহিঁ কয়ল অভিসার ॥

১। সর্পের মাথার উজ্জ্বল মণি দেখিয়া মনে করেন যে বোধ হয় সোণা বাঁধান যষ্টি এবং তাহাই কতবার ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করেন।

২। তোমার প্রতি সুনেহ, সনেহ বা স্নেহ (প্রেম);

৩। ভ্রম দূর হইল।

৪। মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্য্য, তপ্ত পথে বালুরাশি সূর্য্যতাপে বিস্তৃত অনলের ন্যায় হইয়াছে।

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার
কানু পরশ-রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি[১]।
তাহিক মেলি চললি বর রঙ্গিনী[২]
পন্থহি গেও সব ভুলি ॥
যত যত বিঘিনী জিতল অনুরাগিনী
সাধলি মনসিজ-মন্ত্র[৩]।
গোবিন্দ দাস কহই অব সমুঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র[৪] ॥

গুর্জ্জরী—ছোট ধামালি।

রাধা মাধব মীলন ভেল।
নিদাঘক দুখ সবহুঁ দূরে গেল ॥

১। গুরুজনের পাপ চক্ষু (অর্থাৎ যে চক্ষুর দৃষ্টি অভিসারে বাধা জন্মায়) পবনোত্থিত ধূলিরাশিতে নিবারিত হইল।

২। সেই ধূলিতে মিশিয়া শ্রীরাধা চলিলেন।

৩। পথে যত বিঘ্ন তাহা অনুরাগের দ্বারা পরাজিত করিয়া কামদেবের মন্ত্র সাধনা করিলেন।

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, এখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রসের ব্যাপার বুঝিয়া লউন।

তহিঁ পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
জল কণ-শীকর-নিকর বিরাজ॥
সৌরভে মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমনি কিরণক বন্ধ॥
তহিঁ বর স্বরত বাপী অবগাহ।
রাধা মোহন-পহুঁ রসিক স্থনাহ[১]॥

হিমাভিসার।

ভূপালী—চঞ্চুপুটতাল।

পৌখলি[২] রজনি পবন বহে মন্দ
চৌদিগে হিম হিমকর করু বন্ধ[৩]॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ[৪]।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই[৫]।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥

১। রাধামোহনের প্রভু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শ্রেষ্ঠ এবং নাথ-রত্ন। ২। পৌষ মাসে

৩। চারি দিকে তুষার পড়িয়া চন্দ্রকিরণকে রুদ্ধ করিয়াছে।

৪। জগতের লোক শয্যায় আশ্রয় লইয়া চক্ষু ঢাকিয়া রহিয়াছে—এত শীত।

৫। আমার চমক লাগিতেছে।

পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই[1]॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ[2]॥

কেদার—তেওট।

হিম-কর-কীরণ হিম অনিবার[3]।
দিশি দিশি হিম-গিরি-পবন বিথার॥
চলিলা রমণী ধনি আকুল চিত।
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জে উপনীত॥
না দেখিয়া তহিঁ বর-নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥

১। যে কোমল চরণ তুষার-কণাকেও দলন করে না, সেই চরণ কণ্টকময় পথে যাইতেও টলে না অর্থাৎ সে পশ্চাৎপদ হয় না।

২। যেখানে নূতন প্রেম, সেখানে কি বিঘ্ন থাকিতে পারে?

৩। চন্দ্রের কিরণে অনবরত শীত বাড়াইতেছে।

গুরুজন নয়ন-পাশগণ বারি[১]।
আয়লুঁ কুলবতি-চরিত উঘারি[২] ॥
ইথে যদি না মিলল সো বরকান।
কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ ॥
কহ কবিশেখর সুন্দরী রাই।
ধৈরয ধর হাম আনব যাই ॥

বালা ধানশী—মধ্যম একতালা।

শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনি যদি দেখবি না সহে বেয়াজ ॥
নব কিশলয়-দলে শূতলি নারি।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি ॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশন লাগি ॥
অনেক যতনে কহ আখর-আধ।
না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তম দাস-পহুঁ নাগর কান।
রসিক-কলা-গুরু তুহুঁ সব জান ॥

১। গুরুজনের দৃষ্টিরূপ জাল ভেদ করিয়া

২। কুলবতীর চরিত্র (লজ্জাশীলতা) উদ্ঘাটন করিয়া অর্থাৎ ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

তিরোথা ধানশী—বড় একতালা।

চলিলা নাগর-রাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণ যুগ আরতি বিথারে॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন-তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনি মুখ চান্দ হেরই পুন সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধ-রাজ॥
অচেতন ছিলা রাই সচেতন ভেল।
মদন জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস-পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ-ওর॥

ভ্রমাভিসার।

বিহাগড়া—মঠক তাল।

সুন্দরি কৈছন আরতি তোর।
বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল
ভুলল মাধব মোর॥
বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কানে।
সীঁথি বলয় করি বাহে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভানে[১]॥

১। কর্ণের কুণ্ডল আংটি মনে করিয়া অঙ্গুলিতে পরিলেন

কিঙ্কিণী জাল মাল করি পহিরল
হার সাজাওল হাতে।
চূড়ক সাজ চরণহিঁ পহিরল
মঞ্জির পহিরল মাথে॥
পূরব উত্তর নাহি দিগ-দিগন্তর
নব অনুরাগক লাগি।
বল্লভ দাস কহ চঢ়ল মনোরথে
সঙ্কট দূরহি ভাগি[১]॥

ধানশী—একতালা।

কানুক হই উৎকণ্ঠিত জানি।
বিছুরল সুন্দরী আপনক বাণী[২]॥
কি কহিতে কি কহয়ে নাহিক থেহ।
বিছুরল অভরণ আপনক দেহ॥
কানুক লেহ হৃদয় মাহা জাগ।
সো রূপ নিরুপম নয়নহিঁ লাগ[৩]॥

১। মন রূপ রথে আরোহণ করিয়া এইরূপ অদ্ভুত বেশে চলিলেন, বিঘ্ন সকল দূরে পলায়ন করিল।

২। সুন্দরী আপনার কথা ভুলিয়া গেল।

৩। সেই অতুলনীয় ভুবনমোহন রূপ নয়নে লাগিয়া রহিয়াছে।

কহইতে চল চল রহ রহ বোল।
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ রোল[1] ॥
সাজহ কহইতে ভাজহ ভাষ।
আনহ বাণী জান পরকাশ ॥
ঐছন ভ্রমময় শুনইতে হাস।
কি কহব সহচরী বল্লভ দাস ॥

বর্ষায় সঞ্চরা বা ভ্রমাভিসার।

সখীর প্রতি সখীর উক্তি।

মল্লার—বৃহৎ দুঠুকী। ৬

মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি ধনী
সো পহিরল দুই হাতে[2]।
কিঙ্কিণী গীম হার বলি পহিরল
হার সাজায়লি মাথে[3] ॥

১। 'চল চল' বলিতে 'রহ রহ' 'দেহ দেহ' বলিতে লেহ লেহ 'সাজহ' বলিতে ভাজহ এবং 'আন' বলিতে জান বলিতেছেন। অনুরাগের প্রাবল্যে বাক্য-স্খলন হইতেছে।

২। মণিময় নূপুর দুই হস্তে পরিলেন;

৩। কিঙ্কিণী গলাব হার বলিয়া পরিলেন এবং সীঁথি মনে করিয়া হার মস্তকে পরিলেন।

সুন্দরী ! অপরূপ দেখলি আজ ।
হরি অভিসারে ভরম ভেলি সুন্দরী[১]
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥
ঘন আঁধিয়ারে রজনী জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ ।
বিষধরে ভরল দুতর পথ পাঁতর[২]
একলি চললি তেজি গেহ ॥
চঢ়ল মনোরথ দোসর মনমথ
পন্থ বিপথ নাহি মান ।
গোবিন্দ দাস কহই ব্রজসুন্দরী
ঐছনে ভেটলি কান ॥

পুনশ্চ ।

বেহাগ—ছুটা তাল ।

রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল[৩] ।
কি করিতে কি বা করে সব হইল ভুল ॥
মুকুরে আঁচরি রাই[৪] বাঁধে কেশভার ।
পায়ে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥

১। শ্রীমতী অভিসারের ব্যাকুলতায় সব ভুলিয়া গেলেন ;
২। দুস্তর পথ প্রান্তর
৩। হুলুধ্বনি ;
৪। চিরুণী দ্বারা কেশ না আঁচড়াইয়া আয়নার দ্বারা আঁচড়াইতেছেন ।

করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড় ।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার ॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা ।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্ক রাজপাতা[১] ॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেসর[২] সাজনা ।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥
বংশী বদনে কহে যাই বলিহারি ।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লয়ে মরি ॥

বেলাবলী—লোফা ।

বিপরীত বেশে মিললি ধনি মাধব
মাধব বিপরীত বেশ[৩] ।
ভুলল সরস সম্ভাষ হাসময়
জনু নহ আরতি লেশ[৪] ॥
সজনি অপরূপ প্রেম বিচারি ।
দুহুঁ দোঁহা হেরি স্তম্ভ ভেল কলেবর
চিতপুতলি সম থারি ॥ধ্রু॥

১। পায়ের অলঙ্কার—বাঁকমল ;
২। নোলক ;
৩। বেশ-বিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীমতীর ন্যায় ভুল হইয়াছে ।
৪। এরূপ ভাবে দুজন চিত্রপুতলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন যেন তাঁহাদের মনে প্রেমের লেশ মাত্র নাই !

বহু ক্ষণে সহচরী- বচনহি দুহুঁ জনে
ধাই করল দুহুঁ কোর।
তৈছনে তনু তনু লাগি রহল দুহুঁ
দুহুঁ দোঁহা ভাবে বিভোর॥
বিছুরল কেলি বিলাস রস-লালসে
রহলহিঁ কোরে আগোরি।
ঐছন সহচরী শেযে শুতায়ল
বল্লভ হেরি বিভোরি॥

পুরুষ-বেশে জ্যোৎস্নাভিসার।

ইমন ভূপালী—একতালা।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি
চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডল লাগি[১]॥
রহিতে সোয়াস্ত নাহি নৌতুন লেহা।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহা[২]॥
কামিনি কয়ল কতয়ে পরকার।
পুরুষক বেশে করল অভিসার॥

১। চন্দ্রকিরণে জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এজন্য পুরজনেরা রাজপথে এখনও জাগিয়া আছে।

২। নূতন প্রেমের ব্যাকুলতায় তাঁহাকে সোয়াস্তি দিতেছে না। তিনি চাহিয়া চাহিয়া (অর্থাৎ কখন পুরজনেরা নিদ্রিত হইবে তাহার অপেক্ষা করিয়া) সন্দেহাকুল হইয়া উঠিলেন।

ধামিলী লোল[1] ঝুঁট করি বন্ধ।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বর ভেল।
বাজন যন্ত্র হৃদয় করি নেল[2]॥
ঐছন মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নল নাগর-রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়ল হি ধন্ধ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥

কুজ্ঝটিকাভিসার।

শ্রীভুপালী—মধ্যম দশকুশী।

হরি রহু কাননে কামিনি লাগি
জাগরে জরজর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন-নয়ন-নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভেল পরাত[3]॥

১। ধামিলী-ধম্মিল্ল, খোঁপা, কেশ।

২। বাদ্য যন্ত্র বক্ষে ধারণ করিয়া পীন পয়োধর আবৃত করিলেন।

৩। প্রাতঃকাল। পরভাত—পাঠান্তর।

আজি ভেল ভালে কুজ্ঝটি আঁধিয়ার।
করলহিঁ রাই দিনহি অভিসার ॥ধ্রু॥
বিঘটিত[১] মনোরথ অবইতে কান[২]।
ধনি চলু আন ছলে মাঘ সিনান ॥
যব দুহুঁ মীলল আন আন পন্থ।
দরশনে মীটল বিরহ দুরন্ত ॥
দুহুঁ দোঁহা হরষিত সুখে করু কোর।
বিঘটিত বিঘটন চকোরক জোর[৩] ॥
গোবিন্দ দাস দুলহ রস গাব।
ভাঙ্গল বিঘটন[৪] মদন-পরতাপ ॥

তীর্থযাত্রাভিসার।

তিরোথা ধানশী—পিয়ারী তাল।

চান্দ গহণ গগনে লাগি গেল।
ছল করি কামিনী বাহির ভেল ॥

১। উদিত, বিকশিত;

২। শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে (রক্ষা করিতে);

৩। চকোরদ্বয় দিবাভাগে মিলিত হওয়ায় অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল।

৪। মদন-প্রতাপের আঘাত টুটিয়া গেল।

মাধব করু অবধান।
আজু বড় বিতরণ যমুনা সিনান[১] ॥ধ্রু॥
সুপুরুখ বচন কর ব্যবহার।
পহিলহিঁ মনমথ-মন্ত্র উচার ॥
বসন ভূষণ সব করব তিয়াগ।
নিজ তনু দেয়ব তুহুঁ যব মাগ[২]।
রমণী শিরোমণী এতহুঁ বিচারি[৩]।
ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারী ॥

উন্মত্তাভিসার।

দেশ মল্লার—মঠকতাল।

কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত[৪] ॥

১। আজ যমুনা-স্নানে বৃহৎ দান-যজ্ঞ হইবে। অর্থাৎ দানে মহা পুণ্য-সঞ্চয় হইবে।

২। তুমি প্রার্থনা করিলে, নিজের দেহ তোমাকে দান করিবে।

৩। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন যে শ্রীরাধা রমণী-শিরোমণি। অতএব তিনি ধীরসমীর নামক ঘাটে (তীর্থে) গমন করিলেন।

৪। তোমার প্রতি প্রেমের দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়াছে।

পতি-ভুজ-ভুজগ-বন্ধন করে বারি[১] ।
চরণক ঘাতে কুলাচল ডারি ॥
তাহে কি করব লঘু মন্দির কপাট ।
ভয়ে মরিযাদ-সিন্ধু দেই বাট[২] ॥
যাঁহা রস-ধাধস ভাঙ ধুনান[৩] ।
ধাধসে ধাবই কতহুঁ পাচবাণ[৪] ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলব অবিরোধে ।
গোবিন্দ দাস কহ পূরল সাধে ॥

সঞ্চরাভিসার ।

কামোদ রাগ—মধ্যম দশকুশী ।

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আর পয়োধর গোর ।
হিম ধরাধর কনক ভূধর
কোলে মিলল জোর[৫] ॥

১ । পতির বাহু রূপ সর্প বেষ্টন হস্ত দ্বারা সরাইয়া ;

২ । কুল মর্য্যাদা রূপ সমুদ্র ভয়ে পথ প্রদান করিল ।

৩ । পিরীতি রসের প্রাবল্যে যেথায় ভ্রূ যুগল ধুস্তুরীর ধনুর ন্যায় কম্পিত হইতেছে ।

৪ । সেই ধুনানিতে কত পঞ্চশর তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে ।

৫ । যেন হিমাচল ও কনক গিরি একত্র ক্রোড়ে মিলিত হইয়াছে ।

মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদ চালন করত সুন্দরী
বাহির দেহলি মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চান্দ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হসন জগত-ভুষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশরাজ খান ॥

নিবেদন

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

গোরা মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপনা করিয়া মোরে চরণে রাখিহ ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ দেখি শরণ লইনু ॥

এ-কূলে ও-কূলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষে বলে চরণ ধরিয়া।
দয়া করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

কড়খা ধানশী—বড় ছুটাতাল।

শুন রাধে এই রস আমি যে তোমার বশ
তোমা বিনে নাহি লয় মনে।
জপিতে তোমার নাম ধৈরয না ধরে প্রাণ
তুয়া রূপ করিয়ে ধেয়ানে॥
শ্রীরাধে শ্রীরাধে বাণী যেদিগে যার মুখে শুনি
সেই দিগে ধায় মোর মন।
চাতক ফুকরে যেন ঘন চাহে বরিষণ
তেন[১] হেরি ও চাঁদ বদন॥
খেনে খেনে মুখ তুলি ঘন ডাকি রাধা বলি[১]
তবে প্রাণ হয় নিবারণ।
তোমা অনুসারে আসি কুঞ্জের ভিতরে বসি
তোমা লাগি এই বৃন্দাবন॥

১। সেইরূপ।

করেতে মুরলী থাকে ঘন রাধা বলি ডাকে
যতক্ষণ না পায় দেখিতে।
তোমার নূপুর ধ্বনি আপন শ্রবণে শুনি
তবে মোর ক্ষমা হয় চিতে॥
রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম তাহে তুমি আগুয়ান[১]
আমি করি তোমার ভরসা।
তবে সে সফল হব তুয়া পদ পরশিব
দাস বৃন্দাবনের আশা॥

শ্রীরাধার উক্তি।

শ্রীরাগ—বড় দুঠুকী।

তুমি মোর বন্ধু অনেক সাধের
নয়নে লুকাইয়া থোব।
প্রেম চিন্তা-মণি রসেতে গাঁথিয়া
হিয়ায় হার পরিব॥
না জানি কি খেনে হইল দরশন
খেলিতে সখির মেলে।
সেই হৈতে মন করে উচাটন
তিল আধ না দেখিলে॥

১। 'রাধ কৃষ্ণ' এই দুইটি নামের মধ্যে তোমার নাম পূর্ব্বে, আমার নাম পরে।

সে সব সময় শ্যাম রসময়
রসের পরশ নাই।
রাজকুমার সুকুমার বন্ধু
সদাই দেখিতে পাই॥
গাহনি চাহনি চলনি দোলনি
মধুর মধুর লীলা।
হাসিলে ভাষিলে দারু দরবয়ে
বহই সলিল শিলা॥
বয়েস কিশোর বেশ মনোহর
নাসায়ে মুকুতা শোভা।
মধুর মূরতি দেখিতে আরতি
দিনে দিনে মন-লোভা॥
যে সব সঙ্কেতে রমণী সাক্ষাতে
মনের মানস পুর।
কহে শিবানন্দ আনন্দের কন্দ
নিমিখে মানয়ে দূর॥

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমায় সিরজিল বিধি॥

বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি তুয়া রূপ দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়নে।
জাগিলে তোমারে দেখি স্বপনে শয়নে॥
কি ছার শরদ শশী ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
হিয়ার ভিতরে রাখি নহে পরতীত।
হারাব হারাব করি সদা করে চিত॥
হিয়ায় হইতে তোমায় করিলে বাহির।
কহে বলরাম দাস মন নহে স্থির॥

শ্রীরাধার উক্তি।

মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

বাঁশীতে ডাকহ আমার নাম।
তোমার বাঁশীর স্বরে রহিতে না পারি ঘরে
কি জানি কেমন করে প্রাণ॥
শিব শুক সনাতন নারদ চতুরানন
অনুখন তুয়া গুণ গায়।
সে তুমি আমার নাম মুরলীতে কর গান
কিছু রীত বুঝা নাহি যায়॥

আহিরিণী কুরূপিণী গুণহিনী পরাধীনী
রাধা নামে কত আছে সুধা।
ত্রিজগতে মুনিগণ জপয়ে তোমার নাম
তুমি কেনে জপ রাধা রাধা॥
দেবতা দেবের তুমি কি আর বলিব আমি
রাধা নামে কত পাও সুখে।
যদুনাথ দাস কয় রাধা নাম সুধাময়
তেঞি বাঁশী ডাকয়ে কৌতুকে॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পূরবী—জপতাল।

ঈষত হাসিয়া রাই মুখ চাঞা
কহে বিনোদিয়া কান।
তোমার মাধুরী মহিমা চাতুরী
ইহা কে বুঝিবে আন॥
পরম দুর্ল্লভ আনন্দ-লহরী
নবীনা কিশোরী রাধা।
হিয়ায় হিয়ায় মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বান্ধা॥

তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়ে ধেনুর পাল।
গোলক তেজিয়া গোকুলে বসতি
ইহা সে জানিবে ভাল॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি করি পান।
তোমা বিনে সব সুখের বৈভব
মনেতে না ভায় আন॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাসে
আনন্দে ভাসিল অতি।
এ সব চাতুরী কেবা সে বুঝিবে
কার ইথে আছে গতি॥

ধানশী—মধ্যম একতালা।

নব রে নব রে নব নব ঘন-শ্যাম।
তোমার পিরীতি খানি অতি অনুপাম॥
তোমার পিরীতি বন্ধু সুখ-সাগরের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥

তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার !
তোমার ধন তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু থাকি কি না থাকি ।
অমূল্য ও রাঙ্গাচরণ জীয়ন্তে যেন দেখি ॥
যদুনাথ দাসে কহে করুণার সিন্ধু ।
কিসের অভাব তার তুমি যার বন্ধু ॥

ভাটিয়ারী—ধামালি ।

সুন্দরি তুয়া গুণ গণিতে গণিতে ।
মনে করি কতবার শুধিতে তোমার ধার
পুন আমায় হইল জনমিতে ॥
কলিতে পূরিয়া কালি কলিজা কাগজ করি
খুদিলাম নিজ হাতে লিখি ।
খত রইল তব হাতে খাতক হইল নন্দ সুতে
খত ছাড়াই বল কিসে দেখি ॥
খত ছাড়াইতে যদি নাহি দেয় বিধি
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব ।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লুটাইয়া মাখিব ধূলি
ইহা বই ব্যাজ নাহি দিব ॥

এত কহি শ্যাম রায় ধনির বদন চায়
গদ গদ কহে আধ ভাষ।
ও চাঁদ বদন খানি বসনে মুছান ধনি
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ—পিয়াবী তাল।

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমারি কেবল তুমি।
(আমার) পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
(বঁধু) শিশুকাল হইতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ মোর জীবন অধিক
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
(আমার) নয়নের অঞ্জন অঙ্গেরি ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁদা।
জ্ঞান দাসে কহে কালিয়া পিরীতি
আমার অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥

দেশ মল্লার—নন্দন তাল।

রাই তুমি সে আমার গতি।

তোমার কারণে রস-তত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥

নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।

যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসে থাকি তার তীরে॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।

শুনহ কিশোরী চারিদিক হেরি
যেমত চাতক পাখী॥

তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।

করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥

চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয়।

এমন পিরীতি না দেখি কখন
ইহা না কহিলে নয়॥

সুহিনী—ছোট দুঠুকী।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥
গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥
সম শৈল কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুমি জগজন-রঞ্জন বংশীধারী ॥
আমি কুলটা কলঙ্কিনী সৌভাগ্যহিনী।
তুমি রস-পণ্ডিত রসচূড়ামণি ॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুমি বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

বালা ধানশী—জপতাল।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি হইও তুমি ॥
বহু পুণ্য ফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
কি জানি কি খেণে দেখা তব সনে
তেঁই সে পরাণে মরি ॥

বড় শুভখণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
আনের আছয়ে আন জন যত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইয়াছি আমি॥
গুরু গরবিত তারা বলে কত
সে সব গরব বাসি।
তোমার কারণে এত না সহিয়ে
দুকূলে হইল হাসি॥
কহে চণ্ডীদাসে শুন সুনাগর
রাধার আরতি রাখ।
পিরীতি শেখর চূড়ামণি হঞা
রসেতে রসিয়া থাক॥

তিরোথা ধানশী—ঝুজ্ঝুটি তাল।

সুন্দরী আমারে কহিছ কি।
তোমার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥

থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াস্ত নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশদিগ গণে
তোমারে দেখিতে পাই।
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥

পঠমঞ্জরী—গজল।

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥

পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখি ঝরে জল।
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে হিয়া রাখ স্থির করি॥

দেশ—বৃহৎ ঢুঠুকী।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥ধ্রু॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিলাম প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে
আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে॥
এ কুলে ওকুলে দুকূলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম
ও দুটি কমল পায়॥

না ঠেল না ঠেল ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাসে কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

আশাবরী—বড় একতালা।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জানহ তুমি॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসিয়ে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজপুরে।
সখির আদরে পরাণ বিদরে
সে সব গোচর তোরে॥

সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণের ভূষণ বাসি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুনহ সকলে
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার॥

উভয়ের নিবেদন

ধানশী—একতালা।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী॥

তুয়া অনুরাগে হাম হ'লাম কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা[1] বইলাম আসি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি[2]।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি[3] ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী[4] ভজ জ্ঞান দাসে গান ॥

কেদার বেহাগ—একতালা।

নিকুঞ্জ মাঝারে রাই বিনোদিনী
বসিয়া শ্যামের বামে।
চৌদিগে বেড়িয়া সখীগণ মেলি
দাঁড়াইয়া রহল ঠামে ॥

১। খড়ম

২। শ্রীরাধা-প্রেমের শেষ কথা—যাহাতে প্রেমে সমস্ত কৃষ্ণময় করিয়া তুলে।

৩। তোমার দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষু বাঁকা হইয়াছে।

৪। রাধিকার একনাম চন্দ্রাবলী; যথা:

নখ চন্দ্রাবলী বক্রে চন্দ্রোঽস্তি যত্র সন্ততম্।
তেন চন্দ্রাবলী সা চ কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা পুরা ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেম-তরঙ্গিণী।—পদ্মপুরাণ।

দুহুঁ মুখচাঁদ হেরিয়া উল্লাস
কত না আনন্দ তায়।
শ্রীরূপ মঞ্জরী বীজনে বীজই
আনন্দে ভাসিয়া যায়॥
ময়ূরা ময়ূরী দুহুঁ মুখ হেরি
রঙ্গে নাচিছে তায়।
শুক সারী মেলি তরু ডালে বসি
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায়॥
নবীন গান নবীন তান
নব অলি কুল বেঢ়িয়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী গুণ গুণ করি
আনন্দেতে পড়ে মাতিয়া॥
নবীন যমুনা নবীন জল
নবীন তরঙ্গ তায়।
নব প্রেম হেরি দাস গোবিন্দ
প্রেমানন্দে ভাসি যায়॥

সঙ্কীর্ত্তনে বাদ্য

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্রাভ্যাম্ নমঃ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

সংকীর্ত্তনে প্রধান বাদ্য খোল ও করতাল। কথনও কথনও শিঙ্গা-বাদনও দেখা যায়। খোলের অপর নাম মৃদঙ্গ। বর্ত্তমানে মৃদঙ্গ বলিতে 'পাখোয়াজ' বুঝায়, কিন্তু তাহা এক্ষণে মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হয় না। খোল মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত হয়, অন্য কোনরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইলে তাহাকে খোল বলে না। খোলের সহিত ব্যতীত বিশুদ্ধ কীর্ত্তন হয় না। কীর্ত্তন যেমন পরমার্থ বিষয় প্রতিপাদন করে, খোলও তেমনি পরমার্থের সন্ধান প্রদান করে। খোলের বোল এই—ধিক্ তান্, ধিক্ তান্, ধিগেতান্। মনে হয় খোলের বাদ্য যেন সংসারকে ধিকার দিয়া পরতত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।

যেষাং শ্রীমদ্ যশোদাসুত-পদকমলে
নাস্তি ভক্তির্নরাণাম্।
যেষাং আভীরকন্যাপ্রিয়গুণ-কথনে
নানুরক্তা রসজ্ঞাঃ ॥

যেষাং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-ললিতগুণকথা
সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ কথয়তি নিতরাং
কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ ॥

শ্রীমান যশোদা-সুত শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে যাহাদের ভক্তি নাই, গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্যামসুন্দরের গুণ-কীর্ত্তনে যাহাদের রসনা অনুরক্ত নহে, যাহাদের কর্ণ তাঁহার লীলা-ললিতকথা-শ্রবণে উৎসুক নহে, তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্, এ সকল লোককে ধিক্ !

এইরূপ করতাল সম্বন্ধেও ভাবুকেরা বলেন ঃ—

মৃত্যুং জয়েয়ং শমনং জয়েয়ম্।
তৎ কিঙ্করাংশ্চাপি সুখং জয়েয়ম্ ॥
শ্রুত্বেতি দূরাৎ করতাল শব্দং
সংকীর্ত্তকং তে খলু নোপযান্তি ॥

'মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব, তাহার কিঙ্করানুচর দিগকে হেলায় জয় করিব"—এই কথাই করতালের ধ্বনিতে ব্যক্ত হয়। এই ধ্বনি দূর হইতে শুনিয়া সংকীর্ত্তন নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে মৃত্যু বা তাহার অনুচরগণ যাইতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে। কীর্ত্তনে মাত্র খোল করতালের ব্যবহার হয়। তাহার হেতু এই যে খোল করতাল সংগ্রহ করা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর।

যাহাতে আপামর সাধারণ এমন কি নিতান্ত নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তিগণও ভগবৎ-সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ হইতে বঞ্চিত না হয়েন, এই জন্যই বোধ হয় সুলভ বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে সংকীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বেহালা, এসরাজ, হারমোনিয়ম্ প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্র ব্যয়সাধ্য, সকলে তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না। খোল করতাল সহজেই মিলে। বিশেষতঃ খোল করতালের সমবেত সঙ্গীতে এমনই একটি মোহিনী শক্তি আছে, যাহা সহজেই মন মাতাইতে পারে। বস্তুতঃ শঙ্খের ধ্বনির ন্যায় খোলের শব্দ শুনিলেই মঙ্গল হয়। যতদূর পর্য্যন্ত খোল করতালের ধ্বনি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত অমঙ্গল তিষ্ঠিতে পারে না।

খোল সুলভ হইলেও খোলের বাদ্য অভ্যাস করা তত সহজ নহে। কীর্ত্তন গানের উন্নতি হইয়া যেমন গরাণহাটি, মনোহর সাহী, রেণেটি প্রভৃতি শ্রেণী নানা বিভাগ হইল, সেইরূপ বাদ্যেরও উন্নতি হইতে লাগিল। সুরের বৈচিত্র্য ও ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যেরও অশেষ বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্য দেখা দিল। অনেক খোল-বাদক বিখ্যাত গায়কদেরই ন্যায় উচ্চাসন পাইয়া গিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে সঙ্গীতের প্রতি যেরূপ লোকের অনুরাগ কমিয়া গিয়াছে, বাদ্য সম্বন্ধে সাধনাও তেমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সংক্ষেপতঃ মৃদঙ্গ-বাদ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম। এ বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা আপন আপন রুচি ও ক্ষমতানুসারে সাধনা করিলে বুঝিতে

পারিবেন। যাঁহারা খোল বাজাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রে যন্ত্রাধিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করিবেন।

শ্রীখোলের প্রণাম

মৃদঙ্গ ব্রহ্মরূপায় লাবণ্যং রসমাধুরী।
সহস্রগুণ-সংযুক্তং মৃদঙ্গায় নমোনমঃ॥

পরে বাদ্যের বর্ণ-পরিচয় করিতে হইবে, অর্থাৎ কোন হস্তে এবং কোন অঙ্গুলিতে কোন অক্ষর উচ্চারিত হইবে, তাহার সাধনা করিবেন। বাজনার বোলের 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' প্রভৃতি কোন বর্ণ কোন হস্তে এবং কোন হস্তের কোন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, তাহার অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। যথা,—ক, কা, কি, কী, খ, খা, খে খেং, গ গে গো, ঘ ঘা ঘূ ঘে প্রভৃতি বামহস্তে উচ্চারিত হইবে, চ, চা, চু উভয় হস্তে, ট, টা, টি দক্ষিণ হস্তে উচ্চারিত হইবে। ঠ, ঠা, ঠি, ড, ডা, ডি প্রভৃতি দক্ষিণ হস্তে বাজিবে কিন্তু বামহস্তের কিঞ্চিন্মাত্র স্পর্শও পাইবে। এই সকল বর্ণক্রমে বাদ্য অভ্যাস না করিলে, তাহা মনোজ্ঞ হয় না। বলা বাহুল্য ইহা গুরুকৃপা ব্যতীত লাভ করা যায় না। গুরুকৃপা এবং বহু সাধনার ফলে এই প্রণালীতে বাদ্য অভ্যাস করিলে তাহা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়। লোকে অনেক সময় বলিয়া থাকে 'খোলে যেন কথা কয়'। বাস্তবিকপক্ষে সুর সম্বন্ধে যেমন সাঋগমের সাধনা, বাদ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ বর্ণমালার সাধনা আবশ্যক। আমি এস্থলে দিক্‌দর্শনমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহারা এ বিষয়

বিশেষভাবে জানিতে উৎসুক, তাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অবগত হইতে পারিবেন। ভগবৎ-কৃপায় আমাদের দেশে এখনও ভাল খোল-বাদকের অভাব ঘটে নাই।

খোলে যে সকল তাল বাজে, তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কীর্ত্তনে খোলবাদ্য কিরূপ অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল :—

দশকুশী, সমতাল, পাকছটা, শ্রুতি, পোট, ধরণ, কর্ণাট মাতলি, রূপক, বিষমপঞ্চ, পঞ্চমশোয়ারি, ছুটা, তেওট, তেওরা, তেউটি, ধড়া, একতালা, শশিশেখর, ডাশপাহিড়া, জপতাল, পিয়ারী, গঞ্জল, পরিমাণ, যোতি, ঝাপতাল, দুঠুকী, বীরবিক্রম, আড়তাল, নটশেখর, নন্দন, চঞ্চুপুট ; মঠক, ধামালি, নিস্সারক, চন্দ্রশেখর, কন্দর্প, চম্পক্, অষ্টতাল, সপ্ততাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, বিজয়ানন্দ, গমক, প্রতি চঞ্চুপুট, ঝুজঝুটি ইত্যাদি।

এই সকল তালের আবার ছোট, বড়, মধ্যম ভেদে নানা প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। যথা, বড় দশকুশী, ছোট দশকুশী, মধ্যম দশকুশী, বিষম দশকুশী, বিরাম দশকুশী, কাটা দশকুশী, বড়-সমতাল, ছোট সমতাল, বড় দুঠুকী, ছোট দুঠুকী ইত্যাদি। এই সকল ভেদ গণনা করিলে কীর্ত্তনের তাল সর্ব্বসমেত ১০৮টিতে দাঁড়ায়।

প্রত্যেক তালের স্বতন্ত্র বোল আছে। প্রত্যেক তালের সম, লয়, লহর, মাতান, ফাঁক আছে। প্রত্যেক তালে তেহাই, মান

ভিন্ন ভিন্ন। কীর্ত্তনের একটি অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ইহার আখর বা কাটান। যেমন যেমন কাটান উঠিবে, তেমনই পর পর বাজনারও কাটান আছে। সেগুলি যত্ন সহকারে অভ্যাস করিলে কাটানের বাজনায় অপূর্ব্ব আনন্দ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী।